

সাধন-সঙ্গীত ।



প্রথম ভাগ ।

হরিশ-সাধন-গীতি ।



শ্রীপূর্বচন্দ্র সাহা বিজ্ঞাবিনোদ আর, এ, এম্
কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত ।

প্রথম সংস্করণ

ঢাকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
প্রিন্টার—শ্রীবিক্রমচন্দ্র সাহা দ্বারা মুদ্রিত ।

অন্ন ধর্মার্থে সমর্পিত]

মূল্য এক ১৮ টাকা ।

নিবেদন ।

সাধক ভক্তগণের হৃদয়-উত্থানে স্বঃ-প্রস্তুটিত ভক্তি-সুবাদিত গীতি-কুসুম কতকটি সংগ্রহ করিয়া এই “সাধন-সঙ্গীত”-মাল্য গ্রথিত ও প্রকাশিত হইল । সাধন বিষয়ক ভক্তিরসপূর্ণ সুমধুর সঙ্গীত ও সংকীৰ্ত্তন সংগ্রহ করতঃ এক খানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়া ক্রমে সংগ্রহ করিতে যাইয়া দেখা যায়, উহা সনাক্ সংগ্রহ করা সমুদ্র সদৃশ এক সুবৃহৎ ব্যাপার । বিভিন্ন শ্রেণীর সাধকের জন্ম প্রথম ভাগে হরি-সাধন বিষয়ক সম্প্রতি সাড়ে সাত শত সংখ্যক সংগীত ও সংকীৰ্ত্তন সংগৃহীত হইয়া এই সংস্করণে প্রকাশিত হইল । দ্বিতীয় ভাগে গুরুগোরাঙ্গ ও রাধাকৃষ্ণ-সাধন বিষয়ক এবং তৃতীয় ভাগে শক্তি-সাধন বিষয়ক গীতি প্রকাশের বাসনা করিয়াছি । শ্রীভগবানের শুভাশীর্বাদে ও সহৃদয় গ্রাহকগণের অনুগ্রহ হইলে ক্রমে সৰ্ব্ববিধ সাধন-সঙ্গীত অধিক সংখ্যক সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়া সাধক ভক্তগণের শ্রীকর-কমলে অর্পণ করিতে ইচ্ছা রহিল ।

বহু গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে উপাসনা উপযোগী সংগীত কিছু কিছু করিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে । সকল গ্রন্থের নাম দেওয়া সহজ-সাধ্য ও সম্ভবপর নহে । তবে রচয়িতার নাম

সূচীপত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রাচীন সংগীত এবং কতক আধুনিক সংগীতের রচয়িতার নাম জানিতে না পারায় লিখিত হয় নাই। রচয়িতার নাম উল্লেখে কোনটিতে ভুলও থাকিতে পারে। কোন কোন গ্রন্থের সংগীতের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অপেক্ষাকৃত অতিরিক্ত সংগীত উঠিয়া থাকিবে। এই প্রথম সংগ্রহে ও মুদ্রণে ভ্রম-প্রমাদ ও ত্রুটি থাকিবারই সম্ভাবনা। আমি এ কার্য্যে অযোগ্য ; তথাপি প্রাণের আবেগে এই বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া সকলের কৃপা-দৃষ্টি প্রার্থনা করিতেছি। যে সাধক ও ভক্তগণের রচিত সঙ্গীত দ্বারা এই গ্রন্থের কলেবর পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছে, আমি সেই সদাশয় ব্যক্তিগণের নিকট চিরঋণী ও কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম। এই গ্রন্থের আয় ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃত বটে। কেহ ইহা গ্রহণ করিলে তিনি ধর্ম্মকর্ম্মেরও যথাসাধ্য সহায়তা করিলেন বলিয়া স্বীকৃত হইবে। নিবেদন ইতি।

জিন্দাবাহার, ঢাকা

১৩৪১ সন, ২৮শে আষাঢ়।

চিরবিনীত—

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র সাহা

সূচীপত্র ।

অকূল ভব-সাগর	১৫৭
অগতির গতি কমলা	রাজকৃষ্ণ রায়		৮৫
অগতির গতি হরি	৪১৬
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে নারক	বৈজু বাগেরা		২৪
অনর্থ চিন্তাতে দিন	মতিলাল রায় কাব্যকণ্ঠ		১৪৬
অনাথ নাথ হে	স্বর্ণকুমারী দেবী		৩২২
অপার সংসার ঘোর	(পাঠক) কৃষ্ণ হান্ত শিরোমণি		১২৬
অপার হরিনামের	নাট্যাচার্য্য গিরিশ চন্দ্র ঘোষ		১৬০
অবনত ভারত চাহে	২৩৩
অব তজ্জ ভোর প্রাতে	১৪০
অব্যক্ত নিগুণ ব্রহ্ম	দেওয়ান রঘুনাথ রায়		৩০৫
অবিজ্ঞা ঘনে করিল	ঐ		১০২
অমল ধবল পালে	রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর		৮৩
অসম্মিলনে হরি-লীলা	৩০৪
অপার প্রেমেতে ভুলে	বিহারীলাল চক্রবর্তী		২০৪
অসার সংসারে কেবল	পুণ্ডরীকানন্দ মুখোপাধ্যায়		১৮৪
আছিচ্ চূপ্ করে তুই,	শিবপুর বাউল সম্প্রদায়		২৪৫
আছেন একজন	রসিকচন্দ্র রায়	...	২৫১
আজ আনন্দে বদন	৩৫২
আজি প্রাণ মন খুলে	২৩৭
আনন্দে সদানন্দে কর	স্বাধীননাথ মিত্র	...	৩৩৪

আপনাতে আপনি থাক	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	১২২
আবার যদি এলে হরি	২২৮
আমরা কেন ভোগে	রামকমল ভট্টাচার্য্য	২২২
আমার তার কথা	রাধানাপ মিত্র	৫০
আমার লও লও তুলে	৩২৭
আমার এই করে শ্রীহরি	৩৭৭
আমার কথায় আমার	(পাঠক) কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি	১১০
আমার কি হইবে	রাধারমণ ঘোষ	৩৮৪
আমার প্রাণ-পিঞ্জরের	পুণ্ডরীকান্ন মুখোপাধ্যায়	২৪৬
আমার মত পাপী বারা	রাজকৃষ্ণ রায়	১৩২
আমার মত যদি কোন	(পাঠক) কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি	১২৫
আমার মন খেলেছ কি	রঘুনাথ গোস্বামী	২৭১
আমার মন হরিবল	২১২
আমার যদি কেউ থাকে	৫২
আমার হরি বলা	২১৬
আমার হরিবোল বলা	বিনোদ বিহারী	৪০২
আমার হৃদয় ছেড়ে	মনোমোহন দত্ত	৫২৭
আমি আপনার জন	সত্যচরণ চক্রবর্তী	২৭
আমি আমি বল তুমি	কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়	২০৩
আমি আর কারে	(পরিব্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী	৫৫
আমি আর কিছু ধন	৬২৬
আমি কত আশা করে	৭৩
আমি কি উঠিতে পারি	দ্বিজেন্দ্র লাল রায়	৪০৬
আমি কে তাই জান্লেম	২৫৪

ଆମି ଡାକ୍ ଲାମ୍ ନା ତେଜନ	ମନମୋହନ ମିତ୍ର	୨୫୭
ଆମି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ହରି	ଜୈଲୋକ୍ୟ ନାଥ ସାହ୍ୟାଳ	୧୭୧
ଆମି ପାପେର ଛଲନେ	ବିରଂଗଚାନ୍ଦ ଦରବେଶ	୭୨
ଆମି ବଲ୍‌ବ କି ସେ	ଶିବପୁର ବାଉଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ	୩୦୨
ଆମି ଯଦି ଡୁବେ ଯରି	(ପାଠକ) କୃଷ୍ଣଚାନ୍ଦ ଶିରୋମଣି	୧୧୧
ଆମି ଯଦି ତାର ହ'ତାମ	ଐ	୧୧୮
ଆମି ଯେ ଡୁବେ ଯରବୋ	୧୨୦
ଆମି ସକଳ କାଞ୍ଜେର	ରଞ୍ଜନୀକାନ୍ତ ସେନ	୨୮
ଆମି ହେ ତୋମାରି କୁପାର	ଦୁର୍ଗୀନାଥ ରାୟ	୬୪
ଆୟ ନାରେ ଭାହି ସଂକୃଷ୍ଣନେ	ଦୁର୍ଗୀପ୍ରମାଦ ବିଦ୍ୟାସ	୩୨୨
ଆୟରେ ଆୟ ମିଲେ ସବାହି	୩୬୨
ଆୟରେ ଆୟ ହରି ବଳେ	୧୭୧
ଆୟ ସବେ ମିଳି ଦିୟେ	ରାଞ୍ଜକୃଷ୍ଣ ରାୟ	୩୦୩
ଆୟ ସବେ ମିଳି ହ'ଟୀ	ଶାମ୍ବିକଚନ୍ଦ୍ର ସାହା	୫୧୧
ଆର କତ ଦୁରେ ଆଛ	ରଞ୍ଜନୀକାନ୍ତ ସେନ	୧୧୫
ଆର କତ ବୁଝାବ ତୋରେ	(ପରିବ୍ରାଜକ) କୃଷ୍ଣାନ୍ତ ସ୍ଵାମୀ	୨୩୩
ଆର କବେ ଟେତୁକ୍ତ ହବେ	୧୨୬
ଆର କବେ ଦେଖା ଦିବେ	ଦୀନବନ୍ଧୁ ବେଦାନ୍ତ-ରତ୍ନ	୨୧
ଆର କାରେ ଡାକି ତୋମା	ସିମ୍ପା ଶୈଳ ଚରିତସତ୍ତା	୫୨
ଆର କାହାରୋ କାହେ	ରଞ୍ଜନୀକାନ୍ତ ସେନ	୧୫
ଆର କି ହରି ପାର .	ହରିଦାସ ବନ୍ଦ୍ୟାପାଧ୍ୟାୟ	୧୩୫
ଆର କେନ ଯନ ଏ ସଂସାରେ	ଶିବପୁର ବାଉଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ	୨୩୫
ଆର କେ ଏ ଯୋଗ ଯୋଗ	୨୦
ଏହି କି ଛିଲ ଯେ	(ପରିବ୍ରାଜକ) କୃଷ୍ଣାନ୍ତ ସ୍ଵାମୀ	୨୦୫

এই কি সেই আর্ধ্যহান	(কাল) হরিনাথ মজুমদার	২০৪
এই বেলা মন বেধ	(পত্রিকাভক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী	২১৪
এই ভবের শোভা	হরিচরণ শর্মা	২৬৪
এই মাত্র খেদ আজন্ম	উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১২৭
এই যে জিহ্বার অলস	...	৩৫৮
এই যে বিশ্ব হ'তেছে	...	২৫০
এই করির নাম বল	শিবপুর বাউল সম্প্রদায়	১৭০
এই হরিনাম স্থধা	ঐ	১৭৬
একদিন উড়্বে সাধের	ঐ	২২৭
একদিন যেতে হবে	গোপীনাথ দত্ত	২৩২
এক বন্ধন বাঁধা আছি	রাধানাথ মিশ্র	৫১
একবার ডাক দেখি	শিবপুর বাউল সম্প্রদায়	২৪৪
একবার ডাকার মতন	ছুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাস	৩০৪
(একবার) ডাকার মতন	ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	২১৮
একবার দয়া করে	জ্ঞানকী নাথ দাস	৩০২
একবার দেখা দেও	জগদানন্দ	৭৬
একবার হরিনাম বদন	...	৩৪৬
একা এসেছি একা চলে'	...	১৫৪
একাগ্রচিত্ত হ'য়ে ভাব	(দেওয়ান) রঘুনাথ রায়	১৪৩
একান্ত চিন্তে চিন্ত মন	দাশরথি রায়	২৩১
এত কাছে কাছে	কালীনাথ ঘোষ	১৩২
এত ভালবাস থেকে	(কাল) হরিনাথ মজুমদার	২৭
এ দেহ অনিত্য পঞ্চভূত	(পত্রিকাভক) রূপচাঁদ দাস	২৬৮
এবার পায় কর	সমানাথ ভট্টাচার্য	১০৪

এবার ডাঙল ভেঙে	শিবপুর বাউল সম্প্রদায়	২২৭
এ ভব-সংসারে ওহে	(পরিব্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী	১১৪
এমন কল কি কোথায়	শিবপুর বাউল সম্প্রদায়	৪১৪
এমন সুধার হরিনাম	নাট্টাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১২২
এমনি কি বাবে দিন	(পরিব্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী	১০০
এ মায়া প্রপঞ্চময়	অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য	২৭৬
এস প্রাণ সখা আমার	গনাতন নাট্য-সমাজ, ঢাকা	৫৪
এস ভগবান এস	...	৩২৫
এ সময়ে আর্ধ্যগণ	(পরিব্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী	২২৮
এস সবে মিলি আজি	শিমলা শৈল হরিসভা	১৭২
এস সেইরূপে দয়াময়	পশুপতি চট্টোপাধ্যায়	৩২৪
এস হৃদয় মাঝারে	...	৪৭
এসা দিন দেখো ফিন্	(পঙ্কিরাজ) রূপচাঁদ দাস	২৪৭
এসেছ একলা যাবেত	কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ	৪১৪
এসে সংসার-প্রবাসে	দীন বাউল	২৪২
এ হরি সুন্দর, এ হরি	...	২৫
ঐ করে ভাবি ভাব	কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়	১০৭
ওগো কে তুমি আমার	অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য	৩৩
ওগো তোমারেই প্রাণের	গঙ্গাপ্রসাদ দাসগুপ্ত	৪০৩
ও দিন গেল হে	শিবপুর বাউল সম্প্রদায়	২২
ও মন-মাঝারে তুই	ঐ	১২৯
ও মন, সত্য নয়, মিথ্যা	ঐ	২৫৮
ও মন, হরি হরি বল	রাজকৃষ্ণ রায়	৫১৪
ওরে অচেতন কামি	দাশরথি রায়	২০৩

ওরে চুল হ'ল তোর	অক্ষয়কুমার সেন	২৬৫
ওরে বন, তোর সঙ্কোপনে	অতুলপ্রসাদ সেন	২৮৯
ওরে বলুরে আমার মন	...	৩-৯
ওরে ব্রাহ্ম মন, ভাব	...	৩৬২
ওরে যেতে হবে আর	...	২২৮
ওহে এ দীনে কি দীনবন্ধু	কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিজ্ঞানসাগর	১১৬
ওহে গুণধাম, ঘনশ্যাম	মতিলাল রায় কাব্যকর্ষ	৫৫
ওহে জগজ্ঞান-পাতা	স্বর্ণকুমারী দেবী	৩৯১
ওহে দয়াল হরি, চরণ	...	৩২৯
ওহে দয়াল হরি দীনে	শিমলা শৈল হরিসভা	৩৭২
ওহে নারায়ণ বিপদ	...	৭২
ওহে দিনতো গেল সঙ্কীর্ণ	(কালীপ্রসন্ন) হরিনাথ মজুমদার	৭৮
ওহে দীননাথ, দীনের	...	৩৩০
ওহে দীনবন্ধু তুমি	...	৩৫৬
ওহে বিপদবারী	রামগোপাল মুখোপাধ্যায়	১২৩
ওহে মধুসূদন বিপদ	...	৩৩৫
ওহে স্তম্বিকেশ, এ জনমেয়,	দাশরথি রায়	৩১৩
কহে কি কাজ করুছো	দীন বাউল	২৭০
কঠিন দুঃখ পাগো	সদারঙ্গ	১১৩
কত আদরের ধন	দাশরথি রায়	২৬০
কত চট্ট উঠছেরে	...	২১৩
কত দিন আর ওরে	(পারিতোষক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী	১৯৮
কত দিনে ও মুখ	দুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাস	৩৩৮

কবে কৃষ্ণ-প্রেমে পাগল	অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য	৮১
কবে তব দরশনে	ত্রৈলোক্য নাথ সান্ন্যাল	৫০
কবে তৃষিত এ মল্ল	রজনীকান্ত সেন	৫৪
কবে দেখিয়া তোমাৱে	৪১০
কবে হব হরি-ধনে	নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়	৬৬
কমলাসনে কমলা-সনে	৪০১
কর দয়া কর, হে	কিরণচাঁদ দরবেশ	৪৮
কর নাম সার	ঐ	৪১৩
কর নিত্য হরি তব	১৬২
কর বনন ভরি দয়াল	পুণ্ডরীক মুখোপাধ্যায়	১৭০
কর হৃদয় মাঝে	চূর্ণা প্রসাদ বিশ্বাস	৫৬
কপি-কলুষনাশন	১৪৮
কাজে মজে দিন গেল	(পক্ষিরাজ) রূপচাঁদ দাস	১২৭
কাতর অন্তরে ডাকি	গে পেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০
কাতর তোমার দাসে °	মহিলাল রায় কাব্যকণ্ঠ	৬৮
কাতরে ডাকি তোমাৱে	১২৬
কাঁদছে ধারা বাঁও সে	(পাঠক) কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি	১২২
কাঁদলে পরে দয়া করে	দ্বাজকৃষ্ণ রায় °	১০১
কার কথায় ভুলে	কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়	২০৬
কালীর-মর্দন কংস °	মদনমোহন তর্কলঙ্কার	১১
কি আর জানাব হরি	৪৯
কি করি না করি, বুঝিতে	শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়	২৫২
কি ছার আর কেন	(নাট্টাচার্য্য) গিরিশঙ্কর ঘোষ	২২০
কিহর তোমার ডাকে	রাধানাথ মিত্র	৩১৩

কি দিব তুলনা জগতে	দাশরথি রায়	৩৪
কি দিবে পূজিব তোমার	দুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাস	৩১২
কি কল দেহ ধারণে	সুন্দরীমোহন দাস	৩৮৪
কি বলে ডাকিব ডাকিতে	দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৭৪
কিবা জল কিবা স্থল	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	২৫১
কি বুঝবে জীবে	মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩৩
কি ভাবের খেলা হরি	দীনবন্ধু বেদাস্ত-রত্ন	২৩
কুক করণা দীনে	ইলিশিরান থিয়েটার, ঢাকা	৭০
কুক মে করণা	জগদানন্দ	৪৩
কৃপাবান ভগবান	কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়	১৫৮
কৃপাসিন্ধু হে, কবে	...	৩৪০
কৃষ্ণ অনুরাগ কি	রাধানাথ মিত্র	৪১
কে জানে হে হরি	রসিকচন্দ্র রায়	৩২
কেন আর কর ঘেষ	কেন্দারনাথ ভক্তিবিনোদ	৩০৬
কেন প্রভু দীন জনে	পূর্ণচন্দ্র সিংহ	৮২
কেন বঞ্চিত হব	রজনীকান্ত সেন	৭১
কে বলে হরি রাজা	রাজকৃষ্ণ রায়	২৬২
কেবা কার পর কে	অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য	২৭৭
কেমনে এ ভব-নদী	বেণীমাধব দাস	১১২
কেমনে ধরবি তারে	রসিকচন্দ্র চক্রবর্তী	২২১
কেমনে বলিবে বল	(পন্নিত্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী	২৫৮
কেশব নাশয় মে	শ্রীধর কথক	৪৪
কোঁই পূজো নাহি হরি	...	৪০৭
কোথা আছ গিরিধারী	...	৭৭
কোথা আছ সখা, দীনে	...	৮৫

কোথা আছ হরি বিপদ	১১৫
কোথা তুমি কোথা তুমি	দ্বিজেন্দ্র লাল রায়		৪১১
কোথায় আছ হে কাজালের	১৩৪
কোথায় ভগবান হও	৬৮
কোথায় রহিলে দয়াময়	৮৭
কোথায় সে জন, জানে	পারীমোহন কবিরত্ন		২৪৮
কোথায় হে দয়াল হরি	১২
কোথা শ্রীমধুসূদন	চাক্রচন্দ্র রায়		৩৬১
কোথা সে সুন্দর চিত্রকর	বাঃচন্দ্র দত্ত		২৮৪
কোথা হরি দয়াময়	৮৩
কোথা হরি বিপদভঞ্জন	রামসুন্দর শর্মা		৯২
কোথা হরি ব্যাথাহারী প্রভু	রাজকৃষ্ণ রায়		৩১৯
কোথা হরি ব্যাথাহারী শ্রীমধু	৩৩১
কোথা হরি ব্যাথাহারী হরু	রাজকৃষ্ণ রায়		৭৩
কোথা হে অনাথানাথ	রাধানাথ মিত্র		৬৭
কোথা হে কমলাকান্ত	৮৪
কোমল মধুর হরি	৪০২
ক্যা সুধা হ্যায় নামমে	৪১
কতি কি তোর সর্কনাশে	আর্ধ্য মিশন ইন্সটিটিউশন		৪১৫
কীরোদ সিদ্ধ নীত্রে	১৬
কেপা, তোর গেল বেলা	২৪৪
খেলার ছলে তরি	রাজকৃষ্ণ রায়		৩০২
গগনময় খাল প্রবি	গুরু নানক		৩৬
মতিহীনে দেখি পদ	মতিলাল রায় কাব্যকর্ষ		৬৩

গাও প্রেমময় হরি	১৮৮
গাওরে গাও হরিনাম	গঙ্গাপ্রসাদ দাশগুপ্ত		৪১৩
গাও সন্ধ্যা, গাও চন্দ্র	রাজকৃষ্ণ রায়		১৬২
গাওলো তরঙ্গিনী	২৮১
গেল গেল দিন ওরে	দেওয়ান রঘুনাথ রায়		২২২
গেগ দিন দীনবন্ধু	২১২
গেগ দিন মিছা রঙ্গ	(কবিরঞ্জন) রামপ্রসাদ সেন		১২৬
গোপাল গোবিন্দ হরি	কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ		৩৯২
গোবিন্দ গুণধাম	দাশরথি রায়		১১১
ঘোর বিপাকে ডাকি	রাজকৃষ্ণ রায়		৭৫
চঞ্চল মানস বিনাশ	(পরিব্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী		১৪৩
চন্দন-চর্চি চ নীল	৩১
চরণ দাও শ্রীহরি	২৫
চরণ ধরিতে দিওগো	১০৪
চরণে শরণ লৈলু	পূর্ণচন্দ্র সাহা বিজ্ঞাবিনোদ		১২২
চরণে চরণ দানে	কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়		৬৪
চল্‌ছরে মন ট্রামওয়ের	৩০২
চল দেখি মন বাই	কেদার নাথ		১৫২
চাই না মিলনে হরি	অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য		৫২
চাঁদের চিকণ কিরণ	বিহারীলাল সরকার		৩৪৬
চিন্তায় মম মানস	জৈলোক্য নাথ সান্যাল		৩৮৫
চিন্তায় মানস মুরহর	২০৬
চিন্তারে মন চিত্তরঞ্জন	সদাশন নাট্যসমাজ, ঢাকা		২৪১
চিন্তা কর মন চিন্তা	৩৪৮

চিন্তা করে ধনের চিন্তা	১৫১
চিরদিন কখনো সমান	প্যারীমোহন কবিরত্ন		২৭৪
চুল হ'ল তোর শণ	অক্ষয়কুমার সেন		২৬৪
চৈতন্য পাকিতে প্রভু	কালী প্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর		৫৭
ভাড়া মন বুঝা অহঙ্কার	রসিকলাল চক্রবর্তী		৩৪২
ছাড়রে মন ভবের	হুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাস		১৮০
জনগণ-মন-অধিনায়ক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		২২২
জপেরে জীব জনার্দিন	কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়		১৪৫
জপ শ্রীমধুসূদন	৩৫১
জন্ম হবে শেষ কালে	২৬৩
(জয়) কাগীঃগঞ্জ	রাজকৃষ্ণ রায়		৯
জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম	ভার ১৫২২ রায় গুণাকর		৭
জয় অগস্ত্য পরমানন্দ	১
জয় জয় কুপায়	অতুলকৃষ্ণ মিত্র		১০
জয় জয় দেব হবে	ঐ		৪
জয় জয় বহুকুণ	রাধানাথ মিত্র		৫
জয় জয় যাদব	৪১৬
জয় জয় সচ্চিদানন্দ	ত্রৈলোক্যনাথ সাম্রাণ		৩
জয় জয় হরি, মুকুন্দ	শশিভূষণ দাস		৩
জয়তি অগদীশ অগবন্ধু অগৎ	দাশরথি রায়		৭
জয়তি অগদীশ অগবন্ধু বন্ধু	ঐ		৩৮
জয় নারায়ণ জয় জীব	রাজকৃষ্ণ রায়		৪
জয় নারায়ণ বিষ্ণু	উপেন্দ্রনাথ ঠাকুর		৫
জয় নারায়ণ জয়-চয়	রাজকৃষ্ণ রায়		৪

জয় ভববন্ধন যোচন	হুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাস	২
জয় মাধব, জয় মাধব	সনাতন নাট্যসমাজ, ঢাকা	৩
জয় মুরারি ভূভায়হারী	(নাট্টাচার্য্য) গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৫
জয় বজ্রেশ্বর জগদীশ্বর	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	৬
জয় শকট-ভঞ্জন	রাজকৃষ্ণ রায়	৯
জাগরে উঠয়ে জাগ	১৩৮
জাগরে নিদ্রিত জীব	(পরিব্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী	১৩৯
জাগরে জাগরে মারা	১৪০
জানিতে সে জন চাহ	চন্দ্রকান্ত শ্রায়রত্ন	২৪৯
জানিছে জানিছে হরি	তিনকড়ি বিশ্বাস	৮৪
জীব-জগতে হৃন্দ অতি	(পরিব্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী	২৮০
জীব ! জাননা কি হবে	দাশরথি রায়	২০৯
জীব-মীনরে জীবন	ঐ	২০২
জীব-মৃগরে কি আর	(পরিব্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী	২০১
জীবের থাকতে চেতন	৩৫০
জুড়াইতে চাই, কোথায়	(নাট্টাচার্য্য) গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৮২
জেনেও জানিনে বুঝেও	গঙ্গাপ্রসাদ দাশগুপ্ত	৪১২
জৈ মাধব হৃকন্দ	বৈজু বাণ্ডরা	৮
ঠাকুর এরসা নাম	৪০
ঠাকুর, তব শরণাই	গুরু নানক	২৯
ডাক হৃদয় খুলে	১৩৯
ডাক হারি বলে, ছুটি	২৭৩
তব পদে লই শরণ	শিবনাথ শাস্ত্রী	২২৫
তব রূপ-অপরূপ	গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১

ভরু বলরে বল	বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়	২২০
তাই থাকতে সময়	(কানাল) হরিনাথ মজুমদার	৩৭৩
তাই বলি মন, মিছে	দাশরথি রায়	২৩৩
তাতল নৈকতে বারি	বিজ্ঞাপতি ঠাকুর	৫৩
তাঁ বিনে পার পাবি নে	...	১৭৮
তার দীনে নিজ্ঞে	গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৭২
তাঁরে দেখ'বি যদি	রজনীকান্ত সেন	১৭৭
তালে তালে পা কেলে	রাজকৃষ্ণ রায়	৩১৮
তুমি অরূপ সরূপ	রজনীকান্ত সেন	৪২
তুমি আমার অন্তস্তলের	ঐ	১২২
তুমি একজন জনহের	দীনবন্ধু বেদাস্তরত্ন	৫৮
তুমি কার কে তোমার	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	১৭৮
তুমি কে হে বটে উপুর	..	৩১৫
তুমি দীনবন্ধু, তুমি	দীনবন্ধু বেদাস্তরত্ন	৯২
তুমি দুঃখের বেশে এলে	...	৪০৮
তুমি বিপদ-ভঞ্জন	ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল	২৬
তুমি ষষ্ঠেশ্বর হ'রি	শিমলা শৈল হরিসত্য	২২
তুমি স্বয়ম্ভু মন্দর	স্বর্ণকুমারী দেবী	৩২০
তুমি হে অনাদি আদি	...	১১
তুঁ'হি আদ অন্ত তুঁ'হি	...	৩১
তুঁ'হি ব্রহ্ম, তুঁ'হি বিষ্ণু	তানসেন	২১
তুঁ'হি ব্রহ্ম', তুঁ'হি বিষ্ণু	ঐ	৩০
তুঁ'হি ভজ ভজরে মন	...	১৫২
তেরোহি ধ্যান ধরত	গোপাল নাথক	৩০

তোমাতে যখন মাজ	১৩৫
তোমা নারায়ণ সবি	কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	কবিভূষণ	৩২৩
তোমা বই কেউ নাই	১২১
তোমার কে বুঝবে	দাশরথি রায়		৩৪
তোমার নগনের	রজনীকান্ত সেন		১০৬
তোমার নাম সে শুনি	দুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাস		৩৫৪
তোমার মত কে আছে	কানীন্দ্র ঘোষাল		৪০
তোমারি উদ্গানে তোমারি	অতুলপ্রসাদ সেন		৩০৭
তোমারি মতন এমন	দীনবন্ধু বেদাস্তরত্ন		৮২
তোমর দিন গেল বিফলে	৪০০
তোমর নাম রেখেছি	রাজকৃষ্ণ রায়		৩০২
তোরা আয়রে ভাই	কিরণচাঁদ দরবেশ		৩৬৬
তোরা আয়রে হরির	৩৬২
তোরে জিজাসি তাই	(পরিব্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী		২১৬
ভ্যাজ কাল ব্যাজ	(পক্ষিরাজ) রূপচাঁদ দাস		২২৩
ভ্যাজ মন, কুঞ্জন	(কবিরঞ্জন) রামপ্রসাদ সেন		২০৭
ভ্যমেব নিগুণ, নিত্য	(পক্ষিরাজ) রূপচাঁদ দাস		২৪
দয়া কর দীননাথ	৫৮
দয়াময় নিজগুণে	গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়		৯৬
দয়াময় হরি, দয়াময়	১৪৭
দাওহে ওহে প্রেমসিদ্ধু	অতুলপ্রসাদ সেন		৩১১
দাক্ষণ বিবাদে প্রাণ	রাজকৃষ্ণ রায়		২৬৩
দিক্কে দিদার হোবে	তানসেন		২৮
দিন গেল দীনদয়াল	দুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাস		১২৩

দিন গেল দীনবন্ধু নাই	পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ স্বামী	১১৭
দীন গেল দীনবন্ধু বলে	৩৮৮
দিন থাকিতে ডাক	২৭৪
দিন বা বাতে হো	১৮৮
দিন যার দীননাথে	(পক্ষিরাজ) রূপচাঁদ দাস	২০০
দিন যার ভাবরে মন	১৭২
দিনেশ গণেশ রমেশ	নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়	৩০৫
দিবা বিভাবতী জাণ	অশুভ্রাতা রায়	৩২১
দিগে করতালি এস	১৫৮
দীন-দয়াময় দীনজনে	স্বর্ণকুমারী দেবী	৩২০
দীননাথ এ কেমন	(পক্ষিরাজ) রূপচাঁদ দাস	১২৭
দীননাথ হে কর	৩৫৬
দীননাথ হের অনাথ	কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়	৬৩
দীনবন্ধু এট বাসনা	তান্দীনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩২২
দীনবন্ধু কুপাসিকু	(পরিব্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী	৬১
দীনবন্ধু হে আমি	দাশরথি রায়	৫২
দীনশরণ ভাবে রাখ	দাশরথি রায়	২০
দীনের আশা কর	দীনবন্ধু বেদাস্তত্ত	২৫
দীনের গতি দেহ হে	৬১
দীনের দীন কি অমনি	তুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাস	৩৫৮
চুখ কইতে নারি	ঐ	৫৭৬
চুখের সময় চির তো	গোবিন্দচন্দ্র রায়	৫৬১
হুনিয়ার আকব গাছে	(কাগাল) হরিনাথ মজুমদার	২৫৫
দেখ দেখ দীনবন্ধু	ভগবান চন্দ্র দাস	২২৪

দেখ নয়ন মুদ্রে	শিবলা ঠৈশল হরিসতা	২৩৬
দেখরে বুদ্ধি-নিষাদ	দিগম্বর ভট্টাচার্য্য	২৫৭
দেখা দাও হে রাখিব	৭৩
দেখা যদি নাহি দিবে	১২৪
দেখেও কি তোমর জ্ঞান	শিবপুর বাউল সম্প্রদায়	২২৯
দেখেছি রূপ-সাগরে	আনন্দচন্দ্র মিত্র	২৬০
দেবকৌন্দন কংস	৮৬
দেশে দেশে খুঁজিয়ে	শশিভূষণ বসু	৬২
দেহ গেহে পঞ্চভূত	(পক্ষিরাজ) রূপচাঁদ দাস	২০৮
দেহি পদ অতুল সুখ প্রদ	৩৬০
দোহে শ্রীচরণ জুড়া ক	৪০৫
দেহি হরি শরণ	তুলসী দাস	৬৫
ধর্মে হর আশ্রয় বল	২৭৮
ধর না বাণা ভক্তি করে	শিবপুর বাউল সম্প্রদায়	২৩০
ধীর সমীরে গাও রে	১৮৫
ধীরি ধীরি বর মুহুর	রাজকৃষ্ণ রায়	২৮৩
ধীরে ধীরে ধীরে কাল	৩০১
ধূলা খেলা বর্ব্ব না	৩০৩
নগর চেয়ে কানন	রাজকৃষ্ণ রায়	২৮১
নদ-নদী হাতাড়ে	যতুনাথ বাউল	২৫৩
নদী বলয়ে বল	(কালাল) হরিনাথ মজুমদার	২৮৭
নন্দ-কুলানন্দ সদা	অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য	১৩
নব ভাবে করিল	রাজকৃষ্ণ রায়	১৩০
নমঃ নারায়ণ দীন	সনাতন বাট-সমাজ, ঢাকা	১০

নমঃ সুরগণ ভয়	সনাতন নাটমহাজ, ঢাকা	২৩
নমস্তে ত্রিলোক-ভারণ	(পরিব্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী	২৩২
নমস্তে পতিভঙ্গন	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	৪০১
নয়নে কখন দেখিনি	অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য	৪৩
নলিনী-দলগত চঞ্চল	...	১৮৮
না কর আর কর	কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়	১২৮
না জানি হরি কেমন	...	১৭৩
না ছুলালে সে কি আপনি	...	২৫৫
না দেও দরশন না চাই	...	৩৬৮
নাথ, কেন কর ছলনা	...	৮২
নাম পেয়েছি স্থায় ধারা	...	৩৫৩
নামিয়ে দাও জ্ঞানের	চিত্তরঞ্জন দাস	৬৩
নাগর্যণ নাগর	দাশরথি রায়	১৮
নাগর্যণে না রাখ মতি	কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়	১৪২
নাহি স্বর্ষ্য, নাহি জ্যোতি	বিবেকানন্দস্বামী	২৫৪
নিকট বিকট কাল	(পক্ষিরাজ) রূপচাঁদ দাস	১৬৭
নিত্য নিরঞ্জন, গোপী মন	...	৩৪৬
নিদয় দয়িত কভু	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	১৩০
নিদয় হ'রে দীনে	দীনবন্ধু বেদাস্তরত্ন	২৪৬
নিরাকার নিরাকার	কেশরনাথ ভক্তিবিনোদ	৩০৪
নিরুপায়, সব যে যায়	রজনীকান্ত সেন	১২৮
নীল আকাশে ধীর	রাজকৃষ্ণ রায়	২৮২
নীল-সলিলা, লহরী	রাজকৃষ্ণ রায়	২৮৫
নীলাঙ্গন নীলকান্ত	...	২৩

বীহার-হারে বনফুল	১৩৯
পঞ্চদ-দলগত জল	(পরিভ্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী		১৪৫
পঙ্কে বিপত্তি-সাগরে	দাশরথি রায়		২৪
পত্র কি আপন চিনিলি না	ইলিশিয়ান থিয়েটার, ঢাকা		২০২
পদ্মেশের দয়ার	চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়		২২১
পত্র ব্রহ্ম পরমেশ্বর	২৩
পত্রের মন্দ করতে	রাজকৃষ্ণ রায়		২৪২
পুলক দরিদ্রার তুঁ	বৈজু বাওরা		২২
পাতকী বলিয়ে কিণো	রজনীকান্ত সেন		২৮
পাপানল লাগিলরে	(দেওয়ান) রঘুনাথ রায়		১২০
পায় কর করি এবার	রামগোপাল মুখোপাধ্যায়		৬৭
শিরে হরিনামামৃত	ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল		১৭১
পি লে রে অবধূত হো	১৫৫
পুণ্ড-পাপের বিষম	(পরিভ্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী		২৭৮
পূর্বাঙ হরি এই বাসনা.	৩২১
পেরেছিলে বাহা, রেখে	৩১৭
(প্যারে) তুঁহি ব্রহ্ম তুঁহি বিষ্ণু	বৈজু বাওরা		৩০
প্রথম উঠ প্রাতহি	বৈজু বাওরা		১৪১
প্রভাতে বারে নন্দে পাখী	৪০২
প্রভাত হইল পৃথিবী	অতুলকৃষ্ণ দ্বিবে		৪০৩
প্রকৃতী তুঁ মেয়ে	শুক নানক	...	২৫
প্রভু দাঁড়াও তোমার	৪০৫
প্রভু মেরা অবশুণ	স্বরদাস		২৯
প্রভুর লীলা বুঝা ভার	কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়		২৫৩

শ্রোণ-পরোধি-ভলে	জয়দেব গোস্বামী	১৫
শ্রোণ আমার আমার	রাজকৃষ্ণ রায়	৩৩
শ্রোণ খুলি হরি বলি	সনা শ্রন নাটাসমাজ, ঢাকা	২৮৪
শ্রোণ গাওরে হরিনাম	রাজকৃষ্ণ রায়	১৬২
শ্রোণে যে নাম আপনি	...	১৮৪
শ্রোম-পাথারে যে সাতারে	...	২৬৭
শ্রোমিক লোকের স্বভাব	...	২৭২
শ্রোমে জল হ'য়ে বাও	রজনীকান্ত সেন	২১৭
শ্রোমের করির শ্রোমের	রাজকৃষ্ণ রায়	৩০১
বড় অসময় তাই	অনুভূত লাল বসু	৩১২
বড় সাধ মনে দেখিব	..	৪৭
বদন ভরে হরি হরিবোল	মতিলাল রায় কাণ্ডাকর্প	৩৮৩
বল আর কত দিন	দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন	২১
বল দেখি গুটি কি কর	(কবিরঞ্জন) রামপ্রসাদ সেন	৩১৬
বল নায়ে মন হরি	(পরিব্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী	২১৪
বল বল হরিবল	পশুপতি চট্টোপাধ্যায়	৩২২
বলরে আনন্দ ভরে	...	৩৫০
বলরে বল, বল হরি	..	৩৭১
বলরে ভাই মন সাথে	বরদারঞ্জন শীল	১৬১
বলরে ভূবন-মঙ্গল	বিশ্বনাথ গোস্বামী	১৪৭
বল হরিবোল বল	নীলকমল ভট্টাচার্য	৩৭১
বল হরিবোল হরি	পূর্ণচন্দ্র সাহা বিজ্ঞাবিনোদ	৩৯২
বহু রূপ ধরেছ বীলে	মনোমোহন দত্ত	৩২৩
বাংলার মাটি বাংলার	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২২৬

বাঁচান বাঁচি মারেন	ঐ	৩১৭
বাজাও বিবেক বংশী	বৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল	৪৫
বাজে মঙ্গল শঙ্খ	...	৩১১
বার বার কর্ত্ত হোহে	সুরদাস	২৩৭
বালা কালই হরি	হরিদাস গোস্বামী	৫২২
বাঁশের দোলাতে উঠে	(কাল্পাল) হরিনাথ মজুমদার	৩১৫
বিপদ ভয় বারণ	যত্ন ভট্ট	১৭৪
বিপাকে পড়িয়া হরি	বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়	১০১
বিভূ পরাংপর	(পক্ষিরাজ) রূপচাঁদ দাস	২০
বিশ্বরূপ স্বরূপ	(দেওয়ান) রঘুনাথ বার	৪৫
বিশু-পদ সেবী তারা*	(মহাত্মা) মোহনচাঁদ করমচাঁদ গাঙ্গা	২২৭
বৃথা অবশ্যন ঘন	...	৩৭৪
বৃথা কাজে মজে যায়	(পক্ষিরাজ) রূপচাঁদ দাস	২৩৮
বৃথা কাজে যায় দিন	ঐ	২২৬
বৃথা দিন গেল বল	...	১৭০
বৃথা ভবে খেলতে এলি	দান বাউগ	২৭০
বৃথায় বিষয়ে ত্রিমি	...	২৩৭
ব্যথার ব্যথী হরি	দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	২২
ব্যথাগরী বলে হরি	বিহারীলাল সরকার	৩২৩
ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডার	(পক্ষিরাজ) রূপচাঁদ দাস	২৩
ভক্ত বই মোরে ভক্তি	রাজকৃষ্ণ রায়	১৩৫
ভক্ত বলে চেনা যায়	বৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল	২৭২
ভক্ত হওরা মুখের	(কাল্পাল) হরিনাথ মজুমদার	২৭৩

স্বক্কাধীন চিত্তদিন	দাশরথি রায়	১৩৬
স্বক্কাভাবে ডাকলে আমি	দাশরথি রায়	১৩৭
স্বক্কাশূলে ভোলেন হরি	জগদানন্দ	২৬৮
স্বক্কাশূলে হরি মিলে	রাজকৃষ্ণ রায়	২৬৯
স্বক্কা পরমাদরে মন	দাশরথি রায়	২২৪
স্বক্কা পূজন স্মরণ	রাজকৃষ্ণ রায়	১০৭
স্বক্কা ভক্ত জীব নারায়ণ	...	২০৩
স্বক্কা মন দিবানিশি	...	২৭৫
স্বক্কা মন প্রাণপণে	...	২১৬
স্বক্কা মন হরিনাম	...	১৫২
স্বক্কা মন সে জন	বরদারজন শীল	১৪৪
স্বক্কা হরে মন নন্দ	গোবিন্দ দাস	৩৪৫
স্বক্কা-ভয়হারী হরিকে	(পাঠক) কৃষ্ণাশঙ্ক শিরোমণি	১০৮
স্বক্কা-ভাবনা ভাবিয়া	(পরিব্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী	৩২৭
স্বক্কা কেউ মায়া ডোরে	...	২৩৬
স্বক্কা গো না তোর মায়া	(পক্ষিরাজ) রূপচাঁদ দাস	১৪২
স্বক্কা ভাবনা কিরে, ভাব তাবে	শিবপুর বাউল সম্প্রদায়	২৩৪
স্বক্কা মন তাঁবে	রসিক চন্দ্র রায়	১২৪
স্বক্কা মন দিবানিশি	(কাহাণী) হরিনাথ মজুমদার	২১৫
স্বক্কা শ্রীকান্ত নরকান্ত	দাশরথি রায়	২১০
স্বক্কা মারে জীবন-ভরণী	রজনীকান্ত সেন	২১১
স্বক্কা হলে কি ওরে মন	...	২০৫
স্বক্কা হলে মর্শ্ব, একি কণ্ঠ	(গোড়) জগদজু	২১৯
স্বক্কা গো না মন বিশ্বময়	...	১৮৫

ভূমিতে নামিত এত	৩০৭
ভেবেছ কি ওরে মন	১২৩
ভোলানাথ পঞ্চমুখে	(নাট্টাচার্য্য) গিরিশঙ্কর বো:ব		১৬৫
ভেলা মন কি করিতে	ঐফুর চন্দ্র গাঙ্গুলী		২৬৭
মঙ্গল হ'ক, মঙ্গল হ'ক	বরদা-প্রসাদ দাশগুপ্ত		৩১২
মজরে হরিপদাশুভে	বহুনাথ দাস		১৫৩
মজিতে শক্তি দাও	দীনবন্ধু বেদাস্তরস্ব		৮০
মধুমর্দিনী দীনশরণ	(পরিব্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী		৩৭
মন একবার হরি	১২০
মন কর সদা হরি	১৫৭
মন করিস্নে গগুগোল	(পরিব্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী		১৮২
মন করোনা স্নেহের	(কবিরঞ্জন) রামপ্রসাদ সেন		১২৫
মন কি খেলা খেলিছ	মতিলাল রায় কাব্যকণ্ঠ		২২৫
মন তুই একবার	২৬২
মন তুমি কি রঙ্গে	(কবিঞ্জন) রামপ্রসাদ সেন		১২৮
মন তো'র আজ পায়ের	হরিদাস বন্দোপাধ্যায়		২৪০
মন তো'র পায়ের পড়ি	কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়		১৫০
মন বুদ্ধির অগোচর	(দেওয়ান) রঘুনাথ রায়		২৫৭
মন মজরে হরিপদে	১৮৬
মন যে আমার ছল্ছে	(রাজা) পূর্ণচন্দ্র সিংহ		১১০
মনরে আমার তুই	অতুলপ্রসাদ সেন		২৩১
মনরে আব্দুল পূর্ণ	কিরণচাঁদ দরবেশ		৩১৪
মনরে তো'র বুদ্ধি	(কবিরঞ্জন) রামপ্রসাদ সেন		১২৫
মনরে ঘানসে কর	রাজমোহন আব্দুলী তর্কালঙ্কার		৪১৫

মন ! হরি বল হরি	হারকানাথ কন্দকার	২০৭
মন হরি স্মরণ সোঁ	বিষ্ণুনাথ	৪০৮
মনের আনন্দে হরি	...	৩৮৪
মনের বাসনা পূরণ	...	১২৩
মনোযোগে মনোবেগ	প্যারিচাঁদ মিত্র	২২২
মরি এক আজব জন্তু	...	৩০৮
মজল হোক মজল হোক	...	৩১২
মাটিই খাটি ভবে	মুকুন্দলাল দাস	২৭৫
মাধব, বলত মিনতি	বিদ্যাপতি ঠাকুর	৭৩
মাধব মুরলীধারী	কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়	১৭
মারাতে মোহিত হ'রে	(পরিব্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী	১৮১
মারারে পরম কোতুক	(কবিরঞ্জন) রামপ্রসাদ সেন	১২২
মিছে কাজে ঘুরসনে	...	২৬৫
মিছে দিন গেল হায়	...	১১২
মিছে ব্রহ্ম খোঁজ কোথা	দুর্গা প্রসাদ বিশ্বাস	২৫৩
মিছে ভরে আকুল	রাজকৃষ্ণ রায়	১২১
মিলিল আজি পথিক	অতুলপ্রসাদ সেন	৩১২
মুক্তি যদি চাও, ভক্তি	হেমচন্দ্র চক্রবর্তী	১৫০
মুখে দীনবন্ধু হরির	...	৩৮২
মুরহর কর গতি	কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়	১১৩
মেঘ তো উন্কো	উমী চাঁদ	৮১
মোহন সৃষ্টিকে	ভানসেন	২৪
যখন যে ভাবে প্রভু	(পাঠক) কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি	৮৫
যজ্ঞপতি যজ্ঞধর	...	৩৫
যত দিন যায় তত কাজ	...	৪১০

যতনে যতক ধন	বিজ্ঞাপতি ঠাকুর	৯৭
যদি প্রলোভন মাঝে	রজনীকান্ত সেন	৫১
যদি মরমে লুকায়ে	রজনীকান্ত সেন	৭৭
যদি রাখেন মান	দাশরথি রায়	১০৪
যদি রূপ খানিকে	যতীন্দ্রমোহন রায়	৪০০
যমের বাড়ী নাই কোন	রজনীকান্ত সেন	২১২
যা উচ্ছা তাই দিবে	(পাঠক) কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি	১০৬
যা কো মন হরিচরণ মে	(রাণী) মীরামাজি	২৩৫
যাচিহে হরি ওপদ	বিজয় নাথ মুখোপাধ্যায়	৭৫
যাতে ভন্ন নিতে না ভয়	দাশরথি রায়	২২৫
যাব না আর যাব না	ইলিশিয়ান থিয়েটার, ঢাকা	১৫৬
যাবে কৃতান্ত-ভয়	কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়	১৫৫
যার দূপ নকল করে	(কাজাল) হরিনাথ মজুমদার	২৮২
যারে মন দিলে আর	রজনীকান্ত সেন	২৪০
যে কটা দিন আছ বেঁচে	...	২৭৬
যে জন ভোমতে সঁপে	সত্যচরণ চক্রবর্তী	৩৯
যং মহলে লুট করে	...	২২৬
রসনা আগস তাজ	দাশরথি রায়	২০২
রসনা সদা রটনা	(পক্ষিরাজ) রূপচাঁদ দাস	২০১
রাম কৃষ্ণ শ্রাম শ্রামা	প্রেমানন্দ স্বামী	৩২৫
লমন-ভবন দমন	(পক্ষিরাজ) রূপ চাঁদ দাস	২১
রূন মন আমার রে	...	৫৮০
রৈল-নিকর কিবা	গিরীশ চন্দ্র কুণ্ড	২৮৩
শেষকে মগন কেন	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩১৬

শোনরে মন-বারণ	(পশ্চিমবঙ্গ) রূপচাঁদ দাস	২৪৩
শ্রামল তরুধর	...	১৪
শ্রবণ মঙ্গল	গোবিন্দ অধিকারী	১৫০
শ্রীকান্ত শ্রীচরণ	দাশরথি রায়	২৩৪
শ্রীকৃষ্ণ কেশব কংসারি	...	৩৭
শ্রীহরি চরণ শরণ	কালীপ্রসন্ন পাইন	৪০৮
সদাই হরিবোল	...	৫৫৫
সদাই হরি হরি হরি	...	৫৬৭
সকল স্থানে থাক	কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়	৩২
সদা গাও গাও গাও	(কবচ-সংহার প্রণেতা)	২১০
সদা দয়াল দয়াল	...	৩৭৮
সদা নারায়ণ কররে	কৈলাস নাথ মুখোপাধ্যায়	১৫৪
সদা মনোজ্ঞ আয়ার	...	১০১
সদা মন ভাবনারে	কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়	১৪২
সবে আনন্দে ভাই	...	১৮৪
সবে গাও মধুর স্বরে	...	৩৭০
সবে মিলি একই প্রাণে	মদনমোহন মিত্র	৩৭৫
সম্পদ কালে যদি	ত্রৈলোক্য নাথ সান্ন্যাল	১৭৪
সম্বরে তুলি তান	রাধানাথ মিত্র	৩১১
সাঁচ সাঁচ কি যে	শ্রীলা বা	১৭১
সাধ মনে হরি ধনে	ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল	৪৮
সাধন করনা চাহিয়ে	রাণী মীরাবাই	১৭৫
সাধনের ধন হরি	(পশ্চিমবঙ্গ) রূপচাঁদ দাস	১৮০
সাধের এ ঘুম-ঘোর	...	১৪১

সাধাতীত তত্ত্ব নিরূপণ	(পক্ষিগঞ্জ) রূপচাঁদ দাস	২৫২
সামাল ভবে ডুবে	(কবিরঞ্জন) রামপ্রসাদ সেন	১০৭
সাক্ষা-সমীরে ধর ধরে	২৮২
স্বখে মন-মধুকর	পরশচন্দ্র মিত্র	২২৪
সুনীল আকাশ পানে	রাধানাথ মিত্র	৫২
সুন্দুর স্বনে বাশরীর	কিরণচাঁদ দয়বেশ	৪০৪
সুন্দরন করিকো করে	১০২
সুন্দর-নর-নন্দিত	কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ	৩০১
সেই পদে পদেপদে	(পরিব্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী	১৬৮
(সেই) প্রেম কি চাইলে	(কাল) হরিনাথ মজুমদার	২৫৬
সেদিন কেমন ভাব লিনা	নীলাশ্বর মুখোপাধ্যায়	২০৫
সে যে প্রেম-ভিখারী	৪১
সোহি ধস্ত সোহি মাস্ত	রাজকৃষ্ণ রায়	২৬০
সংসার-গারদে হরি	অন্নদাচরণ	৭১
সংসার ছাড়িয়ে কোথা	২৮১
সংসার বিপদার্ণবে	কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়	১০৩
সংসারে থাকিয়ে পালিব	৫৪
সংসারে পরমাস্বাধা	৩২৪
সংসারের বড় সুখ	২১৭
স্বপনে মন যে কেমন	(পরিব্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী	২৫৮
হও হে সদর দীনে	৮৮
হরি অস্ত্রে বেন পাই	৫৮
হরি আদরের ধন	হুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাস	৩৫৮
হরি আবার এই অভিলাষ	৪৪

হরি আমার এই করিলে	রাজমোহন আব্দুলী তর্কালকার	৩২৬
হরি আমার মানস	(পাঠক) কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি	৭০
হরি, আমি অতি অভাজন	জানকীনাথ দাস	৬২
হরি আমি অতি দীন, করি	(পাঠক) কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি	৬০
হরি আমি অতি দান পাপে	দীনবন্ধু বেদাস্তরত্ন	৮৮
হরি আর কতকাল	দুর্গা প্রসাদ বিশ্বাস	৩৩২
হরি আর যে প্রাণে	ঐ	৩৪০
হরি এই করে। চরমে	(পাঠক) কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি	৬০
হরি এঁকি দেখি অপার	বিহারীলাল সরকার	৩৩৭
হরি এস হে এস	(পরিব্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী	৩১৮
হরি এসে কাছে দাঁড়িয়ে	রাজকৃষ্ণ রায়	১৩১
হরি কাণ্ডারী যেমন	দাশরথি রায়	২৭
হরি কি গুণ আছে	দীনবন্ধু বেদাস্তরত্ন	২৬২
(হবি) কি দিয়ে পূজিব	দুর্গা প্রসাদ বিশ্বাস	৩১৯
হরি কে জানে হে	শিবপুর বাউল সম্প্রদায়	৬
হরি, কোন যুগে আমি	(পাঠক) কৃষ্ণকান্ত পাঠক	১১৮
হরি-গুণ গাবে, তব	...	১২১
হরি জানত নাহি	কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়	১০৫
হরি তুমি আমার	...	৩৫
হরি তোমাকে না দেখে	দুর্গা প্রসাদ বিশ্বাস	৩৫৬
হরি তোমাতে আমাতে	...	১০২
হরি তোমা বিনা কেমনে	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৭
হরি তোমায় ডাকি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০
হরি তোমায় ভালবাসি	...	১১৪

হরির তোমার লাগিয়ে	দুর্গা প্রসাদ বিশ্বাস	৩৭৯
হরির তোমারে পাব	...	১০৯
হরির দয়াময়, ভীতজন	...	১৪
হরির ধরি তোমার পায়	দ্বারকানাথ কর্ণকায়	৮৭
হরিনাম অমূল্যনিধি	...	১৪৮
হরিনাম গুণ গানে	রাজকৃষ্ণ রায়	১৭৩
হরিনাম দিবানিধি	কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ	৩৯৮
হরিনাম বল বল	...	৩৮২
হরিনাম রসেতে ডুবি	...	৩৫৯
হরিনাম লইতে রসনা	দাশরথি রায়	১৫৬
হরিনাম ল'য়ে হর	রমানাথ ভট্টাচার্য	১৫৬
হরিনাম সার কর	জানকীনাথ দাস	১৮১
হরিনাম সুধা পান	(পরিব্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী	১৮৩
হরিনাম সুধারসে	বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়	১৬৫
হরিনাম সুধাসিদ্ধনীরে	নব ছল্লোড়	৩৮৭
হরিনামামৃত নীরে	শিমলা শৈল হরিসভা	১৭৭
হরির নামামৃত পান	(পরিব্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী	১৬৩
হরিনামে যত সুধা	মতিলাল রায় কাব্যকণ্ঠ	১৪৬
হরিনামে যার হৃদয়	...	২৬৮
হরিনামের গুণ	রাজকৃষ্ণ রায়	১৫৯
হরিনামের তরির	শিবপুর বাউল সম্প্রদায়	১৭৫
হরিনামের স্বরূপ	(চ'কা) নবাবপুর হরিসভা	১৬০
হরিনামের হার	শশিভূষণ বসু	১৬৬
হরির নামে লবাই নাচে	রাজকৃষ্ণ রায়	১৬৪

হরিপদ-কমল পৌষ	১৪৪
হরিপদ-পঙ্কজ মঞ্জ	(দেওয়ান)	রঘুনাথ রায়	২৩৯
হরিপদ-পল্লব জুড়ে	নিরাজমোহন	বসাক	১২৩
হরি শ্রেম-গগনে	রজনীকান্ত	সেন	৫২
হরি বঙ্কিত বাঙ্কিত	কৈলাসনাথ	মুখোপাধ্যায়	১১৩
হরি বলতে কেন নয়ন	ভূর্গাপ্রসাদ	বিশ্বাস	৩২৫
হরি বল জুড়াক হিরেরে	৩৫৭
হরি বল বলরে হরি	পুণ্ডরীকাক্ষ	মুখোপাধ্যায়	১৬৭
হরি বল মন রসনা	১৮২
হরি বল মন রসনায়	২৩১
হরিবল হরিবল রে	১৫৫
হরিবল হরিবল হরিবল ভাইরে	৩৬০
হরিবল হরিবল হরিবল মন	রাজকৃষ্ণ	রায়	৩০৩
হরিবল হরিবল হরিবল মন	ঐ		১৬৩
হরি বঙ্কিতে যদি প্রাণ	ভূর্গাপ্রসাদ	বিশ্বাস	২৬৬
হরি বলে ডাক রসনা	২২৩
হরিবলে ডাকরে ওমন	মনোমোহন	দত্ত	৪১২
হরি বলে ডাক রে রসনা	মনোমোহন	দত্ত	২১৩
হরি বলে দেবগণে	৩৮৬
হরি বলে নৃত্য কর	শিবপুর	বাউল সম্প্রদায়	২২৮
হরি বলে বাছ তুলে আয়রে	১৬১
হরিবলে বাছ তুলে নাচরে	৩৫৩
হরি বলে সবাই ডাক রে	৩৪৮
হরি বলে সবে ডাকি আয়	৩৬৫

হরি বিন্ তেরা কোন	২০৬
হরি বিপদ কালে রাখ	রসিক চন্দ্র দায়		৩১৪
হরি বিরাজ মন অশুরে	রাজা মহেন্দ্র গাণ থাঁ		৪০৩
হরি, বুকিয়াছি ভবে	নবীনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়		২৬১
হরিবোল বল মন	রাজকৃষ্ণ রায়		১৭১
হরি মঙ্গল-আলয়	রামচন্দ্র চক্রবর্তী		২১৮
হরি মন মজারে	(নাট্যাচাৰ্য্য) গিরিশচন্দ্র ঘোষ		৮৬
হরি রস মদিরা পিয়ে	পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়		১৮২
হরিশে সাধনা কর	কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়		১৮৭
হরিসে লাগি রহরে	রণী মীরাবাই		১৭৬
হরি করয়ে নমঃ কৃষ্ণ	মতিলাল রায় কাবাকণ্ঠ		৩২১
হরি হরি জপত রে	১৮২
হরি হরি বল ওরে	গোবিন্দ অধিকারী		২৪১
হরি হরি বল মন	হরিদাস বন্দোপাধ্যায়		১৮২
হরি হরি বল মন আমার	শশিভূষণ বসু		১৪১
হরি হরি বল মন রসনা	ইন্দুভূষণ রায়		১৭৭
হরি হরি বল সবে	বাহেন্দ্রক হরিসভা*		২২৮
হরি হরি বলে কবে	৩২৭
হরি হরি বলে ডাক	৩৪১
হরি হরি বণে নাচ	রাজকৃষ্ণ রায়		১৬৮
হ'র হরিবোল ও মন	(পরিব্রাজক) কৃষ্ণানন্দ স্বামী		১৬৪
হরি হরিবোল বল আনন্দে	ঐ		৩৬৪
হরি হরি ভজ, হরি	ভূর্গাপ্রসাদ বিশ্বাস		৩৪৬

হরি হরি হরি বলে	কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কবিকৃষ্ণ	৩২৮
হরি হে আপনি নাচ	...	৪০৭
হরি হে এই কি তুমি	সীতানাথ দত্ত	১৩৩
হরিকে ওহে হৃদয়	...	৩৪৩
হরিকে কর বা না কর	ভূর্গাপ্রসাদ বিশ্বাস	২৭
হরিকে, তুমি আমার	অতুলপ্রসাদ সেন	৪৬
হরেনাম কলৌ, কলিতে	...	৩৮৮
হরেনাম বিনা মন	...	১৬৬
হরে মুরারি, হরে	...	১৮
হরে মুরারে মধুকৈটভারে	...	১৭
হরে মুরারে মধুকৈটভারে	পদ্মপাতি চট্টোপাধ্যায়	৩২৩
হৃদয় বেদনা সহিতে	গঙ্গাপ্রসাদ দাশগুপ্ত	৪০৫
হৃদয়-সরসী নীরে	...	৪০৭
হৃদয়ে উদয় হও	...	৩৩০
হৃদি-কমলমে হরি	...	১১৬
হৃদি-বৃন্দাবন কুঞ্জ	...	৪০৬
হে অগমা অগোচর	...	৬৬
হে গোবিন্দ রাখ মোহে	(মহারাজ) বতীজ্জমোহন ঠাকুর	১০২
হে জন-রঞ্জন, বিভূ	(পক্ষিরাজ) কপুটদ দাস	১২
হে দেব দয়িত	গোপীনাথ বসাক	৪০১
হে মাধব ভবকাণ্ডারী	রজনী কান্ত সেন	৬৯
হে মুকুন্দ মুরারী	মতিলাল রায় কাব্যকণ্ঠ	২৫
হেলাতে রতন হাওয়া ওনা	মধুসূদন কিম্বর	১৮৭
হে শ্রীমধুসূদন	মতিলাল রায় কাব্যকণ্ঠ	১৮

হে হরি সুন্দর	কাশীচন্দ্র ঘোষাল	১৩
হৈ কাশিন্দীপতি প্রতাপ	তানসেন	২৮৮
হো নরনারায়ণ	তানসেন	১২

নিম্নলিখিত সংগীত কয়েকটি সূচীপত্রে যথাস্থানে

ভূগক্রমে সন্নিবেশিত হয় নাই :—

আজি এই মহোৎসবে	রাধানাথ মিত্র	৩০০
আমার ভরসা হরি	রসিকচন্দ্র রায়	৮৬
এই দেহ রেলরোডের	দীন বাউল	৩১০
কৃষ্ণ যে চাছেনা	রাধানাথ মিত্র	১১৭
ডাকি নারায়ণে	...	১২
তুমি সুন্দর তাই তোমার	রজনীকান্ত সেন	৩২
দিন ফুরা'ল সম্বন্ধ	...	২৬৬
দীনে বিয়ে দিন দীননাথ	দাশরথি রায়	১৩০
দুঃখ দেছ যদি তাহে	...	৪১৫

সাধন-সঙ্গীত ।



প্রথম ভাগ ।

হ্রি-সাধন গীতি ।

প্রথম অধ্যায় ।

বন্দনা, আবাহন ও মহিমা-গীতি ।

* মূলভাগ—একতাল ।

জয় জগ ব্রহ্ম, পরমানন্দ সচ্চিদানন্দ তারণ হে !
তুমি গুণাকর, শশী দিবাকর, ধরণীপতি মুরহর হে ॥
তুমি আকাশ, তুমি অনিল, তুমি হে বহ্নি, তুমি অনল,
স্বাবর জঙ্গম, তুমি হে জল, পশু পক্ষ নবনারী হে ॥
অনাদি ঈশ্বর, ব্যাপী চরাচর, কভু অঁধার, কভু দিবাকর,
প্রণমহ ঈশ পরাংপর, তুমি নিরাকার সাকার হে ॥

দেশমিঞা—একতালী ।

জয় জয় যদুকুলপতি, অগতির গতি ।
 বিশ্ব-মন্দিরে, প্রহরে প্রহরে, প্রকৃতি করে তোমার আরাতি ।
 তারকার দীপ জাগি অগণন, করে ধরে' ফিরে দেবাক্ষনাগণ,
 তোমার মন্দির করে প্রদক্ষিণ, অহরহ দিবা-রাতি ।
 ছয় ঋতু ল'য়ে কুমুমের ডালি, পদে দেয় তা'রা অঞ্জলি অঞ্জলি,
 বিহগগণ করে অবিরাম, তোমার যশোগীতি ।
 বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র, যোগী ঋষি মুনি উচ্চায়ে' মন্ত্র,
 করে আনন্দে, বহুবিধ ছন্দে, তোমার হে স্তব স্তুতি ।

বৃন্দাবনী ভাংরা—ঠুংরী ।

জয় ভব-বন্ধন-মোচন-কারণ, জগত-জীবন শ্রীহরি ।
 অনাথ-বান্ধব, শ্রীনাথ কেশব, যাদব মাধব মুরারি ।
 শ্রীনন্দ-নন্দন, ত্রিলোক-বন্দন, গিরি-গোবর্দ্ধনধারী,
 ভব-ভয়-ভঞ্জন, নিত্য-নিরঞ্জন, ভকত-রঞ্জনকারী ।
 অনন্ত-শয়ন, কৃতান্ত-দমন, ভ্রাস্ত্রজন-ভ্রাস্ত্রিহারী,
 আপদে নিগম তন্ত্র, যোগযয় যোগমন্ত্র,

বেদান্ত তোমার অস্ত না হৈরি ।

আপদে বিপদে, যে মজে রাম-পদ, সম্পদ পদে পদে তা'রি,
 (আছি) শত অপরাধে, অপরাধী পদে, রাখিও শ্রীপদে কৃপা করি

১ম অঃ] বন্দনা, আবাহন ও মহিমা-গীতি । ৩

বাগেশী—চৌতাল ।

জয় জয় হরি, মুকুন্দ মুরারি, অনন্ত অব্যয় ঈশ্বর ।
জয় ভূলোক পালক, গোলোক-আলোক, জয় জয় সৃষ্টিধর ।
অনন্ত তোমার কৰ্ম্ম পেগা, অনন্ত তোমার অপূৰ্ণ লীলা,
তুমি লীলাময় অপার মহিমা, অনন্ত করুণাসাগর ।
দাও দাদে রাক্ষঃ চরণ-খুগল, কর রূপা দীনে কমল-লোচন,
গোলোক আসনে তুমি নারায়ণ, মধুর মুরতি সুন্দর ।

মুনতান—ঠুংরী ।

জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে ।

ভব গুণ কথনে, স্মরণে মননে, ভব-ভয় পাপ হরে ॥
গায় ঋষিগণ তন্নাম অবিরাম, হে প্রাণেশ প্রাণারাম,
অহুদিন যোগ ভরে ॥

কিবা প্রেমবন রূপ নিরঞ্জন, যোগী তপোধনে ধ্যান ধরে,
সুধাগন্ধে অন্ধ, ভক্ত অলিবৃন্দ, পদারবিন্দে বাস করে ;
ষে পদ সেবনে, দর্শনে স্পর্শনে, মহাপাতকী তরে ॥

জয় মাধব, জয় মাধব, জয় শঙ্কটহারী ।

মানস-রঞ্জন, ত্রিতাপ-ভঞ্জন, শমন-গঞ্জন মুরারি ।
ভকত-জীবন, ত্রিলোক-পালন, জয় মঙ্গলকারী
পাপ-বিনাশন, শ্রীমধুসূদন, জয় জগ-মনোহারী

জয় নারায়ণ, জয় জীব-জীবন,
 জয় মধুসূদন মুরারে !
 জয় ত্রিলোক-পাবন, অনাদি কারণ,
 অনাথ-নাথ হরে !
 জয় জলধর শ্রাম, ধনুধর রাম,
 ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম ;—
 জয় মদনমোহন, নয়ন শোভন,
 করুণা কর আমারে ।

জয় নারায়ণ, ভয়চয়-ভঞ্জন,
 পীতবাস বনমালী ।
 অম্বর-বিনাশন, সত্য সনাতন,
 অতুল প্রতুল বলশালী ॥
 পুরট মুকুটধর, সঙ্কট-ঘটহর,
 প্রক্ষুট-পঙ্কজধারী ।
 পাদপদ্ম তব, যাচ হি ভবধব,
 তারহ দেব মুরারি ॥

জয় জয় দেব হরে, দেব দেব হরে ।
 হরি লক্ষিত রক্ষিত দেব নরে ।
 জয় দেব হরে—জয় দেব হরে ॥

১ম অঃ] বন্দনা, আবাহন ও মহিমা-গীতি ।

তুঙ্গ ।

জয় নারায়ণ বিয়-বিনাশন ।

জয় মুরারি কেশব বিশ্বস্তর বামন ।

জয় কালীয়-দমন, বিরাট ভীষণ, দেবকী নন্দন, দমুজ-দলন ।

জয় বিষ্ণু জগন্নাথ, রাম বিশ্বনাথ, কংস-নিপাত, মধুসূদন ।

জয় গোবিন্দ রমেশ, কৃষ্ণ জ্যৈষ্ঠেশ, নটেন্দ্র সুরেশ, সনর যোহন ।

জয় যজ্ঞেশ গোপাল, মুকুন্দ নৃপাল, ব্রহ্ম সুরপাল, পীত-বন্দন ।

জয় গিরি-চক্রধারী, বিপিন-বিহারী, শক্তি পাণি হরি, খগবাহন ।

জয় শ্রীমন্দ-সুত, যশোদা-সুত, পরম পুত্র, হস্ত বদন ।

জয় বসুদেব-জায়, ত্রিভঙ্গ কায়, অদ্ভুত-মায়, জগ-রচন ।

জয় কঙ্কি হলধর, নবরস-সাগর, বৃদ্ধ অবতার, লক্ষ্মী-রমণ ।

জয় কোস্তভ-ভষণ, শঙ্খ-ধারণ, পুতনা-বাতন, কেশী মন্দন ।

জয় শ্রীনাথ শ্রীবাস, জাহ্নবী-প্রকাশ, পূর অভিলাষ যাচি চরণ ।

জয় স্থির-পদ্মাসন, গরুড়-কেতন, বিশ্ব-বিমোহন, গণা-ধারণ ।

রোগ শোক ঘোর, নাশ-কর মোর, করি করযোড়, মাপি চরণ ।

জয় মুরারি, ভুভারহারী, নিত্য-নবলীলা নবরূপধারী,

জয় জগদীশ হরে ।

মীন কুম্ভ যরাহু রূপ ধর, মুসিংহ বামন রাম কঙ্কর,

নব ভূর্বাঙ্গল শ্রাম, হৃদধর বলরাম,

ছিংগা-ধারণ নারায়ণ, বকী কুম্ভ-নাশকারী,

জয় জগদীশ হবে ।

ବିଭାସ—ଏକତାଳା ।

ଜୟ ସଞ୍ଜେଶ୍ୱର, ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ଜଗଜ୍ଜନ-ଜଗତ୍-ପାଳନ ।

ହସିକେଶ ହରି, ରାମ-ବିହାରୀ, ରମାନାଥ ରାଧାମୋହନ ।

ହରି ! ବିଷ୍ଣୁନ୍ତର, ବଂଶୀଧର, ଶ୍ରୀଧର ଶିରି-ଧାରଣ ;

ତୁମି ଅନାଥେର ନାଥ, ଶ୍ରୀପତି ଶ୍ରୀନାଥ, ଦୀନନାଥ ଦୀନଶରଣ ।

ତ୍ରିଲୋକ-ପାଳକ ବାଳକ ବେଶେତେ ବହୁଦେବ ହୁଃଖନାଶନ ;

ତୁମି ନରକାନ୍ତକାରୀ, ନରକାନ୍ତ ଧରି, (କର) ନରଲୋକେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ॥

ତକତ-ବଂସଳ ଭବ-ତାରଣ, ଭାଗୁଜ-ଭୟ-ଭଞ୍ଜନ ;

ତୁମି ଗୋଲୋକେର ପତି, ଅଗତିର ଗତି, ଗୋକୁଳଚକ୍ର ଗୋପୀମୋହନ ।

ବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ର-ନନ୍ଦନ, ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ, ବିରିଷି-ବାଞ୍ଛିତ-ଚରଣ ;

ସୋଗୀନ୍ଦ୍ର ମୁନୀନ୍ଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର, ଚରଣେତେ ଜୟ ଶରଣ ॥

ହରି ! ମୁକୁନ୍ଦ ମୁରାରୀ, ହେ ମନୋହାରୀ, ହରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାମନ ;

ତୁମି ହୁର୍କୀଦଳ ଶ୍ରୀମ, ରୂପ ଭକ୍ତପ୍ତମ, ରାମରୂପେ ନାଶ ରାବଣ ।

ଓହେ ଶ୍ରୀନିବାସ, ହୃଦେ କର ବାସ, ବାସନା—ପଦେ ନିବେଦନ ;

ସଦା ଶ୍ଵାସାନେତେ ବାସ, କରେ କୃଷ୍ଣିବାସ, କରେନ ତବ ନାମ କୌର୍ତ୍ତନ ।

ହରି ! ଦାମୋଦର ଦ୍ଵାରିକାନାଥ ଦୈତ୍ୟ-କୁଳ-ନାଶନ ;

ତୁମି ହର ହର-ଜ୍ଞାନି-ନିଧି ନିରବଧି, ବିଧି କରେନ ପଦ ସେବନ ।

ମୁନି-ଶିରୋମଣି, ତୁମି ଚିନ୍ତାମଣି, ନାରଦାଦି ମୁନିର ଧ୍ୟାନେର ଧନ ;

ହେର କରୁଣା-କଟାକ୍ଷେ, ଅକିଞ୍ଚନ ପକ୍ଷେ, କର ରକ୍ଷେ ଭବ-ବନ୍ଧନ ।

ସ୍ଵାନ ଧ୍ୟାନ ବ୍ରତ, ତପ ଉପ ଯତ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ;

(ହର) କେବଳ ପରିଶ୍ରମ, ସବି ମନେର ଭ୍ରମ, ନାମ ତୁଣ୍ୟ ନୟ କଳାଚନ ।

ଆମି ମୁଚ୍ଚମତି, ନା ଜ୍ଞାନି ଉଚ୍ଚତି, ଭବେ ଭ୍ରମି ସଦା ସର୍ବକ୍ଷଣ ;

ରେଖୋ କମଳାକାନ୍ତେ, ଅକ୍ଷେ ପଦ ପ୍ରାକ୍ତେ, ମନେତେ ଏହି ଆକିଞ୍ଚନ ।

ঋষিট—একতারা ।

জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কংস দানব যাতন ।
 জয় পদ্মলোচন, নন্দ-নন্দন, কুঞ্জ-কানন-রঞ্জন ।
 জয় কেশী-মন্দন, কৈটভাদন, গোপিকাগণ মোহন ;
 জয় গোপ-বালক, বৎস-পালক, পূতনা-বক-নাশন ।
 জয় গোপ-বল্লভ, ভরু সল্লভ, দেব হৃগ্ভ-বন্দন ;
 জয় বেণু-বালক, কুঞ্জ-নাটক, পত্ন-নন্দক মণ্ডন ।
 জয় শাস্ত-কালিয়, রাধিকাপ্রিয়, নিত্য নিষ্ক্রিয় মোচন ;
 জয় সত্য চিন্ময়, গোকুলায়, দ্রৌপদী-ভয়-ভঞ্জন ।
 জয় দেবকীসুত, মাধবাচ্যুত, শঙ্কর-ঋত, বামন ;
 জয় সর্বতোজয়, সজ্জনোদয়, ভারতাপ্রিয় জীবন ।

— — —
 ঋষিট—৫৭ ।

জয়তি জগদীশ জগবন্ধু জগজ্জীবন* ।
 জপে গুণ যতনে, বোগীন্দ্র আদি যোগিগণ ।
 যজ্ঞেশ্বর যাদব জয় যশোদা-নন্দন,
 যদু-কুলোদ্ভব জলদ-বরণ জন-রঞ্জন ।
 ওহে জীবের জীব-আত্মারূপ, স্বঃ হি বজ্র, তুমি জপ,
 যদ্বী জগদ্বন্দ্ব যম-যন্ত্রণা নিবারণ ;
 জগৎ-আরাধ্য জগদাত্ত জগন্মোহন,
 জঘন্ত দাশরথীয়ে তারহে জগত্তারণ !

জয়জয়ন্ত—কাণ্ডাতাল ।

জয়তি জগদীশ জগবন্ধু বন্ধু সংসাবে ।
 কন্য-গর্ভ-খর্ককারী কুরু করুণা কংসারে !
 যদি হে গতিহীন জনে, তার' তা'রে ছুস্তারে ;
 তবে হুমাছাত্ম্য গুণ বিস্তার হে স্তরে !
 ছ'জন কুজন সঙ্গে, ভ্রমণ সদা কুপ্রসঙ্গে,
 মগ্ন সংসার-তরঙ্গে, আসি কিরে' বারে বারে ;
 ক্রিয়াবিহীন কুমতি দীন, দাশরথি দাসেয়ে ;
 দেহি মাং চরণে স্থান, শমন-শাসন-সংহারে !

ভৈরব—চৌতাল ।

জৈ মাধব মকুন্দ মুরারি মধুহৃদন
 মদননোহন মনোরঞ্জন মনভাবন ।
 জগতপতি জগন্নাথ জগজীবন
 জগবন্দন জগপাবন জগ প্রগটাবন ।
 কৃষ্ণ কেশব করুণানাথ কংসারি
 কংস-কাল কালী নাগ নাথন কাম-জনাবন
 বৈকুণ্ঠনাথ বিহারী বদ্রীবামন বিষ্ণুবল্লভ
 বারাহ বিঠল বৈজুবাংরে প্রাণ জীবাবন ।

- (জয়) কালী-গঞ্জন, সজ্জন-রঞ্জন,
শকট ভঞ্জন দেব মুরারি ।
- (জয়) হুঃখ-নিবারণ, বিষ্ণু নারায়ণ,
কংশ-বিদারণ, তারণ-কারী ॥
- (জয়) ত্রিলোক-পৌষণ, গোলোক-ভূষণ,
কুবো-শাসন, প্রাণ-বিহারী !
- (জয়) দানব-নাশন, মানব-তোষণ,
দৈবত-রক্ষণ, ভূভার-হারী ॥

জয় শকট-ভঞ্জন কৃষ্ণ নীলাঞ্জন,
হুঃজন-গঞ্জন, সজ্জন-রঞ্জন,
জয় জয় দেব হরে !

জয় ক্ষীরোদ-সাগর- শায়ী দয়াকর,
দুর্গতি হুঃখহর, নুপুর গুঞ্জন ।
জয় জয় দেব হরে !

নমঃ সুরগণ-ভূহারী হরি ।
দৈত্য-বিনাশন বরাহরূপধারী ॥
জগজন-পালন ধরাভার-হারী,
রঞ্জন-চিত হুঃখভঞ্জন শমন-গঞ্জনকারী,
মদল-আলয় মকলাচারী ;
জয় জয় জয় প্রেমময় মুরারি ॥

নমঃ নারায়ণ, দীনতারণ পতিতপাবন কারণ ।

প্রেম-বিলাসকারী, হৃদিহারী, নয়ন-বিমোহন ॥

নমঃ জনাৰ্দ্দিন করুণা আধার ॥

পুরুষোত্তম, শমন-দম, ভকত-জনম-হার,

মনোমোহন শ্রাম প্রেমধার ;

কলুষ-আধার নাশ, প্রেমানন্দ প্রকাশ,

ভগবান জগৎপ্রাণ, রিপুকুল-দমন,

প্রেমলীলা খেলায় সতত মগন ;

নমঃ জনাৰ্দ্দিন করুণা-আধার ॥

জয় জয় কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ।

ব্রজকুল গোকুল আনন্দ কন্দ ॥

জয় জয় জলধর শ্রামর অঙ্গ ।

হেলন কল্পতরু ললিত ত্রিভঙ্গ ॥

সুধই সুধাময় মুরলী বিলাস ।

জগজন মোহন মধুরিম হাস ॥

অবনী বিলম্বিত গলে বনমালা ।

মধুকর বন্ধার ততই রসাল ॥ .

তরুণ অরুণ কুচি পদ অরবিন্দ ।

তাপিতে করুণা করি তার' গোবিন্দ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—ঋগপতন ।

তুমি হে অনাদি আদি, সব সৃজন-কারণ ।
 তোমার আজ্ঞায় উঠে, আকাশে শশী তপন ।
 তোমার কৃপায় হয়, তোমাব ইচ্ছায় লয়,
 তুমি বিশ্ব বিশ্বময়, সকার অকারণ ।

ভৈরবী—ছেপ্কা ।

কালীয়-মদন, কংস নিসৃদন, কেশীমথন কংসারে !
 খগপতি বাহন, খেচর পালন, খিন্ন খল বলহারে !
 গোকুল গোলোক চন্দ্র গদাধর, গরুড়-বাহন গিরিধারে !
 ঘন ঘন ঘুঙ্ঘুর ঘোষক ঘনতনু, ঘোর তিমির সংহারে !
 চঞ্চল চম্পক চারু চটুল চল, চার চতুর্ভুজ চৈতন্যহরে !
 ছদ্ম বামন ছিন্ন রাবণ, ছলিত বলি-বল সৌরে !
 জগজ্জন জীবন, জৈন জনার্দন, জলদ জলজ রুচি চৌরে !
 ত্রিভুবন তারক, তাপ নিবারক, তরুণ তনুজিত তোয়ধরে !
 দৈত্যদল-বল-দলন দুঃখহর দুর্জিত দাহক দেব হরে !
 নৃতন নীরদ নীল কলেবর, নন্দ-নন্দন নরকারে !
 পতিত-পাবন পরম কীরণ, পীত পটু পদধারে !
 বল্লব বালক বিপিন বিহারক, বংশীবট তটতীরে !
 ভুবন-ভূষণ ভকতি-ভাজন, ভীকু ভবভয় তারে !
 মদনমোহন মনসি-মোহন, মঞ্জু মধু-মুর-মানহরে !

ইমর বাহার—আড়াঠেকা ।

হে জন-রঞ্জন, বিভূ নিরঞ্জন, দীন অকিঞ্চন, ভব-ভয়-মোচন !

নির্বিকার নিরাকার, নিরাধার সারাৎসার,

নিত্যানন্দা নন্দাগার, লীলাচল নিত্যধন ।

মহিমা তোমার, বেদে অগোচর, ভূচর খেচর, রচনা তোমার,

দিবাকর নিশাকর রত্নাকর, বৈখানর নর সুরাদি পবন ।

সৃজন-কারণ সৃজন-পালন, সৃজন-স্থাপন সৃজন-নিধন,

সৃজন-রঞ্জন সৃজন-মোহন, শ্রীধর শ্রীপতি শ্রীচৈতন্য ।

মৎস্য কচ্ছ নৃসিংহ বরাহ, বামন রূপেতে বশিষ্ঠে ছিলহ,

ভৃগুরাম রাম শ্রীমল বিগ্রহ, (হ'বে) কল্কিরূপেতে শেতাশ্বত্থান ।

কভু নিরাকার, কখন সাধার, সাধারেতে কভু জন্ময়ে বিকার,

জ্যোতিশ্ময় বিভূ, কভু জলাকার,

শক্তি সঞ্চারে বহু অবতার, বটপত্রে কভু করহে শয়ন ।

এক অস্বিতীয়, নাহিক দ্বিতীয়, একের সৃজন, চরাচর-ময়,

দশ-অবতার দেবাদি বিগ্রহ, সর্কেশ্বর বিভূ সর্ব-শাক্তানু ।

ব্রহ্ম ধ্যান হয় অতীর ছল ভ, গৃহাশ্রমে থাকি না হয় সম্ভব,

অতএব সৃজ করেছেন উদ্ভব, অচল ননন ধ্যান কৌতব ।

ত্যজ মোহ সব যে ভাবে যে ভাব, পূরিবে সাধকের মনোবাঞ্ছা সব,

সূর্য্য গণদেব শিবানী শিব, রত্নাকরে যথা নদ-নদী মিলন ।

ভক্ত-জীবন ভক্ত-প্রাণ, ভক্তি-ভাবেতে যে করে স্রবণ,

ভক্তি-বশ প্রভু-সদা সর্কক্ষণ, ভক্তাধীন বিভূ ভগবান ।

অমেব নিগুণ, গুণাতীত পুনঃ, জ্ঞানের অগোচর, তাঁহার গুণ ;

গুণ-গানে মগ্ন ত্রিভুগত জন, কহে দীন-দীন পন্নগাশন ।

বেহাগ— একতালা ।

হে হরি সুন্দর !

কত রূপ, কত শোভা, একাধারে ধর !

তোমার অপার রূপের ছটায়, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাসিছে শোভায়,

কোটি রবি শশী চরণে লুটায় (চরণ) পরশে তা'রা কি সুন্দর !

কত তারা হাসে নীরব আকাশে, কি সুন্দর বেশে নব উষা আসে,

হ'য়ে সুবাসিত তোমারি স্রগমে, কি সুন্দর ফুল ফোটে কাননে ;

পাখীর পাখায়, তরু লতিকায়, স্থাবর ভঙ্গমে আকাশের গায়,

আহা ! কি বিচিত্র, একেছ হে চিত্র, ওহে মধু চিত্রকর !

হে অনন্ত হাসি অনন্ত বসন্ত, অনন্ত জ্যোছনা, সৌরভ অনন্ত,

তোনার হাসিতে হাসিছে জগৎ, মার কোলে শিশু সে হাসি হাসে ;

পুণ্যবতী সতী-বদনে যে জ্যোতি,

তোমারি সে জ্যোতি, হে জ্যোতির জ্যোতি,

তোমারি শোভায় কিবা শোভায়, ভকত-সদয়-কন্দর ।

নন্দ-কুলানন্দ সদা সদানন্দ সুখবর্দ্ধন ।

মুকুন্দ মুরারী, শ্রীমাধব হরি, মধু-কৈটভ-মদন ।

নব নটবর বংশীশট-চারী, তপন-তনয়া-তটবিহারী,

গোপবালক-বেশধারী, শেষশায়ী জনাৰ্দ্দন ।

নিতা-গোপাল নবনী-লোলুপ, নিতানিধি নিখিল-ভূপ,

কমলা-সুদিকমল-মধুপ, কেশব কমলনাভ ;—

নধরে অধরে মোহন মুরলী, মরি কি মধুর ভাব,

চঞ্চল চিকুরে শোভে শিখিচূড়া, ক্ষীণ কটিতেটে পীত ধটী পরা,

স্বর-অচ্ছিত পদে নুপুর ঘেরা, চচ্ছিত শীত চন্দন ।

হরি দয়াময়, ভীত-জন-অভয়,
 সঙ্কট-পাণ্ডন কৃষ্ণ মুরারে !
 নীল-জলদ-তনু, জ্যোতি অযুত ভানু,
 কণ্ঠ শোভিত মোতিম হারে ।
 পীত বসন-ছটা, ভালে তিলক-ঘটা,
 মোহন আসো হস্ত উগারে ।
 বঙ্কিম-লোচন, কৌস্তভ-শাহন,
 নূপুর রুণরুণ বাজে স্তম্ভধারে ॥

শ্রামল তনু-ধর, নীল-জলদবর,
 বঙ্কিম-লোচন, ভঙ্গিম-ঠান !
 সূচিকণ কেশ, মোহন বেশ,
 রূপ অশেষ, শ্রাণ-আরাম !
 পীত-বসন-ছটা, শ্বেত-তিলক-ঘটা,
 নধর অধর জন্ম লোহিত বিষ ;—
 সূমধুর বাণরী, অপবহি বাজত,
 কণ্ঠ হি দেশত, মোতিম-দাম !

—————
 বিশাল ঠাংনী (বা কাওয়ালী) ।

নীলাঞ্জন নীল কান্ত রতন, ভবভয়-ভঙ্গম কারণ রে ।
 পরম পুরুষ পরমেণ উত্তম, করুণাশ্রীত মহিমা অসীম,
 শঙ্কর জানেন কিঞ্চিত কিঞ্চিত, সুরধুনী উদ্ভব চরণে রে ।

দশাবতারের স্তব ।

মানব—রূপক (মহাভারে বাহাজ—কাওয়ালী) ।

প্রলয় পয়োদ্বিজলে বৃত্তবানসি বেদম,

বিহিত বহিত্র চরিত্রমথেদম্ ;

কেশব বৃত্তমীনশরীর— জয় জগদীশ হরে ! ১

ক্ষীতিরতিবিপুলতরে, তব তিঁতি পৃষ্ঠে,

ধরণিদরণকিঞ্চক্রগরিষ্ঠে ;

কেশব বৃত্তকৃশশরীর— জয় জগদীশ হরে ! ২

বসতি দশনশিখরে, ধরণী তব লগ্না,

শশিনি কলঙ্ককলেব নিগম্মা ;

কেশব ধৃত শূকর রূপ,— জয় জগদীশ হরে ! ৩

তব করকমলাবে নখমদ্রুতশৃঙ্গম্,

দলিতহিরণ্যকশিপুতনু ভৃঙ্গম্ ;

কেশব ধৃতনরহরিরূপ,— জয় জগদীশ হরে ! ৪

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্রুতবামন,

পদনখনীরজনিত জনপাবন ;

কেশব ধৃতবামনরূপ, জয় জগদীশ হরে ! ৫

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে, জগদপগত পাপম্.

অপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্ ;

কেশব ধৃতভৃগুপারিতরূপ— জয় জগদীশ হরে ! ৬

বিতরসি দিক্ রণে, দিক্ পতিকমনীয়ম্,

দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্ ;

কেশব ধৃত রঘুপতিরূপ,— জয় জগদীশ হরে । ৭

বহসি বপুধি বিশদে, বসনং ভলদাত্মম্,

হলহতি ভীতি মিলিত যমুনাত্মম্ ;

কেশব ধৃত হলধররূপ,—জয় জগদীশ হরে ।

নিন্দসি বজ্রবিধে রহহ শ্রুতিজাতম্,

সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্ ;

কেশব ধৃত বৃদ্ধ শরীর—জয় জগদীশ হরে ! ৮

য়েচ্ছনিবহনিধনে, কলয়সি করবালম্,

ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্ ;

কেশব ধৃত কঙ্কি শরীর,—জয় জগদীশ হরে ! ৯

শ্রীজয়দেব কবে রিদনুদিতমুদারম্,

শৃগুমে স্মখদং শুভদং ভবসারম্ ;

কেশব ধৃত দশবিধরূপ,—জয় জগদীশ হরে !

কালোড়—খেমটা ।

ধীরোদ-সিন্ধুনীরে নীরদ-মাধুরী ।

নীলজলে নীল তলু, নীল লহরী ।

ফুল বনফুল-দল ছল্ছে চারু গলে,

চঞ্চলা জলদা যেন জলদের কোলে ;

পীত ধড়া, বাঁকা চূড়া, কি শোভা নেহারি !

বাগেত্রী—মাড়াঠেকা ।

মাধব মুরলীধারী, মধুরিপু মনোহারী, শমন-শাসনকারী ।
 বিনোদ বিহারী হরি, রাঘব রাসবিহারী,
 গোবিন্দ ছে গিরিধারী, নিরাশ্রয় রক্ষাকারী ।
 যোগীজন-রঞ্জন, বিপদ-ভয়-ভঞ্জন,
 কমলাপতি বামন, স্বজন-পালনকারী ।
 দয়াময় দানবারি, কনক কিরীট হারী,
 বামন বলির দারী, দারিদ্র্য-দমনকারী ।

ইমম কলাপ—চিহ্নাত্তালা ।

হরে মুরারে, মধু-কৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ, মুকুন্দ শোরে!
 কলির পীড়নে, নির্জিত জীবগণে, পরম ঔষধি এ ঘোর সংসারে ।
 যে ভাবে যে ভাবে, সে ভাবে তাহারে, তারি হে কুশাময় এখোর
 সংসারে,

প্রেম-নবঘন তুমি হে শ্রীমাধব, উছলিছ সদা আনন্দ-নীরে ।
 উচ্চ পুচ্ছ-চূড়া শিরে শিখিপাখা, পরাৎপর গুরু পরম সখা,
 অস্তে শুনি যেন 'গঙ্গানারায়ণ রাম' নাম প্রাণ ভরে ।

ভজন—ঠংরী ।

হরে মুরারি,	হরে মুরারি,	মধু-কৈটভারি ।
জয় মধুর মাধুরী,	মুকুন্দ মুরারি,	মানস-মোহনকারী ।
জয় জগত-জীবন,	জীবন-রঞ্জন,	ভবেশ-ভাবনাহারী
জয় চিন্ময় চেতন,	অচিন্ত্য কারণ,	সচ্চিত-আনন্দ-কারী
জয় পরেশ-রতন,	পুরুষ প্রধান,	শ্রেয়-পুণ্য পুঞ্জকারী
জয় মহোত পণ্ডিত,	রণে রণজিত,	অসীম শকতিধারী
জয় পাণ্ডব-বান্ধব,	রাধিকা-বল্লভ,	ভূভার-হরণকারী ।

ছায়ানট—১৭ ।

নারায়ণ নাগর নরোত্তম, লক্ষ্মীকান্ত নরসিংহ নটবর ।
 দ্বারুণ দুর্জয় দর্প-নিবারণ, দেবকীনন্দন দয়্যাসিকু দামোদর ।
 হে হে বামন, বিশ্বজন পালন, বরাহ-মুক্তিধর বসুধা উদ্ধারণ,
 বসুদেব বনমালী বারিধি-বন্ধন, বৈকুণ্ঠনাথ হে বিরাট বিশ্বস্তর ॥
 হে পীতাম্বর পৃথিবীর প্রতিপালক, সংহারক অং পরমেশ্বর,
 শয়্যপলাশলোচন, পুরুষোত্তম, পাদপদ্মে রাখ আমি অতি পামর ।

হে শ্রীমধুসূদন ! হরি বংশীবদন,
 কংস-নিধনকারী, গোবর্দ্ধনধারী, নন্দ-নন্দন ।
 হরি হে তব মহিমা, বেদ-পুরাণে অসীমা,
 দুর্নতির হৃদে গরিমা, বর্ণিতে গুণ ॥

কানড়া (দরবারী)—চৌতাল ।

হো নর নারায়ণ, তোম পর গোপতি নন্দন,
গিধিরর ধর পর ধারণ ।
জগন্নাথ জগদীশ, জগত-গুরু ভকত-বৎসল,
হিত-কারণ, হে নাথব, জগজন-হিত-কারণ ।
পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর, সুরপতি পত ধরাপত,
আনন্দ কোন্দ, তুমা প্রসাদান্বিত নিতহি সঞ্চরণ,
তানসেন হোয়ে গুণী গাওয়ে ।

কোথায় হে দয়াল হরি ! বিপদ-হরণ ।
পুরাণ পুরুষোত্তম লক্ষ্মীকান্ত সনাতন ।
বরণ জলদ ঘটী, হৃদয়ে কোস্তভ-ছটা,
বনমালা আভরণ, দেহ মোরে চরণ ।
নারদ এ বীণের তানে, মোহিত যে গুণ-গানে,
সনকাদি ঋষিগণে করিছে বন্দন ।
ডাকি তোমা দামোদর, জগদীশ বজ্রেশ্বর,
রূপাকর গদাধর, অস্ত্রে দিও শ্রীচরণ ।

ডাকি নারায়ণে ; অচিন্ত্য অব্যক্ত অনাদি কারণ ।

স্বজন-পালন, কল্পিণী-মোহন, চিরানন্দময় সত্য সনাতন ॥

তুমি অস্ত্র আদি অনস্ত জ্ঞান, অতুল্য রতন তোমার চরণ,

কাতর হইয়ে তোমারে ডাকিছে,—তার হে পতিত-পাবন ॥

ভয়রে—চাঁতাল ।

তুঁহি ব্রহ্মা, তুঁহি বিষ্ণু, তুঁহি রুদ্র, তুঁহি শক্তি,
 তুঁহি গণেশ তুঁহি সুর ।
 তুঁহি জল, তুঁহি থল, তুঁহি পৃথ্বী, তুঁহি অনল,
 তুঁহি পবন, তুঁহি আকাশ, তুঁহি অধ্বর, তুঁহি পূর ।
 তুঁহি শৈল, তুঁহি আলবেল, তুঁহি রোরত তুঁহি হাসত,
 তুঁহি উঠত তুঁহি বৈঠত, চলত তুঁহি দূর ;
 তানসেনকে প্রভু, একহি অনেক হোয়ত,

জগমে ব্যাপ রহত হুজুর ।

অরজয়তি—ঝীপতাল ।

বিভু পরাংপর, অখিল ঈশ্বর, এই চরাচর তোমারি সৃজন ।
 তুমি জগৎকর্তা, বিদীর বিধাতা, মোক্ষদাতা পিতা, নিত্য নিরঞ্জন ।
 সঙ্গ রক্ত তম ত্রিগুণ অতীত, নিগুণ হে বিভু তুমি গুণাতীত,
 গুণ-গানে তব জগৎ মোহিত, নিত্য পদার্থ সত্য সনাতন ।
 মহিমা অপার, জ্ঞানের অগোচর, ভূচর খেচর রচনা তোমার,
 শশধর নিশাকর রত্নাকর, দৈবদানর নর সুরাদি পবন ।
 সৃজন লর তোমারি আদেশে, পুনরায় হয় আখির নিমিষে,
 পুনরায় তাঁ'য় কালোতে প্রাণে, তথাচ মনুজে ভাবে না কখন ।
 কহে খগরায়, হের দিন বার, এ দীনের সে দিনে করোহে উপার,
 দীনবন্ধ বলে' ডাকি উভরায়, হৃদ্বিনের ভার তাঁহায়ে অর্পণ ।

জয়জয়ন্তি—একতাল।

শমন-ভবন দমনকারী, হে হে বিভূ প্রভু শ্রীহরি,
 ভক্তজীবন ভক্ত-প্রাণ, ভক্তাধীন ভব-কাণ্ডারী ।
 স্নামেতে ভূলায়ে ভবেহে আনি, ভব-জলে ফেলে কর টানাটানি,
 ভেসে উঠে খাই নাকানি-চোপানি, ভয়ে ভীত চিত ভূভারহারি !
 ভ্রমে ভোলা মন, প্রভু ভগবান, ভজন সাধন ভক্তিবিশীন,
 ভূতময় পঞ্চ প্রপঞ্চ জীবন, আশা ভরসা হ্রাশা ভারি ।
 ভুবন-বিখ্যাত ভুবনমোহন, ভূদেব ভূধর ভূভার-হরণ,
 ভব-পারাবারে নাহি কোন জন, ভগবান বিনে ভবের কাণ্ডারী ।
 ভদ্রাত্তর কর দণ্ডে দণ্ডে, ভিবক ভেবজ তুমি ব্রহ্মাণ্ডে,
 ভবে ভেলা দেহ খণ্ড পাষণ্ডে, ভূলাকে গোলোকে ভ্রমিতে তেরী ।

জয়জয়ন্তি—ঐশতাল।

তুঁহি ব্রহ্ম, তুঁহি বিষ্ণু, তুঁহি শেখ তুঁহি মহেশ,
 তুঁহি আদ তুঁহি নাদ, তুঁহি অনাদ, তুঁহি গণেশ ।
 তুঁহি স্থল মরুত বোম, তুঁহি আকার বয় সোম,
 তুঁহি ওকার তুঁহি মকার, নিরংকার তুঁহি ধনেশ ।
 তুঁহি বেদ তুঁহি পুরাণ, তুঁহি ছন্দোশ তুঁহি কোরাণ,
 তুঁহি ধ্যান তুঁহি জ্ঞান, তুঁহি ভুবনেশ ;—
 তানমেন কহে বয়ান তুঁহি দিন তুঁহি অয়ন,
 জাহি যরি পল ছণ, তুঁহি বরুণ তুঁহি ঈশনেশ ।

জয়গরস্তী—বৎ ।

তুমি ষজ্জেশ্বর হরি, অখিল-তারণ ।
 বিভূ বিশ্ব সনাতন, ভকত-জীবন ।
 সংসার সাগর-কূলে তোমারি মহিমা,
 সাক্ষ্য দিয়া বিতরিছে অতুল সাধন ।
 বাহিরে তোমার ভাব, বিশ্ব শোভে তা'য়,
 অতুল শোভায় তুমি অন্তর শোভন ।
 প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কর, ধর অসহায়ে,
 রাখ পদাশ্রয়ে হরি ! এই অকিঞ্চনে ;
 মিনতি স্তুমতি দেই, ভকতি জীবনে,
 তার'—তার'—তার' হরি ! অনাথ-শরণ ।
 নোহে মুগ্ধ হ'য়ে মোরা, সংসার-পাথারে,
 শঙ্কট গণিছি সদা তোমা অদর্শনে ;
 দয়াময় ! দয়া কর, দয়ার সাগর,
 পূর্ণ ব্রহ্ম তুমি হরি, চরম কারণ ।
 আমরা মিনতি করি, যুক্তি-বিহীন,
 জানি তুমি অনাদর্শ, জগত-জীবন ;
 সেবকে প্রসন্ন হও সেবিলে তোমায় হে,
 সাধকে তোমায় কহে ভকত-জীবন,
 ভব জগধিতে তুমি তারণ কারণ,
 প্রার্থমি তব চরণে হরি ! করুণা কারণ ।

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডোদর, বিভূ জগৎ ঈশ্বর,
ভূচর খেচর নর, স্বজন তোমার ।

।কবা কৌশল তোমার, জ্ঞান মন অগোচর,
স্বজন পালন লয়, কটাক্ষেতে কর ।

তুমি তম্বা, তুমি তন্ত্র, তুমি বস্ত্রী, তুমি বস্ত্র,
তব নাম মহামন্ত্র, লয়ে তরে নর ।

তুমি বিভূ ইচ্ছাময়, ইচ্ছ'তে সকলি হয়,
তব ইচ্ছায় হয় লয়; এই চরাচর ।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড' পরে, কার সাধ্য কে কি করে,
তুমি কর্তা এ সংসারে, কহে খগবর ।

খাষাজ—কেদারা

পরব্রহ্ম পরমেশ্বর পুরুষোত্তম পরমানন্দ ।
নন্দকে নন্দ, আনন্দকন্দ, বশোদানন্দ শ্রীগোবিন্দ ।
করণাময় কমল-নয়ন, কৃপাদিক্ত সর্ব্বচৈন,
পুরাণকর্তা কিশোর, গুণনিধান গোকুলচন্দ্র ।
মধুসূদন মদনমোহন, মুরগীধর সর্ব্বমোহন,
মেঘশ্যাম মুরত বীণা গাবত মন গুণ আনন্দ ;
দীননাথ দুঃখ ভঞ্জন, ভক্ত-বচ্ছগ জগবন্দন,
জগজীবন জগন্নাথ, কাটত দুঃখ কন্দ ধন্দ ।

সিদ্ধমিশ্র—ঠুংরী ।

স্বমেব নিগুণ নিত্য নিরঞ্জন, ভুবন স্বজন কারণ ।
 সর্ব আদি কর্তা, বিধির বিধাতা, মোক্ষদাতা পিতা সর্বজন ।
 এই চরাচর, ভূয়র খেচর, কীট পশু নর, স্বজন তোমার,
 হে জগৎ ঈশ্বর, ত্বংহি পরাৎপর, জ্ঞানের অগোচর, ধ্যান-ধন ।
 ত্বংহি মূলাধার, নির্বিকার, জগতের আধার, সর্ব-গুণধর,
 ত্বংহি বৈশ্বানর, ত্বংহি রত্নাকর, সর্বেশ্বর বিভূ পতিত-পাবন ।
 স্বমেব দিবাকর, স্বমেব নিশাকর, সর্ব শক্তিধর, সর্বত্র বিহর,
 তোমার আক্তায়, স্বজন লয় হয়, ভবভয় হয় ক্ষয়, মরণ-পারণ ।
 স্বমেব অকার, স্বমের উকার, স্বমেব মকার, ব্রহ্ম পরাৎপর,
 সর্বাশ্রয় চিন্ময়, অব্যক্ত বেদান্তে কয়, ভয়ের ভয়, ভীষণের ভীষণ ।
 ত্বংহি স্থল জল, স্বমেব অনিল, ত্বং তলাতল, সপ্ত পাতাল,
 ত্বংহি জগৎপতে, নমোস্তু নমোস্তু, কহে খগপতে দীনহীন ।

ভৈরব—চৌতাল ।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে নায়ক পরব্রহ্ম ত্রীত্ৰীধর মহারাজ ।
 কৃপাসিন্ধু ভক্তপাল সুখকর কৃপাল গবির নিবাজ ।
 অহবিনতি বন্দন লিঙ্গে তেরো অন্ত নহী তুঁ অনন্ত পূঁজু
 তোহে বাঁধু ভূজ পরজায়ে দুখ ভাজ ।
 বৈজু প্রেভু আদি অলখ অগোচর নিরঞ্জন নিরঙ্কার ভক্তকাজ
 কোটি কোটি রূপ ধরে সন্তান শিরতাজ ।

অ'লাইলা—৭৭ ।

প্রভুজী তু মেরে প্রাণ-আধারে ।

নমস্কার দণ্ডবৎ বন্দনা অনেক বার জাউ° বারে ।

উঠত বসঠত, সোঅত জাগত, যে মন তুঝেহি চিতারে ।

সুখ দুখ সবরে মন্ কি বিরথা, তুঝি আগে সারে ।

তু মেরি ওট বল, বুদ্ধি ধন তুমহি, তুম হমরা পরিবারে,

যো তুম করো, সোই ভলা হমরা,

পেখ্ নানক সুখ হরি-চরণারে ।

এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর, তেরো চরণ'পরে শির নো ণে ।

সেবক জনাকে সেব সেব পর, প্রেমী জনাকে প্রেম প্রেম পর,

হুঃখী জনাকে বেদন বেদন, সুখী জনাকে আনন্দ এ ।

বনা বনায়ে শাবল শাবল, গিরি গিরিমে উন্নিত উন্নিত,

সলিতা সলিতা চঞ্চল চঞ্চল, সাগর সাগর গম্ভীর এ ।

চৌদ্ধ হরষ বরে নিরমল দীপ, তেরা জগ-মন্দির উজাড় এ ।

হে মুকুন্দ সুগরি !

মুনি-মনোহারি, মোহন বংশীধারি,

মধুবন-বিহারি, মদ-মাৎসর্য-হারি !

মর্থে মন্ততা সম্পদে, মজালাম না মধব-পদে,

মুঢ়-মতি মুগ্ধ মদে, মধুসূদন মোচনকারি !

খট ডেরবা—একতারা ।

তুমি বিপদ-ভঞ্জন দয়াল হরি ।

অপার স্নেহ-গুণে, জগদ্বাসী জনে, কতই ভালবাস আহা মরি মরি !
 অপক্লপ তব রচনা কোশল, নানা রসযুত অবনী মণ্ডল,
 আমাদের জন্ম করেছ কেবল, নিজে সৰ্ব্বত্যাগী পর-উপকারী ।
 সাধিতে জীবের অশেষ কল্যাণ, দিবানিশি বাস্ত নাহিক বিশ্রাম,
 ভাবিলে তোমার দয়ার বিধান, উঠে প্রেম ভক্তি পাষণ ভেদ করি ।
 বসিয়ে গোপনে একাকী বিরলে, বিচিত্র জগত সৃজন করিলে,
 গুরু হ'য়ে জ্ঞান ধর্ম শিক্ষা দিলে, ভবার্ণবে নিজে হইলে কাণ্ডারী ।

মূলতান—ধেমট' ।

হরি ! কে জানে হে তব চরণেরই গুণ ?
 ভাবিলে স্ন তয় পদ, বিপদ ভঞ্জন ।
 একবার চরণ যেমেছিল, (তাতে) দ্রবময়ী গঙ্গা হ'ল,
 জীর্ণ কাষ্ঠের তরি, হইল কাঞ্চন ।
 অহল্যা গৌতম জায়া, পেয়ে তব পদছায়া,
 পাষণী মানবী দেহ করিল ধারণ ।
 ও চরণ পাবার আশে, মহাযোগী কৃষ্ণিবাসে,
 গৃহ ত্যজি' করেন তিনি শ্মশানে ভ্রমণ,
 কোথা হে দ্বারকা-নাথ ! দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ !

বাউলের হর—একতালী।

এত ভালবাস, থেকে আড়ালে ।

আমি কৈদে মরি, ধরতে নারি, জু'টি হাত বাড়ালে ।

ছিলাম যখন মার উদরে, বোর অন্ধকার ঘর কারাগারে, হায়রে ;

তখন আহাৰ দিছে, বাতাস দিছে, তুমি আমারে বাঁচালে ।

আবার যখন ভূমিষ্ঠ হ'লাম, মায়ের কোমল কোলে আশ্রয়
পেলাম, হায়রে ;

মায়ের স্তনের রক্ত হেঁদাময়, তুমি 'ক্ষীর করে' যে দিলে !

দিলে বন্ধ বান্ধব দারা স্নত, এ সব কৌশল তোমারিত, হায়রে ;

ও নাথ ! ধন ধাত্ত সহায় সম্পদ, পেলাম তোমার দয়াবলে ।

তোমার দায় সকল পেলাম, কিন্তু একদিন না দেখিলাম,
হায়রে ;

তুমি কোথায় থাক কেন এসে, আমি কঁদলে কর কোলে ।

আমি কঁদলে বাঁসে হতাশ হ'য়ে, চোক্ষের জল দেও মুছাইয়ে,
হায়রে ;

আবার কথা করে প্রাণের মাঝে, কত উপদেশ দেও ব'লে ।

দেখা নাহি দিবে আমার, ইচ্ছা যদি আছে তোমার, হায়রে ;

ও নাথ ! তবে কেন শাকের ক্ষেত, তুমি দেখালে কাঙ্গালে ।

শট ভৈরবী—পোস্ত ।

হরি কাণ্ডারী যেমন আর কে এমন আছে নেয়ে ;

ভবে পার করেন হরি, রাঙ্গা চরণ দিয়ে ।

তরণীর এম্নি গুণ, নাস্তি পাল নাস্তি গুণ,

পার করেন নিজগুণে নিগুণেরে সদয় হয়ে ।

ইবন-কল্যাণ—চৌতাল ।

দিজে দিয়ার হোবে করার মনকু তুম্হো জগৎকে আধার ।

অলখ জ্যাৎ নিরঙ্কার রচো অখিল সরদার,

ভক্তি মুক্তি দাতা তুম্হো মধুসূদন মুরার ।

তিহারি জগৎ অপারম্পরে, একহি অনেক হোয়ে ব্যাপো সংসার,

তুহি ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিপুরার ।

তুঁহি আদি তুঁহি অন্ত তুঁহি সব জন ভর পূর রহো

তানসেনকে প্রভু নিঃঞ্জন নিরবিকার ।

তৈরব—চৌতাল ।

মোহন সৃষ্টিকে আধার তনকোঁ অব রাখলোঁজিয়ে গোপাল ।

নৈন প্রাণ সুধ দিজিয়ে তনত দুখ দুঃ কৌজিয়ে,

এতনী মিনতি মেরি শুন্ লিজিয়ে হাল ।

পতিতপাবন বরুণাসিঙ্ঘ দীন দুঃখ ভঞ্জন,

অনেকরূপ লীলাধারী ভক্ত-বহুল যুগে যুগে ভয়ে কুপাল ।

মদনমোহন মধুসূদন মুরার গজসুদামা দ্রৌপদী সহায়কারী

তানসেন-প্রভু ভক্ত প্রতিপাল ।

লুম্ব বাবাজ—৫৭ ।

ঠাকুর তব শরণাই আয়ে ।
 উত্তর গয়া মেরে মনকা সন্না, যব তেরা দরশন পারো ।
 অনবোলত মেরি বিরথা জানি আপনা নাম জপারো ।
 বাঁহ পকড় কড় লানে জন অপনে গর্হ অন্ধকূপতে মারো ।
 দুখ নাটে সুখ সহজ সমায়ে আনন্দে আনন্দ গুণ গায়ো
 কহো নানক হরি বন্ধন কাটে বিছুরত আন মিগারো ।

ভজন ।

প্রভু মেরা অবগুণ চিতন ধরো, সমদর্শী হৈ নাম তুমহারো ।
 এক লোহ পূজামে রহত হৈ, এক রহে বাধ ঘর পরো ।
 পারশবে মন ছিধা নহি হোয়, দুহু এক কাঞ্চন করো ।
 এক নদী এক লহর বহত নিলি নীর ভয়ো,
 যব্ মিলে তব্ এক বরণ হোয়, গঙ্গা নাম পরো ।
 এক নায়া এক ব্রহ্ম কহত সুর দাস বগরো ;
 অজ্ঞান্ সে ভেদ হৈ, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো ।

ভৈরব—চৌতাল ।

পলক দরীয়াব তঁ করতার মেরি তুম মুশকল কর আশান ।
 যেই যেই তক আটেব মন বাঙ্ছিত ফল পাবৈ
 তেরিকু দরত কোউন জানে আন ?
 সব ঘট পুরণ পুর রহতঁ
 জীব জন্তু পশু পক্ষী সুর নর মুনি মন ধ্যান ।
 বৈজু প্রভু এক ছিন্নমে নিহাল করে রাইকঁ; পর্কত
 পর্কত কঁরাই করতা অকরতা ভগ বান ।

ଇୟନ-କଲ୍ୟାଣ—ଚୌତାଳ ।

ତେରୋହି ଧ୍ୟାନ ଧରତ, ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ବ୍ୟାସ ବଲ୍ଲୀକ,
 ନାରଦ ଯୁନି ସନକାଦକ ଶେଷ ସୁରେଶ ଶୁକ ରଟତ, ରହତ ନିଶି ବାସର ।
 ଚକ୍ର ସୁରସ ଆଠରେ ତାରାଗଣ, ଧରଣୀ ମେରୁ ପବନ ପାନି,
 ପଞ୍ଚ ପଚ୍ଛୀ ଜଳ ସ୍ତଳକେ ଘନ ଦାମିନୀ, ଆଠରେ ନାରୀ ନର ।
 ଦୀନନାଥ ଦୀନଞ୍ଜୁ, ଦୀନକୋ ଦୟାଳ ଖେଡୁ,
 ଭରଣ ପୋଷଣ ବିଶ୍ଵସ୍ତର, ସଚ୍ଚିତ ସର୍ବାଧାର ;
 ଗୋପାଳକେ ପ୍ରଭୁ, ଯାଧବ ମଧୁସୂଦନ,
 ତୁଁହି ରାମ ତୁଁହି କୃଷ୍ଣ ତୁଁହି କରତା ସର୍ବ ଉପର ।

ଭୈରବ—ଚୌତାଳ ।

(ପ୍ୟାରେ) ତୁଁହି ବ୍ରହ୍ମା ତୁଁହି ବିଷ୍ଣୁ ତୁଁହି ଋଦ୍ର ତୁଁହି ଶିବ
 (ତୁଁହି) ଶକ୍ତି ତୁଁହି ସୁରଜ ତୁଁହି ଗଣେଶ ।
 ଜଳସ୍ତଳ ପବନ ପାନୀ ତୁଁହି ତେଜ ତୁଁହି ଆକାଶ
 ତୁଁହି ଅଗ୍ନି ତୁଁହି ଜ୍ୟୋତି ତୁଁହି ସୁରେଶ ।
 ତୁଁହି ଉଚ୍ଚ ତୁଁହି ନୀଚ, ତୁଁହି ହୈ ସବହୀନକେ ବୀଚ
 ତୁଁହି ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଁହି ଦିନେଶ ।
 ତୁଁହି ଏକ ତୁଁହି ଅନେକ, ଶୁକ୍ର ଚେଳା ତୁଁହି ଅଲେଖ,
 ବୈଜ୍ଞ ବାବରୋ ତୁଁହି ସରଦାର, ତୁଁହିତେ କଟତ କଳେଶ ।

ইমর-কল্যাণ—চৌতাল

তুঁহি আদ অস্ত, তুঁহি জল স্থল, তুঁহি গুরু তুঁহি চেলা ।
 তুঁহি সপ্ত দ্বীপাওয়ারে, নওয়া খণ্ড দণ্ড জ্যোতি,
 ছাওয়ে রহে হো, চৌদা ভুবন, আওরে পাঁচুয়া স্থান,
 তুঁহি ন বেলা তুঁহি ন বেলা ।
 তুঁহি ভরণ পোষণ, সকল জীব জন্তুকো,
 তুঁহি সর্ব শশউড়বন, পবন পানি নিশোয়াস ;
 তুঁহি আলোক তুঁহি আলবেলা ।

চন্দন-চচ্চিত, নীল কলেবর, পীতবসন বনমালী ।
 মণিময় কুণ্ডল, বলমল মণ্ডিত, গাণ্ডযুগ স্নিতশালী ॥
 চন্দ্রক চারু, ময়ুর শিখণ্ডক, মণ্ডল বলয়িত কেশম্ ।
 প্রচুর পুরন্দর ধনুরণ রঞ্জিত, মেছুর মুদির সুবেশম্ ॥
 শ্রামল মৃদল কলেবর, মণ্ডলমধিপত গোর ছুকূলম্ ।
 নীল নলিনমিব পীত পরাগ, পটলভঁর বলয়িত মূলম্ ॥

বাগীশ্বরী—আড়াঠেকা ।

তব রূপ অমুপম বর্ণিতে কেহ না জানে ।
 ত্রিভুগত বিমোহিত তোমার বাশীর গানে ।
 সংসারে সৃজন করি, খেলিতেছ বংশাধারি,
 মায়া কে বুঝিবে হরি, অস্ত নাহি সে বিধানে ।
 তব নাম গোপেশ্বর, যেন ভাবে নিরন্তর,
 এই ভিক্ষা যাচি প্রভু, তোমার রাজ্য চরণে ।

শ্রুট—কাওয়ালী ।

কে জানে হরি হে ! তোমার কাণ্ড ?
 কারে দাঁড় হে বন, কা'রে সিংহাসন,
 তোমার মহামায়ার মুগ্ধ হ'য়ে ঘুরিছে ব্রহ্মাণ্ড ।
 কারে কাঁদাও কা'রে হাসাও, কা'রে রাজতঞ্জে বশা-
 কা'রে কর প্রেম-বিচ্ছেদে দণ্ড ;—
 তব গুণে মরে যাই, তোমার বলি তাই,—
 যেন অন্তকালে রসিকচন্দ্রের আশা হয় না পণ্ড ।

খাষাজ—একতালী ।

সকল স্থানে থাক, চন্দ্রচক্ষে থাক না ।
 কত দিগ্‌দিগন্তরে গিয়ে, তোমার দেখা মেলে না ।
 ভাবি স্থানান্তরে গেলে, তোমার দেখা যদি মেলে,
 খুজতে গেলাম তীর্থে চলে, তথায় দেখা হ'ল না ;
 হ'লে চন্দ্রচক্ষে দেখা, তবে হয় বন্ধে রাখা,
 কর তুমি রক্ষে সখা ! ছঃখের জাণা থাকে না ।
 যদি এ চক্ষু তোমার শূল, কিম্বা চোকের হয় ভুল,
 নাই তো তব অপ্রতুল, জ্ঞান-আঁধি তো দিলে না,
 সে আঁধি নিমেষ হীন, অহরহ দরণন,
 ক'রে দেয় আনন্দ ঘন, মন ভ্রমণ করে না ।

১ম অঃ] বন্দনা, আবাহন ও মহিমা-গীতি । ৩৩

বেহাগ—কাওয়ালী ।

কি বুঝিবে জীবে তব লীলার কোণল ?
ওহে নিত্য নিরমল ! মহামোহ-মত্ত পানে জগত বিহ্বল ।
শ্রুতি স্মৃতি মীমাংসায়, চতুর্ক্বেদে বিধাতার,
অস্ত নাহি পায় ত্যায়, সাজ্য্য পাতঞ্জল ।
অক্লুশ আঘাত করি, মাহুষে চালায় করী,
বিষধর করে ধরি খেলে মালদল ;
দিবাকর নিশাকর, ভুলোক আলোক-কর,
রাহু ভয়ে খরখর, কম্পিত দুর্বল ।
দেব দানব মানব, আর জীবজন্তু সব,
ভবে উদ্ভব পতনে, এক বিন্দু জল ;
তোমার লীলার লেশ, যোগে না পেয়ে উদ্দেশ,
দারুণয় ক্ৰমিকেশ, মহেশ পাগল ।

(ওগো) কে তুমি আমার, বল ?

অযাচিত ভাবে, ফের প'ছে পাছে, বিপদেতে আগে চল ।
ডাকিনা তোমারে তবু তুমি আস, চাইনা তোমারে তবু ভালবাস,
জেনেছি গো মম, হৃদয় আকাশ, তে'মারি আভার আলো ।
কভু স্বামী, কভু সখারূপ ধরে', মা হ'য়ে কখন আস বেহ-তয়ে,
তোমা ধনে ধনী, নয় গো যে জন, তা'র জনম বিফলে গেল ।

অহং—একতারা ।

কি দিব তুলনা, জগতে গেলে না, তোমারি তুলনা তুমি হে হরি !

আছেন নাতি-পদে বিধি, তোমার গুণ-নিধি,

তুমি বিধির বিধি সর্বোপরি ।

ভজ' তোমার পদদ্বয়, মৃত্যুকে করেন ভয়, মৃত্যুঞ্জয় নাম ত্রিপুরারি
ঐ চরণে জাহ্নবী, পাষণ মানবী, স্বর্ণময় হ'ল কাষ্ঠতরি ।

ভবে তোমার অভয় পায়, জীবে মুক্তিপায়, ভবের উপায় পারের তরী
বলির বাড়ালে সম্পদ, দিয়ে মাথে পদ, দিলে ইন্দ্রপদ স্বর্গোপরি ।

দীনের দীনবন্ধু, করুণার দিকু, ত্রাণ কর ভবদিকু-বারি ;—

হলে পূর্ণ অবতার, হরিতে ভুভার, রাবণ বধিলে রামরূপ ধরি ।

অহং—একতারা ।

তোমার কে বুঝিবে ভাব, ভব পরাভব, মুকুন্দ মাধব, মধুসূদন !

হরি কে পায় তব অন্ত, অনন্ত যায় ক্ষান্ত,

তুমি হে নিতান্ত কৃতান্ত-দলন ।

কল্পে ক্ষীর উদ্ধার, তুমি গদাধর, সৃজিয়ে সংসার, কর হে পালন ;

তোমার ব্রহ্মা আজ্ঞাকারী, গোলোক বিহারী,

হলে বনচারী কমললোচন !

কিবা বরণ উজ্জল, জিনি নীলোৎপল, অনিল নীলকণ্ঠভূষণ ;

অসার সংসারে, অসার বারে বারে, ঘুচাও একেবারে, বারিদ-বরণ !

আমার পঞ্চম সময়, দীন-দয়াময় ! দিও হে অভয়, অভয় চরণ ।

যজ্ঞপতি যজ্ঞেশ্বর, ভক্তাধীন দামোদর,
পরাংপর বিশ্বস্তর ভূভার-হারী ।

অব্যয় করুণাসিন্ধু, দয়াময় দীনবন্ধু,
সত্য সনাতন দৈতা-সংহারী ।

কেয়ুর-কুণ্ডলবান্, কিরীটী রুপা-নিধান,
ধ্বজ-বজ্রকুণাকিত শ্রীচরণ ধারী ।

অচিন্ত্য অচ্যুতানন্দ, রামনাথ লক্ষ্মীকান্ত,
গোপাল শ্রীনন্দলাল বৃন্দাবন-চারী ।

কালিন্দী-কূল-নিবাসী, বদশ-কোল-নিবাসী,
তুলসী-দল-প্রমাসী, নিকুঞ্জ-বিহারী ।

বরাহ বামন শীন কৃষ্ণ নরসিংহ
ভার্গব গৌতম রাম কঙ্কিরূপ ধারী ।

হরি ! তুমি আমায় আপন ভাব, পর ভাবি আমি তোমায় ।
হরি ! তোমার দয়া না হইলে, দীনহীনে কে তরায় ?
তব নামগুণে, কত দেবগুণে, অনায়াসে মোক্ষ পায় ;
কর মোরে দয়া, দাও পদছায়া, শ্রীচরণে স্থান দাওহে আমার ।
করিতে ভজনা, মনেতে বাসনা, ভুলানে রেখেছ মোহমায়ায় ;
আমার হৃদয় মাঝারে, ভক্তির আধারে,
বাধলাম না তোমায় প্রেম-মায়ায় ।

অন্নভক্তি—বাঁপতাল ।

গগনময় খাল রবি চন্দ্র দীপক জলে,

তারকামণ্ডল কনক মোতি ।

ধূপ মলয়ানিল পবন চৌরি কবে,

সকল বনরাই ফুটন্ত জ্যোতি ।

ক্যায়সি আরতি হোয় ভবখণ্ডন তেরি আরতি,

অনহত শব্দ বাজন্ত ভেরী ।

সহংস তব নয়ন, নন নয়ন ছায় তোহেক,

সহংস মুরতি নন এক তোহি ;

সহংস পদ বিমল নন এক পদ গন্ধ,

বিন্ সহংস তব গন্ধ এব্ চলিত চলিত মাহি ।

সব্ মে জ্যোত্ত জ্যোতহি সোই,

তিস্কে চান্নে সর্কমে চান্নে হোই,

গুরু সাক্ষী জ্যোতি প্রগট হো

ষো তিস্ ভাবে আরতি হোই ।

হরিচরণ-কমল-মকরন্দ শোভিত মন,

অর্ন্তদিন মোহেয়া পিয়াসা,

কৃপাজন দে ও নানক সারঙ্গ কো

হো যায়ে তেরে নাম বাসা ।

লুম্বি-কি-কিট—একতাল।

মধুমর্দন, দীনশরণ, হৃষীকেশ মহুকারি ।

করণা-সাগর, ভৃগুবর-চরণ-চিহ্নধারি !

দেহি মে পদ পতিতপাবন, নীল-নভো-নিভ নিখিল-সারণ,

বজ্রাঙ্কুশ-ধ্বজ-শোভন কৌস্তভ বলিহারী ।

দিব্যাধামনিবাসী-সেব্য,

অভ্যুদয় সাধন-লভ্য,

সর্বহৃদ-ভাবম্বিতবা, হৃষীকেশ-দুঃখহারি !

পরিত্রাজক পতিত অতি, তুমি তো পতিত জনের গতি,

চাক-চরণে শরণাগতি, তক্তির ভিখারী ।

বঃবঃজ—ঠংরী ।

(ভয় হর মঙ্গল দশরথ রাম—সুর) ।

শ্রীকৃষ্ণ কেশব কংসারি,

বাসুদেব হরি বংশীধারী ;

শিশুপাল-নাশন শুভকারী,

গোপীজন-মোহন সুরারি ।

অর্জুন-সারথি চক্রধারী,

হুর্জন-দমন ক্রাসহারী ;

ভয় ভয় কেশব কংসারি,

নমো নমো মাধব ভয়হারী ।

তুমি একজন হৃদয়ের ধন, দীনবন্ধু দয়াল হরি !
 (আমি) মন-প্রাণ সব তোমার দিগ্নে হটলাম তোমারি ।
 এ সংসার অকূল পাথর দেখে ভয়ে মরি ;
 তুমি বিপদ-বারণ দীন-শরণ অকূল-কাণ্ডারী ।
 দাও অভয় অভয়-দাতা, তুমি গুরু, তুমি ত্রাতা,
 তুমি বন্ধু, তুমিই আশ্রয় ;—
 বিনে তব দয়া নাথ ! কেমনে বা তারি,
 নিজগুণে দীন জনে দাও চরণ-তরী ।
 তুমি ধন, তুমি জন, তুমি মন, তুমি প্রাণ,
 তুমি আমার জীবন-সহায়,
 নিজ-জন জেনে আমি হ'য়েছি তোমারি ;
 ভালবেসে লও কোলে হৃদয়-বিহারী ।
 তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি সাধন ভজন,
 তুমি আমার পরাণের পরাণ ;
 হৃদি মাঝে নিশিদিন বিহর হে হরি !—
 প্রেমানন্দে হ'য়ে মগন তোমারে নেহারি ।
 ভুলিয়ে রেখোনা ভবে, ভাবে ভাবে ভাবাও ভবে,
 ভাব-নিধি হৃদয়-বল্লভ !
 স্মৃখে বা দুঃখেতে রাখ, যা ইচ্ছে তোমারি ;
 তুমি আমার আমি তোমার সকলি তোমারি ।

মনোহর-সাই—জনন একতারা ।

তুমি সুন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর, শোভাময় !

তুমি উজ্জল, তাই নিখিল-দৃশ্য নন্দন-প্রভাময় !

তুমি অমৃত-বারিধি, হরি হে,

তাই, তোমারি ভূবন ভরি হে

পূর্ণচন্দ্রে, পুষ্পগন্ধে, সুধার লহরী বয়; —

ঝরে সুধাজল, ধরে সুধাকল, পিয়ামা ক্ষুধা না রয় ।

তুমি, সৰ্ব-শক্তি মূল হে,

ত'হে, শৃঙ্খলা কি বিপুল হে;

যে যাহার কাজ, নীরবে সাধিছে, উপদেশ নাহি লয় ;

নাহি ক্রমভঙ্গ, পূর্ণ প্রতি অঙ্গ, নাহি বৃদ্ধি অপচয় ।

তুমি, প্রেমের চির-নিবাস হে,

তাই, প্রাণে প্রাণে প্রেম পশে হে,

তাই, মধু মম ঠায়, বিটপী লতায়, মিসি' প্রেম-কথা কর ;

জননীর মেহ, সতীর প্রণয়, গাছে তব প্রেম-জয় ।

যে জন তোমাতে সপে হে, প্রাণ ;

তার তরে ভাব সদা ভকতির ভগবান !

বিপদ আপদ তার লও শিরে আপনার,

ক্রোড়ে ধরি রাখ তারে কর নব প্রাণ দান ।

ভকতিতে ধরা পড় বিশ্বাসে নিগড় পর,

মঙ্গল অঞ্চল ঢাকি কর তারে বলীমান ।

বাউলের হৃৎ—একতারা ।

তোমার মত কে আছে আর এ সংসারে ?

করুণা কে আর করতে পারে ?

হ'য়ে জগতের জননী, করুণা-রূপিনী,

আছ এই বিশ্ব-কোলে করে ;

কিবা ধন ধাঞ্জে তারা, এই বসুন্ধরা,

রেখেছ সাজিয়ে জীবের তরে (কত বতন ক'রে) ।

তুমি গৃহের দেবতা, মঙ্গল-বিধাতা,

আছ বিরাজিত ঘরে ঘরে ;

কিবা অপরূপ শোভা, বালক বৃদ্ধ যুবা,

বঁধেছ সকলে প্রেম-ডোরে (তুমি মায়ের মত) ।

আমরা এই ত্রিকা করি, ওহে দয়াল হরি,

সুখে দুঃখে যেন পাই তোমারে ;

তোমার হৃদয়েতে রাখি, প্রাণ তরে দেখি,

ডুবে থাকি তোমার রূপ-মাগরে (চিরদিনের তরে) ।

ঠাকুর ! স্মারাসা নাম তুহারা,

প্রকৃতি, স্মারাসা নাম তুহারা ।

পবিত্র লিখে কর আপনা সকল করত নমস্কারা ।

জাত বরণকো পুছে নাহি বাচিত চরণার বারা,

সাধুসঙ্গ নানক বৃথ নাই হরিকীর্তন জীয়া ধারা ।

সে যে প্রেম-তিথারী, প্রেমের হরি, প্রেমে বাঁধা রয় ।
 প্রেমের হাওয়ায়, তাসিয়ে বেড়ায়, প্রেমে কথা কয় ।
 তা'রি রবি. তা'রি শশী, দিচ্ছে আলো দিবানিশি,
 পাতার কোলে ফুলের হাসি, হেসে কথা কয় ।
 তা'রি প্রেমে আকুল হয়ে, তরঙ্গিনী বায় গো বয়ে,
 তা'রি প্রেমের সৌরভ নিয়ে, মুহূল সমীর বয় ।

বেশ জংলা—ধরমা ।

কৃষ্ণ অনুরাগ কি মধুর !
 ইথে নাই আত্ম-পর, নাহি ব্যবধান, নাহি প্রাবল্য রিপূর ।
 লুপ্ত হয় ভাবনা ভীতি, প্রাপ্ত হয় আত্ম-বিস্মৃতি,
 যুক্ত হ'য়ে কৃষ্ণে প্রীতি, থাকে অক্ষুণ্ণ ;—
 সিঞ্চিয়া নয়ন-বারি বৃদ্ধি করে প্রেমাকুর ।

ভজন—বৃত্যভাল ।

ক্যা সূখা হয় নাম মে তেরে, এয় মেরে শ্রীভম্ প্যারে ।
 মেরা চিন্ত-চকোর হোর মাতঙয়ারা, যব্ ডব্ নাম-সূখা পান কয়ে ।
 অমৃত-সরোবর নাম হয় তেরা, ভূক্ শেরাম-ছঃখ হরে,
 মেরে প্রাণ তনমন পুলক্‌সে পুরে, সব কহ হরে হরে ।
 নাম ভেহারো পরশ-রতন, লোহে কো কাঞ্চন করে,
 প্রভু পর্শন তোতে শ্রবণমে নাম, পলক্‌মে পাতকী তরে ।

পূর্ববো মিশ্র—কাওয়ালী ।

হরি, প্রেম-গগনে চির-রাকা ।
 চির-প্রসন্ন কি মাদুরী-মাথা !
 স্তম্ভ জগতে, চির-জাগ্রত প্রহরী,
 বরষিছ চির-করণামৃত লহরী,—
 (মম) অক্ল আঁখি, মোহে ঢাকা ।
 সাধু ভকত জন পিরে মকরন্দ,
 এ হরি, মম মন-গতি অতি মন্দ,
 উড়ে' যেতে নাইক পাখা ।

বেহাগ—একতাল ।

তুমি, অরূপ সরূপ, সৰ্গুণ নিঃসুৰ্ণ, দয়াল ভয়াল, হরি হে !
 আমি কিবা বুঝি, আমি কিবা জানি, আমি কেন ভেবে মরি হে ।
 কিরূপে এসেছি, কেমনে বাঁ বাঁ, তা ভাবিয়ে কেন জীবন কাটাব ?
 তুমি আনিয়াছ, তোমায়েই পাব, এই শুধু মনে করি হে !
 না রাখি জটিল জ্বায়ের বারতা, বিচারে বিচারে বারে অশরতা,
 আমি জানি তুমি আমারি দেবতা, তাই আমি হৃদে বসি হে ;
 তাই ব'লে ডাকি, প্রাণ বাহা চায়, ডাকিতে ডাকিতে হৃদয় জুড়ায়,
 যখন যে রূপে প্রাণ ত'রে যায়, তাই দেখি প্রাণ ত'রি' হে !

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা ।

রাম-বিজয়ী—ক্রত ত্রিতালী ।

কুরুমে করুণা জগদানন্দ যশোদানন্দ-নন্দনং ।

পীতবসনং পরমাত্মন মাধব ভব-ভয়-বারণং ॥

বৃন্দাবন ধন, রাধারজন, কালাচাঁদ কাল-বরণং,

বঙ্কিম স্ঠাম, শ্রাম—কনুৎ-নাশনং ।

আত্মশক্তি রাধা মুরাত আঁকা, শোভে শিরদেশে ময়ূর-পাখা,

বঙ্কিম-নয়ন চলন বাঁকা, গোপাঙ্গনা-প্রাণমন-মোহনং ।

অনাথ-নাথ পতিতপাবন, অগতির গতি দীনশরণ,

প্রণতি চরণে ভূতভাবন, অখিল নিখিল জন বন্দনং ।

সংসার সাগরে বোর তরণে, ভাসি আতঙ্কে কেহ নাহি সঙ্কে,

দীনে রসিক তার' রস-রঙ্গে, কৃপাসিন্ধু জাব-শিব-সদনং ।

অং হি ষট্ঠমাণ ভূপ ভূপাল, অং হি ননাতোরা ব্রজগোপাল,

দমার ঠাকুর গোপাল-পাল, দর্পহারী হরি মধুসূদনং ।

হরি হে ! হারতে ভূভার-ভার, আসি মহীতে পাপী তপী তার,

আমি যে একেলা শকর উদ্ধার, পদাম্বুজ-রজ ভয়ভঞ্জনং ।

গোবিন্দ কৃষ্ণচন্দ্র গিরিধারী, জগদীশ্বর মুকুন্দ মুরারি,

ষক্বেশ্বর গোপিনী-মনোহারী, মুরলী-বাদন কে শীমদ্ভৃৎ ।

জয়জয়ন্তি—একতালা ।

কেশব নাশয় যে মনোবিষয়াভিলাষং ।
 কসুব মোচয় ছেদয় মম মরণপাশং ॥
 স্মৃতি সজ্জতি-হীন, নিয়ত কুকৃতি-লীন,
 ক্ষীণ মলিন স্মৃদীন হরাশং ;
 সদয় ভব মধুসূতন, মম হৃদয় উদয়,
 দেহি নিজ-জন-সহবাসং ॥

কি আর জানাব হরি ! তুমি তো জান সকলি ।
 গোপনে রাখিনা কেন হৃদয়ের কথা গুলি ।
 তুমি হে অন্তরধামী, সর্বজীবে আছ তুমি,
 অন্তর দেখিয়া দাও, বেই ধন চাহি আমি ।

সিদ্ধ—একতালা ।

হরি ! আমার এই অভিলাষ করছে পূরণ ।
 শিরোমে প্রণাম, প্রতি গুণের শ্রবণে ;
 আঁধি তব রূপ সর্দা করে দরশন ।
 তবাজি, কমলে কর, থাকে যেন নিরন্তর,
 রসনা শ্রীকৃষ্ণ নাম করয়ে রটন ।
 শেষে প্রভু লয় কালে, তোমার পদ-সলিলে,
 অকিঞ্চন হরি বলে' ত্যজে এ জীবন ।

সিদ্ধ-ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

বাজাও বিবেক-বংশী হরি হে ! নিখাস-পবনে ।

ভূলাও মোহন মূরে মনোবৃত্তি-সখিগণে ॥

ভক্তি-যমুনা-কূলে, প্রীতি-কদম্বমূলে,

বিহর আনন্দে সদা হৃদয়-রাধিকা সনে ।

‘নব নব বেশ ধরি,’ ওহে রসনয় হরি,

দেখাও রূপ-মাধুরী, নিত্য চিত্ত-বৃন্দাবনে

নানা রসে কর কেলি, ভক্তবৃন্দ সনে মেলি,

সুধা-রসে মুরলী বাঁজাও প্রাণ-কুঞ্জবনে ॥

যে ধ্বনি ক’রে শ্রবণ, শ্রীচৈতন্য অচেতন,

ঈশা মুখা শাক্য জ’ন্ আদি যত দেবগণে ॥

বেহাগ—আড়া ।

বিষ্ণুরূপ স্বরূপ রূপ নিরূপম কি রূপ সুন্দর ।

নবাল-বরণ, প্রত্যাজ রত্ন ভূষণ,

শিরে শিখিপুচ্ছ বনমালী পীতাম্বর-ধর ।

এরূপ হৃদ পদ্মাসনে, স্থাপিয়ে বৃত্তনে অকিঞ্চনে,

বাক্কে মুদি’ আঁখি দেখি নিরন্তর ।

শ্রীনাথ প্রসাদে যদি, এ সৌভাগ্য ঘটান বিধি,

তবে ভব-জলধি সম্প্রতি না হয় দুস্তর ।

বিশ্র সাহানা ।

হরি হে, তুমি আমার সকল হ'বে কবে !

আমার মনের মাঝে, ভবের কাজে, মালীক হয়ে র'বে, কবে ?

সকল সুখে সকল দুঃখে, তোমার চরণ ধর'ব বুকে,

কণ্ঠ আমার সকল কথায়, তোমার কথাই ক'বে ।

কিন'ব যাহা ভবের হাতে, আন'ব তোমার চরণ-বাটে,

তোমার কাছে হে মহাজন, সবই বাঁধা র'বে,—কবে ?

স্বার্থ-প্রাচীর করে' খাড়া, গড়'ব যবে আপন কারা,

বজ্র হ'য়ে, তুমি তারে, ভাঙ'বে ভীষণ রবে ।

পায়েরে যখন ঠেল'বে সবাই, তোমার পায়েরে পাইব ঠাই,

জগতে সকল, আপন হ'তে আপন হ'নে,—কবে ?

ফির'ব যখন সন্ধ্যাবেলা, সাক্ষ ক'রে ভবের খেলা,

জননী হ'য়ে আমায়, কোল বাড়া'য়ে ল'বে ।

নয়নে কখন দেখিনি তোমারে, নাম শুনে শুধু মজেছি ।

আমার বলিতে যাহা কিছু ছিল, সকলি ত পায় সঁপেছি ।

ছিল বুক ভরা বিষমু-বাসনা, কত ছিল নাথ ! ভোগেরি কামনা,

কত করে' দূরে ফেলে সে সব, তোমারি আসন পেতেছি ।

ভক্তি-কুসুমের মালাটি গাঁথিয়ে, প্রণতি-সন্দন তার মাথাইয়ে,

(আমার) ভগ্নকূটীর ছায়ায় দাঁড়িয়ে, কত দিন হ'তে রয়েছি

বড় সাধ মনে, দেখিব নয়নে,

নামে কিম্বা কাজে তুমি দয়াল হরি !

এ অধম হ'তে, দেখিবে জগতে,

দয়াল নামের বড়াই, ওহে ও শ্রীহরি !

দেখিবে দেখিব দেখিব এবারে, কিসে বলে সবে দয়াল তোমারে,

দয়া আছে বলে' তাই কি দয়াল বলে,

কিম্বা দয়া আছে বলে' খোবামোদ করে ।

দীনবন্ধু নাম তোমার জগতে, আমা সম দীন নাহি ত্রিজগতে,

যদি নাম সত্য হর, তার' হে আমার,

দেহ দেহ দীনে অভয় পদ-তরী ।

রিপুগণে সদা করিছে পীড়ন, বিঘ্ন-আগুণে জলি অক্ষুণ্ণ,

পাপের প্রহারে, হৃদয় বিদরে,

(দেখে) কি করিয়ে ভুলে রইলে দয়াল হরি !

সাধন ভঞ্জন করে' পাইলে তোমার,

সেই কিহে দয়াল নামের পরিচয় ;

তা'রা সাধন-গুণে, পাইবে চরণ,

সাধন-হীনে তার' দেখি কেমন দয়াল হরি !

পাপ-ধূলি মেখে ধাইছি কুপথে,

কোলে তুলে নাও মুহায়ে নিজ হাতে ;

প্রেমের শৃঙ্খলে, বাধিয়ে আমারে,

ধরে' রাখ তবে বলব দয়াল হরি ।

কিঁকিট—একতারা ।

সাধ মনে হরি-ধনে নয়নে নয়নে রাখি ।
 করি নাম গান, প্রেমসুধা পান, (হরি) চরণামৃত অঙ্গেমাখি ।
 পূজি তাঁর পদ দিলে প্রাণমন, ধোঁগানন্দ-রসে হইয়ে মগন,
 তাঁহারি সেবায়, তাঁহারি কথায়, দিবানিশি ভুলে থাকি ।
 (হরি দরশনে, হরি সংকীৰ্তনে, মননে—চিস্তনে) ।
 লীলারস-রঞ্জে মাতি' হৃদয়-নিকুঞ্জবনে,
 নাচি গাই হাশি খেলি মিলে প্রাণসখা সনে ;
 দেখি অবিরাম, মর্ত্যে স্বৰ্গধাম, কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি ।
 (সব রিপুগণে) ।

কিঁকিট ভাঙ্গা—একতারা ।

কর দয়া কর, হে দয়া-আকর, দয়া কর দীন জনে ।
 ছুঁষ্ট দলন, শিষ্ট পালন, কর তুমি নিজ গুণে—
 (জ্ঞাতিমাং আহিমাং জ্ঞাহিমাং ভব) ।
 হরিহে, ভব সংসার আগারে, বন্ধ কারাগারে,
 কোথা পতিত-পাবন,
 দিলে রূপা-কণা, এই দীন জনা, উদ্ধার হে নিরঞ্জন ;—
 শুনেছি আমি, শ্রবণে স্বামি, তুমিহে দীননাথ,
 জ্ঞাহিমে ভব, রূপাতে ভব, আমি বিহীন-সাধ ;
 বাঁচাও সাধন-বিহীন কিরণে—
 (জ্ঞাহিমাং জ্ঞাহিমাং জ্ঞাহিমাং ভব) ।

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

আর কারে ডাকি, তোমা ছাড়ি বাঁব ক'রি ছার ?
 তুমি আধারেরি আলো, জীবন আধার ।
 সুখদ প্রভাত কালে, জ্বলে না দেখা দিলে,
 তুমি বিনে এ সংসারে, বল কে আছে আমার ?
 মন-প্রাণ ধন-জন, সকলি তুমি হে প্রাণ,
 রাখিলে ভবেতে থাকি, তুমি বিনে কে আছে আর ?
 ভক্ত-বৎসল তুমি, জীবন-আধার তুমি,
 তোমা ছাড়া কোথা আমি, সকলি আধার ;
 হে বিভূ বিশ্ব সনাতন, তুমি জ্ঞান ধন জন,
 পরাতপর হবে বলে, তুমি মম প্রাণাধার ।

বেহাগ—কাওয়ালী ।

কবে, তুষিত এ মরু ছাড়িয়া বাইব, তোমারি রসাল নন্দনে ।
 কবে, তাপিত এ চিত, করিব শীতল, তোমারি কঙ্কণা-চন্দনে ।
 কবে, তোমাতে হ'য়ে বাব, 'আমার আমি' দ্বারা,
 তোমারি নাম নিতে, নয়নে ব'বে ধারা ;
 এ দেহ শিহরিবে, বাকুল হ'বে প্রাণ বিপুল পুলক স্পন্দনে ।
 কবে, ভবের সুখছুখ চরণে দলিয়া,
 বাত্রা করিবগো, হরি হরি বলিয়া ;
 চরণ টলিবে না, জন্ম গলিবে না, কাহারো আকুল ক্রন্দনে ।

জানেনা জয়জয়ন্তি—রাগতাল ।

কবে তব দরশনে হে প্রেমমগ্ন হরি !
 উধলিবে হৃদিমাঝে, চিদানন্দ লহরী ।
 তনু হ'বে রোমাঞ্চিত, প্রাণমন পুণকিত্ত, (ভাববশে বিবশ হ'য়ে)
 নয়নে বহিবে বারি (ও রূপ-না পুরী হেরি) ।
 তোমার প্রেম মূর্তি, নিরমল মুখ-জ্যোতি,
 নির খিব প্রাণ ভরি ; (ভাবে প্রেনে মগ্ন হয়ে)
 সব সাধ মিটাইব স্পর্শ আদিদ্রন করি ।

হরট—তেতানা ।

কাতর অন্তরে ডাকিহে শ্রীহরি, ভক্তি স্তুতি তব জানি না ।
 দয়া করি তার হে নিজগুণে ভবের কাণ্ডারী !
 তব ইচ্ছাতে প্রভু বিশ্ব স্বজন হয়, কভু পলকে ছন্ন লয়,
 সকল প্রাণীতে তব দয়া সমভাব,
 অধম গোপেণে কেন তরে না মুরারি ?

সিন্ধু—আড়াঠেকা ।

আমার তাঁর কথা कहিয়ে ।
 কে দিবে প্রাণ শীতল করিয়ে ?
 যার প্রেমসিন্ধু জলে, নিভৃত মরম তলে,
 মগ্ন-গিরি হ'য়ে আছি সাতার ভুলিয়ে ।

এক বাঁধনে বাঁধা আছি, এমনি আমার মনে লাগে ।
 নামটি শুনে আমার মনে, রূপটি গো তাঁর কেন জাগে ?
 ধরবো তাঁ'রে খুঁজে খুঁজে, রাখবো সাথে প্রাণের মাঝে,
 পূজবো তাঁ'রে, ভজবো তাঁ'রে, মজবো তাঁ'রি অনুরাগে ।

মিশ্র কানেড়া—কাওয়ালী ।

যদি, প্রলোভন-মাঝে ফেলে রাখ ;
 তবে, বিশ্ববিজয়ি-রিপুহারি-রূপে, হরি !

হৃর্কল এ হৃদয়ে জাগ ।

যদি, অবিরাম গরজ্জিবে স্বার্থ-সিক্ত ভব,
 নিষ্ফল কলরব-মাঝে ডুবিয়া রব,
 তবে, শাস্তি-নিলাম, চির-শান্ত মূর্তি ধরি,'

ব্যাকুল এ হৃদয়ে থাক ।

যদি, লুকায়ে রাখিবে তোমা, অলীকতাময় ধরা,
 ঢাকিবে মোহ-শেষ, কাস্তি তিমির-হরা,
 যদি, আঁধারে না পাই পথ সত্য-স্বর্ধ্য রূপে,

পথ হারা হ'তে দিওনাক ।

আশার ছলনে যদি, হেরি মায়া-মরীচিকা,
 নয়ন মোহিয়া পাপ, শেষে আনে বিভীষিকা,
 তবে, ভীতি-হরণ, যেন অভয়-বচন-সুধা

বিতরি' এ বিপন্নে ডাক ।

ইমনি—ত্রিতালী ।

সুনীল আকাশ পানে ফিরালে নয়ন ।
 কি যেন কাহারে হেরি আপন আপন ।
 তড়িত জড়িত করে, কি যেন মধুর স্বরে,
 দিবানিশি একভাবে, করে আবাহন ।
 পৃথিবীর ভালবাসা, স্নেহমাথা প্রেমতৃষা,
 সকলি তাঁহার করে, রয়েছে অর্পণ ।
 সাধ হয় সদা মনে, যাই ওই নিরঞ্জে,
 যতনে হৃদয়ে রাখি, জুড়াই জীবন ।

আমার যদি কেউ থাকে হৃদি ! তুমি হে আমার ।
 তোমার যদি 'তুমি' থাকে, তবে আমি হে তোমার ।
 ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কোটি, এ পৃথিবী তার একটা,
 আমি তার একটা কুটী, (বল তবে) নয় কিহে তোমার ?
 অসীম যে মহাসিন্দু, আমি তার একটা বিন্দু,
 সিন্দুর বিন্দু বিন্দুর সিন্দু, (আমি জানি) এই তো বিচার ।
 তোমাতে ব্রহ্মাণ্ড থাকে, সাজান সব থাকেথাকে,
 আছে সব তাকেতাকে, (এসব) বুঝে উঠা ভার ।
 কেবা এমন বুদ্ধিমন্ত, কে করিবে তোমার অন্ত,
 ব্রহ্মা-শিব হেরে গেছেন, তুমি তাদের বুদ্ধির পার ।

ধানশী ।

জাতল সৈকতে, বারি-বিন্দু গম,
 স্মৃত মিত-রমণী সমাজে,
 তোহে বিসরি গন, তাহে সমাপিত্ব,
 'অব মনু হ'ব কোন কাজে ?

মাধব ! হাম পরিণাম নিরাশা ;—

তু'হু জগ-তারণ, দীন দয়ামধ,
 অতএ তোহারি বিশোয়াসা ।

আধ জনম হাম, নি'দে গোড়ায়ল্ল,
 জরা শিশু কত দিন গেলা ;

নিধু বনে রমণী- রস-রঙ্গে মাতল্ল,
 তোহে ভজব কোন বেলা ?

কত চতুরানন,^০ মরি মরি যাওত,
 ন তুয়া আদি অবসানা ;

তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত,
 সাগর-লহরী সমানা ।

ভগ্নয়ে 'বিদ্যাপতি', শেষ শমন-ভরে,
 তুয়া'বিল্ল গতি নাহি আরা ;

আদি অনাদিক, নাথ কহায়সি,
 অব তারণ ভার তোহারা ।

কিঞ্চিৎ খাষাঙ্ক—একতাল ।

সংসারে থাকিয়ে পাণিব ধর্ম লইয়ে তোমার শরণ ।

(হরি !) স্বার্থ নাশিয়ে হইব বৈরাগী, দ্বিবাগী হব না কখন ।

আছে সর্বত্রানে তব অদিষ্টান, অন্তরে বাহিরে তুমি পর্তমান,

প্রকৃত ভিতরে, হেরিব তোমারে, কি কাজ তীর্থ-ভ্রমণ ?

চতুর্দশ আশ্রম শাস্ত্রেতে কয়, গার্হস্থ্য আশ্রম সর্বশ্রেষ্ঠ হয়,

হয়ে দাসদাসী, তব গৃহবাসী, পৃথিব তে মার চরণ ।

দিয়াছ দুর্লভ এ মানব দেহ, যার রক্ষা হেতু এই বাস-গেহ,

সে গেহে সে দেহে হয় প্রভু তব বিবিধ বেগ-হুষ্ঠান ;

জ্ঞানযোগে হবে আত্মার আদেশ, তত্ত্বিযোগে হৃদে শক্তির প্রবেশ,

কর্মযোগে অঙ্গে হইবে প্রকাশ, পরসেবা-রতপালন ।

তুমি হবে মম আঁখির অঙ্গন, তুমি হবে মম হৃদয় ভূষণ,

তুমি হবে মম কার্যের কারণ, আমার আর্মিত্ব দিস তন ;

সংসার হইবে পুণ্যের আলয়, নোহ পাপ ব্যাধি হইবে বিলয়,

আনন্দে ভাসিব, আনন্দে করিব, তোমার গুণ কীর্তন ।

এস প্রাণ-সখা আমার, (হরি !) মোহন মুরলীধারী ।

খেলিব গেমের খেলা, প্রাণ ভরি' ।

যুগল চরণে, সাজা'ব যতনে, (হরি !) কুম্ভ-রতন-রাশি ;—

নাচিব নেহারি ও রূপ-মাধুরী ;

দিব করতালী, প্রাণ খুলি' বলি' 'হরি হরি' ॥

(মধুকানের মুর)

আমি আর কা'রে ডাকিব, কা'র চরণে শরণ লব ?
 দীনে দয়া কে করিবে, তুমি বই দীন-বান্ধব !
 দিনে দিনে দিন গন্ত, নিকট দিনদর্শন-সুত,
 এখনো মায়াভিভূত, কিরূপেতে ত্রাণ পাব ?
 যে দিন জীবন ফুটাইবে, 'পরিত্রাঙ্কক' আর না র'বে,
 সেই দিনে স্থান দিতে হ'বে, অভয় চরণে তব ।

ঐকিত্তিৎ খ স্বাক্ষ—৪২ ।

ওহে গুণধাম, ঘনশ্রাম, বুকিলাম নিশ্চয় ।

পেলেম পরিচয় ;—

বধেছ কংস ভূপালে, দস্তবক্র শিশুপালে,

(গোপালের খেলা গোপাল জানে)

(খেলা বুঝলে এত কাঁদবে কেন ?)

কেন বা রহিবে ভবে ভক্তের পরিচয় ।

যা' কর তা' কর তোমার শোভা পায়,'

কিন্তু এই নিবেদন করি, হরি ! রাঙ্গা পায়-;

যে যখন বাছ তুলে, কাঁদবে “কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !” বলে,

(তা'র সে সময়ে কৃপা করো) (যেন নিবয় হুধে থেকে না হে)

হৃদয়তি স্মৃতি হউক, দিও পদাশ্রয় ।

কিঁকিট--ধররা ।

কর হৃদয় মাঝে অধিষ্ঠান, হরি ! হৃদি-রঞ্জন ।

তোমায় মনের মতন, করিয়ে যতন,

রাখ'ব হৃদে হৃদয়-রতন !

মাথিয়ে প্রেমের ফুল পীরিত্তি-চন্দনে,

'হরি হরি' বীজমন্ত্রে দিব ও চরণে ;

(বড় সাধ যে ছিল,—অনেক দিন হ'তে)

কবে হ'বে মম ছেন দিন, পা'ব তব দরশন ।

নয়নের জল-বিন্দু মন-সূত দিখে,

স্বাধিঃাছি মালা গেঁথে তোমার লাগিয়ে,

(কবে সাজিয়ে দিব, বিধুবদন পানে চেয়ে চেয়ে)

কবে নুপুর হইয়ে তোমার, বেড়িয়ে র'ব চরণ ।

ধরম-করম-হীন আমি অভাজন,

অনাথের বন্ধু তুমি পতিত-পাবন ;

(একবার চাইতে হলে, দীন-হীনের পানে)

তোমার দয়ার ভিখারী হ'য়ে, রয়েছি পরাণ-ধন !—

(দীনহীনের পানে একবার চাইতে হবে, অভাজন পানে) ।

[হরি ! চরণে'শরণ, লয় যেই জন, তারে না ত্যক্তিতে হয় ;

অভাজন ব'লে, ফেলে দিবে ঠেলে, 'দয়াধ' নামের তা মরম নয় ।

তাই যদি হ'বে, 'পতিতপাবন' তবে, কেন বা লইলে নাম ;

অশুধ-কুপণগামী, যে হই সে হই আমি, তারণ তোমার কাম ।

তোমারি আদেশে, ভ্রমি এই দেশে, পাপ-পুণ্য নাহি জানি ;

মা করাও তুমি, তাই করি আমি, আমি দাস প্রভু তুমি, হে ।
 আমি ক্ষুদ্র নদী তুমিহে জলধি, তুমি ভিন্ন গতি নাই ;
 তাই সে তোমাতে, চাইহে মিলিতে, দয়া ক'রে দাও ঠাই, হে ।
 হাসিব কাঁদিব, নাচিব গাইব, লইয়ে তোমার নাম ;
 হরি হরি ব'লে, তব প্রেম-জলে, শীতল করিব প্রাণ, হে ।
 (কেবল বল্ব হরি, কেবল বল্ব হরি,
 তব পারি দিব, হরি । ডঙ্কা মেরে) ।

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

চৈতন্য থাকিতে প্রভু, করি নিবেদন ;
 অন্ত কালে এ কাজালে দিও দরশন ।
 আজীবন প্রতিকণ, স্নেহে করিছ পালন,
 ভুলোনা—ভুলোনা প্রভু, ভুলোনা তখন ।
 কণ্ঠ যবে রুদ্ধ হ'বে, নিশ্বাস ধন বহির্বে,
 উর্দ্ধ টান হ'বে, নেত্রের র'বে স্পন্দন ;
 হে ভবসিদ্ধ-তারণ, কৃপা কবে শ্রীচরণ,
 এ দাসের বক্ষে তখন করিও স্থাপন ।
 আত্মীয় স্বজন সবে, শোকার্ত গস্তার রবে,
 যখন তোমার নাম করাবে শ্রবণ ;
 সে সময়ে অক্ষুণ্ণ্যামি, সম্মুখে দাঁড়া'ও তুমি,
 নিরর্থি ও পদ যেন ষায় এ জীবন ।

দয়া কর দীননাথ ! দীন হীন জনে ।
 ছুঃখহর দামোদর কৃপাকণা দানে ।
 তুমি কৃষ্ণ জগদিষ্টে পাপতাপ-ভঞ্জন ;
 দিব্য কান্তি, সর্ব শান্তি, ভক্ত-মনোরঞ্জন ।
 বিপদভঞ্জন মধুসূদন পতিতপাবন হরি ;
 পাতকী উদ্ধার কর দিয়ে চরণ-তরি ।
 প্রাণে মায়া নাই হে হরি ! কাঁদিনা তাই ভেবে ;
 অকলঙ্ক নামে তোমার কলঙ্ক রহিবে ।

সিদ্ধু—আড়াঠেঁকা ।

হরি ! অস্ত্রে যেন পাই দরশন ।
 পতিতপাবন, ইহকাল তো গেল হে, ভার করিতে বহন ।
 অনলে জলে জ্বলে, অচলে তলে ভুতলে,
 যখন যে ভাবে যে স্থলে, হোক হে দরণ ।
 আসিছে বিপদ ভারি, জানা'তে যদি না পারি,
 স্বপ্নে ভব-কাণ্ডারী দিও হে শরণ;—
 আশ্রয় স্বজন যারা, জানিহে তাজিবে তা'রা,
 হইনে যেন তোমা হারা, এই নিবেদন ।

চাই না মিলনে হরি ।

জনমে জনমে, বহে ঘেন আঁখি, তোমারি বিরহ-বারি ।

আসা বাওয়া মম রেখো এই ভবে, মিলনে ত নাথ সকলি ফুরা'বে,
হরি হরি বলে, ডাকা নাহি হ'বে, রেখ চিরদাস করি ।

যুরে ফিরে আমি আসিব যাইব, নাচিব গাইব শুনব শুন'ব,
নামের তুফানে, ভাসিব ভাসা'ব, এ সাধ হৃদয়ে ধরি ।

কোন খানে তব নাই আনাগোনা,

নাই কোথা তুমি তাওহে জানি না ;

যেখানে থাকি না, সেখানে থাক না, তবু হে তুমি আমারি ।

ভৈরবী - তেতানা ।

দীনবন্ধু হে ! আমি সেই দিনে হে, দেখ'ব কেমন বন্ধু তুমি ।

কে পার করিবে হে আমারে, শমন রাজার দ্বারে,

যে দিন গিয়ে বন্ধনে পাড়ব আমি ।

যদি তুমি হে মাধব, হও দীন-বান্ধব,

হ'তে হ'বে সোদন অগ্রগামা ; (একবার সেই দিনে হে)

যদি না দাঁড়াও ওহে শমন-দমন,

শমন যা' করবে তা' জান হে অন্তর্ধ্যামি !

হরি তুমি বন্ধু বট, আমি কিন্তু শঠ,

শঠের প্রেমে পাছে না হ'বে প্রেমী ;

(কিন্তু ও দীননাথ !) তুমি নির্ভিকার নির্মল নিত্য বস্ত্র ;

তোমার শঠ ও সরল সমান, সংসার আমি ।

সিন্ধু শৈলী—একতারা ।

হরি ! এই করো চরণে আমার ।
 দুঃস্থ কৃতাস্ত ভয়ে ডাকি হে তোমায় ।
 করণা-নিকরাকর, যদি কৃপা অঙ্গীকার কর,
 যা ইচ্ছা তা করতে পার, নব জনধর-কার ।
 পাপে ভারী তনুর তরি, ভবসিন্ধু গভীর বারি,
 ওহে ও নাথ ! ডুবে মরি, আমার রেখো রাক্ষা পার ।
 দীন কৃষ্ণকাস্ত ভণে, ঐ দুঃখ আমার মনে,
 ভাবি জীবনাস্ত দিনে, আমার কি হবে উপায় ?

মল্লার (মতঃস্তরে মূলতান)—একতারা ।

হরি ! আমি অতি দীন, করি নিবেদন, স্মরণ হয় যেন মরণে ।
 আমার মনে এই ভয়, কখন কি হয়, কৃতাস্ত বাতনা যখনে ।
 সদা প্রকোপিত, তিমিরারি-সুত, চাছে আবুর্শিত নঃনে ;
 অধিরত দূত, করে বাতায়াত, নিঃত বন্ধন কারণে ।
 সদা দারা-ধন, করিতে পালন, ধন উপার্জন কারণে ;
 বল না এমন, করেছি ভ্রমণ, তোমারি যুগল চরণে ।
 নাহি কিছু বল, চরণ সম্বল, বিষয় প্রাণল এখানে ;
 ধরণী শয়ন, হইবে যখন, হেরো সক্রমণ নয়নে ।
 কৃপা-পারাবার, তুমি বিনে আর, কে আমার এই ভুবনে ;
 দীন কৃষ্ণকাস্তের ভার, কে নিবে হে আর, যা কর তোমার স্বর্ণণে ।

স্বিকৃতি—একতারা ।

দীনবন্ধু কৃপাসিদ্ধ ! কৃপা-বিন্দু বিতর ।
 হৃদি-বৃন্দাবনে কমল-আসনে প্রাণমন সনে বিহর ।
 নয়ন মুদি বা চাহিঁতা থাকি, অগবা যে দিকে ফিরা'ব আঁখি,
 ভিতরে বাহিরে যেন হে দেখি, তব রূপ মনোহর ।
 এষ্ট কর হরি দীন-দয়াগর, তুমি আমি যেন ছ'টী নাহি রচ,
 জলের তরঙ্গ জলে কর লয়, চিদ্‌ঘন শ্রামসুন্দর !
 ঐ পদে পরিব্রাজকের গতি, যেন ভাগীরথীর সাগর সঙ্গতি,
 জীব শিব দৌহে অভেদ মূরতি, জীব নদী—তুমি সাগর ।

ভৈরবী—একতারা ।

দীনের গতি, দেহ হে সম্প্রতি, ওহে দীনবন্ধু দীননাথ !
 তোমার নাম দিনপতি-সুত-ভয়হারী হরি,
 তাই কর তারণ আশ্রয় দীনাশ্রিত ।
 দিনে দিনে দিন গত, দীনের উপায় দেখি না ত,
 তাহে বিষয়-বিষ রত নথ ! অবিরত পতিত এ পাপচিত্ত ।
 ওহে পাপতাপ-ভয়-দূরকারী, ভক্তি-গুণে মুক্তি হয় সবারি,
 ভক্তিহীন জনে নিজ গুণে, এ গ্রহগুণে কৃপা করি ;
 নীরদ-বরণ করি নিবেদন, নিদানে দিওহে ও রাজাচরণ,
 কলুষনাশন ও কালবরণ, নামগানে দিন হয় যেন গত ।

মনোহরশাই মিশ্রিত বাউলের হুর—মোত্তা ।

দেশে দেশে খুঁজিয়া বেড়াই, যদি তা'র দেখা পাই—দেখা পাই ।

(কোন্ খানে আছে প্রাণের চাঁদ) ।

বা'র রূপ নহনে মাথা, যে মূৰ্ত্তি চিতে আকা, প্রাণ তা'রে চায় ;
বল্বে কোন্ খানে তাহা'রে পা'ব,

কোন্ পথে যাই,—কোন্ পথে যাই ?

যে করেছে মন চুরি, দেশে দেশে তা'রে চুরি, আঁখি দেখা চায় ;
নয়ন-মণি বিনে দিবা-রাতি, কাঁদিয়া গোয়াই—কাঁদিয়া গোয়াই ।
বলে' দে এ কাকালে, পাবরে কোথা গেলে, হৃদয় চাঁদ আমার ;
তা'রে নয়ন ভরি, বারেক হেরি, অস্ত্র সাধ ন'ই—অস্ত্র সাধ নাই

হরি ! আমি অতি অভাজন হে, না জানি ভজন-সাধন ।
দয়া করে তব দানে দাওহে রাজা শ্রীচরণ ।
হৃৎজন দস্থা জুটে, (হরি !) দেহ-তরি নিল লুটে,
ম'লাম ভূতের বেগার খেটে, (হ'ল) আসা যাওয়া অকারণ ।
সংসার গারদে পড়ে, ডাকি তোমায় বারে বারে,
দিয়ে চরণ অধমেরে, পূর্ণ কর আকিঞ্চন ।
অনিত্য এদেহ তরি, কখন জানি ডুবে মরি,
তুমি অক্লেশে কাণ্ডারী, পার করহে এখন ।
আসিয়ে শমন-দূত, ভয় দেখায় অবিরত,
হয়ে সদয়, হে দয়াময়, রক্ষা কর ভীতজন ।
অধম জানকী দাসে, রেখো তব পদ পাশে,
বা'বার কালে, হরি বলে, যায় যেন এজীবন ।

নামিয়ে দাও জ্ঞানের বোঝা, মইতে নারি বোঝার ভার ।
 সকল অন্ন হাঁপিয়ে উঠে, (আমি) নয়নে দেখি অন্ধকার ।
 সেই যে শিরে মোহন চূড়া, সেই যে হাতে মোহন-বাশী,
 সেই মূর্তি দেখবো বলে, পরাণ আমার অভিলাষী ;
 ঝাঁক হ'বে দাঁড়াও শ্রাম ! আলো করি কুঞ্জ-দুয়ার,
 এস আমার হৃদয়-মানিক, বেদ-বেদান্তে কাজ কি আমার ?

গতিহীনে দেহি পদ গোবিন্দ !

চাহে মানস-ভূঙ্গ, পদারবিন্দ-মকরন্দ-পানানন্দ,

ওহে নন্দনন্দন নিত্যানন্দ ।

আমি অকৃতি দুষ্কৃতি-পূরিত বেহ—বেহ নিষ্কৃতি, এই ভব-বন্ধ ;

যেন অস্তিম কালে সে, ছরন্তু কাল এসে,

কুমতি ব'লে নাহি করে দম্ব ॥

কিঁকিট—মধ্যমান ।

দীননাথ ! হের অনাথ এ দীনে ।

বারেক করুণা কর, রাখ পদে স্থান দানে ।

বিতর হে কৃপাবিন্দু, পায় কর ভবসিদ্ধ,

দেখ'ব তুমি কেমন বদ্ধ, শমন রাজার ভবনে ।

জগবদ্ধ ! তোমা বিনে, বদ্ধ নাই আর ত্রিভুবনে,

দেখা বাবে সেই দিনে, যে দিন পড়িব শাসনে ।

বেহাগ—একতারা ।

আমি হে তোমারি, কুপার ভিখারী, থাকিতে চাই হরি! চিরদিন ।
 না জানি ভজন, না জানি সাধন, ভক্তিহীন পাপেতে মলিন ।
 তোমার করুণা, কাঁরেও ছাড়েনা, পাপীর প্রতি নহে উদাসীন ;
 তাই চিদাকাশে, আশার বিশ্বাসে, উদয় করে দাও হে শুভদিন ।
 তোমার কুপার লভিয়ে নয়ন, দেখিব হে প্রভু তব প্রেমানন,
 মধুর বচন, করিয়ে শ্রবণ, সুখে দুঃখে রব আজ্ঞাধীন ।
 তোমা দিনে বল কে আছে সম্বল, কে ঘূচাতে পারে নয়নের জল,
 আছি সব সয়ে, তোমার লাগিয়ে, হ'য়ে অকিঞ্চন দীনহীন ।

আলাইরা—একতারা ।

চরমে চরণ দানে হইও না কুপণ,
 পতিতে রাখিও পদে, পতিত পাবন !
 এ মতি-মাতঙ্গ মত্ত, জ্ঞানাকুণ করি ব্যর্থ,
 নিয়ত কলুষারণ্যে করে বিচরণ ;
 ছিড়িয়ে ধর্মের সূক্ষ্ম শৃঙ্খল-বন্ধন ।
 তাই ডাকি সকলগে, পাব ও পদ কেমনে,
 মন যদি পাদপদে না নিল শরণ ;
 নিজগুণে কর দয়া পাতকীতারণ !

হুয়ট মল্লার—একতাল।

কত দিনে হ'বে প্রেমের সঞ্চায় ।

হ'য়ে পূর্ণ-কাম, বল্ব হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার ।
 কবে হ'বে আমার শুক্ল প্রাণমন, কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন
 সংসার বন্ধন, হইবে মোচন, জ্ঞানাঙ্গনে বা'বে লোচন আঁধার ।
 কবে পরশ-মণি করি পরশন, লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
 হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তি পথে অনিবার ।
 কবে বা'বে আমার ধরম করম, কবে বা'বে জাতি কুলের তরম,
 কবে বা'বে ভয় ভাবনা সরম, পরিহরি অভিমান লোকাচার ।
 মাথি' সর্ক্স অঙ্গে ভক্ত পদধূলি, কাঁধে নিরে চির বৈরাগ্যের বুলি,
 পিব প্রেম-বারি, দুই হাতে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম-সমুদার ।
 প্রেমে পাগল হ'য়ে হাসিব কঁ.দিব, সচ্চিদানন্দ-সাগরে ভাসিব,
 আপনি মাতিরে সকলে মাতা'ব, হরি-পদে নিত্য করিব বিহার ।

ধাওয়াজ—বাঁপতাল বা তেওরা ।

দেহি হরি ! শরণ মুক্তে, তুহারি পঙ্কজ পদদ্বয়ম্ ।
 মুহি দীন নরাধম, তু'হি দীন দয়াময় ।
 গয়াপুর চরণ চিহ্ন, পিতৃলোক তারণ জন্ত,
 তেরা সূবর্ণ ভ্রুণ ধন্ত, সুরধনী কি শোহে পায় ।
 তুলসী দাস ও পদ আশ, কোই পাওয়ে কোই নিরাশ,
 ও পদ আশ বো সম্যাস, সঙ্কটে মিলাওয়ে ।

বেশ—কাওয়ালী ।

কবে হ'ব হরি-ধনে ধনী ?
 করিব খনন হৃদ-রত্নখনি,
 নিরখিব তা'র মাঝে হরিপ্রেম-চিন্তামণি ।
 হরি-প্রেমাঞ্জনেনে নিত্য রঞ্জিয়া নয়ন,
 হেরব হরিবর্ণ-মাখা গৃহ চিত্ত ধন ;
 হরি-মুখ ছবি আঁকা আত্মীয় স্বজন,
 হরিপ্রেম হেমময় নিরখিব ধরণী ।
 হরিরত্নে বিমণ্ডিত বসন ভূষণ,
 বান আসন শয্যায় সুসজ্জিত হরি-ধন,
 দেয়ালে কপাটে বিভূষিত শ্রীহরি-রতন,
 বতনে হরি-রতনে সাজা'ব সংসার-বিপণি ।
 মহাজনগণ সঙ্গে করি যোগসাধন,
 বাণিজ্য করিব হরি-প্রেম মূলধন ;
 যোগ ভক্তি প্রেম আদি করি ধন উপার্জন,
 পাপ ভাপ ভয় শোকে তৃণ তুল্য মনে গণি' ।

কল্যাণ—তেওরা ।

হে অগম্য অগোচর, অনাদ নাদ অগাধ সম্পূরণ রচাও ।
 তুঁহি জল, তুঁহি ধল, তুঁহি প্রবল,
 তুঁহি জ্ঞান, তুঁহি ধ্যান, অতীত কথাও ।

বিতাস—খেট।

পার কর হরি এবার, হে কর্ণধার ভবান্নবে ।
 অতি দীন জনে নিজগুণে, দীননাথ ! তারিতে হ'বে ।
 ওহে ভকত-বৎসল হরি ! ভক্তি যে জন না জানিবে,
 (দীননাথ—নাথ হে !)

হে অগতির গতি, তা'র কি গতি, হবে না, কি পড়ে র'বে ?
 ঐ চরণ তরীর জাড়া হরি ! ভক্তি যে জন তোমার দিবে,
 সেতো আপন জোরে বাবেই তরে' তোমার গুণ কি আছে তবে ?
 ওহে ধনীর মাথায় ধরলে ছাতা, দীন দয়াময় কে বলিবে,
 আমি ভক্তি-ধনে নই হে ধনী, নাম শুনে এসেছি এবে ।
 ওহে পতিতপাবন, পতিত যে জন, ভক্তি তা'হে না সম্ভবে,
 দেখ্ব দেখি, তা বলে' কি, পায়ের গুণ কি ভেসে যা'বে ?

মূলভানী—আড়াঠেকা ।

কোথাহে অনাথ-নাথ শ্রীমধুসূদন ।
 তব দয়া জানিহে অখিলের সার-ধন ; তাহে বঞ্চিত এ জন ।
 নাই কাছে আপন কেহ মোরহে এখন,
 'রিপু'গণ তাহে সদা করে পীড়ন ।
 আকুল চিত তাই নাথ, তব রূপা তরে,
 চরণে অভাজনে কর দেব ! ধারণ ।
 তোমার দয়া বিনা কেমনে বিভো !
 হেন বিপদে আজি সখা ! প্রাণ করি ধারণ ?

রিব্বিট—লোপাঝাতি ।

কাতর 'তোমার' দাসে বিতর করুণা-কণা ।

(হরি ! পতিতপাবন নাম ধরেছ যদি)

আঁস হৃদয় মাঝে উদয় হওহে, নিদয় হয়ে আর থেকনা ।

অহমতি খল কুমতি, কুকাথ্য সাধিতে নতি,

ভুলে ইষ্ট অহুমতি, অনিষ্ট ভাবনা ;

কিস্ত ওহে নন্দকুমার ! আছে এই ভরসা আমার,

খল কালীর পদ তোমার পেয়েছে জানে জগজ্জনা,

(এতো কালীর সর্প দমন নয়হে)

(তা'র শমন দমন করেছ হরি)

তবে খল বলিয়ে শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে কেন দাও বাতনা ?

ললিত—আড়াঠেকা ।

কোথায় ভগবান, হওহে রূপাবান,

বিপদেতে প্রাণ যায় যে আমার ।

পাপে হ'লাম ভারী, উপায় কি করি,

বুঝি প্রাণে মরি, দেখ হে একবার ।

কি না নাথ ! তুমি সদয় হ'লে, প্রহ্লাদে রাখিলে জলন্ত অনলে,

মহাপাপে তুমি, ক্রম্বেরে রক্ষিলে, সকল বিপদে করিলে উদ্ধার ।

কি কারণে আমি আসিলাম ধরা, বিপক্ষ হাসিল মিথ্যা দেহ ধরা,

সতত ভাসিছে হু'আখি আমার, বিশ্ব দৃষ্ট সব হেরি অন্ধকার ।

কাকি—মধ্যমান ।

(হে) মাধব ভব-কাণ্ডারী ।

তুমি দীনশরণ দেব দূরিতহারী ।

দুস্তর ভব ঘোর অন্ধকার, তুমি তিমির-হারী ; (দীননাথ !)

তুমি দীপ্ত দিনকর, দীন-দয়াময়, দিনকরস্বত-ভয়হারী ।

তুমি প্রেমের সাগর, ভুবন ভাসাতে পার, অনন্ত উৎস-প্রসারী ;

ত্রিতাপে তাপিত শুষ্ক হৃদয়-মরু ঝাট্টিছে কক্ষণা তোমারি ।

তুমি জগ-জীবনাধার, নিদাঘ-জলধর, দক্ষ ধরাতল শীতলকারী ;

অনন্তগতি নতি, তুষিত চাতক অতি,

(শুধু) একবিন্দু কৃপাবারি ভিখারী ।

প্রদোষ গগন ঘন ঘেরিল আঁধারে, সম্মুখে সিদ্ধ নেহারি ;

উপায় না দেখি আর, ডাকিতেছি বারেবার,

তব-পারাবার ভার তোমারি ।

মুহূর্ত্তান—একতাল ।

আমি পাপের ছলনে, মরি বৃথি প্রাণে, কোথা দয়াময় হরি হে !

এ মহা বাতনা, সহিতে পারি না, দেহ চরণ-তিরি হে !

পাষণ সমান আত্মার পরাণ, তুমি প্রাণারাম দয়াল নিধান,

প্রেম-রস দিয়ে সিক্ত কর প্রাণ, শুষ্ক ক্ষেত্রে সিক্ত বারি হে ।

ষড় রিপু হ'ল প্রচণ্ড প্রবল, তাই আজি মোর চোখে বহে জল,

রিপু'র ছলনে বাই রসাতল, তাই তোমারে মরি হে !

মূলভাষা—একতারা ।

হরি ! আমার মানস-সম্ভাপ নাশিতে, যদি তোমার অতি দুঃখ হয় ।
 বা' হয় আমার হ'বে, কেন দুঃখ পা'বে, সুখে থাক তুমি সুখময় !
 অনন্তে অনন্ত সম্ভাপ-সম্ভতি, অনন্ত-সমাজে হইল বসতি,
 আমার আর নাইক গতি, ব্রহ্মজন-পতি, তুমি কি দিবে পদাশ্রয় ?
 ফেলে আমার একা বন্ধু-হীন দেশে, দীনবন্ধু তুমি কোথায় আছ বসে,
 আমি তোমারি উদ্দেশে, বা'ব কোন্ দেশে, কে বলিবে পথের পরিচয় ।
 গড়েছি বিপাকে, নিজ কর্মপাকে, তুমি বিনে অস্ত্রে কে খণ্ডিবে তাকে,
 আমার মরম-বেদনা নিবেদি' তোমাকে, তুবানলে জলে এ হৃদয় ।
 তুমি হে অপার, করুণা-পারাবার, আমি ভক্তিহীন জঘন্ত দুরাচার,
 কৃষ্ণকান্ত বলে গতি কি হ'বে আমার, আমি ভবে অতি নিরাশ্রয় ।

মূলভাষা—একতারা ।

কুরু করুণা দীনে, এই হীনজনে, ও দীননাথ হরি !
 পাপে কাতর শ্রাণ, হ'ল উচাটন,
 (হরি হে করুণাময় ;) উপায় নাহিক হেরি ।
 ঘোর তিমিরে, পাপ-বিকারে, তোমা বিনা ডাকি কারে,
 দাওহে দেখা, আছি ভবে একা, নয়ন বাঁকা সুরারে ।—
 সংসার-পাথার, কিসে হ'ব বল পার ?—
 তোমার করুণা-তরি, আশ্রয় করি,
 (হরি হে দীনতারণ !) আছি তোমার নামে পড়ি' ।

বিশ্ব বাবাজ—ব্রহ্ম একতাল ।

কেন বঞ্চিত হব চরণে ?

আমি, কত আশা ক'রে ব'সে আছি, পাব জীবনে, না হব বঞ্চিত
আহা, তাই যদি নাহি হবে গো,—

পাতকী-ভারণ তরীতে, তাপিত আতুরে তুলে' না লবে গো ;

হ'রে, পথের ধূলার অন্ধ, এসে, দেখিব কি থেরা বন্ধ ?

তবে, পারে ব'সে, 'পার কর' ব'লে, পাপী কেন ডাকে দীন-বন্দন ?

আমি শুনেছি, হে তৃষাহারি !

তুমি, এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত, তৃষিত যে চাহে বারি ;

তুমি, আপনা হইতেও হও আপনার, যার কেহ নাই, তুমি আছ অসীম

একি, সব মিছে কথা ? ভাবিতে যে ব্যথা বড় বাজে, প্রভু, বরষে

সংসার-গারুড়ে হরি ! দিতেছ কত বাতনা ।

চোখ বাঁধা বলদের মত আর আমার ঘুরাইও না ।

(আমার) কত অপরাধে, রেখেছ ম্যাঁদে,

(আমার) কর্ম কি শেষ হ'ল না ;

আমি বাই বাই করি, বাইতে না পারি,

(দিলে) কামিনী-কাঞ্চন বাসনা ।

'আমার আমার' করি, ডাকি অনিবার,

• 'আমি' কি তাই চিন্লাম না ;

(হরি !) তোমার মত কে আছে আমার,

জেনে কি তা' জান না ?

ওহে নারায়ণ, বিপদ-ভঞ্জন.
 দাসের প্রতি সদয় হওহে একবার ।
 (প্রভু) না জানি ভজন, সাধিতে সাধন,
 তব শ্রীচরণ করেছি হে সার ।
 ব্রহ্মা আদি দেব নাহি পায় ধ্যানে,
 গঙ্গা ভাগীরথী জন্মে যে চরণে ;
 ঐ চরণ দিয়ে করহে নিস্তার ।

মূলতান—মাড়াঠেকা ।

তা'র দীনে নিরুপশে-শ্রীমধুসূদন !
 শুনেছি ত্রিভঙ্গ ! তুমি, পতিতপাবন ।
 আমি অতি দুঃস্থিতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
 গতিহীনে দেহি গতি দুর্গতিহরণ !
 তুমি ত্রিলোক-তারণ, ভবভয়-নিবারণ,
 দারিদ্র্য-দুঃখ-ভঞ্জন, শমন-দমন ।

কোথা হরি, ব্যথাহারী, হর ব্যথা এ সময় ।
 দয়াল হ'য়ে ভীতের প্রতি হয়ো নাহে নিরদয় ।
 অভয় চরণ তব, দেখাও মোরে হে মাধব,
 তা' হ'লে জীবন প্ল'ব, ঘুচে বা'বে মরণ-ভয় ।
 পাইয়ে করুণা তব, বেঁচেছে প্রহ্লাদ ধ্রুব,
 তব ভক্ত 'এই দাসে' দয়া কর দয়াময় !

কি'কিট—খাণ্ড'জ ।

আমি কত আশা করে', তোমারি ছয়া'রে, ভিকারীর বেশে এসেছি ।
 খোল দ্বার খোল, তোল মুখ তোল, দেখ দেখ কত কেঁদেছি ।
 কি আছে আমার জাননা কি তুমি,
 পথেপথে কেন কেঁদে বেড়াই আমি,
 যা' ছিল আমার, সকলি এবার, বুঝিবা হারা'তে বসেছি ।

মিশ্র—করতা ।

দেখা দেওহে, রাখিব অতি যতনে, হৃদি মাঝারে ।
 তুমি মম জীবন, তুমি মম ভূষণ,
 তুমি নয়নজ্ঞান, বিতর কৃপা পরমেশ !
 সম্পদ বিপদে সজ্জর সঙ্গী, ভবার্ণবে কাণ্ডারী এক তুমি হে ;
 জগজ্ঞান তাই ডাকে হরি হরি,
 জ্যোতির জ্যোতি, প্রাণের প্রাণ, তোমা বিহনে নাহি জ্ঞান হে ।

কি বলে' ডাকিব ডাকিতে জানি না,

কি বলে' ডাকিলে পাইবে শুনিতে ।

আমি, ডাকিবার মত ডাকিতাম যদি,

দেখা দিতে তুমি হাসিতে হাসিতে ।

ডাকিবার মত বে তোমারে ডাকে,

তারে তুমি দেখা দিয়ে থাক ডেকে,

আমি, ডাকিতে জানিনা, তা' বলে কি হরি !

পা'বনা তোমার শ্রীপদ হেরিতে ?

কি বলে' ডাকিলে শুনিবারে পাও,

প্রাণে প্রাণে আমার ডাকিতে শিখাও,

আমি, তাই বলে' ডাকি, ওহে কমলাধি,

বা' বলে' আমারে শিখা'বে ডাকিতে ।

অস্ত্রে হবে দীন মুদিবে নয়ন, পায় বেন তোমারে হে দীনশরণ,

দীনে, দাঁও দেখা দাঁও, বাসনা পূরাও,

হৃদয়-বিহারী বিহয় হৃদেতে ॥

বিক্রিট—একতাল্লা ।

এস হৃদয়-মাঝারে ।

আমি কাতরে ডাকি বারে বারে ।

জানি না ত কিছু তজন সাধন', কেমনে তোমায় করি আরাধনা,

বোঝ যদি ব্যাধা, বেঁধনা বেঁধনা, কঠিন সংসারে ।

ঘোর বিপাকে, ডাকি তোমাকে,
 বিপদহারী মধুহৃদন !
 (তোমার) অভয় চরণ, ভীতের শরণ,
 জীবন-কারণ ঋণ-বারণ ।
 করছে করুণা দীনে, কে তারে তোমা বিনে,
 বাঁচাও ঘোর কুদিনে, দয়াময় নারায়ণ !

বেহ প-ঝাঁপতাল ।

বাচি হে হরি ! ও পদ-রাজ্যে তব ।
 দেহি সুগতি সুমতি, দৈবী সুখ-সম্পদ সব ।
 দেহ বিমল ভক্তি জ্ঞান মুক্তি, বৈরাগ্য বিবেক হার সুকৃতি,
 খণ্ডি' পাপচয় নাশ কাল-ভয়, পায় কর দীনে মোহময় তব ।

মূলত ন-ঝাঁপতাল ।

আর, কাহারো কাছে, বা'বনা আমি, তোমারি কাছে র'ব হে ;
 আর, কাহারো সাথে, ক'বনা কথা, তোমারি সাথে, ক'ব হে ।
 ঐ, অভয় পদ হৃদয়ে ধরি, তুলিব হ্রঃখ সুব হে ;
 যেসে, তোমারি দেওয়া, বেদনা-ভাষ, হৃদয়ে তুলি', ল'ব হে ।
 তব, করুণামৃত-পানে, হ'বে কঠিন চিত্ত দ্রব হে ;
 আমি, পাইব তব, আশীষ-ভরা, জীবন অভিনব হে ।

একবার দেখা দেও, দেখে বাও, বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন !
 (আমার) আশা মনে, আঁখি ভরে' . হেরিব ঐ চারু চরণ ।
 না, বুঝি নাই আমি, আর ডাকিব না, ব্যথা দিতে প্রাণে বাজে,
 তোমার আসিতে যাইতে, কত ব্যথা বাজে, যুগল পদ-পঙ্কজে ;
 (কিন্তু রইতে নারি) (আমার আকুলি-বিকুলি করে প্রাণ হেনাথ
 মরমের কথা, শ্রীচরণে নাথ, নিবেদি রাখিও মনে,
 ভব-কারাগারে রইল দাস তোমার, দেখো তা'রে নিশিদিনে ;
 মোহে অন্ধ হয়েছি আমি, থাকিতে যুগল আঁখি,
 (একবারও) ভাবিনি হৃদয়ে তোমার দয়া অহৈতুকী ;
 ভাবিনি কখন, জীবের জীবন, শ্রবল জেগার ধারা,
 ভাটা হ'লে কুলভরা ভরা জল, কোথা হ'য় বায় হারা ;
 (আমি কোথায় এলাম) (আমি কোথায় এলাম, কোথায় যাব)
 (কি করেছি, কি হইব) (কেবল ভাবি কি নীরবে বসি')

(করি বিষয়-চিন্তা দিবা-নিশি) ।

মন ! তুমি হ'ও না বিমন, ডাক গোলোক চাঁদে,
 বাঁধা যদি পড় পাছে বিষয় বিষম ফাঁদে,
 কর তুমি যুক্তকর, বল কেঁদে কেঁদে,
 কাকালের মত যেন ধমে না নেয় বেঁধে ;
 জগত বলে ডাক তাঁয়ে, যেন ভবের ভায়ে না বায় জীবন ।

হীৰ্তনের হৃদ—একতাল।।

ওহে দিন তো গেল, সন্ধ্যা হ'ল, পার কর আমারে ।
 তুমি পারের কর্তা, শুনে বার্তা, ডাকছি হে তোমারে ।
 আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম ব'সে,
 (ওহে আমার কি পার করবে নাহে ?) (আমি অধম বলে)
 বা'রা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে' ।
 শুনি কড়ি নাই বা'র, তুমি তা'রেও কর পার,
 (আমি সেই কথা শুনে ঘাটে এসাম হে)

(দয়াময় নামে ভরসা বেঁধে হে)

আমি দিন-ভিখারী, নাইকো কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে ।
 বা'দের পরের সম্বল, আছে সাধনের বল,
 (তার পায়ে গেল আপন বলে হে)
 (আমি সাধন-হীন তাই রলেম পড়ি হে)

তা'রা নিজ-বলে গেল চলে, অকূল পারাবারে ।
 আমার পারের সম্বল, দয়াল নামটি কেবল,
 (তাই দয়াময় বলে' ডাকি তোমায় হে)
 (তাই অধম-তারণ বলে' ডাকিহে)

কাদাল কেঁদে অকূল, পড়ে অকূল, সাতার পাথারে ।

বরাড়ী—বায়া ।

মাধব ! বহুত মিনতি করি তোয় ।

দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিত্ত,

দয়া জানি না ছোড়বি মোয় ।

গণহীতে দোষ, গুণলেশ না পাওবি,

বব্ তুহঁ করবি বিচার ;

তুঁহ জগন্নাথ, জগত কহায়সি,

জগ বাহির নহি মুঞি ছার ।

কিয়ে মাহুষ পশু পাখী যে জনমিয়ে,

অথবা কীট পতঙ্গে ;

করম বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ

মতি রহ তুয়া পরসঙ্গে ।

ভগ্নয়ে বিজ্ঞাপতি অতিশয় কাতর

তরহীতে ইহ ভবসিদ্ধ ;

তুয়া পদপন্নব করি অবলম্বন

তিল এক দেহ দীনবদ্ধ !

ধানশ্রী ।

বতনে বতেক ধম, পাপে বাঁটাগ্নু,

মেলি পরিজনে ঠায় ;

মরণক বেরি হেরি, কোই না পুছই,

• করম সঙ্গে চলি' যায় !

এ হরি বন্ধো ! তুয়া পদ নায় ;—

তুয়া পদ পরি হরি, পাপ-পয়োনিধি,
পার হ'ব কোন উপায় ?

যাবত জনম হাম, তুগা পদ না সেবিহু,
যুবতী মতিময় মেলি ;

অমৃত তাজি' কিয়ে, হলাহল পিয়সু,
সম্পদে বিপদহি ভেলি

ভগহু বিছাপতি, সেহ মনে গুণি,
কহিলে কি বাচুব কাজে ;

সাক্ষক বেরি, সেব কোই মাগই,
হেরইতে তুয়া পদ লাঞ্জে ।

মজিতে শক্তি দাও, তব প্রেমে একেবারে ভাবে মেতে বাই ।

জীবনবল্লভ ! আমার তোমা ছাড়া আপন কেহ নাই ।

তুমি মম প্রাণ, হে প্রাণবল্লভ, সাধন ভজন তুমি আমার সব,

জীবনে মরণে, যেন প্রাণে প্রাণে তোমার দেখা পাই ।

তোমারে দেখিব অস্তরে বাহিরে, প্রাণ মন দিব সকলি তোমারে

দেখা দাও দেখা দাও, যেন শয়নে স্বপনে দেখা পাই ।

ভালবাস যদি হে দীনশরণ, নিশিদিন দীনে দিও দরশন,

তোমারি প্রেমেতে যেন 'আমার আমি' নাথ । ভুলে বাই ॥

হৃৎ মল্লার—একভালা ।

কবে কৃষ্ণ-প্রেমে পাগল হ'ব ?

কৃষ্ণনাম সুখে, উচ্চারিতে কবে, (আমি) প্রেম-নীরে ভেসে যা'ব ?

সকল কামনা কৃষ্ণ পদে দিয়ে, বিচরিব সদা কৃষ্ণ-গুণ গেয়ে ;

(কবে) কেবল কৃষ্ণনাম, সঙ্গে সাথী ল'য়ে,

আশা-পথ চেয়ে র'ব (ব্রজের পথে চ'লে যা'ব) ?

কবে, ডাকিলে বিহঙ্গ জিজ্ঞাসিব তা'রে,

ওরে, দেখেছ কি যেতে মম চিত্তেচোরে ;

ত্রিভঙ্গ সে কালা, আছে বাঁশী করে, বলিতে মূরছা পা'ব ;

ধূলি-ধুলরিত, দীনহীন বেণে, কৃষ্ণ-প্রেমান্নায়ে কিরূপ দেশেদেশে,

কবে, আঁখিজলে ছার মান যা'বে ভেসে,হার ! কবে কুলে কালি দিব ?

হরমল্লার--কাওয়ালী ট ।

মের তো, উনকে দরশ পিয়াসী ।

বিন্কে ঋষি মুনি ধ্যান করত হাঁয়, যোগী যোগ অভ্যাসী ।

বিন্কে কহত হাঁয় অজর অশোকী, আশ্রয় বিন্কে হায় জিলোকী,

ও না জনমে, ও না মরে, অকাল পুরুষ অবিস্মী ।

অভৈদ অচ্ছেদ অনন্ত অবর্ণ, হাঁয় অক্ষর আউর অনাদি ;

অচল অমূরত আউর অমুপম, প্রভু পূরণ সর্ব-নিবাসী ।

অতুল বল থাকে অটলরাজ, সৃষ্টি সকল হাঁয় দাসী ;

অমি চান্ধ যিন্বে প্রকাশত রবি শশী বায়ু অগ্নি প্রকাশী ।

ধানি (শিশু)—একতারা ।

জুড়াইতেচাই, কোথায় জুড়াই, কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসেবাই ?
 ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি, কোথা বাই, সদা ভাবিগো তাই
 কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন, জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন,

এ কেমন ঘোর, হবে না কি ভোর,

অধীর—অধীর, যেমতি সমীর, অবিরাম গতি নিয়ত ধাই !

জানিনা কেনবা এসেছি কোথায়, কেন বা এসেছি কেবা নিয়ে যার,

বাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে,

চারি দিকে গোল, উঠে নানা রোল,

কত আসে যার, হাসে কাঁদে গার, এই আছে আর তখনি নাই !

কি কাজে এসেছি, কি কাজে গেল, কে জানে কেমন কি খেলা হ'ল!

প্রবাহের বারি, রহিতে না পারি, বাই বাই কোথা, কুল কি নাই ?

কর হে চেতন, কে আছে চেতন, কত দিনে আর ভাবিবে স্বপন,

যে আছে চেতন ঘুসুও না আর, দারুণ এ ফোর নিবিড় আঁধার ;

কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ;—

তোমা বিনে আর নাহিক উপায়, তব পদে তাই শরণ চাই ।

• ভৈরবী—কাওয়ালী ।

নাথ ! . কেন কর ছলনা ।

দিওনা বেদনা আর সহে না ।

তুমি ভব অন্তকারী, অনন্ত গুণ বিস্তারি,

অধমের অন্তরেতে দিওনাকো যন্ত্রণা ।

রাগিনী—ভাঙ্গা ।

অমল ধবল পালে লেগেছে মধুর হাওয়া ।
 দেখি নাই—কভু দেখি নাই, এমন তরলী বাওয়া ।
 কোন্ সাগরের পার হ'তে আনে কোন্ সুদূরের ধন ;
 ভেসে যেতে চায় মন,
 ফেলে যেতে চায়, এই কিনারায়, সব চাওয়া সব পাওয়া ।
 পিছনে ঝড়িছে বরষার জল গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
 মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ;
 ওগো কাণ্ডারী কে গো তুমি, কা'র হাসি কান্নার ধন
 ভেবে মরে মোর মন,
 কোন্ সুরে আজি বাঁধিবে বন্ধ, কি মন্ত্র হ'বে গাওয়া ।

ললিত—আড়াঠেকা ।

কোথা হরি দয়াময় অনাধ-জন-জীবন !
 দেখা দিলে অসময়ে তোষ এ 'দাসের' মন ।
 তব নাম দীনবন্ধু, তুমি হে করুণাসিন্ধু,
 দেহ গোরে রূপাবিন্দু, বিপদে হই মোচন ।
 কাতরে করুণা কর 'দাসের' বিপদ হর,
 দেখা দেহ পীতাম্বর, হে বংশীবদন ;—
 'সপিতাম প্রাণমন' তোমারে নীরদবরণ,
 অনলে নতুবা প্রাণ, করিব হে বিসর্জন ।

ললিত—আড়াঠেকা ।

কোথা হে কমলাকান্ত কলুষ-নাশন হরি !
 বিপদে রাখা পদে রাখ কাল-ভয়-হারী ।
 তুমি কালান্তের কাল, জানি তোমায় চিরকাল,
 এ দাসের যেন কাল, হয়ো না হে কালহারী ।
 ও কালবরণ ভেবে, কালি হ'লান নিশি-দিনে,
 কালে তনু মিশাইবে, এবে এ কামনা করি ।

ললিত—আড়াঠেকা ।

গান হে জানি হে হরি ! তুমি বিপদ-কাণ্ডারী ।
 তুমি যদি বধ প্রাণে, কি আছে উপায় তারি ?
 যত আছে চরাচর, সকলি তোমার কর,
 ইন্দ্র চন্দ্র আদি হর, ঐ চরণে আজ্ঞাকারী ।
 আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি মিনতি স্তুতি,
 তোমার চরণে গতি, এই ভিক্ষা মাগি হরি !

অগতির গতি, কমলাপতি, দুর্গতি হর' হরি হে !
 অকুল পাথর, না জানি সাতার, দেহ চরণ-তরী হে ।
 পাপ ভীষণ, তাপ শোষণ, দাপ বিষম করে,

আকুল হয়েছি ডরে;—

দুঃখের ভবে, কি হ'বে—কি হ'বে, হে হরি দুখহারী হে !

ভজন—একতারা ।

কোথা আছ সখা, দীনে দাও হে দেখা,
কাতরে তোমায়, ডাকি বার বার ।
পড়িয়া বিপদে, কাঁদি হে বিষাদে,
অনাথ জন চাচে, শরণ তোমার ।
অকূল পাথারে, পড়েছি সাতারে',
কুল নাহি পাই, না জানি সাতার ।
তুমি দয়াময়, পাতকী আশ্রয়,
চাহ মুখ পানে, স্নেহের অ'ধার !

৪ট্—ভৈরবী ।

যখন যে ভাবে প্রভু রাখ যা'য়ে, তখন যে ভাবে কালাতিপাত করে ।
সুখহুঃখদাতা, তুমি জগৎপিতা,
'মাতা ধাতা, তোমায় কে জানিতে পারে ?
কখন কা'কে করাও প্রাসাদ আরোহণ, দিয়ে অসংখ্য রজত নগর,
অবিধ্বন-নাথ ! তার আকিঞ্চন, সুখের অবকাশ না রাখ অহরে ।
আবার কা'কেও কর দীনাতিদীন, ছারে ছারে ভিক্ষাবৃত্তি চরাদিন,
মনে মনে গণে সেই সুখের দিন, বরবর নয়ন-বারি ধারা পড়ে ।
ভিক্ষায় যদি না হয় উদর পোষণ, চিন্তাগুণে করে শরীর ধারণ ।
কখন মিলে আসন, কভু ধরাসন, তুমি উপেখিলে কে রাখে তা'রে ?
নীল-চিন্তামণি অনন্ত স্বরূপে, বিহর—কে তোমায় জানিবে কৈরূপে,
এককালে ডুবাইলে তব—কূপে, কাণ্ড কয় বেদনা কত দিবে আর ?

খট—কাণ্ডালী ।

আমার ভরসা হরি ।

এ ভব-জলধি-জলে যাহার চরণ তরি ;

তরাহিতে তক্তবন্দ আপনি হন কাণ্ডারী ।

কটাক্ষে করুণা দানে, কল্পতরু সে মুরারি,

দীনবন্ধু গুণসিদ্ধু প্রেমসিদ্ধু কালবারী ;

রসিকের হৃৎখ অন্তকারী, শঙ্খ চক্র গদা সরোরুহ-রাজ ধারী ।

খট—আড়াধেমটা ।

হরি ! মন মজায় লুকালে কোথায় ?

আমি ভবে একা, দেও হে দেখা, প্রাণসখা রাখ পায় ।

কালশলী বাজায় বাঁশী, ছিলাম গৃহবাসী করলে উদাসী,

কুলত্যাগে হে অকুলে ভাসি ;—

ওহে হৃদিহারী কোথায় হরি ! পিপাসী প্রাণ তোমার চায় ।

দেবকী-নন্দন, কংস-নিহ্বদন, কৌস্তভ-ভূষণ মুরারে !

বিপন্ন-পাল, গৌপাল, প্রজাপাল, কৃপাল হরে !

বরদ প্রাণদ শারদ-নীরদ, হৃদয়-দরদহারী অতন্নদ,

বিপদ-সাগরে তরণী তব পদ, হরিছে—হরিছে—

এ যোর শঙ্কটে, এস হে নিকটে, করপুটে ডাকি তোমায়ে ।

কিঁকিট খাখা—আড়াঠেকা ।

হরি ! ধরি তোমার পায় ।
 পড়ে আছি ভব-দায়, না দেখি উপায় ।
 আমার কুপথে মন সদাই ফিরে, কুচিন্তা করি অন্তরে,
 ফিরাতে পারি না তা'রে, প'ড়েছি ঘোর দায় ।
 আমার ছ'জনা করেছে মত্ত, পাইনে আমি সার তত্ত্ব,
 অসত্যেরে ভাবি সত্য কেবল আপ্ত ভাবি তায় ।
 হরি ! তব কৃপা হয় যারে, অসাধ্য সাধিতে পারে,
 সেই তো এই সংসারে, সার ধন পায় ।
 আমি নাহি জানি ভজন-সাধন, তোমা ধনে কব্বো পূজন,
 তব দত্ত প্রাণধন, আমি সঁপিলাম তোমার ।
 অনিত্য সংসার-বাসনা, তোমা বিনা নাই আপনা,
 আত্ম পর যার না চিনা, এ তবধামে ;—
 হরি ! তব কৃপা হলে. চতুর্ভুগ ফল মিলে,
 নিজগুণে জানাও প্রভো, এই অধম জনায় ।

খাখাজ—খখাখান ।

কোথায় রহিলে দয়াময়, দুঃখের সময়ে ।
 এ বিপদে মধুসূদন ! দেখা দেও হে আসিয়ে ।
 প্রাণ সঁপে হে তোমায়, অমৃততাপে প্রাণ যার,
 ভেবে ভেবে দেখ মন কালি হ'লো কালিয়ে ।

হরি ! আমি অতি দীন, পাপেতে মলিন, কি হ'বে উপায় বল না ?
 বল আর কোথা যা'ব, কা'য়ে বা ডাকিব, কেবা জানে মনোবেদনা ।
 আমার বিষয় বাসনা বড়ই প্রবল, কি করি উপায় নাহি সাধন-বল,
 আমার জেনে দীনহীন, ভজন-বিহীন, যেন হরি নিদ্র হ'ওনা ।
 সংসার-সাগরে পড়েছি এবার, আর বাঁচবার আশা করি না ;
 যদি দাও চরণ-তরী, নিজে রূপা করি, তবে বুঝি ডুবে মরি না ।
 ত্রিপুরা ছয়জনে লইয়ে আমারে, কোথা যা'বে তাতো জানি না ।
 দীন এই ভিক্ষা চায়, যথা তথা যায়, মন যেন তোমায় ভোলে না ॥

সারঙ্গ—ঋগ্বেদগান ।

হওহে সদয় দীনে দীনতারণ !
 পাপমতি মূঢ়মতি উপায়-বিহীন ।
 তুমি হে করুণাময় বিদিত ভুবনে,
 রূপা করি দয়াময় তব নিজ-গুণে ;
 করুণা নয়নে, হের অভাজনে,
 নতুবা পদে আজি ত্যাজিব জীবন ।
 তোমার মহিমা দেব ! বিখ্যাত ত্রিলোকে,
 সৃজন প্রায় কর তুমি হে পলকে ;
 অকৃতি বালকে, তার এ বিপাকে,
 ও রাজ্য চরণে রাখ, লয়েছি শরণ ।

গৌড়-সারঙ্গ—অ ডাঠেকা ।

কেন প্রভু দীন জনে হইলে নিদয় ?

না দিলে ভক্তি হরি, কি নিরে তুমি তোমায় ?

জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক-বলে, তনু-তরী সাজাইলে,

পাপ-পুণ্য দু'টা, সাজলে সাগর ;—

মোহ-পাল আশা-পবনে, ছ'টা দাঁড়ীর মিলনে,

ডুবালে পাপ-সলিলে পূ'চন্দ্রের ছবন ।

তোমারি মতন, এমন আপন, ভুবন মাঝারে নাই আমার ।

প্রাণনাথ ! প্রাণনাথ ! তুমি আমার, আমিও তোমার ।

অন্তরে বাহিরে আছ নিরন্তর, ভুলিমা তোমারে করেছি অন্তর,

দেখা দাও—দেখা দাও, আর থেক'না অন্তরে প্রেমাধার !

ভালবাসা দিয়ে পুরাও মন-আশা, যু'চে বা'ক মনের বিষয়-পিপাসা,

নাশ হে ছরাশা, তোমায় ভালবেসে জুড়াক প্রাণ আমার ।

দিবানিশি নাথ আছ আশেপাশে, প্রাণেপ্রাণে আমার কত ভালবেসে,

ছাড়িয়ে থাকনা, (ওগো) তবু ভালবাসা বুঝি না তোমার ।

দিয়েছ শক্তি বলিতে করিতে, খাইতে ঘুমাতে উঠিতে জাগিতে,

দেখিতে শুনিতে, তোমা' বিনা বল আর নাই আমার ।

দীনবন্ধু হরি, দীন-জন-ত্রাতা, তোমা বিনা কে আর জানে মনোব্যথা ।

বা'করাও তাই করি, (ওহে) তুমি হরি ! সর্ব মূল্যধার ।

দীনশরণ! ভাবে রাখ দীন জনে হে ।

কে আর জানিবে মরম বেদনা, আর কারে বলি তোমা বিনে হে ।

কুসঙ্গে মগন হ'য়ে হে হরি, বুধা কাজে দিন ফুরা'ল হে ;

হ'লনা সাধনা, গেল না বাসনা, (বড়ই) ভাবনা হ'ল মরমে হে ।

সংসার ঘোরে, মায়া মোহে পড়ে' দিবানিশি হিয়া জলিছে হে ;

নিভাইতে জালা, ডাকি হে ছু'বেলা, হরি হরি বলে' বদনে হে ।

লও মম ভার ভূভার-হরণ, মন প্রাণ তোমার সঁপিনুহে ;

হ'ওনা কাতর কলঙ্ক রটবে, (তোমার) অধমতারণ নামে হে ।

(আমার) বা আছে প্রাণে প্রাণরমণ, সকলি ত তুমি জানিছ হে ;

হ'লনা পুরণ মনের বাসনা (আমায়) করোনা বঞ্চনা চরণে হে ।

তুমি নাম ধরিয়াছ পাতকি-তারণ, ওহে ওহে দীনবয়াল হে ;

আমা সম পাপী পাবেনা ভুমনে, ফিরে চাও কৃপা-নয়নে হে ।

রামকেশী—কাওয়ালী ।

আর যে এ দেখে প্রাণ রয় না ।

প্রাণ রয় না,—আর সয় না ।

তবু কি হে দয়াময় ! দয়া তব হয় না ?

কোথা হরি গুণধাম, নব দুর্দাদল শ্রাম,

পূর্ণ কর মনস্কাম, আর জালা সয় না ।

তনেছি নাথ ! হসিনাবে, জীব তরে পরিণামে,

তবে কেন সেই নামে, 'দাসের' তর ব্যয় না ?

বল আর কত দিন এমনি করে' তোমার দেখিবনা প্রাণ তরে !
 থাকিয়া থাকিয়া, তোমারে দেখিয়া, মনের সাধ মেটে না ;
 (তাই) দাও দয়শন, হে মনোমোহন, বাহিরে ছন্দর মাঝারে ।
 পরের মতন, থাকিব ক'দিন, আসিয়া তোমার সংসারে,
 ওহে প্রাণনাথ, কর আশ্বসনাৎ, রাখহ আপন ক'রে ।
 আপন ভেবেছি, প্রাণ সঁপেছি, তোমার হয়েছি দেখনা ;
 তোমার মতন এমন আপন, নাহিক ত্রিজগৎ মাঝারে ।
 অন্ধের মতন, সারাটি জীবন, ঘুরে ঘুরে মরি বাহিরে ;
 ওহে প্রাণগোবিন্দ, দাও প্রেমানন্দ, ডুবিব আনন্দ-নীরে ।
 সকল ভুলিব, তোমারে ডাকিব, সেদিন পাইব কবে ;
 কাহার বারণ, আর না শুনিব, রাখিব ছন্দর মাঝারে ।

আর কবে দেখা দিবে, ওহে হরি প্রেমময় !
 আজি কালি করি, দিবস গণিরা, আমি রয়েছি আশার আশায় ।
 জীবনের জীবন তুমি, তবে কেন হরি ;—
 মায়াতে ভুলায়ে, আছ হে লুকায়ে, তিলেক দেখা না দাও আমার ।
 এত পেয়েও সাধ মেটেনা আশা পূরিলনা ;—
 হ'ল আশা বাওয়া সার, ভঞ্জিয়ে অসার,
 বিফল জনম এই ধরায় ।

হৃদি-কুণ্ডলনে হরি ! আসন শ্যতিমে ;—
 রেখেছি বতনে, তোমারি কারণে, বারেক আসিয়ে হও উপরে ।

তুমি দীনবন্ধু, তুমি দয়াসিদ্ধ, ভবসিদ্ধ মাঝে তুমিই সহায় ।
 তব দয়াবিনে, এ তিন ভুবনে, ভবনে বিজনে নাই অন্য সহায় ।
 যে বলে তোমায় নিষ্ঠুর নিদয়, সোক জানে তব মহিমা-নিচয়,
 প্রতিক্ষণ যা'তে, বাঁচে বিশ্বময়, জীবগণ যা'তে বিপাক হারায় ।
 দয়া-বলে প্রতি পলে পলে, তব জীবন পালন হয় ভূমণ্ডলে,
 বিনে তব দয়া, যায়না ভব-মায়া, যে ভাবে বিভোর আছে জীবচয় ।
 দূর কর আমার এ মোহ-মায়া, দাও দীনে ঐ অভয় পদ-ছায়া,
 শুদ্ধ হ'ক মোর এই পাপ-কায়া, তোমারি দয়ার গুহে দয়াময় !
 পাইলে তোমারে দেখি প্রাণভরে, অন্তরে বাহিরে আকারে প্রকারে,
 বল্ব উচ্চৈঃস্বরে, সীব ঘরে ঘরে, জয় জয় জয় হরি প্রেমময় ।

— — —
 বাউলের হুম—গড়খেঁটা ।

কোথা হরি বিপদভঞ্জন !—

বিপদে পড়িবে ডাকি, একবার এসে দেও হ দরশন ।

আমি না জামি ভজন, আমার মত অপরাধী কে আছে এমন,

ভরসা করেছি বড়, হে দয়াময়, নাম শুনি' পতিতপাবন ।

এই ভবে জন্ম নিরে না ভজিলাম তোমার শ্রীচরণ,

কৰ্মদোষে দেশ-বিনেশে, মিছা আশায় করেছি ভ্রমণ ;

এখন ঘিরিল শমন, এ বিপদে রাখ পদে, এই নিবেদন, (দয়াময় !)

‘তুমি বিনে কে আর আছে, হে দয়াময়, আমার হুঃখ করে নিবারণ ।

জন্ম মৃত্যু বারে বারে, এ সংসারে, যন্ত্রণা অপার,

করা করে' এবার মোরে, হুঃখের সাগরে কর পার ;

আমি কা'রে দিব ভার, কে আর করিবে আমার এত উপকার,
তোমাকে প্রাণ সপে' দিলাম, হে দয়াময়, হরি ! তুমি বা' কর এখন ।
এই নিবেদন করি এখন, পতিতপাবন ! চরণে তোমার,
ভবের আশা হয় যেন পূরণ, পুনর্জন্ম চাইনা ভবে আর ;
তুমি হৃদে কর্ণদার, অকুল তরঙ্গ মাঝে কর মোরে পার, (দয়াময় !)
স্বামিন্দরের এই বাসনা, হে দয়াময়, মনোবাঞ্ছা হ'বে কি পূরণ ?

কি ভাবের খেলা হরি ! খেলু'ছ সদা আবার মনে ?

কভু ভাবে কভু অভাবে, কভু ভাবাও ধন-জনে ।

পুত্র মিত্র ধনে মিলায়ে যতনে, যতন করি'ছ কভু ভাবি মনে,
আবার ভাবি মনে, এ সব প্রসোভনে, ভুগিয়ে ভুগাবে ঐ পরম-ধনে,
চাই না ভুলিতে, চাই না ভুগিতে, চাই হে ভাবেতে রাখ নিশিদিনে ।
ভুলাইতে যদি চাও'হে এ দৌনে, না ভুগিয়ে দৌনে থাকিবে কেমনে,
তোমার মাগার খেলা, কেউ কি কখন, নিজগুণে কাটাতে পারে ?
যদি তব প্রেমে, বাধ নিজগুণে, তবে মাগা গুণে কাটাই স্বগুণে ।
দিওনা দিওনা বিষয়-ভাবনা, করোনা করোনা ভাবেতে বঞ্চনা,
করি এ বাসনা, মনের বাসনা, পূরাইবে আশা প্রাণের হরি !—
দেখিব খেলিব, খেলা না ছাড়িব, পাইসেও সেই মুক্তি ধনে ।
পুত্র মিত্র শত্রু কলত্র'বান্ধবে, হে ভববান্ধব ! ভাবাও তোমার ভাবে,
সবাতে তোমার, রূপ নিরখিয়ে, অল্পম প্রেম পাইব প্রাণে,
থাকেনা ভাবনা, অসার কামনা, আসিলে ভাবনা তোমারি মনে ॥

নিদয় হয়ে দীনে দীনবন্ধু । দীন-দয়াময় নাম খোয়া'ও না ।
 (আমি) তোমা বৈ আর জানি না (ওহে দীনবন্ধু) ।
 (আমি) ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই জানিনা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম, তুমি সাধনা ;
 আমার ভজন পূজন, ছে দীনশরণ !—
 তোমার অভয় চরণ—দেখো দিতে বঞ্চিত করোনা ।
 ওহে বিশ্বরূপ, বিষয় বিষ স্বরূপ,
 (তা'তে) কেবল স্বভাব, নাই কোন ভাব, স্বভাবে বিরূপ ;
 আশা—তোমার ভাবে র'ব এ ভবে ;—
 ওহে দীন-শরণ ! দীনে আশায় নিরাশ করো না ।
 ওহে দানবারি কালিয়-দমন,
 কাল-ভুজঙ্গের মুখের গরল তাও রাখলে না ;
 আমার মুখে গরল, অন্তরে গরল হে,—
 দেহ গরল-মাথা—তবে কেন চরণ পাব না ?

বারোয়া—১৭ ।

পড়ে বিপত্তি-সাগরে ডাকি তোমারে ।
 ওহে জগবন্ধু রক্ষাং কুরু 'আঞ্জি এ দাসেরে' ।
 একবার দেখা দাও হে তুমি, অখিল ব্রহ্মাণ্ড-স্বামী,
 অনন্তরূপ অন্তর্ধ্যামী, 'দাসের অন্তরে' ।
 স্বপদে সপেছি প্রাণ, রাখ শ্রাণ রাখ মান,
 অভয় পদ-প্রান্তে স্থান, দেও দ্বাশরথিরে ।

আড়াঠেকা ।

চরণ দাও শ্রীহরি—বন্ধবিহারী ।
 নির্ধনের ধন তুমি, ভব-নদীর কাণ্ডারী ।
 আমি অতি যুটমক্তি, না জানি ভক্তি স্তুতি,
 দয়া কর আমায়, এই বাসনা করি ।
 বামন রূপেতে তুমি বলি উচ্চারিলে,
 স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে হুই পদ দিলে ;
 আর একপদ নাতি হ'তে বহির্গত করি,
 বিক্র্যা-বলি উচ্চারিলে তা'র মাথে ধরি' ।
 রামকৃষ্ণের পদতলে পড়িল অক্রুর,
 পুষ্পাঞ্জলি করি' স্তব করেন স্তমধুর ;
 যে চরণে স্তম্ব নিলেন গঙ্গা গোদাবরী,
 সিন্ধু সরস্বতী আর যমুনা কাবেড়ী ।
 নরসিংহ রূপ তোমার অস্তুর নাশিতে,
 বলিরে করিলে রূপা বামন রূপেতে ;
 বেদ উচ্চারিলে তুমি মৎস্ত রূপ ধরি,
 কচ্ছ রূপে ধরা পঠে করিলে মুরারি ।

দ্বীনের আশা কর পূরণ ।

(ওহে) দীন-দয়াময় দীন-শরণ !

বড় আশা মনে আছে, হে দীন-শরণ,

দিবানিশি তোমার ভাবে রহিব মগন ;

(আশা পূর্ণ কর—প্রাণে প্রাণে ভাব দিয়ে)
 বিষয়-বাসনা বিষের জাগায় জাগিতেছি অল্পক্ষণ ।
 ভাবিতে পারিনে নাথ, তব ভালবাসা,
 অহর্নিশ আসে মনে কতই দুঃখাশা ;
 (আর আশা নাই—সাধন ভঙ্গন করি এমন)
 বৃথা ধন-জনের ভালবাসায়, হ'তেছি পাপে মগ্নিন ।
 ভুগিয়ে রেখোনা হরি, মাগাময় সংসারে,
 যুরে' যুরে' জনম গেল পরকে আপন করে' ;
 (সাধন হ'ল না—দিনে দিনে দিন গত হ'ল)
 তুমি আপন গুণে এ নিগু'ণে, আপন করে' দাও প্রেমধন ।
 যেমন করে' ভালবাসি অসার সংসারে,
 তেমন কবে' কবে ভালবাসিব তোমারে ;
 (আশা পূর্ণ হ'বে—প্রাণে প্রাণে তোমায় ভালবেসে)
 (আমি) ডুবে' প্রেমসিন্ধু-নীরে জুড়া'ব পরাণ মন ।

ইমন—তেতালী ।

দয়াময় ! নিজ-গুণে তার' হে আমায় ।
 তর্কিত জানি না তব, জনম বে বৃথায় যায় ।
 শুনেছি পুরাণে তুমি দীন জনে কৃপা করি',
 ভবাণব হ'তে তা'রে দিয়ে তার' পদ-তরি ;
 সে আশাতে গোপেশ্বর বাচে করষোড় করি,
 অন্তিম কালেতে যেন, হরি বলে' প্রাণ যায় ।

ইমন-কন্যাণ—কাণ্ডরানী ।

হরিহে ! কর বা না কর তবে পার ।

বড় ভরসা করিয়ে তোমার, নাম নিয়ে দিয়েছি সঁতার ।

ব'রে গেল স্মৃথের রবি হ'রে এস অক্ষকার ।

মায়া-মোহ কুবাত'সে উথলিল পারাবার ;

গগন ছাইল মেঘে, বজর ছুটিছে বেগে,

অভাগারে করিতে সংহার ।

এত সাধের দেহ-তরি হ'রে গেল চুরমার,

ভাসা'রে অকূল জলে পালা'ল মন-কর্ণধার ;

(কত) পাপীতাপী ভরা ভ'রে, চলেছে সাগর পারে,

অতাজনে মনে নাই তোমার ।

আমি, আপনার জন, খুঁজি অহুত্বণ, তোমাতে খুঁজিতে চাই না ।

সকল কাজের পাইহে সময়, তোমাতে ডাকিতে পাই না ।

সদা ছুটোছুটি, শুধু হুটোছুটি, বাকীচূড়া পথে গায়ে মাখি মাটি,

পরে ল'তে বৃকে, ছুটে যাই স্মৃথে, তোমার কাছেতে যাই না ।

সতত আমায়ে, আছ কোলে করে, বিপদে আপদে আলোকে আধায়ে

যত ডাক কাছে, সরে যাই পাছে, তোমার দিকেতে যাই না ;

তবু ক্রম মোরে, রাখ স্নেহে ধিরে, করুণার সীমা পাই না ।

ইমন-ভূপালী—একতালী ।

(“তোমার কথা হেথা কেহুত কহে না”—সুর)

আমি, সকল কাজের পাইহে সময়, তোমারে ডাকিতে পাইনে ।
 আমি, চাহি দারা-সুত-সুখ-সন্মিলন, তব সঙ্গ-সুখ চাইনে ।
 আমি, কতই যে করি বৃথা পর্যটন, তোমার কাছেতো যাইনে ;
 আমি, কত কি যে খাই, ভয় আর ছাই, তব প্রেমামৃত খাইনে ।
 আমি, কত গান গাহি, মনের হরষে, তোমার মহিমা গাইনে ;
 আমি, বাহিরের ছুঁটো আঁখি মেলে চাই, জ্ঞান-আঁখি মেলে চাইনে ।
 আমি, কা'র তরে দেই আপনা বিলায়ে, ও পদতলে বিকাইনে ;
 আমি, সবারে শিখাই কত নীতি-কথা, মনেরে শুধু শিখাইনে ।

মিশ্র বেহাগ—৫৭ ।

পাতকী বলিয়ে কি গো, পায়ে ঠেলা ভাল হয় ?
 তবে কেন পাপী তাপী, এত আশা ক'রে রয় ?
 করিতে এ ধূলা খেলা, অবসান হ'ল বেলা,
 বারা এসেছিল সাথে, ফেলে গেল অসময় ।
 হারাইয়ে লাভে মূলে, মরণের সিন্ধু-কোলে,
 পথশ্রান্ত দেহখানি টানিয়া এনেছি হায় !
 জীবনে কখন আমি, জানিনে হৃদয়-খামি !—
 (তাই) এ অদিনে এ অধীনে তাজিবে কি দয়াময় ?

ও দিন গেল হে দীনবন্ধু, ভবসিক্ত কর পার ।

তরাও ভব-বারি বংশীধারি, (দয়াময় !)

হ'য়ে দেহ-তরীর কর্ণধার ।

যেন গুটিপোকাকার প্রায়, বন্ধ হ'য়েছি মায়ায়,

গেলনা ভ্রম, নিকটে যম, কখন লগ্নে যায় ;

তুমি অধমতারণ পতিতপাবন,

ও তাই ভরসা আছে আমার ।

মহাপাতকী বলে' যেন বেওনা ভুলে,

ভবের কূলে একা ফেলে, অস্তিম কালে :

হরি ! তোমা বিনে ভয়ার্ণবে, (ও দয়াময় !)

বল কে লবে হে দীনের ভার ?

ব্যথার ব্যথা হরি ! কে আছে আমার, বেদনা জানা'ব কা'রে ?

(আমার) ধরম-করম ভজন-পূজন, সকলি গিরাছে দূরে ।

ধূলা-খেলা ছলে বকুগণ সনে, হাসিতে খেলিতে আন্ আলাপনে,

দিন ব'য়ে গেল, কিছুই না হ'ল, (এখন) ভাবনা হ'ল বড় অন্তরে ।

উষ্টিয়া প্রভাতে মনে করি আমি, ভাবিব তোমারে ওহে অন্তর্ধ্যামি,

(কিন্তু) বত বাড়ে বেলা, তত হয় আলা, সকলি ভুলায় সংসারে ।

ক্রমে গেল বেলা ওহে বনমালী, তেয়ি করে' এসে বাজাও হে মুরলী,

(হৃদি) দেখা নাহি দিবে, বল কেন তবে, আশাতে ভুলালে আমারে ?

কিঁ কিঁট—মধ্যমান ।

এমনি কি যাবে দিন ? (দীনবন্ধু হে !)

দিনে দিনে দিন ফুরালো হ'য়ে চির-পরাদীন ।

বাল্যে মিছা খেলার অধীন, যৌবনে বিষয়ের অধীন,

সংসার মাংসের অধীন, রইলাম যে হে চিরদিন ।

বিষয়েতে হ'য়ে মত্ত, হারাইলাম পরমার্থ,

না বুঝিলাম আত্মতত্ত্ব, বৃথা হ'ল তনু ক্ষীণ ।

পহিব্রাজকের মিনতি, দেহি মে বিবেক স্মৃতি,

অভয় পদে যেন মতি, থাকে দৌনের নিশিদিন ।

কিঁ কিঁট—একতারা ।

হরি, তোমার ডাকি, সংসারে একাকী, আঁধার অরণ্যে ধাই হে ।

গহন তিমিরে, নয়নের নীরে, পথ খুঁজে নাহি পাই হে ।

সদা মনে হয় কি করি কি করি, কখন আসিবে কাল বিভাবরী,

তাই ভয়ে মরি, ডাকি হরি হরি, হরি বিনে কেহ নাই হে ।

নয়নের জল হ'বে না বিফল, তোমায় সনে বলে ভকতবৎসল,

সেই আশা মনে করেছি সঞ্চল, বেঁচে আছি শুধু তাই হে ।

আঁধারেতে জাগে তব আঁখিতারা, তোমায় লক্ষ্য করু হুয়না পথহারা,

প্রাণ তোমায় চাহে ভূমি ক্রবতারা, আর কা'র পানে চাই হে ?

শি' কি'ট—জনন তেতালা ।

সদা মনোগুণে আমার দ্বিছে জীবন ।

দারুণ হতাশন, না হয় নিবারণ,

যেমন বাড়ানল, জলে সর্সক্ষণ ।

দেহ দন্ধ নিরঙ্কর, ব্যথিত সদা অন্তর,

কে করিবে দুঃখান্তর, ভাবি তাই এখন ।

কোথা ওহে সর্সময়, এ দুঃখ কি প্রাণে নয়,

দেহে কেন প্রাণ রয়, না করে গমন ?

বাগেত্রী—আড়াঠেবা ।

বিপাকে পড়িয়ে হরি ! যা'ব কা'র দ্বার ?

অসহায় অন্ধকারে, কে করে নিস্তার ?

তুমি পিতা তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞানদাতা,

তোমারি আশ্রিত আমি, তুমি ভরণা আমার ।

মোহময় পাপ নাশি' বিরাজ হৃদয়ে আসি,

আঁধার জগতে দীপ, তুমি হে সবার ।

অন্তরে বাহিরে যা'র, ভ্রমে রিপু ছর্নিবার,

কোথায় নিষ্কৃতি লাভি, দুঃখ তা'র অনিবার ;

যাচি নাথ পদাশ্রয়, ত্রাহি ত্রাহি দয়াময়,

সংসার-শঙ্কটে বিভূ, তোমারি চরণ সার ।

কিঞ্চিৎ—ধেমটা ।

হে গোবিন্দ ! রাখ মোহে ; বার্থ জনম যায় হে ।
 পাপপুঞ্জ নিত্য নিত্য, বেরিছে আমার হে ।
 জীর্ণ শীর্ণ দেহ হৈল, কাল নিকট তাহে ।
 ভক্তি-ভজন-হীন দাস, তার' ঘোর দাহে ।
 দীননাথ দয়া ব্যতীত, আর নাহি উপায় হে ।
 দূর করছে দুঃস্বপ্নিত্তি, ভৃত্য এই চার হে !
 কাতরে নিবেদি' নাথ ! রাখ যুগল পায় হে ।

হরি । তোমাতে আমাতে, শুধু মুখেয় কথাতে,
 হ'বে কি গো পরিচয় ?
 আমার ষোল আনা প্রাণ, সংসারেতে টান,
 (শুধু) লোক-দেখানো ডাকি, 'কোথা দয়াময় !'
 তুমি ধান্ন ধন, রমণী কাঞ্চন, যশ মান প্রাণ শুধু চায় ;—
 আমি হেলার বলি "হরি, আমি হে তোমারি",
 আশায় লোকে বা'তে সাধু কর ।
 স্বার্থে ভরা মন, ভিন্ন পর আপন,
 ভাবি জীবন যেন বড় যাবার নয় ;—
 ডাক্তে হয় তাই ডাকি, (ছাবার) বিষয় নিয়ে থাকি,
 ফাঁকি দিলে কি তোমার জ্ঞান যায় ?

ষট্‌ তৈরবী—৪৭ ।

সংসার-বিপদার্ণবে কে তারিবে ভেবে মরি ।
 তারক-ব্রহ্ম হৃদে সদা, বারেক না স্মরণ করি ।
 চিন্ময় সে স্বপ্রকাশ, অজ্ঞান-তিমির নাশ,
 করে মুক্ত ভবপাশ, তবু তা'রে জ্ঞানতে নারি ।
 স্বয়ং প্রভু অনাময়, দয়াময় দেন অভয়,
 সে নামে বিপদ জয়, হয় তবু তা' নাহি করি ;
 অন্তরাত্মা যে জন নাবিক, কর্ণধার ভবের ভাবিক ;
 ভার দিলাম না ধিক্‌ প্রাণে ধিক্‌, দিলে দিতেন রূপা তরি ।
 শব্দ স্পর্শ রূপ রস, গন্ধ—পঞ্চ বিষয় বশ,
 থাকে যে ইন্দ্রিয় দশ, ভাবি একা কিবা করি ;
 অহঙ্কারে হ'য়ে মত্ত, না জানিলাম নিজ তত্ত্ব,
 হারাইলাম পরমার্থ, ভ্রম-বশে সদা ফিরি ।
 পয়ের করি বিচারণা, স্বকায়ে নাই বিবেচনা,
 মশাল্‌চি চিরকাল কাশা, পরকে পথ দেখা'তে পারি ;
 নিজে ভুলে আপন পথ, গোঁগোক-ঘাঁষায় পতিত,
 ভব-পারে যেতে চিত, কায়ে তাহা নাহি করি ।
 সকলে সে পার করে, তা'রে পার কেউনা করে,
 একা থাকে একেশ্বরে, গভ শত হয় হরি ;
 এমন নেয়ে ধরে পেয়ে, না দেখিলাম তারে চেয়ে,
 মায়াতে মোহিত হ'য়ে, তবে আঁসা-বাঁওয়া করি ।

খট ভৈরবী—একতাল ।

যদি রাখেন মান, আমার ভগবান,
সেই পঞ্চাননের ছরারাম্য ।

বল কে জানে তাঁহারে, বিশ্ব বিভূ কয় যারে,
কালে করেন লয় তিনি পরম পুরুষ পরমারাম্য ।
যার রূপাবলোকনে সৃষ্টি এ ব্রহ্মাণ্ড,
লোমকূপে যার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ;

করুকুলে ধরাদর সপ্ত খণ্ড, কে জানে যে কাণ্ড, কার বা সাধ্য ?
কাল-বলে কালে না বলিলাম হরি,
চরম কালে কালের হস্তে কিসে গুরি,
এ কাল-রোগের উপায় শ্রীহরি,
হরি বিনে নাই আর নিদানে বৈষ্ণু ।

চৌরী ভৈরবী—আড়ধেম্‌টা ।

এবার পার কর পতিতে ।

জহে পতিতপাবন দয়াল হরি, পাপে তহু হ'ল ভারী,
আমি ডুবে মরি ভবাক্ষিতে ।

অগাধ গভীর, এই ভব-নীল, কত মকর কুন্তীর, আছে তা'তে ;
এমন সাধ্য আছে কা'র, হ'তে পারে পার,
বিনা কর্ণধার সহায়তে ।

অনিল কুলঙ্গ, করে কত-রঙ্গ, ভয়ঙ্ক-বাড়ালে তা'তে ;

(আবার) অসত্য আকর্ষ, হ'য়েছে প্রবৃত্ত,
আমায় সামর্থ্য নাই পারে যেতে ।

করে অবহেলা, নাহি বাধি ভেলা, জপ-মালা ছিল বিষয়েতে ;
দংশে বিষম বিশাল, কালরূপ ব্যাল, ঘটালে জঞ্জাল সময়েতে ।
হরি হরি হরি, মরি মরি মরি, কত অপরাধ করি চরণেতে,
আমার ঘৃণাও অপরাধ, পূরাও মন-সাধ,
রমানাথ ! এ দীন রমানাথে ।

ভৈরবী—একতালা ।

হরি ! জানত, নাহি অজানিত হে ! জান তুমি অন্তর্ধ্যামী ।
কত জন্ম গেল ব'য়ে, মর্ম্ম বেদন পেয়ে,
স্বকর্ম্ম দোষে ভুগিলাম আমি ।
আমায়, কাষের উপরু ভাকু ঙ্গিনা এবার,
যা কর, কর আপনি তুমি ;
জানি ধর্ম্মের যে গতি, (দীননাথ !) নাহি ভা'তে মতি,
অধর্ম্মের প্রতি মতি অনুগামী ।
হরি ! ন. ছাড়ি ভাব কহং, শুভ কাষে'সোহং,
তখন স্বয়ং ভাবি কর্ম্ম-স্বামী ;
হলে কুমতিতে মাত, এমনি শঠমতি,
তখন তোমার প্রাতি দুষ্টি হে আমি ।

খট্ ভৈরবী—একতাল।

যা' ইচ্ছা তাই দিবে, কেবা 'নযেণিবে, এই ভবে তুমি করুণা-নিধান।
 ছুঃখ-পাষণের সারাংশ উঠিয়ে, করেছ আমার এ হৃদি নিৰ্ম্মণ।
 শিলা-সম যদি এ হৃদয় হ'ত, তবে দিলে যত এতই কি স'ত,
 তবে কি শতধা বিদীর্ণ না হ'ত, তবে কি যেত না যাতনার এ প্রাণ ?
 শুনেছি তোমার নাই শক্রমিত্র, তুমি সবার মিত্র, সবাই তোমার মিত্র,
 কেবল একা আমি হ'য়েছি অমিত্র, পাত্র বুঝে মাত্র করেছ এ দান।
 এখন দশ দিক্ হেরি অন্ধকার, আমার বলি কার, কে আছে আমার,
 তুমি ফেলে গেলে দেখে ছরাচার, তবে ভব-কুপে কে করিবে ত্রাণ ?
 'কাস্ত' বলে নিবেদি' হে কমলাধি, এ বাকী ভনমে আর হ'বে নাকি,
 বখন যে ভাবে রেখে হও সুখী, ভুলি যেন না, নাথ ! চরণ ছ'খানি।

পুংবী—একতাল।

তোমার, নয়নের আড়াল হ'তে চাই আমি,

তোমারি ভবনে করি' বাস ;

তোমারি তো আমি খাই পরি, তবু তোমারেই করি পরিহাস !

তুমিই দিয়েছ জ্ঞান-ভক্তি, তুমিই দিয়েছ ইচ্ছা-শক্তি,

তবু, তোমারে মানিনে, চরণ চাহিনে, নাহিক তোমাতে অভিলাষ।

করিনে তোমার আজ্ঞা পালন, মানিনে তোমার মঙ্গল শাসন,

তোমার, সেবা নাহি করি, তবু কেন হরি,

লোকে বলে মোরে 'হরিদাস' !

দেশ বল্লার—ঝাঁপতাল ।

হরি ! তোমা বিনে কেমনে এ ভবে জীবন ধরি ?

সংসার-জলধি মাঝে তুমি হে তরি ।

তোমায়ে যখন পাই, আধারে আলোক পাই,

নিমেষে হৃদয়-তাপ সব পাশরি ।

দেশ বল্লার—চিমা তেতলা ।

ঐ ভয়ে ভাবি ভবে বিপদ ।

তব শ্রীপদ, অখিল সম্পদ,

আছে মায়াতে আবৃত করে' ভূগায় নিজ মনোমদ ।

হয়ে নূতন কলেবর-যুতা, নূতন মাতা নূতন পিতা,

নূতন দারা পুত্র সূতা, নূতন নূতন হয় আদর ;

পুরাতন পরে হলে, ছেড়ে যায় পুন সেই কলেবর,

এরূপ যাতায়াত, করি প্রণিপাত,

হরি ! আর ভবে আসিতে হ'লে না ভুলি যেন ঐ পদ ।

হরি ! শুভ কাষে নাহি মতি, অন্তর্ভে হয় মনপ্রীতি,

গতি কর, সে মতি কর হরণ ;

ওহে, জনমেরি বত কথা, মনে যেন থাকে গাথা,

পুন ভুলিতে না হয় কখন ;

যদি জাতিস্মর, কর অতঃপর,

তবে ভুলিব না ভবঘোরে তগবান তব পদ !

মল্লার (মঠান্তরে মূলঠান)—একতারা ।

ভব-ভয়হারী, না ভেবে সে হরি,
 কি ভাবে কি ভেবে, দিন গেল হে এবার ।
 তা'রে যেভাবে যে ভাবে, সেভাবে সে পা'বে,
 সে বিনে কে পা'বে, চরণ তাহার ?
 বিধি ধর্ম ছাড়ি তা'রে যে জন ভাবে,
 স্বজন বলে সে জনারে সেই ভাবে,
 সে ভাবনা ভেবে এ ভাবনা যা'বে,
 নিত্য-ধামে যা'বে সঙ্গী হ'য়ে তা'র ।
 ভক্তিতাবে তারে সতত যে ভাবে,
 সে বিনে কে তাঁর প্রিয়ভক্ত হ'বে,
 (ওমন !) রলি না সে ভাবে, রলি কা'র ভাবে,
 এভাবে কি যা'বে মাঝার বিকার ?
 কি কথা বলিলে এলি মন ভবে,
 ভুলে গেলি সব রলিলে গৌরবে,
 ভব-জলনিধি জলে রলি ডুবে,
 সে বিনে কে কর্কে তোমারে নিস্তার ?
 মানব জনম গেলে এ ভাবে, নীল চিন্তামণির চরণ কিসে পাবে,
 কাস্ত বলে মন ! দেখনা কি ভেবে,
 সে বিনে কে হ'বে ভবে কর্ণধার ?

হরট মন্ত্রার—একতারা ।

হরি ! তোমারে পাব কেমনে ?

যেতেছে গমণ, ওহে দয়াময়, দয়া কর দীন জনে ।

ভুলেছিহু ববে ভবের খেলায়, হারাইহু কত সুদিন হেলায়,

বুঝি নাই শ্রভু, চলিবে না কভু, তোমার চরণ বিনে ;

বুঝাইলে হরি ! বুঝালে এবার, সবাকার হৃতে তুমি আপনার,
তোমারে পাইলে সরস সংসার, বিরস তোমা বিহনে ।

তাপিত চিত্তে এ মিনতি করি, লুকাইয়ে আর থাকিওনা হরি,
দেখিলে তো তুমি, তোমারে পাশরি, কাটাই দিন কেমনে ;

কাটহে আমার স্বার্থের পাশ তব প্রিয় কাজে কর মোরে দাস,
সাধ এ জীবনে তব অভিসাধ, হরবে কিছা বেদনে ।

হরট মন্ত্রার—আড়াঠেকা ।

অবিদ্যা-ঘনে করিল নিবিড় অন্ধকার ।

অহমিতি মমতি নাদ, গর্জ্জয়ে বারম্বার ।

ধনাশা বায়ু প্রচণ্ড, বহে প্রতি কণ দণ্ড,

শশকা করকা বর্ষে, মোহ বারিধার ।

পড়িয়া দুধোগে হরি, অন্ধবৎ পদা ফিরি,

হেরি কদাচিত্ বদা, তড়িত সঞ্চার :—

দুঃখাশনিতে মুচ্ছিত, কভু ব্রমে মোহাষিত,

অকিঞ্চে এ বাতনা (কৃষ্ণ !) দিওনা বারবার ।

মল্লার (মতাপ্তরে মূলতান)—একতাল।

আমার কথায় আমার করিবে করুণা,

এমন কথা কিবা আছেহে আমার ?

তোমার কথায় যদি করহে করুণা,

করুণা-নিদান ! মহিমা তোমার ।

যে কথা বলিলে হইবে সদয়, এমন কথা আমার না হয় উদয়,
যথা কথা গাথা সাধুকথা নয়, সে কথা উদয় হ'য়েছে আমার ।

তব নাম-গুণে কভু না হয় রুচি, আপামর কোথা আছেহে অশুচি,
আমা দরশনে শুচি হয় অশুচি, শুচি কর যদি রুচি হয় তোমার ।

তোমার মহিমা স্বরূপ বর্ণিতে, যে পারে বর্ণিতে সে পারে বর্ণিতে,
আমি কি বর্ণিব, পারি কি বর্ণিতে, কলুষ-বহ্নিতে দহে অনিবার ।

পতিতপাবন দীন-দৈন্যহারী, স্মরণঃ প্রকাশ ত্রিভুবন ভরি,
কান্ত কহে তব রূপ! অধিকারী, ডোবে তবে তরি বিনে কর্ণধারী ।

খাৰ্জ—একতাল।

মন যে আমার ছলছে হরি !

কিসে এ দোলা নিবারণ করি ?

হেরে ভব-নদীর তুফান, ছলতেছে নাথ ! তনু-তরি ;

এখন খেয়া ঘাটেতে ভাব্ছি বসে, এস হে পারের কাণ্ডারী ।

দীন পূর্ণচন্দ্র কহে, বস ভক্তির হাল্টি ধরি',

অনার্যাসে পারে গিয়ে হ'বে নিত্য-সুখের অধিকারী ।

হরার (বতাস্তরে বুলতান)—এ কতলা ।

আমি যদি ডুবে, মরি হরি ! ভবে,
ইথে কিবা ক্ষতি আছে হে তোমার ?

যে তোমাকে ভাবে, সেই যদি ডোবে,
ইথে হ'বে তোমার কুশলঃ প্রচার ।

হয়েছি হে আমি কলুষভাজন, আমা' পরে দগুস্বরূপ প্রয়োজন,
আমাকে দণ্ডিতে কর আগোজন, পাষণ্ড দণ্ডিতে তব অবতার ।
তব নামাভাসে পাপরাশি খণ্ডে, গ্রহণ করি নাই এই পাপতুণ্ডে,
ওহে দগুধর ! ধর এই মুণ্ডে, ইথে খণ্ডে যদি কলুষ আমার ।
করি ওহে কত কদর্যা আচার, রাখি নাই নামের মর্যাদা তোমার,
জুবনপাবন, নাম-শুণগান, করি নাই কখন, না গণিয়ে সার ।
নাম চিন্তামণি অসীম মহিমা, অনন্ত অন্তরে দিলে নারে সীমা,
কাস্ত বলে তা'র দেহের এই সীমা, বিফলে জনম গেল হে এবার ।

ছারানট—কাণ্ডালী ।

গোবিন্দ গুণধাম ! কে জানে তোমার মায়া ?
হর—হর হরারাদ্য হরি ! ধন-জন-মায়া ;
দীনহীন ভাস্ত পামরে দেহ পদ-ছায়া ।
দারাদি তনয় কেহ নয় এ মিছে প্রণয়,
দীনে রক্ষ তুমি মোক্ষধাম হে, শ্রাম হে,—
শিবের সম্পদ পদ, প্রদানে হর বিপদ,
নিরাশ্রয়ে নিরাপদ, কর হে নীরদ-কায়া ।

মন্ত্রার—বৎ ।

কেমনে ভবনদী হ'ব পার ?

ভবে তোমারি ভরসা কেবল, ওহে নিত্য-নির্কিঁকার ।

সম্বল নাহিক হেরি, কেমনে ভবে তরি,

বিনা তোমার চরণ তরি, পার নাহি আমার ;

জানি হে গোকুল-ইন্দু, দীনহীনের তুমি বন্ধু,

পার কর ভব-সিন্ধু, হ'য়ে ভবের কর্ণধার ।

পড়েছি হরি ! অকূলে, তাই ডাকি তোমার আকূলে,

কৃপা করি লওহে কূলে, ওহে কর্ণধার !—

বেণী বলে ওহে হরি, ভাসিয়ে তোমার নামের তরি,

পারে যেন যেতে পারি, হরি ব'লে অনিবার ।

সিন্ধু—ভেতলা ।

মিছে দিন গেল হার, ভাবি না কেন তোমায়,

হে জগদীশ্বর, হে করুণাময় !

মন যে মুঢ় অতি, ভুলিয়াছে সে স্মৃতি,

কুমতি দিয়েছে তাই কভু পথ ছাড়ে না ।

তব পদে, পদে পদে, কত অপরাধ করি,

তবু তুমি নিজগুণে দয়া বিতরিছ হরি !

তাই অধীন বাচে তব করুণা-কণা ।

সিদ্ধ—স্বাপত্য ।

হরি ! বঞ্চিত বাঞ্ছিত পদে, এর বেশী কি মনোবেদন ।
কিঞ্চিত কৃপা করি কর, সঞ্চিত ধনে বিতরণ ।
রেখেছ সঞ্চিত করে, সেই তো বিপদ কারণ ;
তবে কেন এ বিপদে না দেহ ভবতারণ ?—

কোন কালে দিবে, যদি না দিলে হে এখন ?
হরি ! কত জন্মার্জিত পাপে, দহিতেছে মনস্তাপে,
তপন-তনয়-তাপে, তাপিত দারুণ ;
খরহরি কাঁপি আর, গিহরিল কলেবর,
অন্তকে কি ক'ব অস্ত্রে, তুমি যদি না কৃপা কর ;
মুবহর ! দূর কর ছুরিত কুরীত মন ।
হরি ! অকৃতি সম্মানে ধন, মা বাপে কে করে দান,
কৃতি হ'লে তা'র প্রতি না করে তেমন ;
আমি তো অতি কুনীত, জান তো নই অজানিত,
এত তব হিত নীত, দিতে তব শ্রীচরণ ।

সিদ্ধ কাকি—গৌতাম ।

কঠিন হুঃখ পায়ো, ও মোহন প্যায়ো, তেহারে দরশন বিনা,
হরি পল ছণ, দিন রয়ন পরতন হি চয়ন ।
মেরে গুণ নয়ন চিত ধরিয়ে,
তুম প্রবীণ শ্রভু জগতারণ, দাতা সুখ দিন ।

সিদ্ধ ভৈরবী—মধ্যম ।

হরি ! তোমার ভালবাসি কই ? আমার প্রেম কই ?
 কেবল লোক-দেখানো ভালবাসা, মুখে হরি হরি কই ।
 যে স্বহায়ে ভালবাসে, সে বাঁধা তার প্রেম-পাশে,
 আমি যদি বাসিতাম ভাল, জান্তাম না আর তোমা বই ।
 আমার এ যে অশ্রুবিন্দু, তা'তে প্রেম নাটিকো একবিন্দু,
 আমি কংসার-পীড়নে কেঁদে, লোকের কাছে প্রেমিক হই ।
 এই মম নিবেদন, শুন হে শ্রীমধুহৃদন,
 প্রেমার ভাবে বিস্তার রাখ, (যেন) আমার আমি ভুলে রই ।

খালজ-ভূমী ।

এ কব-সংসারে ওহে হরি !
 আমার রহেনা রহেনা শুভু-ভরি ।
 তরল তুফানে, শক্তিত প্রাণে,
 আমার শরটে রাখ দীন-কাণ্ডারী ।
 সতরে কাতরে ডাকিহে তোমারে,
 বুঝি ডুববে তরণী পাশে ভারী ।
 তব পারাবার, অতি সুহৃৎসর,
 তব শ্রীপদ-ভরি বিনা কিসে-ভরি' ।
 পরিব্রাজকেরে, বল আর কে তারে,
 কৃপাসিদ্ধ হ'তে দাও বিন্দু বারি ।

সিদ্ধ—বাথাক ।

কোথা আছ হরি, বিপদ-কাণ্ডারী, বিপদ-ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন ।
 পড়েছি বিপদে, রাখছে শ্রীপদে, অনায়াসে তরি' এ ভব-বন্ধন ।
 কৃতান্ত-ভয়ে ভীত সদা, কর হে আমারে নিশ্চিন্ত সর্বথা,
 যেন তব নাম গেয়ে, বেড়াই যেথা সেথা,
 পূরাও বাসনা দাও নিত্যধন ।
 সংসার-যাতনা কত যে সব, শ্রীচরণ মাথে দাও হে মাধব,
 (হে কেশব—হে যাদব !)

এই মন-আশা করোনা নিরাশা, বহুজন্মের পিপাসা মিটাও এখন ।

বিশ্ব গৌরী—কাঞ্চালী ।

আর, কত দূরে আছ, প্রভু, প্রেম-পারাবার !
 শুনিতে কি পাবে মুছ বিলাপ আমার ?
 তোমারি চরণ আশে, ধীরে ধীরে নেমে আসে,
 ভকতি-প্রবাহ, দীন ক্ষীণ জল-ধার ।
 কঠিন বন্ধুর পথ, পলে পলে বাধা শত,
 অচল হইয়া প্রভু, পড়ে বারবার ।
 নীরস নিষ্ঠুর ধরা, শুবে লয় বারি-ধারা,
 কেমনে দুস্তর মরু, হ'য়ে যাব পার ?
 বড় আশা ছিল প্রাণে, ছুটিয়া তোমারি পানে,
 এক বিন্দু বারি দিবে চরণে তোমার ।
 পরিশ্রান্ত পথহারা, নিরাশ দুর্বল ধারা,—
 করুণা-কলোলে, ভারে ডাক একবার ।

কাঙ্ক্ষি—রাপতাল ।

হৃদি-কমলমে ছরি ! কর বিহারো,

করণা-নয়নসে অধমকো নেহারো ।

তুর্ দরশন বিম্ব সব অককার, দেখাও প্রসন্ন-মুখ বারম্বার ।

আয় মেরে স্বামী, অন্তরবামী দর্শন-পিয়াসা নিবারো ;

হরু লেও তন্ মন্ প্রাণ জীবনকো, কর লে সকল অধিকার ।

আলাইয়া কি ষিট— কাওয়ালী ।

ওহে, এ দীনে কি দীনবন্ধু তুলিলে ?

আমার আর কে আছে ;—

আমি আশাস্ত্র ধরি করে, আছি তোমার দ্বারে পড়ে,

বল কোথা যাই তুমি ত্যজিলে ?

জনম হইতে আমি নিরাশ্রয়,--

যে দিকে ফিরাই আঁধি সেই দিক শূন্যময়,

কে আমার আমার বলে তুলে লয়, কার মুখ পানে চাব দয়াময় ;

আমার বল কি সম্বল আছে, দাঁড়াইব কার কাছে,

(আমায়) কে রাখিবে তুমি নাহি রাখিলে ?

হৃদয়ের জ্বালা আর তো সহে না,—

বাতনায় বুঝি হয়, দেহে প্রাণ রহে না,

নয়নের ধারা আর তো ধরে না, কেমনে জাণব ছুঃখ জানি না ;

আমি এই মাত্র জানি সার, দুর্গতি না রহে কার,

দুঃখার্ণবে পড়ে তোমায় ডাকিলে ।

আঙ্গেরা বিভাস—রূপক ।

দিন গেল দীনবন্ধু ! নাই সময় নাশ' ভব-ভয় ।
 এই অধম পাতকী জনে, স্থান দিও শ্রীচরণে, নিজগুণে হে ;
 তোমায় যে গুণে 'গুণমণি' সবাষ্ট কর ।
 শমন-ভয়ে ডরি, ডাকি তোমায় হরি,
 তুমি কাঙ্ক্ষাল ব'লে, রাখ বিপদ কালে ;
 আমি শুনেছি সাধুগুণে, যে তোমায় একবার ডাকে,
 বিপদ বিপাকে,—তুমি অম্নি তা'কে নাকি দেও অভয় ।
 হরি-নামের গুণে, গেল কত জনে,
 ভবসিদ্ধি পারে, যেন গোম্পদ তরে ;
 আমি অকৃতি অভাজন, নাহি জানি সাধন,
 অধমভারণ, আমি শুনেছি নামের গুণে মুক্তি হয় ।
 একবার কৃপা করি, দিরা চরণ-তরি,
 ভবসিদ্ধি বারি, পর কর হরি ;
 পরিত্রাজকের তুমিই কেবল, ভবপারের সম্বল,
 ভক্ত-বৎসল হে,—তুমি কাঙ্ক্ষালের কাণ্ডারী দীন-দয়াময় ।

কি,কিট ভীষণশ্রী—কাণ্ডারী ।

কৃষ্ণ বে চাহে না, প্রাণে ভা' বুঝে না,
 'হা কৃষ্ণ !—হা কৃষ্ণ !' ব'লে ধায় কৃষ্ণ পানে ।
 মান অপমান পরিহরি, বলে কোথায় শ্রীহরি,
 তোমা বিনা হা হা করি, অত্র জনে নাহি জানে ।

ভীষণনন্দী—একতাল।

আমি যদি তা'র হ'তাম, সে কি আমার হ'ত না ?
 তবে কি সে মনে আমার, এমন মিশে যেত না ?
 আমি দণ্ড নিশি দিনে, (তা'রে) কখনও করি না মনে,
 তবে সে আমার হ'বে কেনে, আমি জেনেও তা'জানি না ।
 যে হ'বে তা'র, সে হ'বে তা'র, আছে তো প্রতিজ্ঞা তা'র,
 তা'র হ'লাম না গেলাম এবার, এমন দিন আর হ'বে না ।
 সে যদি আমার হ'ত, তবে কি লুকারে র'ত,
 আমার হৃদয় মাঝে উদয় হ'ত, এ যাতনা কি বেহুলা ?
 কান্ত কর এদিন গেল, প্রাণান্ত সময় হ'ল,
 এ বড় খেদ ম'ন র'ল, এবার কিছুই হ'ল না ।

ভীষণনন্দী—একতাল।

হরি, কোন যুগে আমি তোমারি হ'লাম না, তবে কুপা হ'বে কিণ্ডে ?
 ভ্রাস্ত হ'য়ে বলি, শোন বনমালি, ইথেই অপরাধী চরণে ।
 যে করেছে তোমায় আত্মসমর্পণ, হরি তা'রি তুমি তোমারি সে জন,
 তার ভঙ্গন পুঙ্কন, তোমার শ্রীচরণ, তোমাকে কে পাবে সে বিনে ?
 দীনহীনের কথা বাতুলের প্রায়, কেবল কথায় কেবা তোমা পায়,
 বিনে মনাসক্তি ঐ রাক্ষা পায়, কে পেরেছে তোমায় ভুবনে ?
 বামন যেমন চাঁদ ধরে আশা, বাতুলের প্রায় তোমা পেতে আশা,
 একি মিটিবার আশা, কেবলি ছুরাশা, নাহিক তরঙ্গা জীবনে ।

বারা পায় তব চরণারবিন্দ, মকরন্দ গন্ধে সতত আনন্দ,
 বার নাই সে সখ্যক, তা'রি কপাল মন্দ, থাকিবে সে কর্ণবন্ধনে
 অনন্ত করুণাকর চিন্তামণি, শুক নারদাদি বলে এই শুনি,
 কৃষ্ণকান্ত বলে সরে না আর বানী, জানা'লাম মাত্র সন্ধানে ।

বেলাবনী—কাওয়ালী ।

মুহুর ! কর গতি এ দীনে ।

অধীনে, দীনহীনে ;—

কি দিয়ে পূজিব হরি, উপচার নাহি হেরি,
 তোমারি চরণ সাধনে ; লও পঞ্চভূত দেহ তব অর্চনে
 পূজা করিতে কেশব, বোড়শোপচার সব,
 কতলোকে দেয় মাধব ! বতনে ;

বল, আমি তা কেমনে দিব, জান তো হে বাহুদেব,

বিভব নাহি সেবি' পদ কেমনে, গোঁ—

তাই ভেবে স্থির করেছি গো মনে,

লও যা দিয়েছ দরিত্রের ধন, সাধনে ।

আমার এ মৃত্যুকার, তব বস্ত্র যেন হে-বায়,

সলিল বায় অর্ঘ্য ভলে চরণে ;

হরি ! যে আছে মম দহন, ধূপ দীপে আবাহন,

প্রতজ্ঞন যায় চামর ব্যঞ্জে ;

যায় মম ব্যোম তোমারি অঙ্গনে, এক্রমে পঞ্চ হ'লে অধি নে ।

বেহাগ--৩৭ ।

পাপানল লাগিল রে এ দেহ-কাননে ক্রমে করিছে দাহন ।
 কি দেখরে নয়ন, রগনা ! বলনা সদা শ্রীমধুসূদন ।
 নামগুণে তবে হ'বে বিপদ ভঞ্জন,
 हरिनাম-বারি বিনে ইহা না হয় নিবারণ ;
 কলত্রাদি ধন, হিত নহরে আপন,
 স্নেহবেগে এ অনল প্রবল কারণ ।
 যদি এ সঙ্কটে বাঞ্ছা কর পরিত্রাণ,
 অকিঞ্চন প্রতিক্রম ধ্যায় গোবিন্দ-চরণ ।

বাউলের হর—একতাল। ।

আমি যে ডুবে মরবো তাই কি হে ভাবি ?
 ভাবি কি, তোমার পতিতপাবন নামটী ডুবে, তাই শুধু ভাবি ।
 তোমার নামে 'কত পাপী উদ্ধার হয়,—
 আমি পাপী দেখে তোমার মনে লাগে ভয় ;
 তুমি যা'র দিকে চাও, তারেই তরাও,
 হ'লে আমারে নিদয় ভারী ।
 হরি ! স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিভুবন,—
 কোন্ খানেতে বিরাজ কর, পাইনা দরশন ;
 জগাই মাধাইকে তরাইলে হলে,
 কেবল আমাকে দিলে ফাকি !

বাউলের হর—ষষ্ঠা ।

তোমা বই কেউ নাই দয়াল হরি !

পার কর ভবসিদ্ধ, দীনবদ্ধ, দিয়ে অভয় চরণ-তরি ।

তুমি জীবন-কর্তা, তারণ-কর্তা, দীনের কর্তা দীন-কাণ্ডারী ।

ম বন্ধু ন মাতা-পিতা, তোমা বই কেউ নাই জগতে,

পার কর কটাক্ষেতে ক্রুপা-দৃষ্টি করি ;

শুন হে কাঙ্ক্ষালের কথা, প্রভো ! ঘৃণাও আমার মনের ব্যাধা,

তুমি হে পিতামাতা, তার' আমার দয়া করি ।

সহায় নাই, সম্পত্তি বিনে, আমি কি দিব পারের দক্ষিণে,

তাব'ছি তাই মনে মনে, কি হ'বে কি করি ;

দাঁড়া'য়ে রয়েছি কূলে, (প্রভো) লঙহে আমার নায়ে তুলে,

পারে বাই অবহেলে, গেয়ে তোমার নামের সারি ।

বাউলের হর—সপ্তম ।

মনের বাসনা পূরণ হইবে কবে আর ?

সহিতে না পারি জ্বালা, জলে অনিবার ।

স্বপ্নের লাগি আমি করিলাম সংসার ;

বিচ্ছেদ করিল আসি, মনের বিকার ।

আশাব্রিত হ'য়ে গেলাম যে বৃক্ষের মূলে ;

ছায়া দান করিল না, তাসিলাম অকূলে ।

আশ্বাসিত হয়ে গেলাম, ছায়া পাবার আসে ;
 পত্র ছেদি রৌদ্র লাগে আপন কৰ্ম-দোষে ।
 শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—পঞ্চজন ;
 অল্পকূল প্রতিকূল না ভাবি এখন ।
 মান অপমান বত, সকলি ছাড়িয়া ;
 সর্বস্ব তোমাতে আমি দিলাম সমর্পিণী ।
 বাহা ইচ্ছা তাহা কর, ইচ্ছাময় তুমি ;
 শত হুখে ও চরণ না ছাড়িব আমি ।

বাউলের হর—গড়খেঁটা ।

তুমি আমার অন্তস্তলের খবর জান,

ভাবতে প্রভু, আমি লাজে মরি ।

আমি দেশের চ'খে ধুলো দিয়ে, কিনা ভাবি, আর কিনা করি ।
 সে সব কথা বলি বলি, আমায় ঘৃণা করে লোকে ।
 বসতে দেয়না এক বিছানায়, বলে “ত্যাগ করিলাম তোকে” ;
 ভাই, পাপ করে' হাত ধুয়ে ফেলে, আমি সাধুর পোষাক পরি,
 আর সবাই বলে লোকটা ভাল, ওর মুখে সদাই হরি ।
 যেমন পাপের বোঝা এনে, প্রাণের আঁধার কোণে রাখি,
 অমনি, চম্কে উঠে দেখি, পাশে জল্ছে তোমার আঁধি ;
 তখন লাজে ভয়ে কাপ্তে কাপ্তে চরণ-তলে পড়ি,
 বলি বমাল ধরা পড়ে গেছি, এখন বা' করছে হরি !

জংলাটি- খয়রা ।

দিন গেল, দীন-দয়াল হরি, কোথায় লুকা'লে ।

আমি দীনহীন কাকালে ডাকি, প'ড়ে অকূলে ।

একবার নবজলধর রূপে দাঁড়াও হৃদকমলে ;

(হরি হে, কাকালের হরি !)

তোমার রাজ্য চরণ পাখালিব নয়নের জলে ।

তোনার নাম জানিনে, ধাম জানিনে, প্রেম জানিনে মূলে ;

ব'সে হৃদকমলে, দাওহে ব'লে, ডাকিব কি বলে ।

তক্ত জনের মুক্তি ফলে, আপন ভক্তি-বলে ;

হরি ! পত্তিতপাতন বলি তারে, অভক্ত তরা'লে ।

ধন চাহিনে, মান চাহিনে, নাম-সুধারস পেলে,

আমার প্রাণ চায় হরি, ভেসে ফিরি, তোমার প্রেম-সলিলে ।

সুঃটি (জংলা)—খেমটা ।

ওহে বিপদবারী মধুসূদন ! বিপদ ভারী হে !

আমি বাঁধার উপর আর বাঁধনি, সহিতে নারি হে !

একে কন্ম-ডুরি গলার বেঁধে. টেনে আনলে ভব-গারদে,

আবার মায়া-শিকল হস্তে পদে, সংসারেরি হে !

হুঃখ দিতে আর হরিতে তুমি, তোমায় তাই ডাকিহে জগৎ-স্বামী,

বল কা'র কাছে বাই নইলে আমি, কারে আরি হে !

বন্ধনে যে হুঃখ কত, হরি ! তুমি সব জান ত,

ওহে ভুলেছ কি ঐব আদির ভক্তি-ডুরি হে ?

পাণ্ডবের বন্ধনেতে, তোমার স্মৃতি ছিলনা খেতে শুতে,
 আমার এ হৃৎ যন্ত্র, যদি তোমায়, বাঁধতে পারি হে।
 দুর্জনেতে ভয় না কর, এখন ভক্তি-শিকল পায়ে পর,
 দেখ্‌ব হৃদ্-গারদে কেমনে তর, গোপালেরি হে।

কীর্তনাক হর।

লেখা যদি না দিবে ডাকিতে কেন শিখালে ?
 আমরা অকৃতি অতি পাপ-তাপে মরি জলে।
 কি বলে ডাকিতে হবে, জানায় দেহ তবে,
 যাহাতে প্রকাশিবে হৃদ্‌য়-শতদলে।
 পিতা মাতা হাহা, বলিছেন বলি তাহা,
 কেবল কেঁদে মরি হরি হরি বলে'।
 অধমের গতি কি হবে হে দয়াময় !—
 ষত পাই যন্ত্রণা, ভাবি আর ডাকবো না,
 না ডাকিলে কিন্তু প্রাণ যে বাঁচে না ;
 কেন হে ছলনা, করে দাও যন্ত্রণা,
 মনে করিলে কি ভাল করিতে পার না ?—
 তুমি দয়াময়, বলে ধরাময়, দয়া-রস দিতে কৃপণ হ'লে,
 আশার সুসার, কর সারাৎসার, অধম তরিবে বল কি বলে ?

বই—একতালি ।

আমার মত যদি কোন জনকে কখন
 করুণা করেছ স্তনিতাম শ্রবণে ।
 বা' হউক, তা' হ'লে, কিঞ্চিৎ কৃপা-লেশ
 পাওয়ার ভরসা হইত সেই নিদর্শনে ।
 কোন যুগে আমার মত কোন জন,
 ভব-পাশ হ'তে কর নাই মোচন,
 কি বলিব হে পদ্মপলাশ-লোচন,
 আমার বন্ধন ছেদন করিবে কেনে ?
 এ বিষয় এককালে তিলাঞ্জলি,
 দিয়ে আছি তবু লজ্জা খেয়ে বলি,
 তোমাকে না বলে' আর করে বলি,
 চির-দোষ! তোমার, সুগল চরণে ।
 হয় নাই, হ'বে না আর তোমাতে সম্বন্ধ,
 কখনও বা'বে না এ ভব-নির্ভঙ্ক,
 বেরূপ কারাগারে রেখেছ গোবিন্দ,
 এনন ভাগ্যবান্ আর কে আছে ভুবনে ?
 নিরূপম তুমি ভুবন-বিদিত, আমিও এঁকাংশে তুলনা রহিত
 তাই বুঝে বা' হয় কর হিতাহিত,
 কৃষ্ণকান্ত কর স্মরণ কি হইবে মরণে ?

ধট্ট—একতাল।

অপার সংসার, ঘোর পারাবার, কি গভীর নীর, বহে শতধার ।
অতি অন্ধর, এ মায়'-সমীর, তরঙ্গ ছুস্তর, উঠে অনিবার ।
তাহে অবিরত কি তরঙ্গ-মালা, উপায় কি করি জীর্ণ দেহ ভেলা,
মিছে আশায় বসে কাটা'লাম বেলা, এ সময় পালাইল কর্ণধার ।
অনুমান এই পাপাঙ্গ-বাতাসে, কাণ্ডারী লুকায়ে র'ল অন্ত দেশে,
পালায়ে যে যায় সেকি আসে শেষে,

আপন কর্ণদোষে ডুবিলাম এবার ।

কে করিবে দয়া এমন পামরে, যদি কেহ আসে দেখে যায় কিরে,
স্পর্শ থাক দূরে, দেখে না পাপীরে, তবে বা কিরূপে পাইব মিত্তার ?
কুবিশয় পথে হরে অনাসক্তি, তোমার শ্রীচরণে যে করে আসক্তি,
সে তোমায় পায়, করে' শুদ্ধা ভক্তি,

কাস্ত বলে পেতে কি শক্তি আমার ?

বাহার— তিস্তট ।

কাতরে ডাকি তোমারে ।

কোথায় হে হরি করুণা-সাগর, পড়েছি অকুল পাথরে ।
ওহে ত্রিলোক-কাণ্ডারী, তয়াতে ভববারি, একমাত্র তুমি সংসারে,
বিনে ঐ চরণ-ভরি, উপায় নাহি হেরি, বাইতে অপার ভবপারে ।
ভজন বিহীন, না জানি সাধন, অধমের দশা হরি কি হবে,
নিজ গুণে দয়াময়, দিয়ে পদাশ্রয়, বিপদে রাখ দীন পামরে ;
তোমায় পতিতপাবন বলে সংসারে ।

বাহার—একতারা ।

দীননাথ ! এ কেমন হে, দীনের প্রতি চাইলে না !

দীন হীন ক্বীগ, আমি পরাধীন, সদা ভাবি দিনের ভাবনা ।

• কবে দীনবন্ধু, তব কৃপা-সিন্ধু, কারি এক বিন্দু পা'ব প্রার্থনা,
দীন হীন জীব, কবে দিন দিবে, দমুজারি হরি ! বল না ?
গত সে স্মৃদিন, আগত কুদিন, সে দিনে এ দীনে ভুলো না ;
যুদ্দিনের ভার, দরিদ্রের আর, কে ল'বে দয়াময় বিনা ?
মুর-অরি হরি, তুমি দমুজারি, ছুটে-দমনকারী, কেগেসোনা ;
কংস ধংশ করি, উগ্রসেনে হরি, কৈলে দণ্ডধারী স্থাপনা ।
দরিদ্রের ধন, ত্যাজ দুর্ঘোষন, বিদ্বরের পূরা'লে কামনা ;
কহে দীন খগ, হ'বে কি এভাগ্য, করিব বৈরাগ্য সাধনা ?

লজিত-বিতাস—একতারা ।

এইমাত্র খেদ, আজন্ম বিচ্ছেদ, রৈল দীন-সখা, তোমায় আমার ।

গর্ভে যতকণ, ততকণ মিলন, ভূমিষ্ঠ হইরে হারা'লাম তোমায় ।

বা'ব কোথা আমি এমু কোথা হ'তে,

এ কথা জানিতে, না পারি কিছুতে,

গেলে কোন্ পথে, মিলিব তোমাতে,

হেন চেষ্টা বিদু ! নাহি হয়, হয় !

ভবে সুখভোগী বাহার কৃপার, জানিতে তাহারে ইচ্ছা নাহি যায়,

যেন মন্ত্রমুগ্ধ, মহামায়ার স্তব্ধ, ছেদিবারে মায়া না পাই উপায় ।

যুরি কিরি আসি বেড়ি বস্তু চক্রে, চড়িগাছি যেন কুলালের চক্রে,

চক্রধারি ! যদি নাশ এই চক্রে, নৈলে উমেশের আসা-যাওয়া দায় ।

ললিত-বিশ্বাস—একতারা ।

নিক্রপায়, সব বে যার, আর কে ফিরায় তোমা ভিন্ন ।
 দেখ্লাম জেগে, ভীষণ মেঘে, আমার আকাশ সমাকীর্ণ ;
 আর কে রাখে, পাপের পাকে, আর কি থাকে. তরী জীর্ণ ?
 (আমি) ডুব্লাম হরি তুমি থাকতে, দয়াময় পারলেনা রাখতে,
 তবু, একবার নিরাশ প্রাণে হও দেখিহে অবতীর্ণ ;
 দেহ মনের কোনও কোণে, নাইক তোমার কোন চিহ্ন ;
 এমনি হ'য়ে, গেছি ব'য়ে, ভাবতে যে প্রাণ হয় বিদীর্ণ ।
 (এই) মলিন মনের অন্তরালে, দেখা দিও অন্তকালে,
 একবার তোমায় দেখে মরি, এই বাসনা কর পূর্ণ ;
 সময় থাকতে, তোমায় ডাকতে, হয়নি মতি, মতিচ্ছন্ন ;
 তাই কি ঠেলে. দিবে ফেলে, মহাপাপী, ঘোর বিপন্ন !

বসন্ত-বাহাৰ—মধ্যমাল ।

না কর, আর কর ক্রুপা, জপিতে ছাড়্বে না ।
 হরি ! তোমারি নাম লইয়ে, করিব জল্পনা ।
 আমার কন্ঠ আমি করি, মুখে ডাকি হরি হরি,
 যা হ'বার হউক আমারি, নাহি স্মৃথ-কামনা ।
 তুমি আর কি ধন দিবে, যা' ভাগ্যে থাকে তা' হ'বে,
 বিধির লিখন কে খণ্ডাবে, বুধা সে করনা ।

পিলু পাহার—বৎ ।

চরণে শরণ লৈলু রাখ প্রভো, দীনে ।
 অগতির গতি তুমি, জানিলাম এক্ষণে ।
 পরিণাম, না বুঝ্লাম, মজ্জিলাম অজ্ঞানে,
 হাঘ নাথ, পাপ কত, করিয়াছি জীবনে ;
 ক্ষমার নিধান তুমি, ক্ষমা কর স্বগুণে ।

ভৈরবী—একতারা ।

কান্দছে বাঁরা, যাও সে পাড়া, গেলে জানতে পারে ।
 এ পাড়ায় থাকিলে কি ফল হ'বে ?
 এ পাড়ায় যাঁদের বাস, তাঁরা হয়েছে মায়া'র দাস,
 জাতি-কুল-মান-বিদ্যা-মদে করে অহঙ্কার প্রকাশ ;
 বলে 'আমার মত গুণী মানী ধনী আর কে হ'বে ভবে ?'
 অস্ত্রের স্বতন্ত্র লক্ষণ, করে হরিণাম সংকীৰ্ত্তন,
 স্তম্ভ কম্প রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিক ভূষণ ;
 পড়ে হরি বলে' নয়ন-বারি, কৃষ্ণপ্রেম অশ্রুভবে ।
 স্মৃথে দুখে সমভাব, অতি নিৰ্ম্মল স্বভাব,
 সেই পাড়াতে গেলে হ'বে প্রেম-রত্ন লাভ ;
 সেই পাড়ায় গিয়ে রসিক জনার অমুগত হ'তে হ'বে ।

প্রার্থনার পরিশিষ্ট ।

(সান্ত্বনা ও আশ্বাস)

ললিত-বিতাস—একতারা ।

কীনে দিয়ে দিন, দীননাথ করিলে দুঃখের অন্ত ।
 নিঃশ্বাসে এ নিঃশ্বাসে, দিলে পদে স্থান নিতান্ত ।
 মহিমা যে মহীমায়ে আছে কান্ত গুণ অনন্ত ;
 ভক্তে রাখতে হে বিশ্বরূপ ! ধর কি রূপ অনন্ত ?
 কন হে ভব-বৈভব, তাজিয়া সব বৈভব,
 করেছি বৈভব তব চরণ একান্ত ।
 কুমতি দাশয়থি বিষয়-বিষ পানে ব্রাহ্ম ;
 নাই তা'র উপায়, রেখে ও পায়, যদি কৃপা কর কালান্ত !

নব ভাবে ভরিল জীবন ।
 সুচল আধার ঘোর, আলোকিত মন ।
 লৌকিক সুখ যত, হয়ে গেল ভয়ভূত,
 অলৌকিক সুখ-সিদ্ধি দিল দরশন ;
 হরি-পদ ধরি তাহে দি'গে সন্তরণ ।

নিদ্রা দগ্নিত কভু নয় । দয়াময় সবে তাঁরে কর ।
 নিত্য নিজ-জনে ব্যথা দেন, ফিরে কোলে তুলে নেন,
 বিয়হ মিলনে হয় লয়, যার ধন তা'রি হ'রে রয় ।

হরি এসে কাছে, দাঁড়িয়ে আছে, ভিজে গেছে তিলক রেখা—

(ভাস্কু-তাপে ঘাম ঝরে, ভিজে গেছে তিলক রেখা) ।

হরি কি বেন কি চায়, তাই অমন চায়, আশা-ভরা নয়ন বাঁকা ।

• নয়াল হরি কেঁদে বলে, হৃদয় খুলে ভক্তি দিলে,

মুক্তি দেবে, কোণে নেণে, হৃদয়-মাঝে দেবে দেখা ।

(দয়াল হরি দয়ার সাগর, ভবের সাগর করবে পার ;

ভয় কিরে মন ! হ'স্ নে কাতর, আপনি হরি কর্ণধার ।)

হরি হরি ব'লে, ডাক্ বাহুতুলে

লেখ্ বুক্ হরিনামের লেখা ; (ভবের ও পার যা'বে দেখা)

হরির কাছে যা'বি, হরির চরণ পা'বি ,

নরক নিয়ে যম থাক্বে একা ।

কাঁদলে পরে দয়া করে দয়াল হরি

কেঁদেছিন্ তাই পেয়েছিন্ চরণ-ভরি ।

হরির কাছে যে জন কাঁদে, হরিকে সেই তো বাধে,

হরি আপ্নি পড়েন ফাঁদে, দেখ্ তে পেলেন নয়ন-বারি ।

চা'স্ যদি তা'র চরণ হ'টি, ভুলিস্ নে মন কান্নাকাটি,

একটি দিনো রে ;—

হৃদয় মাঝে রাখে হরি, অশ্রু ঢাল হৃদয় 'পরি,

ভিজ্লে হৃদয় হরির হৃদয় ভিজ্বে, হরি হ'বে তোরি ।

আমার মত পাপী যা'রা আয়রে তুগয় ছুটে হেথা ।
 পাপ তাপ সব খুচে যা'বে, মুছে যা'বে প্রাণের ব্যথা ।
 হরিনামের প্রেম-পারাবার বইছে কানে কান,
 ভক্তি-লহর হেলে ঢলে, গাইছে নামের গান ;
 আয় ভেসে যাই, নামগুণ গাই, জয় শ্রীহরি মুক্তিদাতা ।

এত কাছে কাছে, হৃদয়ের মাঝে, রয়েছে হে তুমি হরি !

(কিস্ত) মনে ভাবি আমি, কত দূরে তুমি,

রয়েছ আমার পাশরি (আমি পাপী বলে') ।

(যেমন) ছায়া-বাজীকরে, কত খেলা করে,

আড়ালে লুকায়ৈ থেকে ; (পাছে কেহ দেখতে পার)

(তেমনি) আনাদের লয়ে, লীলা-মত্ত হয়ে,

তুমি রেখেছ তোমারে ঢেকে (পাছে ধরে ফেলি) ।

(যেমন) কি ফুল ফুটেছে, কোন্ বন মাঝে,

না জেনেও অলি ধায় (ফুলগন্ধে মত্ত হয়ে) ;

তেমনি না বুঝে না জেনে, তোমারি সন্ধানে,

আমার প্রাণ কোথা যেতে চায় (ঘরে রইতে নারে) ।

(নিজ) নাভিগন্ধে মত্ত, মৃগ ইতস্ততঃ,

ছুটে গন্ধ অন্বেষণে ; (কোথা গন্ধ না জেনে)

(তেমনি) তোমার বুকে ধরে, আকুল তোমা তরে,

আমি ছুটে বেড়াই তব-বনে (কোথায় আছ বলে) ।

(যেমন) আলোক-সাগরে, অন্ধ নান ক'রে,
আলো কেমন বুঝতে পারে (কত অন্মান করে, তবু) ;
(তেমনি) তোমাতে বাচিয়া, তোমাতে ডুবিয়া,
তবু বুঝতে পারি হে তোমারে (ওহে কেমন তুমি) ।

কীৰ্ত্তন ভাঙ্গা ।

হরি হে, এই কি তুমি সেই আমার হৃদয়বিহারী !

যা'বে পা'বার তরে,—

যা'রে পাবার তরে, ঘুরে ঘুরে, ধরি ধরি আর ধরতে পারি ।

কে জানে এই আকুল প্রাণে, কে জানে এই হৃদয়নে,

কে জানে এই আঁখি-নীরে আছ, হে হরি ;

তোমর হৃদে ধ'রে—

তোমায় হৃদে ধ'রে, পরশ ক'রে, কৈ কৈ ব'লে ক্ষেঁদে মরি !

জানি কি এই মলিন পথে, জানি কি মোর সাথে সাথে,

জানি কি এই হাটে মাঠে আছ, হে হরি ;

জানি কি রূপ-সাগরে,—

জানি কি রূপ-সাগরে অরূপ রতন, আছ নানা রূপ ধরি' ।

'আমি' 'আমি' ক'রে বেড়াই, তাই তোমারে দেখতে না পাই,

দিলে আমার 'আমি'র মোহ আর সাক্ষ করি ;

আজ আমি তোমাঘ,—

আজ আমি তোমাঘ হ'লেম হারা, আর কি তোমার হারা'তে পারি

বাউলের হয় ।

আর কি হরি ! পার তুমি লুকিয়ে থাকিতে ?
 হৃদ-কমলে তোমার হরি ! পেয়েছি দেখিতে ।
 এত দিন মোহিত ছিলাম তোমার মায়তে ;
 নিগূঢ় আবদ্ধ ছিলাম, মায়-বজ্জুতে ।
 তাইতে হরি ! পারি নাই তোমার ডাকিতে ;
 মায়-পাশ কেটেছি এবার তোমার কৃপাতে ।
 ভুলেছিলাম হরি ! তোমার ছপেতে ;
 এতদিন পারিনি হরি ! তোমার জানিতে !
 এখন মূল মন্ত্রে পারি হরি ! তোমার ডাকিতে ;
 আর তুমি পার না আমার ভূলা'য়ে রাখিতে ।
 বিপদেতে পারি তোমায় স্মরণ করিতে ;
 সর্বদা ডাকিতেছি তোমায় অন্তর যোগেতে !
 এবার বেধেছি তোমায় ভক্তি-ডোরেতে ;
 নিদান কাণে হ'বে তোমায় বস্তু কোণেতে
 অভক্ত বলে' পার'ব না আমার ঠেকিতে ;
 কৃপা বসে' হ'বে তোমায়, বসকে ভাড়া'তে
 তোমার দুল্লভ হয়ে যাবে গোশোক ধামেতে ;
 নতুবা কঙ্ক হ'বে, তোমার নাঃতে ।

বাঃজ—একতারা ।

তোমাতে ষখন, মজে আমার মন, আর কিছু ভাল লাগেনা ;
ভুবন স্বপন, সম হয় জ্ঞান, থাকে না অল্প ভাবনা ;
দারা সূতা সূত বন্ধ পরিবার, সঃ ভুলে যাই একি চমৎকার,
কে আমি কে তুমি, থাকে নাকো কিছু জ্ঞান ;—
ভুবে যায় মন প্রাণ, ভাবেতে হই অজ্ঞান,

তখন এ ঘটে কি ঘটে জানি না ।

তব রূপরাশি দেখিতে দেখিতে, উদাস অন্তর উন্নত প্রেমোদে,

নিমেষে নিমেষে, নব নব দেখি রূপ,

অমির রসের রূপ, আহা একি অপরূপ,

দেখে আঁধি কোন মতে ফিরে না ।

আনন্দে আনন্দ বাড়ে প্রতিক্রমে, দশেন্দ্রিয় থাকে শূন্যেতে বন্ধন,

রিপুচয়, পরাজয়, সকলি আনন্দময়,

অনুভব মাত্র রয়, আর সব পায় লয়,

যেন জীবনে জীবন থাকে ন

(ভগবৎ উক্তি)

ভক্ত বই মোরে ভক্তি-ডোরে, অনন্ত-জগতে কেঁ বাঁধিতে পারে,

ভক্তাধীন আমি, ভক্তেরি তরে, হস্ত-পুতলী হইয়ে আছি ।

ভক্ত সঙ্গ ছাড়া থাকিতে নারি, ভক্তের আমি, ভক্ত আশারি,

ভক্ত হারাইলে ঝরে আঁধি-বারি, ভক্ত পেলে কোলে তবেই আঁচি ।

জংলা—একতাল।

ভক্তাধীন চিরদিন আমি এ তিন সংসারে ।

ভক্তের দ্বারে অছি বাধা, তা' কি জাননা, ভক্ত দিলে বাধা,
যত্নে ধারণ করি মস্তক উপরে ।

হই ভক্ত অনুরক্ত, চারি বেদে আছে ব্যক্ত,
ভক্তগণে স্থান দি' গোলোক উপরে ।

ভক্তে দিতে পারি, প্রাণ চাহে যদি দেহ পরিপরি,
দেখ ভক্ত-পদ রাখি হৃদয়ে ধরে' ।

দেখ নামটি মোর অনন্ত, কে পায় আমার অন্ত,
রই অনন্তরূপে জীবের অঙ্করে ;

আমি ভক্তের রিপু, নাশিলাম হিরণ্য-কশিপু,
প্রহ্লাদে রাখিলাম, নরসিংহ রূপ ধরে' ।

কানাড়া পরজ—আন্দ।

বা'বনা আর, বা'বনা আর, তোদেরে ছেড়ে ।

শুনিলে রোদন, মানে কি পরাণ, হৃদি কেমন করে ;

সদা মোর কাঁদে প্রাণ ভক্তের তরে ।

আমি লুকিয়ে থাকি, তবু সকলি দেখি,

হরি ব'লে প্রেমে ডাকিলে, প্রেমে কোল দেই তা'রে ।

আমি হ'লাম তোদের দাস, তোরা পূরা অভিলাষ,

শুধু প্রেমের কাকাল আমি বাধিলে প্রেম-ডোরে ।

হৃদয় হ্রাস—খম্‌টা ।

আমি পবিত্রাত্মা হরি এসেছি দ্বারে ।
 হৃদয়ের সমগ্র প্রেম দেওহে আমারে ।
 না দিলে প্রেম খোল আনা, কিছুতেই আর মন উঠেনা,
 সংসারের উচ্ছ্রষ্ট প্রেম দিসনে আমারে ।
 যে দেয় প্রেম ক'রে ওজন, সে ত প্রেমিক নয় কখন,
 সংসারের প্রেমিক সে জন থাকে সংসারে ।
 প্রেম কর রাধা ভাবে, অসম্ভব সম্ভব হ'বে,
 বিহরিব যুগল রূপে তোমার অহরে ।

বাউলের হুর—একতারা ।

ভক্তিভাবে ডাকলে আমি রইতে পারি বই ?
 ওরে, যে ডাকে আমারে, আমি তা'র হ'য়ে রই ।
 যে জন বিশ্বাস ক'রে, ভীষন সপেছে মোরে,
 কে আছে তা'র এ সংসারে, বল আমি বই ?
 আমি ভক্তের অধীন, আমায় জানে সবে চিরদিন,
 ভক্তকে দেখিলে আমি আনন্দিত হইণ ।
 দারা স্তম্ভ ধন প্রাণ, যে করে আমায় অর্পণ,
 তাহার সকল ভার মাথায় করে' বই ;—
 ভক্তির জোরে ধ্রুব প্রহ্লাদ হ'ল শমনজয়ী ।

তৃতীয় অধ্যায় !

উদ্বোধন ও উপদেশ ।

(পূর্বাক্ষর)

শিল্প—একতারা ।

জাগরে, উঠরে, জাগ জাগ সবে ভাই (রে) !
 মোহ-পাপ ছিন্ন করি' হরি নাম গাই (রে)
 সুখ-দুঃখ ভয়-ভাবনা, আশা নিরাশা করনা,
 স্বপন সমান—এই আছে, এই নাই (রে) ।
 জরা ব্যাধি মৃত্যুগ্রাসে, প্রতি নিশ্বাসে শ্বাসে,
 আয়ুক্ষর, মেহ লয়, হতেছে সদাই ;
 অসার বিশ্ব সংসার, হরিমাম মাত্র সার,
 হরি হরি বলে' চল ভব-পারে বাই (রে)
 পাপ তাপে শোকে রোগে, আত্মীয় বন্ধু বিরোগে,
 ভেঙ্গেও ভাঙ্গে না রে ঘুম, একিরে বালাই
 তোমাদের পারে ধরি, কাতরে মিনতি করি
 বল ভাই ! হরি, হরি বিনা গতি নাই (রে

ললিত—আড়ালিকা ।

জাগরে নিদ্রিত জীব, ঘুমাইবে আরও কত !
 চেতন হ'য়ে দেখে চেয়ে, শিয়রে কাল সমাগত ।
 পেয়েছে মনুষ্য-কাধা, তাজরে বিষয়-মায়া,
 ল'য়ে মিথ্যা সূত জায়া, দিনে দিনে দিন গত ।
 কুণাসনা পরিহরি, সদা বল হরি হরি,
 বহিবে প্রেমলহরী; হৃদে অবিরত ।
 পূর্ণ হ'বে সব কামনা, র'বে না আর ভয় ভাবনা,
 পরিব্রাজকের রসনা, হরিগুণ গাও সতত ।

প্রভাতি—একতারা ।

নৌহার-চারে, যনফুল-ভারে,
 ভাতিল হেম উষা, আধার বিদারি' ।
 নিতম্ব লম্বিত কৃষ্ণিত কেশপাশ,
 শঙ্কিতা ষাঈন জ্যোতি নেহারি ।
 আঁধার-যমুনা রজত-জাহ্নবী ষোগে,
 পুণ্য প্রয়াগ পরকাশিল রে ;
 অবগাহি' অমুরাগে, সে পুণ্য প্রয়াগে,
 মন স্বররে জ্যোতিস্বর জীব-দুঃখহারী ।

শৈশবী—৪৫ ।

জাগরে জাগরে গায়া-নিদ্রাগত মন !

কত আর ঘুণায়ের বে, হয়ে অচেতন ?

অসার সংসার-সুখে, হায় ! কামিনী-কৌতুকে,

দীপ্ত বাসনা-বাভিকে দেখিছ স্বপন !

যদি না ঘুমা'লে নয়, যোগ-নিদ্রা উচিত হয়,

পা'বে ধন মনোময় শ্রীহরি-চরণ ।

দীপ্ত যোগে অন্তর জাগে, পরামর্শ অমুরাগে,

জাগ মন ! যোগে যোগে, জাগে জগৎ-জীবন ।

শৈশবী—কাণ্ডমানী ।

অব ভজ, তোর প্রাণে হরে নাম ।

বন্দে সকল দুখ মিট বাত বাত, আওর সকল শরীর হোত কল্যা

অন্যহত নাহি শুন হিত চেত সে, ফের কাল নেহি পাওয়ে কব,

কাল সমে কছু বনে নাহি আওয়ে, ভুলে মস্ত অচাম রে ।

আওরে গল পল ছিন ছিন বাত বাত, হরেনাম বিন হর ভকত নি

কর ডণ্ডোকে বন্দন জনম সুন্দর, জনম যোগ নেহি বারবার রে

অব অকট গতমে ত্যজ বরাণি, বহু জল তরণী কো সমান রে,

কর দান দয়া দয়া ধরম মায়া, গুরু সব তো লিখা,

করিম কাম কিয়া, হারে যব তব উত্তরধে পার রে ।

ভৈরব—চৌতাল ।

প্রথম উঠ প্রাতহী হরি হরি হরি বোলরে
 মন মোর আত্মহেঁ। বৈসু ফল অষ্ট ধাম ।
 ইহলোক পরলোককে স্বামী বৈকুণ্ঠ গোবৈ বিশ্রাম ।
 দীনদয়াল কৃপাল ভক্তবৎসল ভক্ত জনন অভিরাম ।
 বৈজু বাবরো রাবরো কহাংকে অব কাহেকুঁ
 ভটকত চৌরাশী লক্ষ ধাম ধাম ।

মহার—কাওয়ালী ।

সাধের এ ঘুম-ঘোর কভু কি ভাঙ্গিবে না ?
 কাল-বিছানার শুয়ে, আশার চাদরে ঢাকা,
 কতদিন কেটে গেছে, বিবেক-রজক ঘরে তা'রে ধুয়ে লওনা !
 বিষয় মদ খেবে, আছ তুমি মাতাল হ'য়ে,
 সে মদের ঘোর ফিরে কভু কি ভাঙ্গিবে না ?—
 কোলে করি আছ শুতো। কামনা স্নকপা মেয়ে,
 তা'রে ছেড়ে বারেক তুমি পাশ ফির না ।
 কি ছার ঘুমখানি, যতনে সেধেছ তুমি,
 স্নুখের রঙনী কিবে কভু ভোর হ'বে না ?
 কিন্তু এ ঘুম-ঘোরে, মহাঘুম ঘেরিবে তোরে,
 ডাকিলে চেতনা যেদিন আর তুমি পাবে না ।

তখন প্রাণের বাছাগুলি, প্রিয়রও আকুল বুলি,
ডেকে ডেকে আর তোমায় জাগাতে পারিবে না ;
এখন ফিরে যাবার বেলা হ'ল, অ'র কেন যুগাও বল,
সময় থাকিতে কেন হরি হরি বল না ?

মিগ্র দেশ—একতাল্লা :

ভাঙলো না তোর মায়ার যুগ !
বিষয়-মদে, চক্ষু মুদে, শুয়ে আছ বেমানুগ ।
ঐশ্বর্যের মাৎসর্যে তুমি মনে কর বাদশা কনু :
এ প্রপঞ্চ এক সাজ সেজেছ, ঠিক যেন ভাই হাতুগ্ থম্ ।
তোর সঙ্কর ছ'টা, বড় ঠেঁটা, ওদের চটা বেমানুগ ;
জ্ঞান অনলে, দে না জ্বলে, ক'য়ে হরি-পূজার হুম্ ।
(গোলা) পায়রার বাচ্চা, পুষে' বাচ্চা, শুক ভেবে তা'র খাচ্ছ চুম্ ;
ও না বলবে কৃষ্ণ, শুনবে স্পষ্ট, ডাকবে ব'লে বাকুগ্ কুম্ ।
(এখন) দারা পুত্র, জ্ঞাতি গোত্র, সকলে শুন'ছে হুকুম ;
শিবনেত্র, হ'বা মাত্র, আপনি হ'বি রে নিরু'ম্ ।
রবি-সুতের দূ'তে ধব্লে, হ'বে রে মজা মালুম ;
কুমি হুদে, দিবে গেদে, ছিপদে দিয়ে তুড়ুম্ ।
সুর ব্রহ্ম, না জেনে মর্শ্ব, সাধ ব'সে ত্রাহুম্ তুম্ ;
স্নাগেতে তোর নাই অহুরাগ, কে শোনে তোর ঝি'ঝিট লুম্ ।
কপট ভক্তির বিষম জ্যোতি, বাহ্যাড়ম্বর বিষম ধুম্ ;
খগ ভণে, সাধন বিনে, দেহ-গেহে অশান ভুম্ ।

লগ্নী—৪৭ ।

(“নির্দল সলিলে বহিছে সদা তটশালিনী যমুনে ও”—হর)

চঞ্চল মানস, বিনাশ' আশা-পাশ, বিরস বিলাস-বাসনা রে ।
 বিয়গ্ৰ বিভবে, মত্ত কি হইলে, ভুলিলে ভুলিলে আপনারে ;
 আসিয়া জগতে, আরোহি' মনোরথে, ভ্রমিছ কিভাবে ভাব না রে ।
 দেখিতে দেখিতে, কাল-প্রবাহে, জীবন যৌবন যাইল রে ;
 ক্রমে ধীরেধীরে, কাল গভীর নীরে, ডুবিবে তা'কি মন জাননা রে ।
 কা তব কাস্তা, কস্তে পুত্র, কস্ত্র ত্বং বা ব্রহ্মবিচারে ;
 চিন্তয় কোহং, কথং ভগদিতং, কেন কৃতা বিশ্ব রচনা রে ।
 ভূমাসুসন্ধান, কর মৃত মন, মলিনা বাসনা রবে না রে ;
 হও ধ্যান-নিরত, তুখ্যাবস্থাগত, বৃক্ৰ চিৎস্বরূপম্ ধারণা রে ।
 শাস্তি-সিক্ত জলে, হইবে শীতল, রাজিবে প্রেমরাজ-সদনে রে ;
 ভেদ বুদ্ধি যা'বে, ব্রহ্ম স্বরূপ হ'বে, র'বেনা ভাবনা যতনা রে ।
 গাও পরিব্রাজক, প্রেমময় নাম, প্রেম-বাতাসে প্রাণি জুড়া'বে রে ;
 প্রেম-সুখা পানে হ'য়ে মাতোয়ারা, রবে না তনু-মন-চেতনা রে ।

স্বাখাজ—আড়া ।

একাগ্র-চিন্ত হ'য়ে ভাব সদা নারায়ণ ।

তদেক ঠৈ ঙ্গিক হ'লে হ'বে কৃপাবলোকন ।

ঐকান্তিক ভক্তি বিনে, কি করে ভজন সাধনে,

দৃঢ় মনে গোবিন্দ-চরণে, মজ অকিঞ্চন ।

ধাধাজ—র পিতাল ।

ভজরে মন ! সে জন, যে জন ভব-কারণ ।
 ভবের আরাধ্য যিনি, ভবেরি ভয়-বারণ ।
 যাঁহার প্রেম-রূপায়, নিপিনে বিহঙ্গ গায়,
 বহে সুরভিত বায়, তাঁহারে কর অরণ ।
 হৃদয়-কবাট খুলি, দেখরে নয়ন মেলি,
 ডাক দয়াময় বলি, যে জন ভবতারণ ;
 অসীম ব্রহ্মাণ্ডপতি, অগতির তিনি গতি,
 দেহ মন তাঁর প্রতি, সকলি কর অর্পণ ।

ঝিঁঝিঁট ধাধাজ—ঠুংরা ।

হরিপদ-কমল পীয়ূষ রসে, নজরে পিপাসু মন-মধুকর !
 বিষয়-সুখ আশে, কেনরে মায়াবশে,
 ভব-কণ্টক বনে বুথা ভ্রমণ কর ?
 মধুলোভে কত, প্রেমিক ভকত,
 বিহরিছে ও পদ-পঙ্কজ ভিতর ;
 বিমোহিত হ'য়ে, আছে লুকাইয়ে,
 মধুপানে আনন্দিত অন্তর ।
 ও চরণ-সরোজে, বিমল দল নাখে,
 সাধু সঙ্গে সদা রঞ্জে বাস কর ;
 নিশ্চিত মনে, যদি পদ্মাসনে, পিন্নরে মকরন্দ নিরন্তর ।

বিঁ বিট—একতাল।

জপরে জীব ! জনার্দন, জগত-জনের জীবন।
 যোগেশ যিনি জগৎকু, অকুল-সিকু-তারণ।
 গোলোক-পালক পুলক রাম, প্রবীণ অথচ বালক শ্রাম,
 ত্রিলোক-তিলক নিরুপম, কলুষ-নাশন।
 শমন-দমন বামন হরি, দয়াময় প্রভু দানব অরি,
 মাধব মধু-রিপু মুরারি, সাধক-রঞ্জন।
 পীতাম্বর পতিতপাবন, দয়াময় দরিদ্রের ধন,
 ছরিত-মোচন ত্বরিত-তারণ, পরম কারণ।

বিঁ বিট—একতাল।

পঙ্কজদলগত-জলমিব, চঞ্চলমিহ জীবনং ।
 স্থাস্তসি নহি যাস্ততি কিল, কুরু হরিপদ চিন্তনম্ ।
 কুম্বমোপমমিহ সীদতি, তব সুন্দর ধোবনং,
 গর্ভং গ্রহি ধর্ভং কুরু, সর্ভং হি ভববন্ধনং ।
 স্বপ্নোপম ধন-জন-গৃহ, দারাদিক বান্ধবং,
 সৰ্বং ভ্যজ ভজয়ে ভজ, হরিস্প্রাণবল্লভং ।
 পরিকুরে যে পাপজনকং, ভোগঞ্চ রোগাস্পৃদং,
 যোগং কুরু ভোগে নহি, প্রাপ্যসি চিরসম্পদং ।
 শৃণু হরিগুণগানমলম্ ভবসাগর-শীষণম্ ;
 দীন পরিত্রাজকেন গীতং হরিকীর্তনম্ ।

ঝিকিট—লোপাঝাতি ।

অনর্থ চিন্তাতে দিন ব্যর্থ হ'ল বল হরি ।

(যা'র হরিবল সম্বল নাই রে ভাই !)

তা'র বৃথা জন্ম বৃথা কর্ম, বৃথা গেল কাল হরি' ।

না ডাকিলে নন্দমুতে, মত্ত রইলে খেতে শুতে,

তবে তোম'তে পশুতে, ভিন্ন কিসে ধরি ;

আশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ, ক'রে দেহ পেলে এমন,

এতে যদি লয়য়ে শমন, কি আক্ষেপ মরি মরি,

(বলি হরি বলি' হওরে বলী)

হরি ভঞ্জে রাখেন নৈলে কেন বলীর দ্বারে হন প্রহরী ।

ঝিকিট—লোপাঝাতি ।

হরিনামে যত সূধা আছে কি তা' রত্নাকরে ?

সূধাকরে কি এত সূধা করে ;

কটু তিক্ত বত আছে হরিনামে সব সূধা করে ।

বে বলিল হরি হরি, জন্ম মৃত্যু গেল হরি' ;

শ্রেমে অঙ্গ রহে শিহরি, অষ্ট প্রহরি ;—

ভাই বলি ভাই বল হরি, নামে যায় ভব-লহরী,

এ নাম পরিহরি, জীবের কি দুর্গতি হরি হরি,

হরি বিনে কে আছে প্রহরী,

যখন শমন-কিঙ্করে আসি' বন্ধন করবে করে করে

কি'কিট—একতারা ।

‘দয়াময় হরি,’ ‘দয়াময় হরি,’ জপরে মন-রসনা !

হরি-নানামৃত পান করিলে, ঘৃচিবে পাপ-বাতনা ।

হৃদয়ে কর হরিরূপ ধ্যান, চিসানন্দ প্রাণারাম,

হরি-পাদপদ্মে শরণ লইলে নাহি রয় ভয়-ভাবনা ।

শয়নে স্বপনে বলরে নিত্য, সকলি অসার হরিনাম সত্য,

হ’বে নামে গতি, নামে মুক্তি, নামে পূর্ণ কামনা ।

অসার বাসনা সব পরিহরি, দিব্যানিশি মুখে বল হরি হরি,

বিপদে সম্পদে হরিনাম মন্ত্র, ভুলোনা—কভু ভুলোনা ।

বলরে ভুবন-মঙ্গল নাম (এ যে) শ্রবণে মধুর ।

এ নাম প্রেমামৃত রসপুর (হরিবোল হরিবোল) ।

এ নামে আছে এম্নি কুধা, (ইথে) মিটার বিষম বিষয় কুধা,

তৃষিতের তাপ তৃষ্ণা করে দূর ;—

হরিবোল যে বলে তার গোল ঘুচে যায়, হৃদে জন্মে প্রেমাকুর ।

যদিও সে নাম-নামী, অভিন্ন, তবুও শুনি,

হরি হ’তে হরিনামের মহিমা প্রচুর ;—

ও তা’র সত্যভামা জানি তব, কৈলেন নিজ ভ্রাস্তি দূর ।

এ নামে প্রাণ আপনি মাতে, বারি বড়ে শীলা হ’তে,

মকুভূমে বাণ ডাকে শুনি শব্দ স্নমধুর ;

ওয়ে ‘বিশ্বরূপের’ অবোধ মন ! তুই হরি বলতে হ’চতুর ।

কলি-কলুষ-নাশন তারক-ব্রহ্ম হরিনাম ।
 জগতারণ জগপাবন জগন্মঙ্গল হরিনাম ।
 জগন্ত অনল সম দহে পাতক-ভৃগদাম ।
 মধুর মঙ্গল নাম, রট রসনা অবিরাম,
 চরমে পা'বে পরম ধাম, চরম পা'বে সকল কাম ।
 কিবা মধুর মধুরতর, মধুরতম মনোহর,
 শ্রবণ-মন-রসায়ন পূর্ণামৃতাস্বাদন ।
 চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্কাপনং
 শ্রেয়ঃ কৈরব-চন্দ্রিকা বিতরণং, বিষ্ণাবধু-জীবনম্
 আনন্দাধিবর্জনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
 সর্কাস্বপনং (সুরসাল শ্রীহরিনাম)
 পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্তনম্ ।

কিৰিট—৫৭ ।

হরিনাম অমূল্য নিধি, হৃদয়-পরশ-মণি ।
 আছে ধীর কণ্ঠে গাথা (ও মন !) সেই পরম ধনে ধনী ।
 সকল শাস্ত্রের সার, ভক্তের জীবনাধার,
 হরিনাম কল্পতরু, অক্ষয় রত্নের খনি ।
 যাহার পরশে হয়, সব দিক স্বর্ণময়,
 হরিদাস হরি ভজে' হলেন ভক্ত-শিরোমণি ।

কিঁকিট-বা.বা.জ—মধ্যমান ।

সদা মন ! তাব না রে তাঁরে ।

যারে হেরিলে অভয়ে রবে, আনন্দ অপারে ।

যা'র মায়ায় জগত ভুলে, তুমি তাঁরে থাক ভুলে,

আছে তো সে হৃদিমূলে, হের না একেবারে !

যে থাকে তোমারি সঙ্গ, তাঁর কর না প্রসঙ্গ,

অপর রিপু কুসঙ্গ, লয়ে থাক আদরে !

সিন্ধুভৈরবী—আড়'ঠে কা ।

নারায়ণে না রাখ মতি । (ওরে মন আশার)

নিভাস্ত নিকৃষ্ট পদে হইবে তোমার গতি ।

নারায়ণ পরাবেদা, নারায়ণ পরাকরা,

নারায়ণ পরামুক্তি, নারায়ণ পরা গতি ।

অনন্ত রাম নারায়ণ, মুকুন্দ মধুসূদন,

কেশব কৃষ্ণ বামন, কংসারি বৈকুণ্ঠপতি ।

পুরাইতে মনস্কাম, এতব রোগে আরাম,

সে হরে মুরারে রাম, করিবে কর ভকতি !

রক্ষ মাং হরে মুরারে, কৃষ্ণ মধুরিপু মোয়ে,

গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে, নিরাশ্রয়ে কর গতি ।

হরেকৃষ্ণ বায়দ্বয়, কৃষ্ণদ্বয় হরে দ্বয়,

হররাম দ্বয় দ্বয়, রাম দ্বয়ে কর স্ততি ।

ধাৰাক মিশ্র—একতাল।

মুক্তি যদি চাও, ভক্তি-তরে গাও,
নামে শ্রাণ মাতাও, দিবা বিভাবরী ।
ধরায় সেই ভাগ্যবান, যাঁ'রে ভগবান,
ভক্তি দেন দান, করুণা বিতরি' ।

কৰ্ম্মস্বত্রে এই কৰ্ম্মক্ষেত্রে এসে, কৰ্ম্ম কর সদা স্মরি হৃষিকেশে,
শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে, আনন্দ-বদনে বস হরি হরি ।
শুদ্ধ মনে সদা শ্রীহরি প্রসঙ্গে, কর আলাপন সাধুজন সঙ্গে,
এ জীবন-তরি হরিপ্রেম-তরঙ্গে, ভাসাও দেখি 'হেম' ধর্ম্মহাল ধরি' ।

ধাৰাক—একতাল।

মন ! তোর পায়ে পড়ি, হাতে ধরি মিনতি করি ।
'তুমি মুখে যদি নাহি বল, অন্তরে রেখোরে হরি ।
তুমি বৃথা কাজে সদা মত্ত, ছেড়ে দিলে পরমার্থ, তত্ত্ব না করি ;
তুমি বারেক ভজে' দেখ, স্মৃথ না পাও দিবে পরিহরি ।
কতবার এ সংসারে এলে, ধন জন বত পেলে, এলে সব ফেলে ;
যদি সর্বস্ব কেউ কেড়ে লয়, লবে না তোর হরি হরি' ।
তোমার মুখের কথা হরিনোল, তাও সার' হরিবোল,
গোলে হরিবোল করি ;
বরং সেও ভাল, হরি বল, সংকাযের কাজ শুভকরী ।

সিদ্ধু-খাখান্ন—ঠুংগী ।

[মাতঃ শৈলধৃতী-মণ্ডী—স্বর]

হরি হরিবল মন আমার, হরিনাম কর সার ।

মনরে ! ভজ হরি, কহ হরি, লহ হরি নাম,

সদা প্রাণ ভরে' বল হরেকৃষ্ণ হরেনাম ।

হরি হরি বলি, রসে ঢুলি ঢুলি,

মধুর হরিনাম-সুধা পান কর অনিবার ।

মনরে ! সংসারের ধূলাখেলা বারে ভুলিয়ে,

কেবল হরি হরি হরি বল প্রাণ ভরিয়ে ;

মধুর হরিনামে, সুখে ভাস প্রেমে,

জude হরিনাম মহামন্ত্র জপ বারবার ।

নিত্য-বিশ্বাস—ধেমটা ।

চিন্তা ক'রে ধনের চিন্তা গেণ না ।

চিন্তা বাড়ে বই আর কমে না ।

ক'রে ধনেরই চিন্তে, আমি পারলেম না চিন্তে,

ভবে এসে হ'ল নাকো হরির চিন্তে ;

উদর-চিন্তে ক'রে আমি, চিন্তামণি পেলেম না ।

এসে চিন্তা পাপরাশি, গগায় দিতেছে ফাসি,

হেন শক্তি নাইকো আমার উঠে যে বসি ;

কারে করলে চিন্তে, যারগো চিন্তে, হরির চিন্তে হ'বে না ।

দুঃখ খাষাজ—৩৭ ।

ভজ মন ! হরিনাম, ছাড় অনিত্য বাসনা ।
 তাঁ'রে আরাধিলে যা'নে, বিষম ভব-বাতনা ।
 একমাত্র বিষ্ণু সার, সৰ্ব্বজীব মূলাধার,
 নিশিদিন নাম তাঁ'র, কেন কর না রসনা ?
 বিষম বিষয়-বিষে, মত্ত হ'লে আছ বসে',
 কি দশা যে হ'বে শেষে, নিমেষ যে তা' ভা'না !
 জলবিষ সম প্রাণ, তা'রে করে' নিভা জ্ঞান,
 সত্তত ছুরিত ধান, এ কি যোর বিড়ম্বনা !
 দ্বারা স্তত ধন-জন, বাহারে ভাব আপন,
 সকলি জানিবে মন ! স্বপন সম করনা ।

বাউলের সুর—ছাড়ধেমুটী ।

চল দেখি মন ! ছ'জনে বাই হরি তল্লাসে ।
 সোজা পথে না গেলে মন । পস্তাবি শেষে ।
 সনাতনের এগ্নি ধারা, গুঁজে গুঁজে হ'বি সারা,
 গণ-শ্রাস্ত হ'লে আশা, হরিনাম শেষে ।
 যদি এ গণ ধরতে পার, তবে ভয় করি নে কারো,
 শমন বেটা দমন কালে, ভাব'বি রে বসে ।
 ছিঁজ কেদার এই ভণে, মিছে মায়ার বশে বেনে,
 চন্নি-নামের ঝুলি নে'রে, বেড়াই প্রবাসে ।

সিদ্ধ—কাপতাল ।

শ্রবণ মঙ্গলং ।

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলং ;
 কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরনাথাং ।
 তন্মৈ কিবা মন্মৈ, জীবনাস্তে, হরিনাম বিনা সব বিকলং,
 কাল-কলুষ নাশন, তারণ-কারণ, জগত-কুশলং ।
 দুঃ কর গর্ভ, হর' সর্ক কুভাব,
 উপসর্গ স্বভাব, ধর স্বর্গভাব ;—
 কর বাগযজ্ঞ, যজ্ঞ নহে যোগ্য, বজ্রেশ্বরের নাম কেবলং ।
 ভক্তিভাবে যেই জন, লক্ষ্য নাম পায় ত্রাণ,
 স্মরণে যন্নাম, গ্রহণে যন্নাম, চিত্ত নিশ্চলং ।

ভৈরবী—কাণ্ডাঙ্গী ।

মজরে হরি-পদাঙ্কুজে মূঢ় মন-মধুকর ।
 ঘূচিবে ঘোর পাপ-পিপাসা, মহামোহ অন্ধকার ।
 ছাড় কু-রত্ন ছাড় কুসঙ্গ, নিত্য সত্যব্রতে চালরে অঙ্গ,
 বিনা শ্রীহরি অনাথ-অছরঙ্গ, ভব-তরঙ্গে কি পাইবে পার ?
 গেল গেল কাল, পাতিয়েছে জাল, নিকটে বিকট কালাস্তক কাল,
 থাকিতে সময়, খুলিয়ে হৃদয়, হৃদয়-নাথে মন ! ডাক নিরন্তর ।
 কি কাষ আবাসে, কিবা কাষ বাসে, যাইতে হইবে তির-পরবাসে,
 এখনি স্ববশে, পরম উন্নাসে, শ্রীনিবাসে আত্ম-সমর্পণ কর ।

সিদ্ধ—৫৭ ।

একা এসেছি, একা চ'লে যাব, ধারি নাকো কারো ধার
ভবের হাটে, হেঁটে হেঁটে, অস্থি-চন্দ্র হ'লো সার ।

সংসারে ষাতনা, ভুগিতে হ'বে না,

ব্রহ্মপদ হৃদে বর রে স্থাপনা ;—

ও তোর ঘুচিবে যন্ত্রণা, পূরিবে কামনা,

সদা বহিবে হৃদে শান্তির ধার ।

শ্রীশৈল্য—একতাল।

সদা নারায়ণ, কররে সাধন, যে জন মন ! তোর ঘুচা'বে বেদন ।
মজ্জ' কুরস আলাপে, মায়ার প্রলাপে, নারায়ণ জপে তাজ অকারণ ।
শক্তি থাকতে তুমি ভক্তি না করিলে,

মুক্তির পথে তুমি নিজে কণ্টক দিলে,

কণ্ঠরোধ হ'লে, জপিতে সে কালে, পারিবে না হে ;—

কর এই বেলা হরির চরণ স্মরণ ।

কমলা-সেবিত কমল চরণ, নয়ন-কমলে কর নিরীক্ষণ,

হৃদয় কমলে পা'বে দরশন, কৃপাময় হে ;—

• তব আধি-ব্যাধি সব হইবে মোচন ।

পাসরিলে হরি উঠি' ভব-ভরি, পা সরিলে কে রাখে বিনে হরি,

তবসিদ্ধ-পারে, সে তব ছুস্তায়, নিরুপায় হে ;—

কে তুলিবে বিনে সেই পতিতপাবন ।

ভৈরব—একতাল।

বা'বে কৃতান্ত ভয় একান্ত, কমলাকান্ত জপ' মন !
 হরি সনাতন সাধু শাস্ত, শরণাগত-জন ধন ।
 শমন-সদন-গমন-বারণ, কারণ ধ্যান কর মন,
 পাপ তাপ সব, হ'বে লাঘব রাঘব কর স্মরণ ।
 জনার্দন জগৎ-জীবন জগন্নাথ জগৎপালন,
 জন্মন-মরণ-হরণ-কারণ, যোগেন্দ্র যোগীর ধন ।
 দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু, ইন্দ্রীবর-লোচন ;
 যার কৃপা-বিন্দু দানে হয়, ইন্দ্রলোকে গমন ।
 প্রতি যুগান্তে অবতরণ, ভবতারণ নিরঞ্জন,
 সে ভবতারণ, লও হে শরণ, কর তাঁর গুণকীর্তন ।
 অভাজন আমি না জানি ভজন, কেমনে করি কীর্তন,
 ব্রহ্মা শিব আদি যার, আদি অস্ত নাহি পান ;
 দীপ কৈলাসে, কহে ত্রাসে, রাখ দিবে শ্রীচরণ ।

বিভাস—আড়খেম্টা ।

হরি বল—হরি বলরে ওমন, দিন-গেল বিফলে ।
 ওমন, এখনো না বল্লো হরি, বল্বে কি আর দেহ গেলে ?
 এদেহ জলের বিষ, বিশ্ব ভাঙলে মিশে যা'বে জলে,
 মন্ড্রে ! ভাই বন্ধু দারা সুত,

(তা'রা) কেউ যা'বে না নিদান কালে ।

মূলগান—একতারা ।

হরিনাম লইতে রমনা, আলস করোনা, যা' হ'বার তাই হ'বে ।

ছুঃখ পেতেছ, না হয় আরো পা'বে,

ঐহিকের সুখ হ'লনা বলে কি চেট দেখে না' ভূবা'বে ?

রাখ রাখ নাম যতন করি, যদি তরা'বে তরী এ ভববারি,

হরি ভবের কর্ণধার, জীবের মূলাধার,

(পঞ্চমুখে) ভব যা'র ভাবে ।

রেখো রেখো সেনাম সদা সযতনে,

নিঙ—নিঙরে নাম শয়নে স্বপনে ;

সযতনে খেকো, হরি বগে' ডেকো, এ দেহ ভাজিবে যবে ।

মূলগান—একতারা ।

হরিনাম লয়ে হর, কৈলাস-শিখর, ভাজিয়া শশনে গেলরে ।

নারদ শ্রুতাদ ক্রব মহাশয়, হরিনাম ক'রে সবা সদাশয়,

রবির তনয়, তা'রে করে ভক্ত, হরিনাম যেবা করে রে ।

অধম অজামিল, বিখ্যাত অখিল, হরিনামে তা'রা তরে রে ;

এমন সুখামাথা নাম, কর অশ্রাম, পরিণামে পার হ'বে রে

শুনরে পামর ভাগবত-সার, হরিনাম বিনা গতি নাহি আর,

এ ভব-সংসার, যদি হ'বে পার, হরি বগে' একবার ডাকরে ।

হরি দয়াময়, বেদাগমে কয়, শমন-ভয় নামে পালায় রে ;

তোর র'বেনা বিপদ, হরি মোক্ষপদ, রমানাথ এই বলে রে ।

মুলভান—আড়খেষ্টা ।

হরিনামামৃত-নীরে, মজে থাক্বে মন রসনা ।
 যে হরিনামের লাগি, শকর হ'য়েছেন যোগী,
 সে বৈরাগী সর্বভ্যাগী, ওরে শাস্ত্রেতে আছে ঘোষণা ।
 ধ্রুপ প্রহ্লাদ ডুবে ছিল, ডুবে রতন পাইল,
 হরি তা'দের কোলে নিল, ঘুচিল বম-যন্ত্রণা ।

মুলভান—একতাল ।

মন ! কর সদা হরিনাম সংকীৰ্ত্তন ।
 সরল অন্তরে, ডাক বায়ে বায়ে,
 তবার্ণবের নাবিক পুরুষ রতন ।

অকূল ভব-সাগর বাসি, পার হবি কে আরয়ে আয় ।
 ভব-কাণ্ডারী আপনি শ্রীহরি, ভয়-তরী বেয়ে যায় ।
 দশেক্সির দশ জন দাঁড়ী, তা'রা কন্দ-বশে জোড় চালায় ;
 উচ্চ আশায় পাল তুলে' দিয়ে, হরিপদ-পবনে বেয়ে যায় ।
 অন্ধ আতুর অনাথ নিরাশ্রয়, পাপী তাপী আছ কে কোথায় ?—
 ভব-ভরজে কূল নাহি পাবে, সময় বয়ে যায় অবহেলায় ।
 দিন ফুরাল সন্ধ্যা হ'ল, হৈহবাল পরকাল হারা'ও না,
 হরিবোল বলে' ভাই সকলে, পারে কে বাবি আরয়ে আয় ।

কৃপাবান ভগবান ভবের সে করুণা-নিদান ।

কেবল সেই কৃষ্ণ সবারি শ্রেষ্ঠ, বিষ্ণু সুর-প্রধান !

সেই পদ্মনাভ, বারেক ভাব, ত্যজি মনের মান অভিমান ।

মনরে ! হইয়ে প্রহরী, বাথ বুকে বেঁধে হরি,

হরিময় করিয়ে প্রাণ,—

সতর্কে থেকো বতনে, নিজা কিছা জাগরণে,

চক্ষে চক্ষে রেখোরে সন্ধান ;

আর নাহি গতি, ভবের অতি, গতি মতি সেই সে প্রধান ।

তোমার বর্ষ তুমি কর, হৃদে ধর পীতাম্বর,

করি' বেদ বিধান,—

ঠাঁর মনে বা' ইচ্ছা হয়, তিনি সেই ইচ্ছাময়,

বিশ্বস্তর সকল প্রধান ;

দেহ ঠাঁর উপর ভার, হরিতে ভুভার,

তিনি মুক্তি দেন, বা না দেন ।

সাধন মন্ত্র—একতারা ।

দিয়ে করতালি, এস হরি বলি, হরিনাম করি গান ।

কাল হরি' আয় হরি বলে, শীতল করি তাপিত প্রাণ ।

অলসে দিন বয়ে যায়, প্রেমের হরিনাম বলি আয়,

রাক্ষা পায়ৈ সপি মন কায় ;—

সুধায় ভাসি দিবানিশি, সুখে সুধা করি পান ।

হরিনামের গুণ এমনি বটে ।
 গভীর আঁধারে আলোক ফোটে ।
 ভক্তিভরে ডাকলে পরে হরি হরি বোলে,
 দয়াল হরির হৃদয় গলে ;
 হরি আর রইতে নাহে, ভক্ত তনে,
 উপাঙ হ'য়ে আপনি ছোটে ।
 ভক্ত হেতু দয়ার সেতু আপনি ভগবান,
 কোমল দেহে কষ্ট স'য়ে ভক্তে করে ত্রাণ,
 আঁহা, এমনি হরিনাম, এম্নি হরির শ্রাণ,—
 আর সকলে হরি বোলে, হরির পায়ে পড়ি লুটে !

ইমন-কলাপ—দৌস্তান ।

তুঁহি ভজ ভজ রে মন, কৃষ্ণ বাসুদেব পরম নাম,
 পরম পুরুষ পরমেশ্বর নারায়ণ ।
 যুগে যুগে জপ-তপ করে, বাসুদেব নারদ মুনি,
 বিশিষ্ট সনকাদি স্তম্বর, গাওবত ধাওবত,
 অষ্ট যাম রটত রহত পরায়ণ ।
 মচ্ছ কচ্ছ বাঁই রাঁই, নরসিংহ পরশুরাম,
 বাসুদেব কপিল মুনি, শেষ নাগ ভাওরান ;
 নাম ধ্যান জপত রহত, সুর নর মুনি গুণী জ্ঞানী,
 সকল জীব জন্তুকো তরায়ণ ।

ভাট্টরাল—ছপ্‌কী ।

হরিনামের স্বরূপ শ্রীহরি ।

লগ্নরে অবোধ জীব ! আনন্দ করি' ;—

ভক্তরে হরি,—ঈগরে হরি ।

এ সংসার দাবানলে, দিবানিশি জলে, রে—

ছুড়াইতে কর নাম, হৃদয়-বিহারী (ভবতাপ মহাজালা)

সকল মঙ্গল পাবে, এ জীবন ধন হ'বে, রে—

আঁখরে আঁখরে পাবে, প্রেমের মাদুরী (সুধামাথা হরিনামের) ।

হরিনামের আভাস পেলে, পায়ণ হৃদয় বাঁবে গলে, রে—

জপিতে জপিতে উঠ্বে আনন্দ-লহরী (সুধামাথা হরিনাম) ।

হরিনামের বংশীধরে, আশ্রামের মন হরে, রে—

মৃত তরুণতা ফলে, মুকুল মুঞ্জরি (হরিনামের সুধারসে) ।

পায়ণ পরাণ মাঝে, ব্রজের নিকুঞ্জ সাজে, রে—

নাম রূপে কৃষ্ণ করে রসের চাতুরি (হৃদয়-নিকুঞ্জ মাঝে) ।

কাকি বারোঁরা—একতারা ।

অপার হরিনামের মহিমা ।

প্রাণ শীতল, বল্ হরিবোল, মুচ্বে মনের কালিমা ।

হরিনামের রসে পায়ণ গলে, আয় ডাকি আয় হরি বলে,

হরি বলে ভবে বাই চলে :—

হরি হৃদয় মাঝে উদয় হবে, হরি-প্রেমের নাই লীমা ।

বাণী—মাড়াঠেকা ।

বলরে ভাই ! মন সাধে বদন তরিয়ে হরি ।
 মাতি' মিছে গগুগোলে, রহিলে বিষয়ে ভুলে,
 ডাকলে না ভাই ! হরি বলে' যে জন ভব-দ্বিপদহারী !
 করিলে অসার চিন্তে, না পেরে ভাই সার চিন্তে,
 করয়ে ভাই ! তাঁর চিন্তে, যে জন চিন্তা-অন্তকারী ;
 কি হইবে সুখ আশে, ধন মান অভিলাষে,
 ভুলো না আর মায়াবেশে, পা'বে শাস্তি-বারি ।

আয়রে আয় হরি ব'লে, বাহু তুলে নেচে আয় ।
 ডাকলে হরি রইতে নারে, রাখ'বে তোরে রান্না পায়া
 কাজ করে তোর ছায় কামনা, হরিপদে প্রাণ সপ না
 হরিনাম কারো নাই মানা ;—
 হরিনামের পূণে হরি কেনে, নামের গুণে তরে' বাই !

হরি ব'লে বাহু তুলে আয়রে নাচি সবে মিলে ।
 যুচে বা'বে প্রাণের জ্বালা নামের মালা পরলে গলে ।
 তালে তালে পা ফেলিব, কুতূহলে তালি দিব,
 প্রেমানন্দে হরি ব'লে, নাচ'ব হরি-পদতলে ।
 প্রেমে মাখি প্রেম-ধূলি, প্রেমের খেলা আয় না খেলি,
 মাখে নিরে প্রেম-ডালি, প্রেম-খামে বা'ব চ'লে ।

কর নিভা, হরি তব, হ'লি বিষয়-মত্ত কি কারণে ?

চিন্তে নারিলি তাঁরে, চিন্তে যারে অগজ্জনে ।

১ ও মন) ধন-জন বল, অনর্থ কেবল, প্রাণ কেমনে কামনা ;

(কবে) দেহপাত হ'বে, পাঁচে পাঁচ মিশিবে, কাকশু পরিবেদনা !

সুক নব-ধারে, এ দেহ-পিঞ্জরে, প্রাণ-পাখী করে বসতি ;

সে যে কখন উড়ে যায়, নাহিক নিশ্চয়, অনিবার্ধা তা'র গতি ।

ভীষণ হকারে, শমন-কিঙ্করে, করে করে বেধে নিবে ;

২ তখন) সে ছস্তর হতে, নিস্তার করিতে,

বন্ধু হ'রে কে দাঁড়াবে ?—(দীনবন্ধু বিনে) ।

মনা স্বপ্নে, র'বে নারে শেষে, বলরে বল এ বেলা হরি ;

মিথ্যার বিধান, করুণা-নিদান, হরি শ'বেন বিষাদ হরি' ।

অসময়ের বন্ধু এমন কেহ নাই ভুবনে,

আপন ভেবে এ সংসারে মজেছ কা'র প্রেমে ?—

দেখে ভোজের বাজি, ও মন ! হলি রাজী,

মুহুরে নয়ন, সকল স্বপন, তখন অককায়ময় ভব-ভবন,

ও মন ! সে দিন কি তোর হয় না স্মরণ,

৩ ওরে) দুর্ভোগের সখা হরি, ভুলিস্নারে এ জীবনে ।

প্রাণ গাওরে হরিনাম । হরিনাম মধুর নাম ।

বললে হরি দুঃখ যা'বে, অস্তকালে মোক্ষ হবে,

জীবন অস্তে শান্তি পাবে, থাকবে স্নেহে অবিরাম)

হরি বল, হরি বল, হরি বল, মন !
 যে নামের মহিমা-শুণে পা'বি শাস্তি-নিকেতন ।
 আয়রে বাহুতুলে হরি হরি ব'লে,—
 যে নামেতে অন্তকালে ত'রে বাবি অভাজন ।

কীৰ্ত্তন-ভাঙ্গা হর ।

হরি-নামামৃত পান কর সবে ভাই !

এমন নাম কখনও শুনি নাই ।

হরিনাম যে করে সার, ভবে ভাবনা কিবা তা'র,
 নামে যার মহাপাপ, রোগ শোক তাপ, সংসার-বিকার ;
 নামে জগাই মাধাই, তরে ছ'ভাই

(হরি) নাম শুনায় গৌর নিতাই ।

ভক্ত প্রহ্লাদের প্রাণ, নাশ করিবার বিধান,
 হিরণ্য-কশিপু দিল বিষ করিতে পান ;
 নামে গরল অমৃত হ'ল, প্রহ্লাদ বাঁচিল তাই ।
 যত যোগ-বাগের সাধন, দেখ জপ-তপ আরাধন,
 ও সব নাম-সাগরের অগাধ জলে বুদ্ধ-যেমন ;
 হরিনাম-সাগরে মগ্ন যে জন তা'র কি সাধন আরও চাই !
 পরিত্রাজক বলে সার, নামে নাইকো জাত-বিচার,
 নামে মুখ জ্ঞানী আচণ্ডালের সমান অধিকার ;

তুলে নামের নিশান কর নাম গান. (হরি) হরিবোল বল সবাই ।

কীৰ্ত্তন-ভাসা হর ।

হরি হরিবোল ও মন ! বল না ।
 তোমায় বুঝালেও তো বুঝ না ।
 হরি দীনের বন্ধু, হরি করুণা-সিন্ধু,
 বিপদ অক্কা করে হরি পূর্ণ ইন্দু ;—
 হরি ক্ষুধার ক্ষীর, পিপাসায় নীর, হরির নাইকো তৃণনা ।
 হরির নামটা সুধাময়, নামে পাপ তাপ দূর হয়,
 নামে অন্নে ভক্তি জীবনুক্তি আপনি হয় উদয় ;
 নামে পাষণে বীজ অক্ষয় হয় রমনা ভব-যাতনা ।
 নামে মজে'ছে যা'র মন, অনুরাগে তা'র ভজন,
 নামে রূপে এক ক'রে সে করে দরশন ;
 তখন উথলে তা'র স্তথের সিন্ধু বৃ'চে যায় ভয় ভাবনা ।
 পরিব্রাজক বলে, কেন রহিলে ভুলে,
 তুমি কখন হরি বলবে তোমার দিন ব'য়ে গেলে,
 তোমার হটক বা না হটক আর কোন কাজ হরিনামটি ভুলোনা

সাহানা—৪৭ ।

হরিনামে সবাই নাচ এমনি হরিনামের গীতা
 সাগর-জলে হেলেগুলো লহর নাচে ভাল বেতালা ।
 তুই কেন মড়ার মত, নিঝুম হয়ে আছিস্ এত,
 নাচ'না রে তাই হরি বলে, জুড়িয়ে যা'বে প্রাণের জালা ।

নারোরা বেহাগ—রাগতাল ।

হরিনাম-সুধারসে কেন রসনা রস না ?
 বিরস বিষয়-রসে কেন সতত বাসনা ?
 দারা সূত আদি সবে, সকলি পড়িয়া রবে,
 সার গাত্র সঙ্গে যা'বে, সেই নামের সাধনা ।
 বার বার গতাগাতে, নানা ক্লেশ পাও পথে,
 (এবার) মোহ-মদে অন্ধ হ'রে, যেন বঞ্চিত হইওনা ।
 অতএব বাক্য ধর, হরিনাম মালা পর,
 হরিনাম করে কর, ঘুচিবে ভব-ঘন্ত্রণা ।
 সদা সাধুগণ সঙ্গে, মঙ্গল ঐ নাম রঙ্গে,
 অহুলেপ সদা অঙ্গে, নামের সুধা অক্ষ না ।

দেশকার—লোক্য ।

ভোলানাথ পঞ্চমুখে গায় ।
 হরিনাম প্রেম-ভরা হরি বলি কায় ।
 নাচ ভাই হরি ব'লে, নামে রস উথলে চলে,
 কর নাম বদন করে, নামে মন মাতার ।
 হরিনাম কবি যত, সাধের তুফান উঠ'বে তত,
 সাধে সাধ সাগর হ'য়ে, উজান ব'রে যায় ।
 হরিনাম যে জানে না, রস জানে না তার রসনা,
 নামে কান্দু নাইকো মানা, যে চায় সে তো পায় ।

দেবপরি বিভাস—একতারা ।

[তাই ভাবিগো মনে, বিনা নিমন্ত্রণ—হুর]

হরিনামের হার, প্রাণের অলঙ্কার, কি কাজ আমার অল্প ভূষণে ?
 কি কাজ আমার, মণিমুক্তা হার, কি কাজ আমার রাজ-সিংহাসনে
 ভাসিয়েছি দেহ হরিনাম-জলে, হরিনামের মালা পরিয়াছি গলে,
 হরিনাম-নিধি দেও কর্ণমূলে, আমি, হরি হরি বলে ভ্রমিব ভুবনে ।
 হরিনাম বিনা অল্প ধন নাই, হরিনাম আনায় ভিক্ষা দেবে তাই,
 দিবানিশি যেন হরিগুণ গাই, হরিনাম যেন শুনি কাননে ভবনে ।
 কর্ণের ভূষণ হরিনাম শ্রবণ, রসনার ভূষণ হরিনাম কীৰ্ত্তন,
 হরিরূপ ধ্যান হৃদয়-ভূষণ, আমায় দেও সাজা'য়ে সেই অমূল্য রতনে
 কি কাজ আমার গৃহ পরিবার, কি কাজ এ ছায় অঙ্গের শোভা'য়
 হরিনাম বিনে সকলি অসার, হরিনাম সাথের সাথী জীবনে মরণে ।

কেশর—কাণ্ডয়াগী ।

হরেনাম বিনা মন, কি আছে সংসারে ?
 অরণ করিলে হুঃখ তাপ যা'বে দূরে ।
 যত মূনি ঋষি ধ্যান করে সদ', নামামৃত রস পান করে'
 তাই বলি বারবার আনাগোনা,
 ক্রমে পতিত হয়ে কি করিছ ভাবনা ;
 যদি এ ভব-সংসারে, তরিবার ইচ্ছা ওরে,
 ডাক কর্ণধারে বারবার রে ।

বেশ—কাওরালী ।

নিকট বিকট কাল, ওরে মন বাতুল,
 ভাব সে পদ রাতুল, ভ্রাস্তে ভুলো না রসনা !
 (হরি হরি বল না ?) ।

নাম নিলে একবার, পুনর্জন্ম নাহি তাঁর.
 ত্যক্তিয়ে বিষয় বিকার, কর হরি আরাধনা ।
 রূপা করি গুণধাম, প্রকাশেন অসংখ্য নাম,
 কেশন মাধব রাম, ঘনশ্যাম কেপেসোনা ।
 নরহরি নারায়ণ, যতুপতি জনাঙ্কন,
 বিপদে মধুসূদন, আছে জগতে ঘোষণা ।
 যগ কঃ কলুষ-ব্যাধির হরিনামৈব ঔষধি,
 পথ্য পরমার্থ বিধি, জীবরে ! কেনে জান না ?

হরিনাম বলরে হরি হরি বল ।
 ঐ হরিনাম কর্ণহার কররে সঙ্গল ।
 মধুর হরিনাম, অনন্ত সুখধাম,
 জীবমুক্ত ভক্তজনে গায় অবিরাম,
 হরিনাম বিনা আর এ সংসারে কিবা আছে বলঃ
 ভক্তি ভাবে যেই জন. করে হরিনাম কীর্তন,
 অতুল আনন্দ পায় দেব-তুল্য ধন ;—
 হয় প্রেমানন্দে বিকশিত তাঁর হৃদয়-কমল ।

ললিতবিন্দু—রাঁপতাল ।

[বসিলেন না হেম-বরণী হেরঘেরে ল'য়ে কোলে - হুর]

সেই পদে পদেপদে মজরে মন ! দিবানিশি ।

যে পদ সম্পদ ভেবে শঙ্কর ঋশানবাসী ।

মিছা মন ! ধন জন আদি স্মৃত জায়া,

প্রপঞ্চ পঞ্চের খেলা সব মিথ্যা মনোমায়ী ;

হ'য়ে চেতন ত্যজরে মন ! কলুষ বাসনা-রাশি ।

ভোগানন্দ মায়ানন্দ বৃথানন্দ অতি মন্দ,

মিছা হৃন্দ কর বন্ধ, বিষয়ানন্দ ;

যোগানন্দে চিদানন্দে, পরমাত্মানন্দে,

পূর্ণানন্দে, প্রেমানন্দে, হ'বে স্থখী সদানন্দে,

পরিত্রাজক ব্রহ্মানন্দে নিত্যানন্দে অভিলাষী ।

হরি হরি বলে, নাচ বাহ তুলে, জুড়া'বে প্রাণের জালা ।

পিয়াস মিটিবে, নিরাশ টুটেবে, আধারে ফুটেবে আলা ।

(আহা ! পরম দয়াল হরি)—

কল্প বিতরণে পুরে'তা'র আশা যে জন প্রেম-ভিখারী ।

আহা ! হরিনাম কি মধুর নাম—হরিনামে পাপী তরে,

হরিনামে বিধি হরের প্রেম-ভরে আধি ঝড়ে ;

(আহা ! প্রেম-ধারা বহে দরদরে)

তীম ভবসিদ্ধ হ'বে জলবিন্দু রে,—

এলি হরিনামের প্রেম-লীলা ।

কীৰ্ত্তনের হর—একতারা ।

গাও সন্ধ্যা, গাও চন্দ্র, গাও গগন উজল তারকাদাম ।
 গাও আকাশ, গাও বাতাস, প্রাণারাম হরিনাম ।
 গাও কানন কুমুদচয়, জয় রাম জয় জয়,
 মধুসুদন, জীবজীবন, বংশীধারী বঁকা শ্রাম ।
 গাওরে প্রাণ ! আপন প্রাণে, হরিশুণ-গান মধুর তানে,
 গাওরে বিহগ কৃজন গানে, কৃষ্ণ ভজন-সুধা ;—
 ত্রিভুবন বাঁধা চরণে যা'র, তাঁ'র চরণে মন অ'মার,
 বাঁধ আপনারে, প্রেম-ডোরে, ভব-সাগরে পাবি ত্রাণ ।

রামকেলী—একতারা ।

ডাক হৃদয় খুলে হৃদয় মাঝে হৃদয়-রঞ্জন রে ।
 সেই দয়্যাসিকু দীনবন্ধু দিনেন দরশন রে ।
 প্রেমরাগে ভক্তিযোগে খুলি মন প্রাণ রে,
 দাও একান্তে চরণে তাঁর করি সমর্পণ রে ।
 প্রাণ ভরি নাম হরি গাও অতিরাম রে,
 বা'বে পাপ পরিভাপ শোক জুড়াবে জীবন রে ।
 একান্ত মানস-পটে, কর তার ধ্যান রে,
 সেই চিদানন্দ-সিদ্ধনীরে হও নিমগন রে,
 পাবে নিত্য শান্তিধামে অমৃত সদনে রে,
 লভিবে অনন্ত জীবন ঘুচিবে মরণ রে ।

রামকেশী—একতাল।

কর বদন ভরি দয়াল হরি নামানুকীর্তন রে ।
 কর সদানন্দে ভূমানন্দ রসামৃত পান রে ।
 আছে উক্ত, জীবনুক, হয় ভক্ত জন রে,
 গেয়ে দয়াল নাম অবিরাম যায় পুণ্যধাম রে ।
 গাই সবে ভক্তি ভাবে রসাল দয়াল নাম রে,
 নামে হৃদয় কমল, তবে অমল, হব পূর্বকাম রে ।

টোরি তৈরবী—একতাল।

বৃথা দিন গেল বল 'হরে' ।
 এখনো, জ্ঞান না হ'ল, দিন ফুরা'ল,
 (ওরে ওমন !) হরি বল বদন ভরে' ।
 তুমি মুখে শু:স্ন মায়ার কোলে, সদা দেখ'ছ স্বপন মায়ার বলে,
 ভাব'ছ সদা আপন বলে', প্রফুল্ল অন্তরে ;
 এ যে আমার বিভব আমার ভবন, আমার দাপী এই পরিজন,
 আমি যে কর্তা এর্থন, জ্ঞানী মানী বল'ছে মোরে ।
 যেমন বিভিন্ন জ্ঞাসমান তৃণ, প্রবাহেতে হয় মিলন,
 কালেতে হয় বিভিন্ন, খরশ্রোত নীরে ;
 তেমনি ধারা ভবের আচার, ভবে তুমি বা কা'র কেবা তোমা:
 ভাঙ'বে যখন চটকা তোমার, অহং তব্ব দূরে বা'বে ।

টোরী (জোয়ান পুরী)—কাণ্ডালী ।

সাঁচ সাঁচ কি বে ।

অতি মুখ লিজে, হরে জনকো না তরে,

মমুখা জনম ইয়া বৃথা বাতি ছায় ।

কহে শুসাবা, শুন রে মন মূরখ, অবকে চেত ন চেত সবেরা,

বকে কিয়ে খোলো, শ্রীমধুর নাম, সদা রস পিবে ।

হরিবোল বল্ মন আমার ।

হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ;—

হরিবোল বল্ মন আমার ।

(জয়) কেশব মধুমথন শ্রাম, মুক্তিদাতা ভক্তিশ্রাম,

যোগীজনগণ-প্রাণ-আরাম, নয়নাভিরাম করুণাধার ;

(জয়) জীব-জীবন, মননমোহন, ভবধব বিন-কুসুম-হার ।

কিঁকিট—একতালী ।

পিত্তরে হরিনামামৃত সতত তৃষিত মন রসনে !

বিপদে সম্পদে, সুখে দুঃখে জীবনে মরণে ।

যোগী-চিত্তহারী মূর্তি সুন্দর, হৃদয়-মন্দিরে হের নিরন্তর,

ধাক নিমগন তাঁহার চিস্তনে স্মরণে নিদিধ্যাসনে ।

কর্মযোগে ভোগ কর সেবানন্দ, ধ্যানযোগে শাস্তিরস জ্ঞানানন্দ,

ভূক্ত পুঞ্জ পুণ্য-শ্রেম-মকরন্দ নামগানে তক্তি-সাধনে ।

জয়ময়ন্তি—তিতট ।

এস সবে মিলি আজি হরিগুণ গানে ।
 পূরাই মনের আশা, নামামৃত পানে ।
 ত্যজিয়ে মমতা মায়া, এস সভাজন,
 জুড়াই জীবন আজি নামামৃত পানে ।
 সংসারের ভাব যত, সকলি বিদিত,
 কেবলই মোহে মোহিত, মত্ত অভিমানে ।
 ছাড় ছাড় দেহ মনে যত গর্ব আছে,
 শাস্তি সূত্র ধর ধর হৃদয় মাঝারে ;
 হরিনাম তেলা করি, কি ভয় মরণে ?—
 নিশ্চল হৃদয় হ'বে, শাস্তি সূত্র ধামে যাবে,
 বিরাম দিওনা মন ! হরিনাম গানে ।
 হাত তুলি হরি বল, জীবন সম্বল,
 বিভূ বিশ্ব সনাতন, অখিল-তারণে ;
 নয়ন মুদিত করি, হরি প্রেমে ভাসিধে,
 গদগদ ভাবে দেখ (সতৃষ্ণ নয়নে দেখ) হরি হৃদয়-বিমানে ।

দিন যায় ভাবরে মন ! সেই একে ।
 ভাবনা রে মন, জান না রে মন, সেই হরিকে ।
 যত দিন হবে ভবে, দাঁন হীন কি এমনি হবে,
 সকল দিন দুঃখ ভাবে, নিবে আমাকে ।

অসম্ভব—একতালী ।

হরিনাম গুণ গানে, নাম গান-সুখা পানে,
 এক প্রাণে মতি, ভাই !
 দয়াময় হরি বই, মুক্তির উপায় কই,
 হরি ব'লে ডাকি তাই ।
 আয় আয় বাহ তুলে, হৃদয়-কপাট খুলে,
 হরির ছয়ারে ঘাই ;—
 প্রাণের ভকতি ভরে, নতশিরে বোড়করে,
 চরণে তাঁর লুটাই ।

পিলু—ধেবুটা ।

[জানি কার রূপমাগরে কাঁপ দিয়ে—হর]

না জানি হরি কেমন, নামটি বখন মিঠা এত !
 দয়ালের নাম শুনে হয় মন উচাটন,
 দেখলে জানি কেমন হ'ত !
 বে হ'তে নাম শুনেছি, সে হ'তে পাগল আছি,
 বাঁচি কিম্বা মরি, ও সুখ বল্ব কত ;—
 তাঁরে ধরি ধরি করে হিয়া, ধরলে জীবন সফল হ'ত ।
 শুনেছি লোকমুখেতে, এমনি রূপ নাই জগতে,
 বে দেখেছে সে হ'য়েছে অনুগত ;—
 তাঁ'রে দেখলে অন্ধ সন্ধ মাগে, নমন ঝড়ে অবিরত ।

ছায়ানট—রাঁপতাল ।

সম্পদ কালে যদি ভুলে থাক তাঁরে, মোহ প্রলোভনে ;
 বিপদে ছুঁকিনে তবে, ছুস্তর ভবাবর্ষে, হ'বে পার কেমনে ?
 স্মরিলে না সুখে সেই পরম সুখ-সমনে ;
 পাব কি ডাকিলে তাঁরে দুঃখের পীড়নে ?
 রোগ শোক মৃত্যুভয়ে বিচ্ছেদ লহনে,
 শৃগ্ন প্রাণে নিরখিবে, অককার নখনে ;
 অতএব ভক্তি-ভরে ভজ হরি নিরঞ্জনে,
 ডাক তাঁরে সুখে দুখে জীবনে মরণে ।

ছায়ানট—রাঁপতাল ।

বিপদ ভয় বারণ, যে করে, ওরে মন,
 তাঁরে কেন ডাক না ?

‘ মিছা ভ্রমে ভুলে, সদা রয়েছে ভব-ঘোরে মজি,
 একি বিড়ম্বনা !

এ ধন জন না র'বে হেন, তাঁরে যেন ভুলো না,
 ছাড়ি অসার, ভজহ সার, যাব'বে ভব-বাতনা ।
 এখন হিতবচন শুন, যতনে করি' ধারণা,
 বদন ভরি নাম হরি, কর সন্তত ঘোষণা ;
 যদি এ ভবে, পার হ'বে, ছাড়ি বিষয় কামনা,
 সপিয়ে তনু হৃদয় মন, তাঁরে কর সাধনা ।

খট-ভৈরবী—আড়খেমটা ।

হরিনামের তরি এসেছে ধরায় ।

ও কেউ পারে বাবি তো আর স্বরায় ।

আহা এমনি তরির গুণ, নাই হাল দাঁড় তার গুণ,

উজান ভাটা মানে নাকো মাঝি স্ননিপুণ ;

তরি দেখতে হয় না, চড়তে হয়না,

হরি বলে পারে বাওয়া যায় ।

হ'তে ভবদিকু পার, পারের নৌকা নাহিক আর,

অধমতারণ পত্তিতপাবন স্বয়ং কর্ণধার ;

পারের মাশুল দয়াল হরির নাম,

পাপা তাপী হরি বলে তরে যায় ।

ভৈরবী—কহরবা ।

সাধন করনা চাহিয়ে মনবা—ভজন করনা চাহিয়ে ।

দিত নাহনসে হরি মিলে তো জলজঙ্ঘ হায় ;

কলমূল থাকে হরি মিলে তো, বাছুর বাঁদরায় ।

তুলসী পূজনসে হরি মিলে তো, মৈ পুঁজু তুলসী ঝাড় ;

পাথর পূজনসে হরি মিলে তো, মৈ পুঁজু, পাহাড় ।

তিরণ্ ভরণসে হরি মিলে তো, বহুত মুগী অজ্ঞা ;

স্ত্রী ছোড়নসে হরি মিলে তো, বহুত রহে হায় খোঁজা ।

দুধ পিনেসে হরি মিলে তো, বহুত বৎস বালা ;

মীরা কহে বিনা প্রেমসে, মিলে নহি নন্দলালা ।

ভৈরবী—ধেমটা ।

এই হরিনাম স্মৃধা সম ।

যে নামে পরিণামে হয় না কিছু ব্যতিক্রম ।

শিব ক্রব নারদ ঋষি, এই নামে হয় উদাসী,

সতত অভিলাষী, হৃদে ত্রিবিক্রম ;—

হরিনামের কি মহিমা, বেদাগমে হয় না সীমা,

জগতে নাই উপমা, জগৎপতি নরোত্তম ।

গেল দিন ব'য়ে গেল, এই বেলা হরি বল,

ভজ্ঞে মন ত্রজে চল, ত্যজিয়ে আশ্রয় ;—

তুমি বন্দী হ'লে মারা-জালে, তবে মুক্ত হ'বে কত কালে,

ডাকলে না হরি ব'লে, নিকট বিকট বম ।

হরিসে লাগি রহরে ভাই !

তেরা বনত বনত বনি ষাই ;

তেরা বিগড়ি বাত বানি ষাই ।

অকাতারে, বকাতারে, তারে স্মজন ক্ষমাই ;

শুয়া পড়ায়কে গণিকা তারে, তারে মীরাবাই ।

দৌলত ছনিয়া মাঝে খাজানা, বেনিগা বয়েল চড়াই :

এক বাত্‌সে ঠাণ্ডা লাগে, খোঁজখবর নাহি পাই ।

এইসি ভক্তি কর ঘটতিতর, ছোড় কপট চতুরাই ;

সেবা বন্দন, আউর অধীনতা, সহজে মিলিবে গৌসাই ।

ভৈরবী—রাঁপতাল ।

তা'রে দেখ' বি যদি নয়ন ত'বে, এ ছ'টো চোখ কর'বে কাশা ।
 যদি, স্তন্বিরে তার মধুর বুলি, বাইরের কানে আঙ্গুল বে না ।
 কিসের মধু চিনি ? সে যে গাঢ় প্রেমের মিশ্রি পানা ;
 (তুই) খাবি যদি, ক'সে এটে বেঁধে রাখ' তোর কু-রসনা ।
 পরশ মণি পরশ ক'রে, হ'তে যদি চাস'রে সোণা ;
 (তবে) বিরাগ-পক্ষাঘাতে অসাড় ক'রে নে' তোর চামড়া খানা !
 সে যে রাজার রাজা, তার হুজুরে যা'বে যদি, নাইরে মানা ;
 তবে অচল হ'য়ে—শাস্ত মনে, সার কর' আধার ঘরের কোণা ।
 কান্ত বলে, সকল কথাই আছে আমার প্রাণে জানা ;
 (আমি) জেনে শুনে ভেবে গুণে, ভুলে আছি, কি কারুখানা !

কীৰ্ত্তন ভাঙ্গা—একতাল ।

হরি হরি বল মন রসনা, হরি হরি কেন বলনা ?
 বিবাদ-নীরে মগন হইয়ে, কত কর ও মন ! ভাবনা ;
 যাঁহারে ভাবিলে যায় ভাবনা, তাঁ'রে কেন ও মন ! ভাব না ?
 নাহি নাহি মন ! ভাবনার কুণ, ভাবিতে ভাবিতে হইবে আকুল,
 যাঁহারে ভাবিলে ভাবনার সাধ মিটেনা—কভু মিটেনা,

তা'রে কেন ও মন ! ভাব না ?

এলে এ সংসারে ককিরী লইয়ে, বাইবে আবার ককির হইয়ে,
 আপন বলিতে যা'র কিছু নাই, তা'র কেন এত ভাবনা ?

সিদ্ধু ঠৈয়বী—একতারা ।

তুমি কা'র, কে তোমার, কা'রে বলরে আপন ?
 মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন ।
 বজ্জুতে হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন,
 প্রপঞ্চ জগৎ মিথ্যা, সত্য নিরঞ্জন ।
 নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে স্তম্বে,
 প্রভাত হইলে দশ দিকতে গমন ;
 তেমতি জানিবে সব, অনিতা বন্ধু বান্ধব,
 সময়ে প'লাবে তারা, কে করে বারণ ?
 কোথা কুসুম চন্দন, মণিধর আভরণ,
 কোথা বা রহিবে তব, প্রাণ-প্রিয় জন ;
 ধন সৌবন মান, কোথা র'বে অভিমান,
 বধন করিবে গ্রাস, নিষ্ঠুর শমন ।

সিদ্ধু—কাণ্ডালা ।

স্তা' বিনে পার পাৰি নে পারাবারে ।
 বলি তাই বায়ে বায়ে ;
 পারের কাণ্ডারী হরি, হরি বিনে কে নিস্তারে ?
 বন জন পরিবার, কোন্ কন্ঠের তোমার,
 (তা'রা) পারবে না করিতে পার ;
 বহং ডুবাতে পারে পাথারে রে ।

ভৈরবী—খেয়ট্টা ।

এই হরিনাম বল বদনে !

হরি বৈ আর গতি কৈ, ভেবে দেখে ত্রিভুবনে ।

• আগম নিগম পুরাণ যত, সকলি হরিগত,

মহিমা বলব কত, অপার অদীর্ঘে ;

ঐ দেবাদিদেব ত্রিপুরারি, পঞ্চমুখে বলেন হরি,

ঋষ তাই ঋষ করি, ভাবেন হরি নিবিড় বনে ।

দয়াশয় দানবস্কু, পার কর ভবসিঙ্কু,

হরি বৈ নাহি বস্কু, ভবসিঙ্কু পারে ;—

তুমি কিসে আছ কি ধন লভে, তোমার সাধনের দিন কোল বয়ে,

দেখলে না একবার চেয়ে, হরণ করণে জীবন ধনে ।

মুলতান—একতারা ।

দেখ নয়ন মুদে অন্তরেতে শ্রীহরি-চরণ ।

যিনি নিষ্কিঞ্চয় নিরঞ্জন পতিতপাবন ।

হৃদিপদ্ম আসন করি, বসাত্তাঁরে বসন করি,

কর নয়ন জলেতে তাঁর, পদ প্রক্ষালন ।

মন প্রাণ ঐক্য করি, ধর তাঁরে দৃঢ় করি,

যাতে ভবব্যর্থাধি শোক তাপ, হইবে মোচন ।

জলে জল যেমন মিশায়, হৃৎ তাঁতে লীন প্রায়,

তাতে হইবে পরম সুখ, না বায় কখন ।

খট-ভৈরবী মিশ্রিত—কাওয়ালী ।

ছাড়রে মন ভবের খেলা বাবার সময় হ'ল তোর ।
 সদা হরিবল হরিবল, ভেঙ্গে যাক্ তোর ঘুমের ঘোর ।
 আর কতকাল থাক্‌বি ঘুমে, প'ড়ে ভবের মায়াভ্রমে,
 মন মজা'য়ে হরি নামে, হরি প্রেমে হও বিভোর ।
 তোর মনের কাপি না ঘুচালি, হরিবোলা নাম জাঁকালি ;
 মিছে বাহিরে শিকল আটলি, ঘরে রেখে দাগী চোর ।
 যদি পার হ'তে থাকে বাসনা, কর হরি নাম সাধনা ;
 সেতো ধনী মানী পার করেনা, কান্দাল পে'লে নাই ওজর ।

কেদারা—অড়াঠেকা ।

সাধনের ধন হরি ।
 সাধ তাঁ'য়ে সাধ করি ;
 সাধরে সৰ্বশক্তিরে, সাদরে দিবা-শৰ্বরী ।
 সৰ্বেশ্বর সৰ্বপ্রিয়, সৰ্বজীবে সমন্বৈহ,
 সৰ্বশক্তি স্থলদেহ, সাকার আকার সাধ করি ।
 সাধিলে সাধনা সিক, সাধন পরম আরাধ্য,
 সাধ মনে হ'রে শুদ্ধ, সাধ্যমতে যত্ন করি ।
 সংসারের সার জেনো, হরিনাম সংকীৰ্ত্তন,
 রসনায় সাধ সে ধন, যথাসাধ্য ভক্তি করি' ।
 লচেতন হ'য়ে নর, স্মরণ মনন কর,
 হ'য়ে দীন খগেশ্বর, লাভিবে রে শাস্তি-বারি ।

বাউলের সুর—গড়খেয়টা ।

[আমি যেমন করে' করুবো বল শক্তি সাধনা—সুর]
 মায়াতে মোহিত হ'য়ে কর কি বিচার (ও মন !) ।
 তুমি বা কা'র, কেবা তোমার, ভাব না একবার ।
 এ পর আর সে আপন, বৃথা হৃদয় কর মন,
 পথের পরিচয় যেন, সম্বন্ধ সবার (ও মন !) ।
 একাকী এসেছ ভবে, স্বাবার একা চলে' বাবে,
 তখন কেবা কোথা র'বে, সব ফক্কিকার (শে ষ) !
 ভবলীলা নটের খেলা, ভেঙ্গে দাও আর নাইক বেলা,
 ধুয়ে তরা মনের মল', কর আপ্ত সার (ও মন !) ।
 পরিত্রাজক শুন বাণী, কাজ কি করে' জানা-জানি,
 যরের ভিতর হচ্ছে ধ্বনি, আনন্দ হৃদয় ।

হরিনাম সার কর তাইরে !

ভবনিকু পার হ'তে বন্ধ আর নাইরে ।

বড়রিপু গুণ করি, হরিনাম-হা'ল ধরি,

ভবার্ণব দাও পাড়ি, কোন শকা নাইরে ।

অনিত্য এ দেহ বাস, তা' নিরে কর উল্লাস,

না ভঞ্জিলে পীতবাস, মনরে !—

যখন ধরিবে কালে, কি করিবে সেই কালে,

হরি বিনে অস্ত কালে, আর লক্ষ্য নাইরে ।

বাউলের হুর—একতালা ।

[বন্ মাধাই মধুর স্বরে—হুর]

মন ! করিস্নে গগুগোল ।

একবার মিটরে সন্দ, মনের দন্দ, আনন্দে বন্ হরিবোল ।
 ওরে, পাঁচ হাওয়া পাঁচ হাওয়া ঘরে পাঁচ ভূতে তুলেছে রোল;
 যদি পাঁচে পাঁচে পঁচিশ মানুষ দেখ'বি তবে ছয়ার খোল ।
 ছেড়ে খুসীনাটি ময়লা মাটি মনটা খাটি ক'রে তোলা,
 দেখ পাঁচ পথে এক রঙ্গের মানুষ, কর্তেছে লীলা কেবল ।
 ওরে, কালো ধলো বত বন্ পুরুন মেয়ে সে ই সকল,
 যেমন নানা বুলি বাজায় ঢুলী, বাজে কিন্তু একই টোল ।
 ওরে পাঁচ ঘাটে এক গঙ্গা বটে ঠারেঠোরে বোঝু পাগল,
 পরিব্রাজক বলে পাঁচ রূপে এক আলো করে র'মহল ।

বাউলের হুর—ধেম্টা ।

হরি বল মন রসনা ; মানব জনম আর হ'বে না ।
 (হরি বল মন'রসনা, হরি বল মন রসনা) ।
 জননী কঠরে বখন, উর্দ্ধপদে ছিলে তখন,
 ব'লে এলে করবে সাধন, সেই বখা মনে পড়ে না ।
 বখন শমন বাঁধ'বে হাতে, কি করিবে মাতা পিতে,
 হরি ভঙ্গ এক চিতে, শমন তোমায় পা'বে না ।

বাউলের সুর—একতালা ।

হরিনাম-সুধা পান কর মন !

পা'বেনা বম-বাতনা ভয় র'বে না,

হ'বে রে তোর (ও ভোলা মন !) শমন দমন ।

যাইতে এক দিনের পথে, পথের খরচ লওরে হাতে,

যা'বে যে দুর্গম পথেতে, করেছ কি তা'র আয়োজন ?

কি বন্ধু কি সূত দাড়া, ওয়ে ! আপন আপন করে যা'রা,

সঙ্গে না যা'বে তা'রা, করবে দেহ দাহন ।

তাই বলি মন ! মূঢ় তোরে, লয়ে পরিত্রাজকেরে,

শ্রীহরির প্রেম-সাগরে, দিন থাকিতে হওরে মগন ।

অসার সংসারে কেবল হরি সারাৎসার রে ।

শোভাময় সব হয়, নিমিষে ধূলি-সার রে ।

কুল কুমুম সম কুমারী কুমার রে ;

চকিত সমান গ্রাসে, কাগ ছুরাচার রে ।

অকপট সখা বলি, কর অহঙ্কার রে ;

বিকট দুর্দিনে তোমার, করে পরিহার রে ।

শান্তির আগর নহে, ধন পরিবার রে ;

সুধাভ্রমে গরল পিয়ে, কর হাহাকার রে ।

যরীচিকাময় দেখে, কেন ভ্রম আর রে ;

(কর) হৃদ্বি ধ্যান, হরির জ্ঞান, হরি গলার হার রে ।

বাউলের ফুল ।

সবে আনন্দে ভাই হরি বল ।

বিগড়-ভঞ্জন হরি ভকত-বৎসল ; (হরি দয়াময় হে)

(হরি) ভব-সিদ্ধ পার হ'বার অমূল্য সম্বল ।

হরি-কল্পভরতলে চল—চল—চল ; (ও ভাই ত্বরা ক'রে রে)

(সবে) কুড়া'য়ে পাইবে তথা চতুর্ভুজ ফল ।

শোক রোগ ছু'খ তথা নাহি কোলাহল ; (পাপ তাপ আদি নাই)

(সদা) আনন্দ-হিল্লোল তথা বহিছে কেবল ।

বিবরে বিহ্বল হ'য়ে দিন বয়ে গেল ; (বুঝা গেল—গেল রে)

(আজি) হরিগুণ গেয়ে কর জনম সফল ।

হরির প্রেমেতে মত্ত ভকত মণ্ডল ; (সাধু যোগী ঋষিগণ)

(তাঁদের) ছ'নমনে প্রেম-ধারা বহে অবিরল ।

বেথরে মিলন কিবা বিমলে বিনল ; (কিবা শোভা হ'য়েছে)

(আহা !) সাধু-হৃদকমলে হরির চরণ-কমল ।

সকলই অসার, হরি স্তম্ভার কেবল (হরি সারাৎসার হে)

(ও ভাই) পরিত্রাজক বলে, সবে মিলে, হরি হরি বল ।

প্রাণে যে নাম আপনি জাগে, সেই নামেহে ডাক তাঁরে ।

ধার-করা নাম নয়হে কিছুই, পড়ে থাকে ফাঁকের ধারে ।

ধারের অনিষ নংকো নিজের ভাই বলিহে ভক্তি-তরে ;

নিজের ভেবে নিজের নামে ডাক তাঁরে বায়ে বায়ে ।

৪. বাজ—একতাল।

ধীর সমীরে, গাওরে গভীরে, প্রাণ ভরিয়াে হরিঃগুণ গান ।

মাতাবে মাতা'বে, এ বিশ্ব মোহিবে, দেহে সঞ্চাৰিবে নব নব প্রাণ ।

জীবের দুর্গতি হেরিয়ে নয়নে, আনিয়াছে গোরা এ নাম ভুবনে,

রোগ শোক আদি সংসার-দহনে, পা'বে শাস্তি কর নামস্থধা পান ।

ভব-তাপে বা'র হৃদি জলে' যায়, জুড়াইবে হৃদি এ নাম-স্থধায়,

অশাস্তি অনল দূরে চলে' যায়, খুলে বার প্রাণে অমৃত ধাম ।

৫. বাজ—৭৭ ।

পি লে রে অবধূত হো মাতোয়ারা, পিমালা প্রেম হরি-রসকা রে

বাল অবস্থা গেল গোঞাই, তরুণ গয়ে নারী-বশকা রে ।

বৃদ্ধ ভয়ো কফ বায়ুনে ঘেরা, খাট পড়া জামষকা রে ।

নাত কমলমে হ্যায় কস্তুরী, ক্যাঃসে ভরম'মিটে পশুকা রে ।

বিনা সংগুরু ম্যাসাহি টুটে, জ্যায়সা মৃগ ফিরে বনকা রে ।

৬. বাজ —একতাল।

ভুলো না মন ! বিশ্বময় সেই বিশ্বধরে ।

বিশ্বজন সহ তব, পালন বে করে ।

বিশ্ব ব্যাপ্ত বিশ্বাধার, সে-ই বিশ্বে দেয় আহ্বার,

না কর সন্ধান তাঁর, আহ মন্ত অহঙ্কারে !

ধ.ব.ক—একভালা ।

হেলাতে রতন, হারা'ওনা মন, হরি হরি বল বদনে ।

হরিবোল—হরিবোল—বল শরনে স্বপনে জাগরণে ।

ঐহিকের মুখ হ'লনা বলিয়ে, তা' বলে কি নাম রহিবে ভুলিয়ে,
যে নামে, ঘাঁর প্রেমে, হলেন শু কদেব সূখী,

নারদ বৈরাগী, মহাদেব ষোগী ;

ধাকেন স্থানে মশানে ঘোষণানে (ঘোণার কাশী ত্যজে) ।

মনে কর সেই দিন ভয়ঙ্কর, অবশ অঙ্গ যে দিন হইবে তোমার,
সেই দিনে বদনে, যদি বলতে পার নাম, হরি পূরা'বে মনস্কাম,

তবে যাবে মোক্ষধাম ;—

তোমার লবে না ছোবে না শমনে (হরিনামের গুণে) ।

ভ্যজ্য করে যেদিন বাইবে সংসার, কোথা রবে সেদিন পুত্র পরিবার,
সংসার অসার, অঁ'খি মুদলে অঙ্ককার, কর হরিপদ সার,

যদি হ'বে ভব-পার, রাখ রতিমতি হরি-চরণে (ভবে তরবে যদি) ।

সুদন বলে গতি নাই হরি বিনে, হরিনাম-সুখা পিয়রে বদনে,

কলিতে তরা'তে হরিনাম ব্রহ্মময়, বে জন জানেরে নিশ্চয়,

তা'র কি ভবে ভয় ; সে জন তরিতে পারিবে তুফানে (হরি ২ বলে)

মন ! মজ রে হরি-পদে ।

মিছে মায়া, কেবল ছায়া, ভুলো না মন ! আমোদ-মদে ।

দারা সূত পরিজনে, ও মন ! তেবে দেখ মনে মনে,

কেউ কারো নয় এই ভুবনে, হরি-চরণ-ভরি বিপদে ।

ইমন—কাওলালী ।

হরিবে সাধনা কর হরি । (ওরে মন !)

পরিহর ওরে মন, পরিবার পরিজন,

পরিভ্রাণ পা'বে হরি করহে সাধন ;

সদা মনোমদে প্রেমামোদে, ভুলে থাক অকারণ,

পরম পুরুষ মুরারি ।

তুমি আগে মন বা'র ছিলে, এখন মন তা'র ওছিলে,

সদা ফের, নৈলে ফের হ'বে, লগাটে তোমার ছেরি ;

বারে বারে আসিস, সাধে, জঘ্যাকেশের আশীর্বাদে,

মে হরি তরাবে তোমারি ।

একি তব রে বিক্রম, ভুলে গেলে ত্রিবিক্রম,

হ'ল ক্রমশঃ কলুষ ভারি,—

আসা যাওমা পরিশ্রম, বাড়িল বিফলে তোমারি ;

হ'ল তব যাতায়াত, আশী লক্ষ ক্রমাগত,

এখনো জাননা ত, আর হ'বে গত কত,

কর হরিপদ সার, ভর কর ভরসার,

কি হ'বে উঠিলে শিহরি ?

ভজন পূজন স্মরণ ধ্যান, তপ জপ প্রেম নাম-গান,

কর, রে মন ! পাবি দরশন, হৃদিমাঝে হরি হৃদি-বিহারী ।

দয়াময় হরি ভক্ত-প্রাণ, ভক্তি পেলে করে মুক্তি দান,

ভক্তজন কাছে, হরি বঁধা আছে, ভক্তি কর, হরি হ'বে তোমারি ।

ইবল-কুশালী—কাণ্ডয়ালী ।

দিনবা ষাতে হো বীত হ্যায়, মন ! তেরি হো,
 ক্যা কিয়ো মূরখ মন ! আকে ছনিয়ামে !
 পরম আত্মা পরমেশ্বর ঈশ্বর, শঙ্ক চক্র গনা পদ্ম পীতাধর,
 দীনবন্ধু দয়াল দামোদর, ভজ লে মূরখ মন ! কৃষ্ণ বাহুদেবায় ।
 জনম লিয়া সব জননী গরভমে, বারবার জোরি আরজ করত হ্যায়,
 আকে ছনিয়ামে বিসর গয়ো সব, কহত তানসেন শুনত হ্যায় ।

বেহাগ—কাণ্ডয়ালী ।

নলিনী-দল-গত চঞ্চল জীবনম্ ।
 মা কুরু ধন-জন-বৌবনাভিমানম্ ।
 বিষম-বিষয়-বিষপান-বিমোহিতং,
 চিস্তয় আত্মনোহিতম্
 হরিপদ-সরোজে বিহর মন-মধুকয়,
 সকলং কুরু মাহুয-জননম্ ।

গাও প্রেমময় হরিগুণ গান ।

রবে না—রবে না হৃদয়-বাতনা আর পাবে পরিত্রাণ
 হরি হরি বলি, ছাটি বাহু তুলি,
 নেচে আর, নেচে আরে, ছুঁই তাপা পাশে,
 জুড়া'বে যদি তাপিত প্রাণ ।

রাজবিজয়—তেওয়া (রূপদ) ।

হরি হরি জপত রে ।

জপ করনে তুম্ হোয়েরে ভব পার রে ।

যো সৃজন করত ত্রিভুনরে, ঔর সব জীবরে,

যো মুক্তি দেত, করত প্রতিপালন রে ।

যো ধরত বহুরূপ নিমখরে, ধরণীধর গিরিধারীরে,

অব কহত গোপেশ, সো নাম পার ন পাবে রে ।

হরি হরি বল মন !

হ'বে যে নাম অরণে ত্রিতাপ বারণ ।

চৌরাশি লক্ষ যোনি করিয়ে ভ্রমণ, অতি কষ্টে পেগি মানব জনম,

হরি বল রে মন শমন-ভবন গমন হ'বেরে বারণ ।

যে নাম অরণে শুকদেব স্তম্বী, যে নাম জপিতে মহাদেব ষোণী,

যদি ভবার্ণবে হইবি পার, ডাক সেই শ্রীমধুসূদন ।

হরি-রস-মদিরা পিয়ে মম মানস মাতরে ।

লুঠম অবনো-তগ হরি হরি ব'লে কাঁদ রে ।

গভীর নিনাদে হরি নামে গগন ছাও রে ;

নাচ হরি ব'লে ছ'বাছ তুলে, হরিনাম বিলাও রে ।

হরিনামানন্দ-রসে অমুদিন ভাসরে ;

গাও হরিনাম, হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা নাশরে !

বিভাস—কাণ্ডালী ।

মন ! একবার হরি বল—হরি বল—হরি বল ।
 হরি হরি হরি ব'লে, ভব-সিন্ধু পায়ে চল ;
 হরি হরি হরি বল পাবিরে তুই মোক্ষফল ।
 জলে হরি স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি সূর্য্যে হরি,
 অনলে অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল ।
 ক্ষুধা তৃষ্ণা পন্নিহরি, বলরে মন হরি হরি,
 হরি তোর সুখার অন্ন, হরি তোর পিপাসার জল ।
 দুর্ব্বলের বল হরি, অধম-তারণ হরি,
 পতিত-পাবন হরি, হরি ভকত-বৎসল ।
 ভক্তি রস পান করি, যে বলে হরি হরি ।
 বাঞ্ছা-কল্পতরু হরি, বেন তাঁরে মোক্ষফল ।
 হরি বেদ হরি বিধি, হরি মন্ত্র হরি সিদ্ধি,
 হরি স্তোত্র হরি বুদ্ধি, হরি ভরসা কেবল ।
 পাষাণ-দলন হরি, নাস্তিকের দর্পহারী,
 যাঁহার পুণ্য-প্রভাপে, কাঁপে পাপাসুর-দল ।
 অগ্নে হরি বস্মে হরি, গৃহ পরিবারে হরি,
 দেহ মন প্রাণে হরি, হরি সজ্জের সম্বল ।
 নিখাস প্রাখাসে হরি, শোণিত-প্রবাহে হরি,
 নয়ন- অঞ্জন হরি, হরি শক্তি হরি বল ।
 চিন্ময় অরূপ হরি, নহেন কভু দেহধারী,
 চিদানন্দ রূপ ধরি, করেন প্রাণ শীতল ।

প্রবাসে কাননে হরি, পর্কত পাথারে হরি,
 আকাশে ভূতলে হরি, হরি ব্যাপ্ত সর্বস্থল ।
 গৃহে দেবালয়ে হরি, পথে কৰ্মক্ষেত্রে হরি,
 আহারে বিহারে হরি, হরি প্রাণের সঞ্চল ।
 অখণ্ড অব্যয় হরি, ভক্ত-বাহুপূর্ণকারী,
 দীনজনে দয়া করি, দেন চরণ-কমল ।
 সুখে হরি দুঃখে হরি, বিপদে সম্পদে হরি,
 জনমে মরণে হরি, হরি পরম মঙ্গল ।
 হরি ভক্তি হরি মুক্তি, হরি স্বর্গ হরি গতি,
 হরি জগতের পতি, হরি ইহ পরকাল ।
 হরি পিতা হরি মাতা, হরি গুরু জ্ঞানদাতা,
 হরি সৰ্বজন-ত্রাতা, শুদ্ধ সত্ত্ব নিরমল ।
 নয়নে দেখেছে হরি, রসনায় বল হরি,
 হৃদয়-কমলে ভজ, হরি চরণ-কমল ।

বিভাস—কাওয়ালী ।

হরিশুণ গা'বে, তব সুখ পা'বে,
 কোঁ নহি মন ! হরিনামকো রটনা ।
 জ্ঞান-দৃষ্টিমে বিচার করকে,
 দেখো জগমে তুয়া কোই নহি আপনা ।

সাহায্য—একতারা ।

মিছে ভয়ে আকুল হ'য়ে কাঁদিস্ কেন মন ?
ভয়ের মহাভয় হরি কর্বে ভয় বিমোচন ।
কেঁদে কেন বাড়াস্ বেলা, ভাগা হরিনামের ভেলা,
বিপদ-সাগর ত'রে বা'বি, আবার পা'বি লুপ্তধন ।

পুষ্টিয়া—সুরকান্তা ।

সুমরণ হরিকোঁ করোরে যাসো হোবে ভবপার ।
রহ শিখ জান মান কছো হায় পুণ্য,
মো ভগবান আপ করতার ।
দীমবন্ধু দয়্যাসিদ্ধু পতিতপাবন,
আনন্দ-কন্দ তোসে কহত হুঁ পুকার ;
তানসেন কহে নিরমল সদা রহিয়ে,
নর দেহ ন হো বায় রার ।

মঙ্গলমিশ্রিত—একতারা ।

এমন সুধার হরিনাম, হরি বল না ।
সাধের পণে কিন্‌বি হরি, সাধ কেন তোর হ'ল না ?
পাপী ত্তাপী নাইকরে বিচার, হরি ডাকুলে করে পার ;
করণার তুলনা নাই আর ;—
নামে হও মাতোয়ারা, মিছে মদে ভুলো না ।

মল্লার—চৌতাল শোয়ারি ।

হরিপদ-পল্লব হৃদে ধর সাবধানে ।

- [তাল ফরদস্ত] ত্রিতাপ-নিহস্তা কি আছে ও চরণ বিনে ?
 [তাল খমেস] ভজরে,—মজ হরি-
 [তাল রূপক] ধ্যানে ;
 [তাল সুরফক্কা] শ্রীচরি-চরণ বিনে,
 [তাল ব্রহ্ম] নাবিরি দমিতে শমনে ;
 কর চিস্তে একান্ত যতনে ।
 [তাল নবিছা] শুন গরে মুঢ় মন,
 বিনে শ্রীনন্দনন্দন,
 [তাল দস্তক] আর সার ধন, পাবিনে কখন,
 [তাল সপ্তশোয়ারি] বিনয় করে, বলি মন তোমারে, সেই নাম
 [তাল পড়তাল] বিনে ভাবিস্নে অস্ত্রে ।

মল্লার—আড়া ।

ভেবেছ কি ওরে মন ! চিরদিন কি এম্নি যা'বে ?
 প'ড়ে র'বে এ সংসার, কালেতে যবে গ্রাঁসিবে ।
 দারী পুত্র পরিবার, কেহ নহে আপনার',
 তবু কেন বারবার মজরে অনিত্য ভাবে ?
 ত্যজ গুণ তমঃ রজ, সদা হরি-'পদ' ভজ,
 পার হ'রে যা'বে যদি, অকূল এ ভবার্গবে ।

মল্লার—আড়াঠেকা ।

ভাব মন ! তাঁ'রে ।

এ ভব জলধিজলে যে জন তারে ।

হ'য়ে মায়া নিদ্রাগত, স্বপন দেখিছ কত,

কা'র স্তম্ভ অবিরত, ভাব এ সংসারে ?

কা'র স্মৃত কা'র দারা, কেহ কারো নহে তাঁ'রা,

মুদিলে নয়ন-তারা, তাঁ'রা কোথা রয় ?—

অসময়ে কেবা বন্ধু, বন্ধু সেই দীনবন্ধু,

নাম যা'র কৃপাসিন্ধু, জীব ভরিবারে ।

সিন্ধু—খেগুটা ।

ও মন মাঝিরে ! তুই আমারে ভবপারে লয়ে চল ।

ভবের দেখে রঙ্গ কাঁপে অঙ্গ, আমি হারিয়েছি বুদ্ধি-বল ।

এ বে জীর্ণ তরি প্রায়, বারি চারিদিকে চুগায়,

বন্ধ হয় না, জল খামে না, গাব দিলে তার গায় ;

বারি কানায় কানায় ছাপিয়ে উঠে,

• যেন নেবেছে পাহাড়ের ঢল ।

ভবসিন্ধু পারে যেতে, পড়ে অকূল বারিতে,

তুকান হবে, ডুবে বাবে, একটী চেউয়েতে ;

ও তোর ছ'টা ঝাঁড়ি, সব আনারি,

আম্মার ভয়না হরিনাম কেবল ।

প্রসাদী হর—একতারা ।

মন ! করো না সুখের আশা । যদি অন্নের পদে ল'বে বাসা
 হ'য়ে ধর্ম-তনয়, তাহলে আলয়, বনে গমন হারি পাশা ।
 'হয়ে দেবের দেব সান্নিবেচক, তেঁই ত শিবের দৈন্ত দশা ;
 সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে, সুখের আশে বড় কশা ।
 হরিষে বিধাদে আছে মন ! করো না এ কথার গোসা ;
 ওরে সুখেই দুঃখ, দুঃখেই সুখ, ডাকের কথা আছে ভাষা ।
 মন ! ভেবেছ কপট ভক্তি, করে' পুরাইবে আশা ;
 ল'বে কড়ার কড়া ভক্ত কড়া, এড়াবে কি রতি মাসা ?
 প্রসাদের মন হও যদি মন ! কর্ম্মে কেন হওরে চাষা ?—
 ওরে মনের মতন কর বতন, রতন পা'বে খাসা খাসা ।

প্রসাদী হর—একতারা ।

মন রে ! তোমার বুদ্ধি একি ?

ও তুই সাপধরা জ্ঞান না শিখিবে, তগাস করে বেড়াস্ সে কি ?
 ব্যাধের ছেলে পক্ষী মারে, জেলের ছেলে মৎস্ত ধরে ;
 মনরে ! ওঝার ছেলে গরু হ'লে গোসাপে তার কাটে নাকি ?
 জাতিধর্ম সাপ খেলা, সেই মন্ত্র করোন! হেলা ;
 যখন বলবে বাপে সাপ ধরিতে, তখন হবি অধোমুখী ।
 পেয়ে যে খন হেলায় হারান, তা'র চেয়ে কে অবোধ ধরান ?—
 প্রসাদ বলে হা'রা'ব না, সমস্ত থাকতে শিখে রাখি ।

প্রসাদী স্মরণ—একতারা।

গেল দিন মিছা রঙ্গ-রসে।

আমি কাজ হারালেম কালের বশে।

যখন ধন উপার্জন, করেছিলাম দেশ বিদেশে ;

তখন ভাই বন্ধু দারা স্মৃত, সবাই ছিল আমার বশে।

এখন ধন উপার্জন, না হইল দশার শেষে ;

সেই ভাই বন্ধু দারা স্মৃত, নির্ধন ব'লে সবাই রোষে।

যম আসি পিয়রে বসে, ধর্বে যখন অগ্রকেশে ;

তখন সাজাইয়ে মাচা ক'সা কাঁচা, বিদায় দিবে দণ্ডী বেশে।

হরি হরি বলি, শ্রুণানেতে কেলি, যে ঘা'র যাবে আপন বাসে ;

রাম প্রসাদ মলো, কাম্বা গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে।

প্রসাদী স্মরণ—একতারা।

আর কবে চৈতন্ত হবে ?

বল, আলস্ত-শযায় গুয়ে, কত কাল জেগে ঘুমা'বে ?

ঐ যে শুনিছ কানে, কাঁদিতেছে উচ্চরবে ;

তোমার মত একজন চলে গেল, সর্ব্বস্থ তার রইল শুবে।

মনে ভেবে-দেখ যে দিন, ঐ দশা তোমার হবে ;

তখন ভাই বন্ধু দারাস্মৃত, ভবের বিভব কোথায় রবে ?

ধর্ম্ম-ধনে হুঙ্করে ধনী, যে ধন তোমার সঙ্গে যাবে,

কর তাঁর শ্রীচরণ হৃদে ধারণ, পরকালে যাবে-পাবে।

প্রসঙ্গী হর—একতারা ।

সামান্য ভবে ডুবে তরি । (তরি ডুবে যায় জনমের মত) ।
 জীর্ণ তরি তুফান ভারি, বাইতে নারি ভয়ে মরি ;
 ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু, (এবার) এরাই কর্ছ দাগাদারি।
 এনেছিলি বসে খেলি মন ! মহাজনের মূল খে'য়ালি ;
 যখন হিসাব করে' দিতে হবে, তখন তহবিল হ'বে হারি ।
 দ্বিজ্ঞ রামপ্রসাদ বলে মন ! নীরে বুঝি ডুগায় তরি ;
 তুমি পরের ঘরের হিসাব কর, আপন ঘরে যায় রে চুরি !

কেদারা—চিনা হেতারা ।

কাজে মজে' দিন গেল ।

সে কাজের কি হল, বল ;

বৃথা কাজে কা'রে ভজে, আছ মজে, রে বাতুল ? ,
 সেখানে কি বলে এলি, এসে শেষে ভুলে গেলি, ।
 কি সুখেতে কাল কাটালি, কাল ব্যাজ নাই কালাকাল ।
 ত্যজে পরমার্থ তত্ত্ব, কররে পর-দাসত্ব,
 কি হ'বে অনিত্য বিত্ত, সে তত্ত্ব ধার নাই সম্বল ।
 জ্ঞাতি গোত্র দারামৃত, তা'রা যদি সঙ্গে যেত,
 বাচিত, তোমায় বাঁচাত, হ'ত কত সুখ-মূল ।
 কহে দীন ধগরাজ, কররে সান্ত্বিক কাজ,
 কল্পেনা আর কাল ব্যাজ, ভাব সে সর্বমঙ্গল ।

প্রসাদী সুর—একতারা ।

মন ! তুমি কি রঙ্গে আছ ! (ওমন ! রঙ্গে আছ, রঙ্গে আছ) ।
 তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরাঘোরা, হুঃখে রোদিন স্তখে নাচ ।
 রঙ্গের বেলায় রঙ্গিরে কড়ি, সোণার দরে তাই কিনেছ ;
 ও মন ! হুঃখের বেলা মাণিক রতন মাটির দরে তাই বেচেছ ।
 স্তখের ঘরে রূপের বাসা, সেই রূপে মন মজায়েছ ;
 বখন সেরূপ বিরূপ হ'বে, সেরূপের কিরূপ ভেবেছ ?

পিলু—চিনা তেতারা ।

কত দিন আর ওরে মন ! র'বে আর অচেতন,
 এ দিন চিরদিন র'বে না ।
 ধ'রেছ মিছা দেহ, সদা তাহে সন্দেহ,
 নিমেষে পতন তা'ও কি জান না ?
 অসার ৷ সংসার, পুত্রাদি পরিবার,
 শেষে সঙ্গে তোমার যা'বে না ।
 ধন-আশে মনোজ্ঞাসে, ভ্রমিছ দেশ-বিদেশে,
 কি হ'বে সে সব শেষে বল না ?
 তাই বলি ওরে মন ! তাজ মান অভিমান,
 হিংসাদি তমোস্তম রেখনা ।
 পণ্ডিত্রাজক গুন, যদি চাও নিত্য ধন,
 কর নিস্ত'ণ আত্ম-ভাবনা ।

পিলু—বাঁপতাল ।

আপনাতে আপনি থাক, মন ! বেঙনারে কা'রো ঘরে ।
 বা' চা'বি, তা' বসে পা'বি, খোঁজ নিজ অহঃপুরে ।
 পরম ধন ঐ পরশ-মণি, বা' চা'বে তা' দিতে পারে ;
 কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ ছায়ায় ।
 তীর্থ গমন, হুঃখ ভ্রমণ, মন ! উচাটন হঠাৎ নারে ;
 (তুমি) আনন্দে জ্ববেণী স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে ।
 কি দেখ কমলকান্ত, মিছে বাজী এ সংসারে ;
 বাজীকরে চিন্লে নারে, যে ঘটের ভিতর বিব্রাজ করে ।

তংলা—একতাল ।

মাগারে পরম কোতুক !
 মাগাবন্ধ জনে ধাবতি, অবন্ধ জনে লুটে মুখ ।
 আমি এই, আগার এই, এ ভাব ভাবে খুঁসেই,
 মনরে, মিছামিছি সার ভেবে, সাহসে বাধিছ বুক ।
 আমি কেবা আমার কেবা, আমি ভিন্ন আছে কেবা,
 মনরে ! কে করে কাহার সেবা, মিছা ভাব হুখ মুখ ।
 দোপ জেলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি' পায় করে,
 মনরে, তখনি নির্কাণ করে, না রাখেই একটুক ।
 প্রোক্ত অট্টালিকার থাক, আপনি আপন দেখ,
 রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলিয়া দেখয়ে মুখ ।

থাধাবতী—কাওয়ালী ।

দিন যায় দীন-নাথে একবার ডাক না রে !

বতন করে' এ'দিন তো চিরদিন সুদিন আর র'বে না রে ;

আইলে কুদিন, কি করিবে সে দিন, সে দিন কেন ভাব না রে ?

বৃথা কাজে যায় দিন, না ভাবিলে সেই দিন,

হয়ে জীব পরাধীন, দিন গেল রে :—

ছেলায় হারা'লে দিন, দিন দিন তরু ক্ষীণ,

বারি-হীন মীন প্রায় ক্ষীণ হ'লি রে ।

যদি পেয়েছরে দিন, হইয়া দীনের অধীন,

কররে নাম সাধন বন্ধন তরে ;

এ অতি সুখের দিন, আর পা'বে না হেন দিন,

নিকটে এসে সে দিন, দিক্ তম করে' ।

সেদিনের যে উপসর্গ, দিনে দিনে গর্ক খর্ক,

কা'ন্দে দেখা'বি বৈভব, সে দিন এলরে ;

সে দিনের কর সম্বল, মুখে দীননাথ বল,

হাতে হাতে ফলাফল, সে দিন পা'বিরে ।

ছুর্দিন সেই দিন, অতিশয় কুদিন,

কি করিবে সেই দিন, ভেবে দেখরে ;

দেখ দেখ দিন গেল, মুখে দীননাথ বল,

দিনের ভাবনা ভাবিতে হ'বে না তেরে ।

কছে ঋগ দী-হীন, ভাব তাঁরে নিশিদিন,

দীনের অধীন হ'লে তবে পাবে তাঁরে ।

মিশ্র ষাষাজ—চিমা তেতাল।

রসনা, সদা রটনা মূরায়ে ।

কেশব মাধব যাদব মধু-কৈটভারে ।

দিনে দিনে দিন গত, সে দিন হ'ল আগত,

বুদ্ধি-হত জ্ঞানহত, হতায়ু হইবে পরে ।

কিছুমাত্র নাহি বোধ, শুন বলি রে নির্বোধ,

কক্ষে ব'ণ্ঠ হ'লে রোধ, কেমনে ডাকিবি তাঁ'রে ?

পঞ্চভূতের দেহ-কল, যেন পদ্মপত্রের জল,

সদা করে টলটল, পক্ষে পঞ্চ দিশাবে রে ।

যত কর ক্রিয়া-কর্ম, নহে হরিনাম সর্ম,

খগ কহে নাম ব্রহ্ম, একলি কলুষ যোরে ।

ষাষাজ—একতাল।

জীব-মুগ রে ! কি আর কর ? সাবধানে এ বনে বিচর ।

এ ঘোর গহনে, কুহক-কাননে, আছে ব্যাধ দণ্ডধর ।

আছে মায়-লতা এ বনে বেড়িয়ে, যে দিকে যাইবে ধরিবে জড়িয়ে,

আসিবে কাল খেয়ে, মৃত্যু-বাণ লয়ে, করিবে সন্ধ ন শর ।

ঐ দেখ ভীম দুষ্ট ব্যাধ-কাল, বিষয়-বৃক্ষতলে পাতিয়াছে আল,

বাধিবে তোমারে পেলে পরে কাল, জড়াইবে জালে ঘোর ।

কেন তাব পন্নিব্রাজকের মন, এ বন হ'তে কর স্বরায় পলায়ন,

ছিন্নি চরণে (মন রে !) লহরে শরণ, মরণে কি তর আর ?

ধাৰ্ম্মিক—একতাল।

জীব-মীনেরে ! জীবন গেল ।
 কাল পেয়ে কাল-ধীবর এল ;—
 বিষয়-বারিক্ষেত্রে, টান্বে কর্ণস্থত্রে, ফেলিয়া জঞ্জাল-জাল ।
 কেন আশ্রয় করিলি এ সংসার-বারি,
 কাল জাল যায় ফেলতে অধিকারী ;
 এ পাপ-জল পরিহরি, হরি-চরণ গভীর জলে চগ ।
 দাশরথি বলে নয়ন-জলে ভাসি,
 জগ কেন হ'য়ে সে জল অভিশাপী,
 যে জল-মঝাঝে জলে দিবানিশি, কলুষ-বাড়বানল ।

ধাৰ্ম্মিক-মিত্র—একতাল।

পর কি আপন, চিনিলা না মন, পথ ভুলে যাও কোথা রে ?
 ওরে মন ! স্তম্ভ-মন, গরল তুলে দিচ্ছ মুখে কি ক'রে ?—

(আপন হাতে ক'রে) ।

বিষয়-বিষে রজ রসে, ভেসে আছরে সুখ-বিলাসে,

কর কি, ভাব কি, যবে ধরবে তো'র কেশে,

উপায় কি হবে শেষে ; রাখ হরিপদে গতি মতি রে ।

সদা যা'রে তুমি ভাবিছ আপন, সে কি তো'র কখন হ'বেরে আপন,

হল কি, কর কি, যারা মোহে অচতন, বোর আধারে মগন ;

সদা হরি হরি বলে' ডাক রে (প্রাণ ভরে সদা) ।

বাব'ম একতাল ।

'আমি আমি' বল তুমি ।

তুমি চিন্লে না মন ! কেবা আমি ।

জগৎময় যখন দেখিবে আমি, তখন জান্বে তুমি তোমারি তুমি,

নৈলে 'আমি আমি' বৃথা কর, তুমি নও হে স্বামী ।

শূন্যময় জগৎ তুমি তা ভুলে, ভিন্ন ভেবে কেন মজিলে মজা'লে,

অহঙ্কারে ফুলে, স্থলে মূলে ভুলে হইওনা রে কুপথগামী ।

ব. ম. জ—কাওয়ালী ।

ওরে অচেতন তুমি কেন চিত ?

এ নহে উচিত, হর যাহ বাঞ্চিত,

না চিন্তিয়া চিন্তামণি-পদ হ'লে বঞ্চিত ।

তঁারে চিন্তা বিনা গতি, পথের কোন সঙ্গতি,

নাহি বিধি বিধি-বিরচিত ;

ভব হৃস্তরে নিস্তার চিত, নাহি কদাচিত ।

ভজ ভজ জীব ! নারায়ণ সকল-মঙ্গল-কারণম্ ।

জীব-জীবন-রক্ষাকারী অমঙ্গল-মূল-হারণম্ ।

নীল-জলদ-শরীরধারী, তাপিত-হৃদয়-শান্তিবাসি,

চিন্তিত-চিত ব্রাহ্মিহারী, শঙ্কট-বোঝ-বারণম্ ;—

ভক্ত জীবন, পাণি-পাবন, তাপিতাপহারণম্ ।

বিকিট—মধ্যাহ্ন ।

এই কি ছিল মনে (ওরে মন আমার) ।
 অকূলে আনয়া তার, ডুবাও কেন মাঝ খানে !
 দিয়াছিলে বহু আশা, সেই আশায় তবে আসা,
 শেষে কেবল যাওয়া-আসা, সার হ'বে কি এক্ষণে ?
 সাজাইলে তনু-তারি, বলিলে প্রতিজ্ঞা করি,
 জ্ঞান-গুরু হ'বেন কাণ্ডারী, ভয় কি ভব-তুফানে ?
 পাপে তরী হ'লো ভারী, উঠে তাহে কাল-বারি,
 পরিব্রাজক বলে 'হরি—হরি' বল বদনে ।

বিকিট—কাওয়ালী ।

অসার প্রেমেতে ভুলে, কেন হও প্রবঞ্চিত ?
 বিপদকালে দেখিবে, কে তোমার সুহৃদ কত !
 রূপ ঋণ-ধন যৌবনে, ক্রুতিমধুর বচনে,
 বিমোহিত হয় যেই, সে আত অবোধ-চিত ।
 অস্ত্র যে প্রেয়সী শোকে, করাঘাত হানে বৃকে,
 কল্য সে বিবাহ তরে, হইতেছে সুসজ্জিত !
 নয়নাস্তরাল হ'লে, কে কা'কে আপন বলে,
 সরল হৃদয়ে ভালবেসে হয় আনন্দিত ?
 প্রেমের আকর যিনি, তাঁরে ভালবাস তুমি,
 পাইবে অক্ষয় শান্তি, নিত্য সুখ অবিরত ।

কিঁকিট—একতাল।

সেদিন কেমন, ভাবলি না মন ! যে দিন জীবন বাঁবে রে ।
 কর যত ধন উপার্জন, সে ধন কে তোর খাবে রে ?
 তুণ-শয্যা ভগ্নবাসে, প'ড়ে থাকবি পরের বশে,
 রত্ন-রসে পালং পোষে, কে আর হেসে খোবে রে ?
 জ্ঞানশূন্য বাক্য ছাড়া, প'ড়ে থাকবি বল্বে মড়া
 করে, জপেতে হও আত্মহারা, যদি যমের হাত এড়াবি রে ।
 নীলাশ্বর আর বল্বে কত, যে মুখে খাও পঞ্চামৃত,
 সেই মুখেতে তব স্মৃত, আশুগ জ্বলে দিবে রে ।

বিভাস—আড়া।

ভুলেছ কি ওরে মন, যে দিন যাইতে হ'বে ;
 ভবের বাজারে এই সকলি আঁধার হ'বে ।
 ধন জন ঘর বাড়ী, সকলি বাঁবে রে ছাড়ি,
 প্রিয় স্মৃত স্মৃতা নারী, কে কোথায় পড়ে র'বে ।
 এই দেহ এই প্রাণ, প্রিয় বলি বাহা জ্ঞান,
 সবই অনিত্য রে মন ! শেষে কুমি কীটে খা'বে ।
 শিকলী-কাটা তোতা পাখী, সে তোমায় দিবে রে ফাঁকি,
 দেহ-পিঞ্জরেতে থাকি, আচম্বিতে উড়ে যা'বে ।
 ভুলে আছ মারা মোহে, আত্মহারা পাপদ্রোহে,
 ধ্যান কররে আপন গৃহে, দিন থাকিতে সে ধন লোভে ।

কিঁকিট ষাণ্ডাজ—মধ্যমার ।

কা'র কথায় ভুলে রলে মন ! বল কি কারণ ?
 সাধু সঙ্গ তেয়াগিরে. চোরের সঙ্গে আলাপন !
 হয়ে মোর প্রতিপক্ষ, চে বের হ'লে সাশঙ্ক,
 তুমি না হইলে ঐক্য, হইত গোর পলায়ন ।
 ষড়রিপু লয়ে ষত, ষড়যন্ত্র কর কত,
 না হও মোর অনুগত, গৃহ ভেদ অনুগণ ।
 করিলে আমার অনিষ্ট, না হইবে তব ইষ্ট,
 ঘরভেদে রাবণ নষ্ট, জান তো সব বিবরণ ?

আশোরারি—কাওয়ালী ।

হরি বিন তেরা কোন সহাঠ ?
 হরি বিন কা কী মাতপিতা স্নত বনিতা কো কাহ'কো তাই ।
 ধন ধরুণী অরু সম্পত নগরী জো মাত্তো আপনাই
 তন চুটে কছু সে গণ চালে কাঁহা তাহি লপটাই ।

কথকের পদাবলী ।

চিন্তর মানস মুরহর-চরণং ।
 দুরী কুরু দীনজনে পুনর্ভবাগমনং ।
 অশ্রুতি লক্ষ বোনি ভ্রমশান্তে, প্রাপ্তমিৎ কলেবরং
 সফলং রচর প্রাতরিত্তি মম নিবেদনং ।

বসন্ত-বাহার—আড়াঠেকা ।

ভাজ মন! কুঞ্জন ভুঞ্জঙ্গ সঙ্গ ।

কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আভঙ্গ ।

অনিত্য বিষয় ভাজ, নিত্য নিত্যময়ে ভঙ্গ,

মকরন্দ-রসে মজ, ওরে মনোভুঙ্গ !

স্বপ্নে রাজ্য লভা যেমন, নিদ্রাভঙ্গে দেথ কেমন,

বিষয় জানিবে তেমন, হলে মোহ ভঙ্গ ।

অন্ধ স্বপ্নে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে কূপে পড়ে,

কন্দীকে কি কন্দে ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ ?

এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে,

তুমি যাও পরের ঘরে, এ তো বড় রঙ্গ !

প্রসাদ বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা,

অজহান হ'খে সেটা দক্ষ করে অঙ্গ ।

বাহার—৪৭ ।

মন, হরি বল, হরি বল বিনে, পার পা বিনে ভব-তুফানে ।

সে যে পারের কাণ্ডারী ছরি ভাবরে মন ষতনে ।

যদি পার হ'তে থাকে বাসনা, হরিনাম বল রসনা,

কর মন এই ঘোষণা, ব্রজনা আর পাবিনে ।

হরিবল ওরে মন, ভাব তুমি অহুঙ্কণ,

হও ওরে সাবধান, এড়াবি মন ! শমনে ।

বাহার মিশ্র—একতারা ।

দেহ-গেহে পঞ্চভূত ।

(আছে স্থিত) জানহ নিশ্চিত,

কেন নখর দেহেতে অহঙ্কার এত ?

জানতো এ দেহ-মন্ম, অপঃ বায়ু তেজে জন্ম,

অস্থি মেদ চর্ম্ম, (দেহ-ধর্ম্ম)

কুসুত্র দেহ ক্ষেত্র, মন-মূত্র পাত্র মাত্র, আছেয়ে পূর্ণিত ।

প্রাজ্ঞ ব্যাক্ত বুদ্ধিমান, বিষ্ঠাবান, ধনবান,

কর অভিমান ; (করি বহু দান)

কিমাশ্রয় এ মাৎস্য, ক্রমে ঐশ্বর্য্য রাজ্য বীথা হ'বে হত ।

তুমি কা'র কে তোমার. কর না হে এ বিচার,

এ সংসার সং সাজা সার ;

(কলত্র জ্ঞাতি-গোত্র পিতা-পুত্র ল'বে নাকো তত্ত্ব ।

মনুজের কারা ধরি, অজ্ঞানে দিবা-শর্করী,

আছ আ মরি ; (তাঁ'রে পাসরি')

আমি কা'রে ক'ব হার, গুটিপোকায় প্রায়,

আপন-লালে জালে আপনি হও হত ।

নখর হে এ দেহটা, তা'র তিতরে ভূত পাঁচটা,

মরি কি নেটা (হার ন'টা) ; দুর্জন ছ'টা, বড় ডানপিটা,

মণিকোটায় তিতর প্রবেশে নিরত ।

টোড়ী—কাওরালী ।

জীব ! জান না কি হ'বে জীবনাশ্তে ।

আছে চরমে পরমাপদ, শমন-সহ বিবাদ,

পারবে না হরি-চরণ বিনে জিন্তে ।

(ছল'ভ) জনম লইয়ে ভবে কি লাভ করিতে এলি,

(যখন) জননী জঠরে ছিলি, সে কথা কি ভুলে পেলি ?—

ব'লেছিলি ভজিব শ্রী কান্তে ;—

পরিহরি হরি-পদ, পরিবারে সদা সাধ,

ভবে মিছে কেন পরিবাদ, এলি কিন্তে ?

অথ অথবা দেহ শতান্তে যা'বে,রে,

নাহি র'বেতো, রয়েছ কি গোরবে রে ?—

নাম বাবে দাশরথি, শয়ন করিয়ে ক্ষিতি,

নয়ন মুদিয়ে হ'বি শব রে,—

যা'বে দারা স্নত সহিত উৎসব রে ;

শব দেখি যা'বে সবে, তখন সে ভার কে সবে,

কেন না মঞ্জলি কেশবের পদ-প্রান্তে ?

টোড়ী—এ কতলা ।

রমনা ! আশিস ত্যজ, ওরে ভজ হরির পদাশুজ ।

যে পদ-পঙ্কজে, হৃদিমাবে, ভজে ভমোরজ ।

নিজ গাত্র পত্র করি, যেবা তাহে লিখে হরি,

তার সজ্জা দেখে লজ্জা পেয়ে পলার নূর্যাদক ।

টোড়ী—ক.ঙঃলা ।

ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে,

নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে ভবে ।

ভাবিলে ভাবনা, হত জ্রভঙ্গে হরে রে,

ওরল তরঙ্গে জ্রভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে ।

মন ! কিমর্থে এ মর্ন্ত্যে কি তত্ত্বে এলি,

সদা কুকীত্তি ছব্বীত্তি করিলি,

কি হবে রে, উচিত তো নহে দাশরণিরে ডুবাবে ;

কর শ্রায়শ্চিত্ত রে চিত্ত, সে নিত্য পদ ভেবে ।

সদা গাও গাও গাও ভাই সব, পেমভরা সুধা হরিনাম ।

হরিনাম বিনে পাবিনে পাবিনে, জ্রান্তি-শ্রান্তিহরা সেই শান্তিধাম ।

বাহু তুলে শ্রাণ খুলে বল হরি হরি,

হরি বিনে, কে আছে ভক্তের শ্রহরী ;

(আর কেহ নাই, কেহ নাই) (ভক্তে রাখিতে ভবে)

(যেন ভুলো না, ভুলো না) (হরিনামের নাই তুলনা)

তাই বলি বল হরি হরি, অষ্ট প্রঃরি ;—

সংসারে সব-পরিহরি, বল সদা হরি হরি,

(ভাইরে) প্রেমের লহরী উঠিবে, তরিবে ভবে পরিণাম ।

চিন্তামণির চরণ চিন্তা কর এক মনে,

শঙ্কা কি সংসারে বল শমন-দমনে,

(কোন ভয় নাই, ভয় নাই) (শমন-শাসনে)

(জন্ম হবে রে, হবে রে) (ভীষণ ধম-যুদ্ধে)

(হরি আমার অভয়া-দাতা, পিতামাতা)

. (হরি আমার বন্ধু ভ্রাতা!) হরি বিনে কে আছে আর,—

(ভাইরে) হরি মনঃপ্রাণ হরি ধ্যান-জ্ঞান,

হৃদয় মাঝারে হরি আমার অ'আরাম ।

বাউলের সুর—কাহারোয়া ।

ভাসারে জীবন-তরণী ভবের সাগরে ;

যাবি যদি ওপারের সেই অভয় নগরে ।

(যেন) মন-মাঝি তোর দিবানিশি রয় হা'লে ব'সে ;

(আর) ভজন-সাঁধন দাঁড়ি ছ'টো দাঁড় মাঝে ক'সে ।

(তোর) প্রেম-মাঝুলে সাধু-সঙ্কের পাশ তুলে দে ভাই ;

(বইবে) সুখের বাতাস, চেয়ে দেখ্ তোর অদৃষ্টে মেঘ নাই ।

(ওরে) হামেসা তুই দেখিস্ পরম-দিগ্‌দর্শনের কাঁটা ;

(আর) তাক্ করে ভাই তালি দিস্ স্বভাবের ফুটো-ফাটা ।

(তুই) মাঝে মাঝে দেখতে পাবি পাপ-চুষকের পাহাড় ;

(মাঝি) টের পাবে না, টেনে নিয়ে জোরে মারবে আছাড় ।

(ওরে) সেইটে ভারি কঠিন বিপদ, চোখ রেখে ভাই চলিস্ ;

(আর) মাঝি দাঁড়ি এক হয়ে ভাই, মুখে হরি বলিস্ ।

(ওরে) এ পারে তোর বাসারে ভাই, ঐ পারে তোর বাড়ী ;

(এই) কথাগুলো খেয়াল রেখে, জমিয়ে দে'রে পাড়ি ।

বাউলের স্থঃ—ঝাড়খেঁচটা ।

যমের বাড়ী নাই কোনও পাঁজি ।

তার নাইক দিন বাছা-বাছি ।

সেতো মানে না রে বারবেলা, দিক্শূল,

গ্রহ ঞ্জলো রাজ্য হ'তে তাড়িয়েছে বিল্কুল,

অমাবস্যা, ত্রাহম্পর্শ, কিছুতে নয় গররাজী ।

মাসদগ্ধা, কি ভরণী, পাপ যোগ ;—

সেকি দেখে, কতক্ষণ কা'র আছে শনির ভোগ ?

সটান টিকি ধরে' টেনে নে' যায়, কিসের টিক্‌টিকি হাঁচি ?

ভাব্ছে কাস্ত ক'দিন থেকে তাই,—

সে যণ্ডামার্ক কখন এনে ধর্বে ঠিকত নাই ;

এখনও কি রটবি ভুলে হরিনাম, রে মন পাঁজি ?

বাউলের স্থঃ ।

আমার মন ! হরি বল্ দিন তো যায় রে ।

উপরে মেঘের ঘটা, বিষম বিজলী ছটা,

এমন সময় দিলে ঘুম রে (কেন মন !) ?

ছ'পানি পাঠের নাও, কা'র বলে বৈঠা বাও,

ঢলকে ঢলকে উঠে জল রে (ওরে মন) ।

অর্ধেক নৌকা হ'ল তল, এখন করিস কা'র বল,

(এখন) জীব সহিত হ'বি তল রে (ওরে মন) ।

বাউলের সুর—একতারা ।

কত চেউ উঠছে রে, দিল-বরিয়ার !

চেউ দেখে বুক শুকিয়ে উঠে না হেরি কোন উপায় ।

মন মাঝি আনাড়ি, রিপু ছয় জন দাঁড়ী,

তারি কেউ শোনে না কারো কথা দায় হ'ল তারি ;

এ'রা ইচ্ছা মত বন্দ কর, (বুঝি) মাঝ গাঙ্গে তরী ডুবায় ।

তরী পাঁচ কাঠে আঁটা, আছে নয় দিকে ফুটা,

তা'র জন্মাবধি নাই মেরামত বুজান তার নটা ;

পাপ-চাপনের ভরনা তারি, (বুঝি) চেউয়ের চোটে ফেটে যায় ।

প্রেমিক বলে এই বেলা, হরি নামের ভেলা,

রাখ না কাছে ভয় কি, তুফান হ'লই বা মেলা ;

যখন ডুববে তরী ভেগায় চড়ি, (ও ভাই) কুল পা'বি হরির ক্রপায় ।

বাউলের সুর—শেষটা ।

হরি ব'লে ডাকরে রসনা ।

ও তোর বা'বে ভব-বহুলা ।

হরি ব'লে ডাকরে আমার মন,

ঐক্টিম নাশে জান্'বি হরিনামের কত গুণ ;

আবার হরি ব'লে বা'বে চ'লে, যমে ছুঁতে পারবে না ।

হরি ভবের কাণ্ডারী,

নিজগুণে পায় করিতে রেখেছেন তারি ;

আবার দুঃখী তাপী পারে বা'বে, তা'দের মাশুল লাগবে না ।

বাউলের হুর—একতালী ।

বল্ না রে মন ! 'হরি হরি' ।

কাজে করিস্না হেলা, গেল বেগা, নাইকো দেরি (মনরে ভোলা) ।

ভোলা মন ! তুই ভবের হাটে, (ওরে) মরলি ভূতের বেগার খেটে,

ছ'জনের সঙ্গে জুটে, হাটে মামা হারাইলি (ও ভোলা মন !) ।

ভবের বাজারে এসে, সারা দিন র'লি বদে',

একবার হিসাব ক'সে, দেখ রে আনাড়ী ;—

(ও তোর) সঙ্গে জিনিষ যত ছিল, তোলা দিতে সা ফুরা'ল,

ব্যাপার তুই করলি ভাল, ঠকে' গেলি মন-ব্যাপারী (ভবের হাটে) ।

শ্রচণ্ড সংসার-শ্রোতে, পার হ'বি কিরূপেতে,

গেলে তুই শুধু হাতে, কে দিবে পার করি,—

(তাই) পরিত্রাজক বলি তোরে, যদি বিনামূল্যে যা'বি পারে,

ডাক রে হরি হরি বলে', পাবি তবে চরণ-তরি (দীনবন্ধুর)।

বাউলের হুর—একতালী ।

[বল্ মাধাই মধুর স্বরে—হুর]

এই বেলা মন ! দেখ্ চেয়ে ।

বিষয় সার ভেবে দিন যায় মিছা কাজে ব'য়ে ।

এমন, মানব-কায়া পেয়ে মায়া কুতকে মুগ্ধ হ'য়ে,

(ও মন ! দিন গেলে দিন পাবি নারে)

ওরে গোলোক ধাঁধায় পড়লি বাঁধা পরিবারাদি ল'য়ে (মিছা) ।

ওরে, কাষ কিরে তোর বিষয়-পদে জ্বাল-জ্বাল জড়া'য়ে,

(গুটীপোকার মত পড়লি বাঁধা)

তোর, সুখে থাকতে ভুতে কীলায় ভুলিস নায়ে বিষয়ে (বৃথা) ।

হ'রে মায়ায় মত্ত, অহং তত্ত্ব, ভাব্‌লি না ভাব জ্ঞান পেয়ে,

(হরি-সাধন কেন সাধ্‌লি নায়ে)

তখন, মন্‌বি ভগে, যখন লয়ে, বাবে শমনালয়ে (ভীষণ) ।

ওরে, কুবাসনা কুমন্ত্রণা রেখনা আর হৃদয়ে,

(মনের ময়লা মাটি ধুয়ে নেয়ে)

হলে, বিবেক-বুদ্ধি চিত্ত শুদ্ধি কি ভয় তপন তনয়ে ?

ছেড়ে খুটীনাটী, হ'য়ে খাটি, ভাব দেখি মন্‌ ! চিন্ময়ে,

(প্রেমের ডুব-সাগরে ডুবে যা রে)

পরিব্রাজক বলে পরম পদ পাবি চরম সময়ে ।

বাউলের সুর—খেমটা ।

ভাব মন ! দিবা নিশি, অবিনাশী, সত্যপথের সুই ভাবনা ।

যে পথে চোর ডাকাতে কোন মতে, ছেঁবেনায়ে সোণাদানা ।

সেই পথে মনোসাধে চলবে পাগল, ছাড় ছাড় রে ছগনা ;

সংসারের বাঁকা পথে, দিনে রাতে, চোর ডাকাতে দেয় বাতনা ।

দেখরে ছয়টি চোরে, ঘুরে ফিরে, লগরে কেড়ে সব সাধনা ;

কখন বা ঝড় বাতাসে, উড়ে এসে, জুড়ে গলে ঘোর ভাবনা ।

পরামে সন্ন এত কি, ঘোর পাতকা, সহে যেন বস-বাতনা ;

চল বাই সত্য পথে, কোন মতে, এ বাতনা আর র'বে না ।

বাউলের হুর ।

ভক্ত মন । প্রাণপণে, সযতনে, হরির চরণ ।

সাধন বিহনে, হরিধনে, কে পারে করিতে ধারণ ?

(কিছু হ'বে না, হলে না ; মুখের বচনে কিছু হবে না, হবে না)।

বাউল সাজে, লোকের মাঝে, নাচিছ দরবেশের মতন ;

ভিতরে ভাব চেন, থাকে ঘেন, নৈলে হবে অধঃপতন ।

পাখীতেও হরি বলে, শিক্ষা দিলে, শুনিলে জুড়ায় শ্রবণ ;

কিন্তু বিড়ালে ভাবে, ধরলে পরে, ক্যা ক্যা করে' মরে তখন ।

হরিনাম-গঙ্গাজলে, না ডুবিলে, হবে না তোর পাপ মে'চন ;

হরিপ্রেম-রস পানে, নাম পানে, পাবি বে তুই নবজীবন ।

হরিরূপ সাম্নে বেখে, দেখে দেখে, কররে চরিত্র গঠন ;

দীন প্রেমদাসের কথা, সাধন কথা, তোপের সনে ষড়ির মিলন ।

— — —
কীর্তন—খুৎরা ।

আমার হরি বলা হলো না ।

বাসনা নহ তো বশে, বৃন্দে না আশার ছলনা ।

রসনা থাকতে বশে, মন রস না নামের রসে,

কি হবে না হায়, দিন ব'য়ে যায়, বুধা আলসে ;

ভবসিদ্ধ মাঝে বিষম চেউ, দীনবন্ধু বিনা বন্ধু নাহিক কেউ,

একা তেঁকা চেয়ে র'বি কে পারে নেবে বল না ;

পা'বে চরণ-তরি, বল হরি, হরিনাম ঘেন ভুলো না ।

বাউলের হর—গড়'খট্টা ।

প্রেমে জল হ'য়ে যাও গলে' ।

কঠিনে মিশে না সে, মিশে রে সে তরল হ'লে ।

অবিরাম হ'য়ে নত, চলে' যাত্র নদীর মত,

কলকলে অবিরত, 'জয় জগদীশ' ব'লে ;

দিখাসের তরঙ্গ তুলে', মোহ-পারী ভাঙ্গ সমূলে,

চেওনা কোন কূলে, শুধু নেচে গেয়ে যাওরে চলে' ।

সে জলে নাইবে যা'বা, থাকবে না মৃত্যু ভরা,

পানে পিপাসা যা'বে, ময়লা যাবে ধূলে,—

যা'রা সাঁতার ভুলে নামতে পারে, তা'দের টেনে নে যাও একেবারে,

ভেসে যাও, ভাসিয়ে নে যাও, সেই পরিণাম সিদ্ধ-জলে ।

পিলু—শোভা ।

সংসারের বত সুখ সকলি পড়িয়া র'বে ।

যবে, ফেলে এ প্রপঞ্চ দেহ, প্রাণ-পাখী পালাইবে ।

তালার উপরে তাল, দোতালার আর কে শুইবে ;

যখন আসিবে হে মহানিত্রা, ধূলায় লুটা'তে হ'বে ।

কেবা রাজা কেবা প্রজা, কেবা অভিমান করিবে ;

বীজিলে কুচেরি কাড়া, খাড়া খাড়া যেতে হ'বে ।

সুদের সুদ গুণ্ছ ভাল, আট বছরে বিগুণ হ'বে ;

জাননা বে সে আট বছর, তোমার জন্মের খরচ যাবে ।

বাউলের হর—একতারা ।

(একবার) ডাকার মতন, ডাক দেখি মন, হৃদয় খুলে ।
 দয়াময় দীনবন্ধু ব'লে (কৃপাময় কৃপাসিন্ধু ব'লে) ।
 ডাকলে পাবি দরশন, অভয় চরণ, জীবনুক হ'বি অবহেলে ।
 যে জন কপটতা ছেড়ে, সরল অন্তরে,

ডাকিছে ভাসিয়ে নয়ন জলে ;—

সেই দয়ার অবতার, শুনে কান্না তাঁর,
 অধিষ্ঠান হ'য়েছেন হৃৎকমলে (পাপীর কান্না শুনে) ।
 আরও শুনি পুরাণেতে, অল্প বয়সেতে,
 ফ্রব প্রহ্লাদ নামে ছ'টি ছেলে ;
 তাঁরা ডাকার মত ডেকে, পেয়েছে তাঁহাকে,
 থাকতে পারেন মাকি ডাকলে ছেলে
 (ওরে কঠিন হ'য়ে) (নির্ধর হ'য়ে) ।

হরি মঙ্গল-আলয় ।

রোগে শোকে, স্নেহে দুঃখে, সকল সময় ।
 হরিনামে শুধু পাদপ মুঞ্জরে,
 সে নামে কি ব্যাধি থাকে দেহ'পরে,
 ঘুচিয়ে আঁধার, আলোক বিস্তারে ;—
 থাকিতে চেতনা হরিনাম লও, সে সম্বন্ধে বলী চিরদিন হও,
 কি ভয়, কি ভয়, মরণে কি ভয় ?

ভৈরবী—পোস্ত ।

গেল দিন দীনবন্ধু বলে' ডাকরে রসনা ।

যদি পেয়েছ মানব জন্ম, হেলাতে হারা'ও না ।

মিছে কাল করোনা গত, সন্নিকটে কালাগত, হওবে জাগ্রত ;

ওরে নামামৃত অবিরত পান বিনা ত্রাণ পাবিনা ।

ভাই বন্ধু স্নাত দারা, কেবল স্নুথের স্নুখী তারা,

তাদের না দেখলে সারা ;—

যেদিন হবি রে ভাই ভব ছাড়া, সঙ্গেতে কেউ যাবে না ।

ভুলে মর্শ্ব, একি কর্শ্ব, ও মন ! তরবিরে কোন্ বলে ?

তাজি সতধর্ম, জ্ঞানকর্ম, কুসঙ্গেতে মজে' র'লে !

সপ্তম মাসেতে যবে জননী-জঠরে,

গর্ভের অনলে পুড়ে ডাকিতে কাতরে,

(কোথা দীননাথ !) (এই মতিহীনে দয়া কর)

এবার জনমিয়ে তবে গিয়ে পূজিব পদ-মুগলে ।

ভূমিষ্ঠ হইতে মায়া জ্ঞান হরি নিল,

প্রণব জঠর স্মৃতি অন্তর হইল,

(সব পাশরিলে) (বিষ্ণু-মায়া পরশুনে)

শেষে শৈশবেতে দিবারাতে রইলে ধূলা-খেলার ছলে ।

বাল্যেতে খেলিলে সদা সঙ্গিগণ সনে,

কাটালে কৈশোর কাল পুস্তক পঠনে,

(স্মরণ কর নাই) (মনরে ! হরিনামের পড়া)

তুমি যুগাকালে মোহজালে পড়িলে রিপূর কোশলে ।

সংসার-চিন্তাতে প'ড়ে প্রৌঢ়কাল গেল,

ক্রমে বন্ধে বন্ধমূল হইল পাপ-শেল,

(নাম ভুলে র'লে) (ধন-মদে অন্ধ হ'য়ে)

তখন জাখার ভয়ে নত হ'য়ে পড়িলে তার পদতলে ।

এলরে বার্কক্য ঐ অতীব ভীষণ,

শুভ্র কেশ লোল চর্ম্ব কোটরে নয়ন,

(এখন কি করিবে) (আগে তাঁরে ডাক নাই)

তাজি মায়া-ছবি আয়ু-রাবি যাবে কাল-অস্তাচলে ।

“জগবন্ধু দাসে” বলে শুন মুঢ় মন,

সময় থাকিতে তাঁরে কররে স্মরণ,

(সদা হরি বল) (হরি হরি হরি বল)

মায়া মোহ ভুলে বাহু তুল নাচ সদা হরি বলে' ।

ভৈরবী—কারিকা ।

কি ছার আর কেন মায়া, কাঞ্চন-কামা তো র'বে না ;

দিন বা'বে, দিন র'বে না তো, কি হ'বে তোর তবে ?

আজ পোহালে কাল কি হ'বে, দিন পাবি তুই কবে ?

সাধ কখনও হেটেনা তাই, সাধে পড়ুক বাজ,

বেলাবেলি চলরে চল, সাধি' আপন কাজ ;

কেউ কা'রও নয় দেখ না চেয়ে, কবে ফুটবে আধি ;

আপন রতন বেছে নে চল, হরি বলে ডাকি ।

ভৈরবী—আড়া ।

দিবা বিভাবরী জীব করিছে গমন ।

ভাগ্রতে স্মৃষ্টি আদি কি উপবেশন ।

বহিতেছে ক্রমে শ্বাস, ক্রমে হ'বে সর্বনাশ,

অদূরেতে কাল বসে, কর নিরীক্ষণ ।

তব সঙ্কোপ সর্ব এয়ার কেমন ।

শুন মন ! তোরে বলি, সম্বল নি লি কলঙ্ ডালি,

কেবা নেত্রে দিয়ে অঙ্গুলী, করাবে সচেতন ?

কেমনে ধরিবি তাঁ'রে ? ওনন ! মনের মানুষ বলিস্ যাঁরে রে ।

সে যে রম ধরানম, ধরা না যায়, অধঃকে ধরতে পারে রে !

সে যে স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে, জলে স্থলে সন্মাদারে,

সে যে অন্তরে বাহিরে বিরাজ করে, প্রান্তরে কি ঘোর কান্তারে রে ।

পাবি নে সিদ্ধাশ্রমে, তীর্থশ্রমে, বৃন্দাবনে হরিদ্বারে ;

খুঁজলে অনল অনিলে, নাহি মিলে পশ্চিমে অকুণ পাখারে রে ।

তাঁ'র সর্বজীবে সমভাবে আবির্ভাব নিরাকারে,

নাই তাঁর জনম মরণ, রূপ কি বরণ, করণ কারণ ত্রিসংসারে রে ।

কল্পতে জীবকে পরম, স্বর্গ নঃফ, করেছে সে ভঁবের পারে ;

কাঁকেও সে দেয়না তা'তে, আপনা হতে, যায় জীব করম অনুদারে রে ।

আছে জীবাত্মাতে আবির্ভূত, ব্রহ্মরূপ পরমাত্মারে ;

ধ্যাপা রসিক বলে, তাঁ'রে ধরতে হ'লে, ধর আগে জীবাত্মারে রে ।

ভৈরবী—একতারা ।

মনোযোগে মনোযোগ কর হে সাধন ।

এ নয় অসাধ্য সাধন ।

কি প্রয়োজন আসন, কি প্রয়োজন চন্দন,
রেচক পুরকে নাহি কিছু প্রয়োজন ।

অহুতাপ অগ্নি জালি, চিত্ত মধ্যে দেহ ঢালি,
শ্রদ্ধা ভক্তি হবি দিয়া কররে দাহন ।

মন অতি সমল, কর তারে নিশ্চল,
পাইবে হে বিমল, অমূল্য রতন ।

বিভাস—হর ফাঁকতারা ।

গেল গেল দিন, ওরে ব্রাস্ত দিন !

কত অনিত্য বিষয়ে করবি ভ্রমণ ?

বলে এলি ভবে ভঞ্জিবি হরি, মায়া-মধুরসে বয়েছ পাশরি,
লয়ে দারা-সুত, সুখে আছ কত, জাননা শিয়রে রয়েছে শমন ?
আশি লক্ষ যোনি করিয়ে ভ্রমণ, পেয়েছ তুল্য মানব জনম,
অকারণ যায়, ভাব না উপায়, মনে কি পড়ে না জঠর-যাতন ?
সুখা পরিহরি গরল ভক্ষণ, অকারণে তনু ভাবিয়ে ক্ষীণ,
মোহনিদ্রা-বশে ইন্দ্রিয় অবশে, ফুরাটবে বল হ'বি অচেতন ।
এখনও তাহার উপায় কর, হরি হরি বলে' কালেরে হর,
তপে অকিঞ্চনে, মধুর বচনে, হরি-পদে হু'টি রেখোরে নয়ন ।

গৌরী—একতাল।

হরি বলে' ডাক রসনা (এই বেলা রে)

আর এমন দিন পা'বে না রে ।

কর হরি খান, পা'বে পরিত্রাণ, ভাব কেন ভুলে রইলি ?

হরিনাম আর না নিলে মন,

তবে কিসে তর্বে (ভবসিদ্ধপার কিসে ষা'বে ?)

ওরে আমার মন ! তবে, (কিসে) ভব-পারাবারে ষা'বে ?

গৌরী—একতাল।

তাজ কাল ব্যাজ, শুনরে মনুজ, সদা ভাব সর্ব্বেশ্বরে রে ।

এ তিন ভুবন, যাঁগার সৃজন, কররে স্মরণ তাঁহারে রে ।

ক্ষিত্যপতেজ মরুত, বোম আদি পঞ্চ তাহাতে মিশ্রিত,

পঞ্চভূত আত্মা এইরে সাক্ষাত, সকলি জানিবে তাঁহার রচিত রে,

বৃথা দস্ত অহঙ্কার কেন এত, ক্রমে পঞ্চ পঞ্চ হবেরে মিশ্রিত,

হবে হত-চেত জীব রে !

আত্রিক্তস্ত স্কলি তাঁহার. ভূধর সাগর, অতল পরশ পারাবার,

ভূচর খেচরে যে দেয় আহার রে ;

মহিমা অপার সর্ব্ব মূলাধার, ভব কর্ণধার.

তাহা ভিন্ন আর সকলি জসার, এ সংসারে রে ।

ত্রিঙ্গত তাত, ত্রিঙ্গত নাথ, তাঁহারি আশ্রিত জীবজন্ত যত,

জীব না হ'তে আহার করেন প্রস্তুত রে,

পয়োধরে পয়ঃ অপরিমিত, মহিমা অনন্ত, কেবা পার অস্ত,

বিভু দয়াবন্ত, নিখিল অখিল সংসারে ।

কুরঙ্গী কুরঙ্গ, মাতঙ্গা মাতঙ্গ, কীটাদি পতঙ্গ, ভূদা আর ভূদ,

সিংহী আর সিংহ, পশুশিশু সমূহ, বর্দ্ধিত করেন দেহরে ;

আহা মরি মরি তাহার কিবা স্নেহ, অহরহ দেন সবারে উৎসাহ,

দীন খগ কহে যে জন সৃজন লয় করে ।

স্লট—ধামার ।

ভজ পরমাদরে মন, পরমার্থের কারণ,

পরমাঙ্গুরূপ পরম ব্রহ্ম পরদেব হরি ।

পরম যোগী পূজিত সদা, পরম শঙ্কটহারী ।

পরম শিবরূপে, পরম পুরুষ শিরবিহারী,

চরমে হরি পরম দাতা, পরম-পদ দানকারী ।

পরমাণু নিন্দিত পরম সূক্ষ্ম কলেবর ধর,

পরমেশ পরমারাধ্য পরমাণু রূপধারী ;

পরম দীন দাশরথির পরম-দুঃখ-নিবারী ।

স্লট—রূপক ।

সুখে মন-মধুকর ! মধু কর পান ।

শ্রীকান্তের শ্রীপাদপদ্মে, তাজিয়ে অন্ন সন্ধান ।

অবহেলা না কর, ওরে মধুকর,

দিনকর-সুতের হাতে পা'বে পরিজ্ঞাপ ।

হরট মরার—কাওরালী ।

মন ! কি খেলা খেলিছ দেহ-অন্ধনে ?
 খেলা যে জানে, তা'রি সজ নে,
 নতুবা কোন্ খেলা পেগে, দিবি বিষম ফেরে কেঁখে,
 এখনো রয়েছ পজা ছকার বন্ধনে ।
 এবার হারিলে পাশায়, পড়বে দুর্দশায়,
 বন্ধ বান্ধব কোন কথায় দেবে না রে সায় ;
 তাজা ক'রে পাপ আশা, হরি ব'লে ফেল পাশা,
 যাবে বষ্ট দেখবে স্পষ্ট, সে নিরঙ্কনে ।

হরট মরজরতী—কাওরালী ।

যাতে জন্ম নিতে না হয় আর জন্মভূমে ।
 হ'য়ে ধৈর্য্য, কর সংকাব্য, তাজ অসার সংসার আশা,
 ভূলা না আর নায়ার ক্রমে ।
 কেহ ভাবনাঝো একদিন, দিন গেলে ফুরাল দিন,
 সেদিন ভো র'বে না কোন ক্রমে ।
 জঠর কঠোর দায়, সে বহুণা যাতে যায়,
 আসিতে না হয় কিরে আশ্রমে ;
 যা' হল এবার, না হয় পুনর্ব্বার,
 আসা বা ওয়া বার বার, গেল অমূলক পরিশ্রমে ।

জয়জয়ন্তি বিশ্ব—একতারা ।

বৃথা কাণ্ডে যায় দিন ।

(দেখ) গেলেরে স্নানদিন, হ'বেরে কু'দিন, কি করিবে সেই দিন ?

দিন যায় এক দিন ভাবনা, এ'দিন তো চিরদিন রবে না,

এদিনে সে দন মনে পড়েনা, হয়ে আছ দিনের দীন ।

দিনেদিনে দেখ দিন খো'য়ালে, দিনের অধীন আসিয়ে হ'লে,

উচ্চৈশ্বরে দীননাথ বলে', ডাকিলে না এক দিন ।

দিনদিনে দেহ হ'তেছে ক্ষীণ, সে পর সম্পদ হইওনা বিহীন,

ধন্যবরে কহে—নহে সে কঠিন, হও যদি তাঁর অধীন ।

খট ভৈরবী—ধেমটা ।

রংমহলে লুট করে জাই ছয় জনে ।

ও মন ! থেকো তুমি সাবধানে ।

জ'জ-কুশাট এটে দিয়ে, মূলধন রাখ গোপনে,

যর দোরোতে যুক্তি করে বেড়ায় ধনের সন্ধানে ।

অবকাশে রাখিবে ধন, কেহ যেন না জানে ;

কেহ নহে মিত্র, সবাই শত্রু, লুটবে পেলে পতনে ।

রাবসু + বশাভূত, আছে মন ঐ ছ'জনে ;

গাট পাটা ঐ ছ'টা, তোমায় ধরিয়ে দিবে শমনে ।

সামান সামাল সকল বমাল, রাখবে অতি বতনে ;

শুনবে মন ! সকল ধন, রাখ হরির চরণে ।

টোড়ী-ভৈরবী—একতাসা ।

এবার ভাঙুল ভবের বাসা ।

বাসা ভেঙ্গে যায় এ জনমের মত ।

আছে যে সব মালামাল, এই বেলা তুই সামাল সামাল,
নৈলে হ'বে সকল পরমাল, কোন্ দিনে হ'বে ফর্শা ।

কোন সাহসে আছিস বসে, ধরেছে ঘুণ মট্কার বাঁশে,
যা'রা সাহস দিচ্ছে এসে, (তখন) তারাই দেখ বে রং ভামাসা ।
তোয় নয় দিকতে দেয়াল ফেটেছে, গিরা সকল কেটে গেছে,
ঘরের ছয় জন নরকো সৃজন, তারাই তোনার কন্মনাশা ।

ওড়িয়ে নে তোর কাঁথা বুলি, ছাড়রে তোর বিষয়-বুলি,
সুখে হরি হরি বলি, কর বাবার পথ খোলাসা ।

টোড়ী ভৈরবী—আড়শেম্টা ।

একদিম উড়বে সাধের ময়না ।

অতি যথনেও রাখিতে পারবে না ।

তোয়াজে সোহাগ ক'রে, দিচ্ছ খাবার থরে থরে,
রেখেছ তায় হৃদ-পিঞ্জরে, সময় হ'লে পেখি মান্বে না ।

এ সব পাখী এমনি ক'রে, ঘুরে বেড়ায় ঘরে ঘরে,
কম্নে দিয়ে ফুক ফুক করে', পালিয়ে যা'বে কেউ জান্বে না
হদি পাখি রাখতে চাও, আমার মতে কাষটি যোগাও,
হয়নিমান্ত খাওয়াও, মেতে গেলে আর যা'বে না ।

টোড়ী—ভৈরবী ।

ভরে ! যেতে হবে আর দেরি নাই ।

পিছিয়ে পড়ে র'বি কত, সঙ্গীরা তোর গেল সবাই ।

আয়রে ভবের খেলা সেরে, আঁধার করে এসেছেরে,
পিছন ফিরে বারে বারে, কাহার পানে চাহিস রে ভাই ?
খেলেতে এলে ভবের হাটে, নূতন লোকের নূতন খেলা,
হেথা হ'তে আয়রে সরে, নইলে স্তোরে ম'র্মে চেলা ;
নাবিয়ে দেরে প্রাণের বোঝা, আর এক দেশে চলরে সোজা,
লগ্না নূতন করে বাধ'বি বাসা, নূতন খেলা খেল'বি সে ঠাই ।

ভৈরবী—ধেমটা ।

হরি বলে নৃত্য কর ।

এড়াবে বহু যাতনা, মন রসনা ! পার হবে ভবসাগর ।

হরিনাম বল মুখে, থাকিবে মনের স্তখে,

ভাব মন ! ঐকান্তিকে, প্রেমে নিরঙ্কর :—

অজ্ঞামিল পাপী ছিল, হরিনামের গুণে তরে গেল,

তাই তুমি সদা বল, ত্রিতাপ-প্রতাপ-হর ।

অনিভ্য ভবে এসে, কেন মন রইলে বসে ?—

কোন্ দিন ধরবে কেশে, শমন-কিঙ্কর ;

তোমার কোণার হবে গৃহধন, ঐ প্রাণের অধিক প্রিয়জন,

মিছে সব এসব জ্ঞান, শব হলো সব অন্ধকার ।

হরিনাম লেখ অঙ্গে, থাক হরি প্রসঙ্গে,
 কেন ভব-ভরঙ্গে যাওয়া-আসা কর ?
 হরিনাম কাল-হরণ, তুমি মিছে কর কাল হরণ,
 মহাকালের কাল হরণ, স্থানানবাসী দিগম্বর ।
 করিয়া চিত্ত শুচি, নাম গানে কর ক্রুচি,
 ভবেতে যদি বঁচি নাম ভরণা কর ;—
 থাকো না মন ! আপন কাষে, বাটয়া কীর্তনের মাঝে,
 হাউড়ে কর হরি-বঙ্গে, মজিয়ে রাখ কলেবর ।

ভৈরবী—ধেম্‌টা ।

দেখেও কি তোর জ্ঞান হ'ল না ?
 দেশেদেশে কাল-আদেশে কাল-প্রহরী কর্তেছে সব আনাগোণা ।
 আবার করছে তা'রা, প্রাণে সারা, দিগে জীব যোয় বাতনা ।
 তবু মুঢ় জীব হত, বিষয় বিষ পানে রত,
 তুইও হালি তাদের মত, দেখেও কি দেখলি না ?—
 দেখে রাত পোহাল প্রভাত হল, দিন কুরাল নিশা এল,
 কত জীব হ'ল গেল, কাল করিছে কাল গণনা ।
 জীবের জীবন সম্বন্ধ, এ ভবের এই নির্বন্ধ,
 তবে কেন হওরে অন্ধ, মোহেতে মজো না ;—
 কীকি দিতে অন্তকালে, সেই ছরস্ত কৃতান্তে ছলে,
 এই বেলা হরি বলে' মন রগনার আড় ভাঙ্গ না !

ভৈরবী—বেমটা ।

ধর না বীণা ভক্তি করে ।

তাও জান না বীণা বিনা, নে' যা'বে কে ভবপারে ?

ওরে দেখ্ নরনে ত্রিগুণ হীনে, ত্রিগুণ গুণে মিলিয়ে সুরে ।

সাত সুরে সাত পর্দা বাঁধা, সা ঋ গ ম তা'তে সাধা,

উদারা মুদারা তারা, সাধ প্রেমের ভরে ;—

কোমল সুর দাও শতমূলে, দীপ্ত কর দীপক বলে.

আলাপ কর কুতূহলে, প্রকাশ করে ভৈরবীরে ।

মধ্যমে মধ্যমের তারে, ছয় রাগ ছয় রাগিণীরে,

বাহারে করাওরে বিহার, আপন আপন ঘরে ;—

নাদে নাদ বিন্দু ছেড়ে, আলাপ কর গমক মিড়ে,

একাধারে মিলাও ধীরে, ভয়রে'। সহ ভৈরবীরে ।

ল'য়ে বীণা মন্ত্রে তান, এইরূপে কর রে গান,

সমাধি হ'বে সমাধান, অন্তরে অন্তরে ;—

অন্ত সুরে মজোনা আর, তোমার এতেই হ'বে সমাধি সার,

হ'বি না আর তুইরে সাকার, ভবের ভাব তোর যা'বে দূরে ।

দেবঋষি বীণা করে, বাণ্ড করে' বাধ্য করে,

তেমনি তুমি বাধ্য কর, সেই মূরহরে ;—

মুখে বল হরি হরি. সেই দয়াল হরি কৃপা করি,

তরাবেন ভববারি, পদতরি দিগে তোয়ে ।

ভৈরবী—একতারা ।

একান্ত চিন্তে চিন্ত মন ! শ্রীকান্ত-চরণধর ।
 নিতান্ত কাটিবে ইথে, হরন্ত কৃতান্ত ভয় ।
 যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র, চন্দ্র যে চরণ ধায়,
 সে চরণে শরণ নিলে, মরণে মঙ্গল হয় ।

ভাটিয়ায় হর ।

মনরে আমার ! তুই শুধু বেয়ে যা দাঁড় ।

(তুই মাথা নুয়ে বেয়ে যা দাঁড়) ।

হা'লে যখন আছেন হ'রি, তো'র যেমন কাণ্ডগ তেমনি আবাড়ি ।
 যখন যুঝবে তরী স্রোতের সনে, তুই টানিস্ আরও পরাধপণে,
 যখন পালে লাগ'বে হাওরা, সময় পা'বি জিরুবার ।
 মাঝির সেই গানের তানে, চল সাথীর সনে সমান টানে,

(মনরে আমার—মনরে আমার !)

চাস্নে রে তুই আকাশ পানে, হ'কনা কস'। হ'কনা আঁধার !
 কাজ কি জেনে কোথায় যা'বি, কখন ঘাটে নাও ভিড়া'বি,
 কখন গাড়ে লাগ'বে ভাঁটা কখন ছুটে আস'বে জোরার ;
 মনে রাখিস্ নিরবধি, যাঁহারি নাও তারই নদী,

(তোলা মনরে আমার—মনরে আমার)

বে ফেল'বে তোরে বানের মুখে, সেই তো তরীর কর্ণধার !

ভাট্টরাল হর ।

হরি বল মন ! রমনায়, তুই বাচ'বি কর দিন ?

ও তোর দিনে দিনে দিন ফুরা'ল, তনু হ'ল ক্ষীণ ।

শমন এলে তো যা'বে না ফিরে, নিরে যাবে তোর কেশে ধরে,
মান্বে না মে পায় ধরিলে, এম্নি কদিন !

ভরে ভাই বহু হুত দারা, সুখের সাপী সকল যা'রা,
কৃপাতে ছোঁবেনা তা'রা, মরিবি যে দিন ।

জোরারের জল জীবন যৌবন, একবার আসন আবার যাওন,
ক্যাপা বলে মুদ্রিবে নয়ন, গণা মাসের দিন ।

ভাট্টরাল হর ।

একদিন যেতে হ'বে রে মন ! সে ভাবনা ভাব'লি কই ?

ঐ দেখ কে এল নেচে, ধীরে বেয়ে, ঘাটে তরী তিড়া'ল ঐ ।

ভাক্ছে মাঝি-উচ্চ রবে,—

অঙ্কে বে হাট, ও চড়নদার ! ছুটে এস, আঁধার হ'বে;

ভরে আঁধার পথে নৌকার যেতে, সুখ হ'বেনা, দুঃখ বই ।

এই ঘাটের রীতি-জানে যা'রা,—

দিন থাকিতে বেগেকিনে চাটি-বাটি তোলে তা'রা ;

ভরে দিশেচারা বেহুঁস্ যারা, তা'দের ভরে বসে' না রই ।

দীন গোপী বলে তাই বলি মন !—

বেলাবেলি লগ্নে তুলি' পুঞ্জিপাটা ধন ;

যেন মাঝির ডাকেই চলতে পার, বলতে না হয়, লই লই ।

জংলা—একতাল।

আর কত বৃথা'ব তোরে ? তুই পড়লি চিড়ের বাইশ ফেরে ।
 বিধি নিষেধ ছ'টো বলদ পুঁষিছিস্ সে বতন ক'রে,
 কেন, তা'দের পিঠে পুণ্য-পাপের ছালা চাপয়ে মরিস্ যুয়ে ?
 ও তোর, লাগলো দোকা, ওরে বোকা, স্বর্গ-নরকের বিচারে,
 হ'য়ে, আপনি রোজা, ভুতের বোঝা, ব'রে মর কিসের তরে ?
 করি আত্মরতি স্বাস্থভূতি, একবার কেন দেখ'লি না রে,
 ও তোর পুণ্য-পাপের আপদ-বালাই খুঁচে যেতো একেবারে ।
 তুই যে স্বতঃসিদ্ধ অপাপবিদ্ধ চিন্‌লি না যে আপনারে,
 পরিত্রাজক বলে, তা' জানিলে, হয় কি লোকে ভবঘুরে ?

জংলা—একতাল।

তাই বলি মন ! মিছে বার বার ভ্রমণ, করিছ ভব-সংসারে ।
 সন্ন্যাসি-মদে মত্ত, (মনরে !) কুতন্ত্বে প্রবৃত্ত,
 এ তন্ত্বে আর নাই প্রশংসা রে !
 পান কর সেই নাম-সুধা, বা'বে ভবের ক্ষুধা,
 জাব'তে কি তোর বাধা সে কংসারে ;
 দিবাকর-সুত, বাধ'বে দিয়ে স্ত, করের তরে করে ;
 কি কর দিয়ে তা'র করে, কর বি মীমাংসা রে ?
 অমাত্য বন্ধুবর্গ, ত্যজ এ সংসর্গ, এরাট উপসর্গ কেবল সংসারে ;
 একবার হয়ে বিজন, (ওরে দাশরাথ !) ও পদ কর ভজন,
 সে জন ভবনে যাও ছ'জন হুশ্বন ধ্বংসে রে ।

মুলতান—একতারা ।

ভাবনা কিরে, ভাব তাঁরে, পার হবি যদি অকূলে ।
 হ'রে প্রেমে মত্ত, কর নৃত্য, বদনে হরি ব'লে ।
 তেবে দেখ'না মনে, সাধন বিনে, বায়রে জীবন বিকলে, ;
 দিন গেল গেল, কি সম্বল, আছে তোর অন্তকালে ?
 দারা সূত দেখ বত, সঙ্গে যা'বেনা ম'লে,
 ভাই হরি ব'লে, আপন বলে, কাটনা মায়া-শৃঙ্খলে ।
 যখন যা'বে চলে অন্তাচলে, জীবন-তপন এককালে,
 তখন কেবা কা'র, অন্ধকার, (এই) সোণার মেহ শব হ'লে ।

মুলতান—চিমা তেতারা ।

শ্রীকান্ত শ্রীচরণ ভাবরে মন !
 হ'ল দিন ত অন্ত শ্রীকৃতান্ত আগমন ।
 এ পশার কেন আর, সব অসার, কর সার,—
 কেবল ভরসার স্থান যে জন ।
 আছ কি ভাবে কি পাপে জ্ঞানহারা,
 নিদানে কি ধন দারা সূত দারা ;
 মুদিলে তারা তা'রা কে তখন ?
 না রেখে পার্থ-সারথি পদে রতি,
 ব্যর্থ দিন গত রতিগত দাশরথি,
 দেখ না মন ! শিয়রে শমন ।

বৃগভাব—একতালা ।

আর কেন মন এ সংসারে ? চল বাই সেই নগরে ।
 বণা দিবানিশি পূর্ণ শশী, আনন্দে বিরাজ করে ।
 পক্ষভেদে কয়োদয়, নাইক চাঁদের সে পুরে ;
 নাই কুখা তৃষা, ভোগ পিপাসা, পূর্ণানন্দ বিহরে ।
 সুখা করে সুখা করে, রবি বিষ বিতরে ;
 আবার মনের মতন চকোর বিনে, চাঁদের সুখা চাঁদ হরে ।
 ও মন ! তোনার মত যে জন, সেই গরল পান করে ;
 ও সে জ্ঞান হারা'য়ে বিষের জালায়, কেবল গতায়ত' করে ।

যাকো মন হরিচরণমে, হোতে লীন দিন-রাতি ;
 করত কাম বিষয়াদি সদা, তদপি নহোত বিঘাতি ।
 বরসে নারী হোত হার, বাস্তিচারী মন মাহি ;
 ভজতে কোই পর পরুষকো, যদপি কাম গৃহ মাহি ।
 গৃহ-কারজ ক্রিয়োমানপি, চিন্তিত নাগর লেহ ;
 ছুটত নহি ক্ষণমাত্র অপি, নব নাগর পর স্নেহ ।
 নটনারী শির কুম্ভ ধরি, চড়ি বিমান চলি বাঁহি ;
 বধসে মন শির কুম্ভ পর, রহয়ে কটক মাহি ।
 তরসে কারব করহি সব, ছাড়ত নহি শ্রুত লেহ ;
 অপর্ণ করত মীরা বাসনা, হরি-চরণোপর দেহ ।

মূলতান—একতাল।

দেখ নরন মূদে অন্তরেতে শ্রীহরিচরণ ।
 যিনি নিকরকার নিরঞ্জন পতিতপাবন ।
 হৃদিপদ্ম আসন করি, বসাও তাঁরে বতন করি,
 কর নরন জলেতে তাঁর পদ প্রক্ষালন ।
 মনপ্রাণ ঐক্য করি, ধর তাঁরে দৃঢ় করি,
 যা'তে ভবব্যাদি শোকতাপ হইবে মোচন ।
 জলে জল যেমন মিশায়, হও তাঁতে লীন প্রায়,
 তাতে হইবে পরম সুখ, না বায় কখন ।

তবে কেউ মায়া-ডোরে বাঁধা থেকে না ।
 কেউ কা'রো নরন আপন, ভেবে দেখ না !
 সোনার স্পন্দন, ভাঙবে যখন, দেখবে সব ফাঁকা,
 কেউ কোথা নাই সরে গেছে রয়েছ একা ;
 ভালবাসা প্রেমের আশা কিছুই রেখো না ।
 যেমন জলের বুদ্ধ জলে উঠে, জলে মিশে যায়,
 (তেমনি) ছ'দিন পরে তুমি আমি রব'না হেথায় ;
 যেমন ধূলায় খেলা ধূলাতে মিশায়,
 সাধ করে' কেউ পায়ের কাঁদা, গায়ে মেখো না ।
 এ সংসারে কা'রো তো কতু আশা মিটে না,
 তাবি গো তাই, তবু কারো নেশা ছোটো না ;

হার ! তবু কা'রো চক্ষু কোটে না,
বা হ'বার তা' হয়ে যা'বে, চেখে কিছু দেখো না ।

বুলভার—চৌতাল ।

বার বার বহু' তোহে, সাবধান কেউনা হোর,
মমতাকী পোট শিরে কাহেকো ধরত হৈ ?
মেরো ধন মেরো ধাম, মেরো স্মৃত মেরো নাম,
মেরো পশু মেরো গ্রাম, ভুল হো' ফেরত হে ।
ভুত ভয়ো বাওরা, বকার গেই বোধ তেরি,
ঐ সে অক্ষুপ গির, কাহেকো ফেরত হৈ ;
সুন্দর কহত তাকো, নারক হোনে আবে লাজ,
কাষকো বিগাড়কে, অকাষ কেউ করত হৈ ?

আত্মনা—আড় ।

বুপায় বিনয়ে তুমি স্থখের আশায় ।
বিজিলে না জীব ! তুমি মুক্তির উপায় ।
মিছা দস্ত অভিমানে, আছ মত্ত মধুপানে,
কিন্তু নাহি ভাব মনে, ঘটবে কি দায় ।
ঘেরে মায়া মেঘ-জালে, পড়িয়ে বিষম জালে,
দেখ কি আছে কপালে সংসার-কাননে ;
লহ তাঁটার শরণ, ঘুচিবে ভব বন্ধন,
বিনে সে রাজ্য চরণ, না দেখি উপায় ।

ইমন কল্যাণ—কাওরালী ।

বৃথা কাজে মজে' যার দিন । (দিন দিন)
ক্রমে তলু ক্রীণ, সরোবরে মৌন যেন হ'য়ে বারিহীন । (দিন দিন
দেখ দেখি মনে ভেবে, কি বলে' এসেছ ভবে,
তঁারে গিধে কি জানা'বে, ছিলে পরাধীন । (তিরদিন)
আহা মরি কি যাতনা, মনেতে কিছু ভাবনা,
যাঁর এ সৃষ্টি রচনা, তঁারে ভাব ভিন ? (অমুদিন)
তুমি কা'র কে তোমার, জান কিছু সারাৎসার,
বৃথা দস্ত অহকার, মায়ায় হয়ে লীন ! (দিন দিন)
বৃথা কাজে দিন গত, আবু-বায়ু হ'বে হত,
পঞ্চ পঞ্চ মিশাইলে রবে না রে চিন্ । (এ দেহের)
কহে দীন খগবর, যিনি এ বিশ্ব-ঈশ্বর,
তঁারে স্বর নিরন্তর, শোধ তাঁর ঋণ । (নবীন প্রবীণ)

ইমন কল্যাণ—চিনা তেতালী ।

এ দেহ অনিতা, পঞ্চভূত কৃত মাত্র,
নখর এ দেহ, নর ! কেন দস্ত কর এত ?
কেবা পুত্র কেবা জায়া, সকলি অলৌক মারা,
সম্বন্ধ থাকিতে কারা, ছায়া-নাটালয় ;
কর বত অভিনয়, সকলি হইবে লয়,
যেন তুমি রঙ্গভূমি ক্রমেতে হইবে হত ।
কোথা বা'বে গান্ধীর্ষা, বাণিজ্য ঐশ্বর্য্য, রাজ্য,

আশ্রয় গর্ভ মাৎস্য, রাজকাৰ্য্য মন্ত্রিত্ব ;
 বৃথা ধনের গরিমা, অসীমা নাম-মহিমা,
 দেহে গেহ মনোরমা, কাণ্ডেতে হইবে চূড় ।
 রূপ যৌবন লাভণা, হইবে রে ছিন্ন ভিন্ন,
 ক্রমে কার্য্য হ'বে শীর্ণ, জবজ্ব আকৃতি ;
 দেখ দেখি মনে ভেবে, কি করে' গেলে এ ভবে,
 শব হ'লে সব ষা'নে, পঞ্চ পঞ্চোতে মিশ্রিত ।
 রয়েছ কি মনে ভাবি', হ'বে জীব ! চিরজীবি,
 দুঃসহ ভাবনা ভাবি, রয়েছ মোহিত ;
 কহে দীন খগপতি, কররে জীব ! স্মৃতি.
 ভাব সেই বিশ্বপতি, অনাদি আদি অচ্যুত ।

বাগেশ্বরী- কাণ্ডলাল ।

হরি-পদপঙ্কজে মজ রে মন, নহে বিলম্ব সহন ।
 দেখ রবি দিনে দিনে করিছে আয়ু হরণ ।
 জীবন নিধন কালে, আধারে রোধ হটলে,
 কেনে হইবে কৃষ্ণ নামের স্মরণ ?
 ক্রমে মত্ত হয়ে কালে, অচেতনে খোয়াইলে,
 এখন কিঞ্চিৎ হিত কর রে সাধন ।
 কিঞ্চন মন দৃঢ় ভাবে জপ নারায়ণ,
 তবে রে দুর্জয় ভয় হয় নিবারণ ।

সিদ্ধ—রাগভাল ।

যারে মন দিলে আর কিরে আদেনা, এ মন তাঁরে ভালবাসেনা ।
 বাদে মন দিতে হয় সেধে সেধে, প্রেম দিতে হয় ধরে বেঁধে,
 তাদের মন দিয়ে, মন মরে কেঁদে, আর জন্মের মত হাসে না ।
 কেলে দে মন প্রেম-সাগরে, হাবিয়ে থাকরে চিরতরে,
 একবার, পড়লে সে আনন্দ-নারে, ডুব যায়, আর ভাসে না ।

সিদ্ধ—বৎ ।

মন ! তোর আজ পায়ে ধরি, ছাড়না বলা 'আমার' বুলি ।
 জনম জনম 'আমার' বলে, ভাব দেখি মন ! কি সুখ পেলি ?
 বত করবে 'আমার আমার', ততই বাড়বে কন্মের ভার,
 দুঃখ চিন্তা অনিবার ঐ 'আমার' সঙ্গে মেলার্মেল ।
 'আমার'টি হুঁ মায়ার ছেলে, ফেরে মায়ার তালে তালে,
 তাহার সঙ্গে তুমি চলে, সব দিলে তাই ! জগাঞ্জলি ।
 (যদি) 'আমার' বুলি ছাড়তে নার, অশ্রু একটা উপায় কর,
 যিনি সর্ব সারাৎসার, ভাব তাঁ'রে 'আমার' বলি ।
 আমার পিতা, আমার মাতা, বলে জানাও মনের ব্যথা,
 শোনেন অধমের কথা, ডাক তাঁ'রে হৃদয় খুলি ।
 হরিদাস বলে মন ! বুঝিয়ে না বুঝ কেন,
 দিনটি হ'ল অবসান, আর কেন আছ ভুলি ?

পিলু—শোভ ।

হরি হরি বল, ওরে আমার মন !

হরি বিনে কে আর আছে শমন-দমন ?

ভাবলি না সে কালবরণ, কিমে হবে কাল নিবারণ,

সদা যেন মন্ত্র বারণ, করিছ ভ্রমণ !

মন্ত্র হয়ে সম্পদে, না ভঞ্জিল হরিপদে,

প্রতিফল তা'র পদে পদে, দিবে যে শমন ।

যে পদ লক্ষ্মীর সম্পদ, ভাবলি না সে হরিপদ,

ঘটালি আপন আপন, এ আর কেমন ?

কা'রে বল আপন আপন, কর রে মন কি আলাপন,

সে নছে কখন আপন, যেমন স্বপন ;—

আপন যে চিন্‌লি না তাঁ'রে, যে ভব হুত্বারে তারে,

গোবিন্দ কম ভাবলে তাঁ'রে, পালা'বে শমন ।

চিন্তরে মন চিত্তরঞ্জন, (হরি) বিপদ-ভঞ্জনকারী ।

মধুর তানে, সেই নাম গানে, পুলকে পয়াণ তরি—

(আর হরি হরি হরি বল) ।

নাম-কিরণে, আঁধার ভুবনে, ফুটিবে বিমল আলো,

ফুল নয়নে, ফুল পরাণে, হেরিব মুরলীধারী ;

(আর হরি বলে নেচে আর) ।

পিলু—ধেম্‌টা ।

এসে সংসার-প্রবাসে, আশার বশে, কর কি অসার ভাবনা ?
 যে কালে তবে আসার, হ'বে সুসার, কেনরে সেট সার ভাবনা ?
 যে কালে বাধ্বে কালে, বিপদ কালে, দুঃখের পারাবার র'বে না ;
 সেই কালে জান্বে রে মন, শমন কেমন, এ বিষয় ভাব না ।
 এ যা'দের ভাব্ছ আপন, নিশির স্বপন,

সাথের সাথী কেউ হ'বে না ;
 যে সময় ধরবে শমন, যুদ্বে নয়ন, আপন বলে' কেউ ছোবে না ।
 যত সব পরসা কড়ি, কর্ছ দেড়ি, ঘর বাড়ী সঙ্গে যাবে না ;
 কেবল পাঁচ কড়া কড়ি, কলসী দড়ি, কাঠ খড়ি আর চট বিছানা ।
 শ্মশানের ধার শুধিয়ে, ছড়া দিয়ে, নেয়ে বুয়ে বন্ধুজনা ;
 সিঁড়কের তালা খুলে, দেখবে তুলে, নগদ কিছ্ আছে কি না !
 খেদে দীন বাড়িল বলে, মন বিফলে, মায়ার ভুলে আর থেকোনা ;
 পলকের নাই ভরসা, কিসের আসা, শেষের উপায় তাই দেখনা ।

সাহানা—একতানা ।

পরের মন্দ করতে গেলে, নিজের মন্দ আগে হয় ।
 পরের মন্দ কেউ করোনা, সদাই যেন মনে রয় ।
 বুঝি জ্বয় তহু প্রাণ, হরির পদে কর দান,
 থাকবে সুখে, সদাই মুখে, কর হরিনাম গান ;
 ধর্ম-পথের হওহে পথিক, নৈলে সদাই ঘটবে ভয় ।

ননিত মিত্র—একতারা ।

শোনরে মন-বারণ, তোমারে করি বারণ, যেও না বিষয়-বনে ।

কুমতি অরি বেড়ায় ফিরি, লহে ধরি' পথিক জনে ।

গুণগতা ভগ্নাদ্রাতা, মহা দারু গুরু জনে ;

জ্ঞাতি-শাকুল বড়ই থল, সপল ধরিয়ে টানে ।

কুসঙ্গ ভুঙ্ক সম বিষয় বিষয়ারণে,

প্রকুল ফুল, নারীকুল, মনাকুল করে গ্রাণে ;

(মধু লোভে, ভেবে ভেবে, নিশি-দিবে, আয়ু ক্ষীণে) ।

কর পশারি', কাল-কেশবী, কেশে ধরি সদা টানে,

ও বন পরিধরি, যত্ন করি, চ'র চপি বল বদনে ;

(কহে দীন পণে অনুরাগে, থাক যোগে, নিশিদিনে) ।

ননিত-বিভাষ—খেমটা ।

নদ নদী হাতাড়ে বেড়াও অবোধ মন !

বৃথা ভ্রমতে কর ভ্রমণ ।

কাঞ্চন তাজিয়ে যেবা কাচেতে করে বতন,

যেমন স্বর্গ তাজি ইচ্ছা করে' নরকে করে গমন ।

যে যা' বলে তা'রি কথায়, দৌড়ে বেড়াও আমার মন,

তোমার ঘরের মধ্যে বিরাজ করে বিখরুণী সনাতন ।

যছনাথ বাউলে বলে, শুন শুন সাধুকন !

কেন আশ্রতীর্থ ত্যজ্য করে, মিছে তীর্থ পর্যাটন ?

ললিত—আড়াখেঁটা ।

একবার ডাক দেখি মন ! হবি বলে ।

* এ জনম হরি সাধন বিনে যার বিফলে ।

হরি সর্ব মূগাধার, অস্ত নাহি তাঁর,

মহিমা অপার, বেদে বলে :

করি অনুভবে অলস, বিষয়ে দস্তোখ,

সুখী তিষ্ঠি কেন গরল খেলে ?

এমন সুখামাখা নান, কব অবিশ্রাম,

ধর্ম অর্প কাম মোক্ষ ফলে ।

কর বৃথা পরিশ্রম, এ কি ভব-ভ্রম,

নিছে মায়ায় কেন বন্দী হ'লে ?—

দেখ দার: স্মৃত বত, সবাই অন্তগত,

হইবে বিরত, নিপদ কালে ।

ললিত-বিভাষ—খেঁটা ।

কেপা, তোর গেল বেলা ।

তোর সোণার ঘরে কর্বি রে তুই ভুতের খেলা ।

ঘরে বসে দেখি নারে মন !—

ও তোর অস্ত:পুরী করলে চুরী, অমূল্য রতন ;

কখন আসবে শমন, করবে বন্ধন, দেখি না ছুই করে হেলা ।

ওরে, একটি মাদিক সাগর মৌচাঁ ধন,

সেই মাদিক তোর ঘর হ'লে যাররে অকরণ ;

তোর ঘরে ঢুকে লাঞ্ছনুলে, লুটলেৱে ভেঙ্গে তালা ।
 বেহের মালিক বখন যাবে মন !—
 যেহা করি কেউ ছোবেনা, বলি তোৱে শোন ;
 যখন ধৰ্বে শমন, কর্বে বন্ধন, ঘটবেৱে তোৱ বিষম আলা !
 ওৱে, দীনে বলে শোন্ৱে মন তোলা,
 দয়াল হৱির চরণতলে বাঁধৱে তেলা ;
 আবার সাৱ করে তাৱ শ্রীচরণ, নাৱ করৱে জপ-মালা ।

বাউনের স্বর—হাড়াখেৰ্টা ।

আছিন্ চুপ করে তুই কি ব'লে ?
 ওৱে, এষ্ট বেলা নে হরি বলে' ভাস্না প্রেম-সলিলে ।
 তোৱ অন্তরেতে যুগ ধরেছে, পাক ধরেছে সব চুলে,
 আবার অন্ত দস্ত সাৱ হ'য়েছে, মাংস সব গেছে ঝুলে ।
 তোৱ শিয়ৱে কাশ, শুণ্তেছে কাশ, কাশ হ'বে ধৰ্বে চুলে ;
 তখন সাধেৱ এসব, ভবেৱ বিভব, রাখ্বে কে আৱ আশুলে ?
 তখন ভয়ে সাৱা, দৃষ্টিগাৱা, ভাস্বে নয়ন-সলিলে,
 তখন হেঁচকা টানে হেঁচকি তুলে, যেতে হ'বে সব ফেলে ।
 তোৱে বাৱা এখন, কচ্ছে যতন, আপন আপন ব'লে,
 তা'রা পৱিৱে কাচা, সাঞ্জিৱে মাচা, অনায়াসে দিবে তুলে ।
 দিৱে নূতন বসন, ওড়ন পাড়ন, দন্ধ কর্বে অনলে,
 আবার সাক্ষ হলে, হরি ব'লে, জল চেলে যা'বে চ'লে ।

খটু ভৈরবী—খেমটা । [কিকিং পরিবর্তিত]

আমার শ্রাণ পিঞ্জরের পাখি ! গাও না রে ।
 সদা 'হরিনামৈব কেবলম' ওনাম শ্রাণভরে গাও না রে !
 পড় পড় আত্মারাম, ডাক ডাক শ্রাণারাম,
 আমার হৃদয়মাকে শ্রাণ বিহঙ্গ ডাক অবিরাম ;
 ডাক তৃষিত চাতকের মত, অলস থেকে না রে !
 ব্রহ্ম-কল্পতরু শাখে বসে রে পাখি । বিভ্রুগুণ গাও দেখি,
 আবার ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, সুপক ফল খাও না রে !
 ও কি বলরে পাখি ! বল, তোর নয়নে কেন জল,
 বুঝি হরিনামামৃত পানে হয়েছ বিহ্বল ;
 আহা ! কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়, নীরব হয়ে না রে ।
 অসার বিহঙ্গ জনম কররে সফল, করি নাম কোলাহল,
 গেয়ে অবিরাম আত্মারাম, মোক্ষধামে উড়ে যাওনা রে ।

খটু-ভৈরবী—খেমটা ।

ও মন ! সত্য নয়, মিথ্যা রে ভাই এ সংসার ।
 কেবল যাওয়া আসা মাত্র সার, বারে বার ।
 জাননা কি সকল ফাঁকি, কেহ নহে ক'র,
 তেবে দেখ্না মন আমার ; (মরি হায় ! !)
 যে ব'র কন্দতোগে ভোগ ভোগে যা'র,
 কেউ বুঝতে পারে কয় আমার ; কি চমৎকার !
 ইহার আশ্রয় অস্ত সকল শূন্য, শূন্যময় আকার,

ফাঁকি বুঝতে পারা ভার ; (মরি হার !)

এর সহজ ভাবটি ভেবে দেখ, তু'টি চকু বুজলে অককার ।

আদান প্রদান মান অতিমান, সূত পরিবার ;

ল'য়ে করতেছে সংসার ; (মরি হার !)

ক্রমে বাড়ছে বিকার, নাটক বিচার,

(ক্ষুধায়) সুখা ফেলে পেলে আর ; কি অবিচার !

বুখা মরবি কেন তরবি যদি, এ ভব সংসার, তবে হরি কর সার

ছুঁতে নারবে কালে কোনকাধে,

ভবে আসিতে হ'বে না আর, বারেবার ।

সিদ্ধ—একতারা ।

এসা দিন, দেখো ফিন, রহেগা নেই ।

যব মেসা, তা তেসা, ছোড় দিল্কি আশা,

তুনিয়াকে তামাসা দেখো ভাই !

এই যো তুনিয়া, দেখো মেরে ভেইয়া, ছঃখ সুখ প্রভু সব কুহ বানিয়া,

যব্ তক্ জীতা কায়া, তব্ তক্ রহে মায়া, জায়া ভাতিজা ভাই ।

তুনিয়াদারী খেলা, কভি বুঝা ভালা, কভি ঘটা ঘোষ কতি হোব উজালা,

কভি হীরা মতি কভি মিলে লীলা, কভি ঘাট্টি হুয়ায় বাড়্টি নেই ।

ছোড় নিরানন্দ, করোজী আনন্দ, ধানমে ধরোজী সদা সধানন্দ,

চন্দ্ রোজকে বাস্তে তুনিয়াতে এ ফন্দ, বন্দ খন্দ না রই ।

কহে পহী রূপ, নহোজী বিরূপ, ধানমে ধরোজী প্রভুজীকি রূপ,

অপরূপ রূপ, ওরূপ অরূপ, একরূপ জগমে নেই ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

বিবিধ সংগীত ।

গোঁরা—একতাল।

কোথায় সে জন, জানে কোন জন, যে জন সৃজন লয় করে ?
নিকটে কি দূরে, অন্তরে বাহিরে, মসিদে গির্জা কি মন্দিরে ?
শূত্রমার্গে স্বর্গে সাগরে সলিলে, ভূগর্ভে ভূগর্ভে অনলে অনিলে,
বনে প্রস্রবণে শব্দে ভূমণ্ডলে, আলোয় কি আঁধারে ?
পাতে পোতে পথে ঘাটে ঘোঁটে ঘটে,

তপে জপে যোগে যোগে যোগী রটে,

সরলে কি শঠে, হোটেলে কি হাটে, পাটে কি পাথরে প্রান্তরে ?
লগুনে মার্কিনে ফ্রান্সে কি চীনে, বন্দা বেঙ্গলে বোম্বে হিন্দুস্তানে,
নেপালে কি ভোটে, কাবুলে গুজরাটে, ব্রহ্ম অণ্ডে কি অণ্ড বাহিরে ?
গয়া গঙ্গা বাগানসী বৃন্দাবনে, ঘোষণাড়া পেঁড়ো নদীয়া মদিনে,
রিভার জর্ডনে, গার্ডেন অব্ ইডেনে, শরণে সমাজে কবরে ?
ভারত অশকু যে ভাব ধারণে, সাংখ্যে হরনা সংখ্যা, অদর্শ দর্শনে,
বাইবেলে মিল্টনে, কোরাণে পুরাণে, নেদে কি তন্ত্র অন্তরে ?

তিনি কর্তা কি গৌরাক নামক আল্লা বাণ্ড,

কালী কি কানাই বহু-শিশু বাসু,

কোন্ নামে কোন্ ডাকে, সারা দেন কা'কে, বরূপ বলিতে সেই পারে
ত্রাজে বলে ব্রহ্ম নিরাকারাকার, সহস্রশীর্ষ সাকারে স্বীকার,
সে যে কিমাকার, বর্ণে সাধ্য ক'র, ওকারে কি আছেন ঠকারে,

কে বলিতে পারে পরে কোন্ বাস,

(তঁার) কোঁচা পেটুলনে ইজেরে উল্লাস,

ব্যালো কি বাকলে গুধুড়ি কহলে, জৌপীনে কি বাঘাঘরে ?

ব্রাণ্ডি কি জীনে, ঘেরি গ্র্যাম্পিনে, ক্রট বিস্কুটে, পলাও লতনে,
মালপো মালশাতোসে, মো'ঘে মেঘে ছাগে, পাকা পাতা বাত আহারে ?
বেণু বীণা বোলে খমকে কি খোলে, তোপে কি ভাউসে, জরঢাকেচোলে,
নেড়ানেড়ি দলে, বাউলের পালে, শিল্পে কাড়া কাসী কানরে ?
শক্ররূপে স্বর্গে শক্রানী সম্মোগে, নরক-নিষ্করে শূকরী সংবোগে,
মহাহুখে মহাহুখে রাগে রোগে, সমভাবে ভেবে পাই ধারে ।

শণ্ডিতে পামরে সন্ন্যাসী শবরে, কঁকরে কি আছেন রত্নের আকরে,
প্যারী বলে এমন কে আছে সংসারে, (যে) নিগৃহ নির্গর তাঁর করে ?

[উক্ত গীতের উত্তর]

গৌরী—একতালা ।

জানিতে সে জন, চাহ যদি মন, তজ সেই জন ভক্তি ক'রে ।

শুক্লদত্ত পথে, সাধুজন মতে, স্বীয় মনোরথে পরমাদরে ।

বেদ ভেদ তত্ত্ব নীতা ভাগবত, ভক্তি-রসামৃত-সিদ্ধি আদি বত,

বিবিধ বিধানে, বিধি ভক্তি মত, সাধন ভজন কর সাদরে ।

কাশীনাথ তুচ্ছ করি কাশীধাম, পঞ্চমুখে সদা গায় যার নাম,

সে বিভূষণ, পরম কারণ, স্মরণ মনন সদা কর রে ।

শুক্লক চণ্ডাল পেল ভক্তি ক'রে, ভল্লুকে বানরে ভজিল বাহারে,

চরাচর সার, সেই বিখ্যাত, সদা কর সার স্বীয় অন্তরে ।

এব্রাহিম নবি আদি পরগাধরে, ঐকান্তিকী ভক্তি করি পেল ধারে,
বীণ্ড খুঁটী ভীতে, ধারে বলে পিতে, সাবহিত চিতে ভজ তাঁহারে ।

সর্বত্র বিরাজমান ভগবান, ঘটে পটে মঠে প্রকাশ সমান,

সূর্য্য এক হয়, প্রতিবিশ্বচয়, তেন বিশ্বময় জেনো ঈশ্বরে ।

ঈশ অন্ধকাস্তি জ্যোতি বিশ্বময়, জ্যোতি মধ্যে স্থিত কুব্ধ এক হয়,
সুপক্ক ভজনে, তাঁরে যেই জন, ভজ্ঞে সেই পায় দেখা অস্তরে ।

গৌরী—একতারা ।

এই যে বিশ্ব, হ'তেছে দৃশ্য, অবশ্য কেউ করেছে সৃজন ।

হেরে অসম্ভব, কাণ্ড-ভাণ্ড সব, জ্ঞান হয় কর্তা আছে কোন জন ।

অপার অদ্ভুত অনন্ত অখিলে, এ সৃষ্টিতে কেহ স্রষ্টা না থাকিলে,

ধ্বংস হ'ত জগৎ পড়ে' বিশৃঙ্খলে, সৃশৃঙ্খলে কভু চলে কি এমন ?

নিশ্চয় তাহার করুণার গুণে, স্নেহের সঞ্চার মা বাপের মনে,

জনমের পূর্বে দুঃখ দেন স্তনে, হ'বে বলে জীবের জীবন ধারণ ।

জীবন-যাপনে যে যে প্ররোজন, চেয়ে দেখি তাই আছে আরোজন,

হাতে হাতে পাই, চাই বা যখন, তবে অবিশ্বাস করা অকারণ ।

তারকা তপন চন্দ্রমা পবন, বিরাম বাসনা দিয়ে বিসর্জন,

নবগ্রহচরে, নিগ্রহভরে, নিরমেতে নিত্য করিছে ভ্রমণ ।

অন্ধকারে আলো, ব্যাধিতে ঔষধি, সমুদারে সেই বিধাতার বিধি,

এসব উপায় না থাকিত যদি, তবে তবে তাবি খভাবে সাধন ।

ভৈরবী—ঠেকা ।

আছেন একজন, কন্য়ের কারণ,
 যাহার আদেশে ভ্রমে সুধাংশু তপন ।
 একমাত্র অদ্বিতীয়, ত্রিজগতের আরাধীয়,
 জ্যোতির্শ্রয় পূজনীয়, পুরুষ রতন ।
 তিনি ব্যাপ্ত জলে স্থলে, বেদে নির্ধিকার বলে,
 করুণানিধান বিভূ, নিত্য নিরঞ্জন ।

আশাঙ্করা—আড়াঠেকা ।

কিবা জল কিবা স্থল, আকাশ অনিগানল,
 স্বভাবে এ ভবে সদা শোভে সমুদয় ।
 প্রকৃতির কাণ্ড্য সব, স্বভাবে উদ্ভব ভব,
 ভেবে ভব ভাবা ভব পরাভব হয় ।
 ভবের ভাব বুঝা ভার, মাস পক্ষ তিথি বার,
 ষথাক্রমে বারবার হয় আর লর ;
 কত ভূত হল ভূত, কত ভূত আবির্ভূত,
 ভেবে ভূত অতিভূত, হতেছে বিস্ময় ।
 ভূতে ভুক্ত ভূত অংশ, ভূতে ভূত হয় ধ্বংশ,
 ভূতে ভূত অবতংশ, হেরি বিস্ময় ;
 সে ভূতের পতি বেই, ভূতাতীত হয় সেই,
 অতএব ভূতনাথে কররে প্রত্যয় ।

আলেক্সা—জলহ তেভালা।

সাধাতীত তত্ত্ব নিরূপণ।

হবার নর অসাধা সাধন ;

সে বিভূ অব্যক্ত, জগত ব্যাপ্ত, এই বীপ সপ্ত, লিপ্ত তিনি নন।

কোথায় আছেন তিনি কে কহিতে পারে,

ভূধরে সাগরে, কিম্বা মহী'পরে ;

আকাশে পাতালে, সপ্ত তলাতলে, কোথা গেলে মিলে, নাহি নিদর্শন।

যত্নে তত্নে শাস্ত্রে অষ্টাদশ পুরাণে, শ্রীমৎ ভাগবত গ্রন্থ রামায়ণে
চণ্ডী কাশীখণ্ডে, পুরাণ ব্রহ্মাণ্ডে, চৈতন্য-মঙ্গলে আছে কি সেই জন ?
রামাত নিমাত আর ব্রহ্ম ব্রহ্মচারী,

কর্ত্তাভজা নেড়ানেড়ী পুরী গিরি ;

বৌদ্ধ জৈন সংসার ত্যাগ করি ফকীরি,

জপী তপী ঋষি, অনশনে বসি, সেই শুণ-রাশির পায় না দরশন।

নিদেহ নিগূহ নাহি পর পাণি, সর্বাঙ্গায় আছেন আত্মারাম তিনি,

ক্লিত্যপতেজ আদি এই পঞ্চ আনি,

কহে খগমণি, করেন মহাপ্রাণী আপনি স্জলম।

টোড়ী ভৈরবী—একতাল।

কি করি না করি, বুঝিতে না পারি,

কে করে বা করায়, না হয় অহুমান।

কি বলে কৌশলে, জীব-বান চলে, এ বানের সম, নাহি অস্ত্র বান।

নিজের কর্ত্ত্ব দেখ কোথা সাজে, ভাবিয়ে দেখনা সব কর্দ কাজে,

ভাবের বিপরীত, ঘটে যে সতত, দেখে কি দেখ না, ওয়ে মূঢ় মন !
 ঐহিকের সুখ ভাগ্যেরি উপর, যে ভাগ্য বেঁধেছ জন্ম জন্মান্তর,
 তা'র বিপরীত, হর কদাচিত্, কর মন ! তা'র চিন্তা অকারণ ।
 প্রকাশিয়ে ভ্রান্ত ! যে পুরুষকারে, কাব্যক্ষেত্রে যা ও কীর্ত্তি রাখিবারে,
 সে উৎসাহ উত্তম, অদৃষ্ট অধীন, কে পারে লজ্জিতে বিধির বিধান ?
 অজ্ঞানের মূল অহং এর তরে, বুঝিয়ে বোঝ না কে করায় বা করে,
 হৃষিকেশ হরি হৃদয় মাঝারে, বিরাজি করিছে জীবে নিয়োজন ।
 সবিনয়ে 'শশী' বলে বজ্জ্বলনে, কর্ম্মাকন্ড রাখি তাঁহারি চরণে,
 সবতনে ভাব ভবরাধা ধনে, তবে আসা-যাওয়া হ'বে সমাপন ।

বেহাগ—একতাল।

প্রভুর লীলা বুঝা ভার ।

যা' দেখি নয়নে শরনে স্বপনে, সকলি কেবল মনেরি বিকার ।
 চিদানন্দময় জগত স্থিতি, ব্রহ্মময় সবে একাকারে গতি,
 অহঙ্কার ভাব, সুখ দুঃখ ভাব, জীব শিব একাকার ।
 অপার আকাশ সদা নিরাকার।

নীলাকার দেখায় সে চক্ষুরি বিকার,
 সত্য বস্তু নয়, কিন্তু দেখা যায়, বিবর্ত্ত মাত্র জগৎ শূন্ডাকার ;
 চেতনের আভাস মাত্রা প্রতি ভাদে, অচেতনে সব চেতন প্রকাশে,
 জগৎ সমুদর, বস্তু সত্য নয়, কেবল মাত্র সচ্চিদানন্দ সার ।

বানেশী—আড়া ঠেকা ।

নাহি নৃথ্য নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাক সুন্দর ।
 ভাসে বোমে ছায়া সম ছবি বিধ-চরাচর ।
 অক্ষুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
 ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং শ্রোতে নিরন্তর ।
 ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহা লয়ে প্রবেশিল,
 রহে মাত্র আমি আমি, এই ধারা অনুরূপণ ;
 সেই ধারাও বহু হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
 অবাঙ মনসোগোচরম্ বোঝে প্রাণ, বোঝে যা'র ।

বাউলের সুর—নোভা ।

আমি কে, তাই জান্লেম না ।
 'আমি আমি' করি, কিন্তু আমি আমার ঠিক হ'ল না ।
 কড়ায় কড়ায় কড়ি গণি, চাঁর কড়ায় এক গণ্ডা গণি,
 কোথায় হ'তে এলাম আমি, তারে কই গণি ?
 ভবের মায়ী ভোজের বাজী, তা'তে মন ! তুই হ'লি রাজি
 আমার মন হ'ল না কাজের কাজী, মন আমার রাজী হইল না ।
 খাইতে চাও দশমূলী পাঁচন, একবার আসা একবার ষাওন,
 এখনো না খাইলে সুখের পঞ্চমূল পাচন ।
 মারা-পাশ মুক্ত করি,' বদন ভরে বল হরি,
 সাধু-সঙ্গ করি করি, করি বলে' আর কল্পে না !

নলিত-বিতাব—খের্টা ।

ছনিয়ার আজব গাছে, সদা বসে' আছে দুই পাখী ।
 কেহ বাসা ছেড়ে নাহি নড়ে, ছ'জনে মাথামাখি ।
 ভালবাসায় একটি পাখী কত ফল বিলায়,
 সেতো খায়না সে ফল, আর এক পাখী বসে বসে খায় ;
 ও যে ফল বিলাচ্ছে সে না খাচ্ছে, অগ্রে কচ্ছে ফলভুকী ।
 ইচ্ছামত পাখী নহে কাহারো স্বাধীন,
 ও যে ফল খায়, সে ফল বিলিয়ে হরেছে স্বাধীন ;
 যে ফল দেখে শুনে নাহি চিনে, কল খেয়ে হারায় আঁখি ।
 নিজ দোষে মনের ক্রেশে, কাঙ্গাল কাঁদিছে,
 আমি স্বাধীন হ'য়ে না পারিলাম ফল নিতে বেছে ;
 আমি দেখ্ লাম যে ফল, এখন সে ফল, কেবল গরলময় দেখি ।

না ছালালে সে কি আপনি দোলে ?

ভক্তের মনোমত, হৃদিপদ্ম-স্থিত,

তা'তে ভক্তি যুক্তি সব হিল্লালে ।

ভক্তের মন হরি, ভক্তের প্রাণ হরি,'

ভক্তাধীন সেই দীন-বিহারী ;

ভক্তের পাদপদ্ম প্রণাম করি,

মকর কুণ্ডল দোলে হয় কর্ণমূলে ।

মূলতান—খররা ।

(সেই) প্রেম কি চাইলে মিলে ?

সেই প্রেম আপনি উদয় হয়, শুভযোগ হ'লে ।

হয় ভাবেই উদয়, সেই ভাবে ডুবে র'তে হয়,

তবে দয়া হয়, সময় হ'লে ।

নৈলে পাওয়া ভার, দৌড়াদৌড়ি সার,

কণকধারী গোসাই বাউলে বলে ।

তুলার আশ্বিন মাসে, তিথি অমাবস্তে,

স্বাস্তি নক্ষত্রের জল পড়ে বাহাতে,

হয় বাঁশে বংশশোচন, গজে গজমতি,

না হয় কেন অল্প মেঘের জলে ?

বাউলের সুর—খেম্‌টা ।

আমি ডাক্‌লেম না, তেমন ডাকা, সে বা'তে স্তন্যে পার ।

মুখের কথাই ডাকি আমি, এই কথা কি তাঁর কাণে যার ?

ডাক্তে শিখে নাই আমার শ্রাণ, মিছে ডাকে রসনার ।

শ্রাণ যদি ডাক্ত তা'রে, তবে কি সে থাক্ত ঘূরে,

স্তন্যে পেলে রাখ্ত কথা, এ নয়ন দেখ্ত তাঁর ।

কাদতে নাহি পারে আমার শ্রাণ, আঁধি মিছে কাদতে চার ।

বা'র শ্রাণ কাদতে জানে. পারে সে বাঁধতে শ্রাণে,

শ্রাণের কান্না ধিনে তাঁরে, আনতে পারে কে কোথার ?

ইমন ভূপালী—[চমা শুভালা ।

দেখরে বুদ্ধি-নিষাদ, পা'তয়াছে জ্ঞান-কাঁদ,
সাবধান রে আমার মানস-বিহঙ্গ !
দেখ নানাবিধ ফল, ও যে গরল কেবল,
ভর্কে ভর্কে চল চল, দেখিতে সুরঙ্গ ।
ক্ষুধার আকুল যদি হইয়াছ মন,
কর্ম্বলে ভক্তি-পথে করহ গমন ;
মিলিবে মধুর ফল, মধু তাহে অবিরল,
মত্ত হ'বে সুধাপানে, দেখিবে যে রঙ্গ !*

ললিত—আড়া ।

মন বুদ্ধির অগোচর, নিরঞ্জন নিরাকার,
নিরূপ না হয় যার, কি আশ্চর্য্য তাঁরে বাহ্য করে বিশ্বজন !
সচ্চিদানন্দ পদার্থ, বাক্য মাত্র চরিতার্থ,
সে তত্ত্ব যথার্থ কেবা পেয়েছ কখন ?
নির্গুণাব্যক্ত সাধন, স্থল তুষার ঘটন,
সংগ সাধনে সদা কররে যতন । .
কৃষ্ণপদ ধ্যান গুণে, চরমে নির্মল জ্ঞানে,
অখণ্ডানন্দ প্রাপ্ত হইবে অকিঞ্চন ।

* এই গীতটি রামমোহন রায় রচিত “কুলোনা নিষাদ-কাল, পাতিয়াছে
কর্ম্ম জাল,” ইত্যাদি পানের উত্তর স্বরূপ রচিত ।

বাউলের হর—গড়ধেঁট্টা ।

[আমি কেমন ক'রে কর্বো বল শক্তি-সাধনা ?—হর ।]

কেমনে বলিবে বল কি রূপ তিনি (ও মন !) ।

তুমি পারিবে চিন্তে কি চিন্তামণি—

(সে যে চিন্তার অতীত জগচ্চিন্তামণি) ।

তিনি সাকার কি নিরাকার, ওমন ! কেবা তত্ত্ব জানে তাঁ'র,

সমস্ত জগদাধার, কেবল এই শুনি (তিনি) ।

গহন বিজ্ঞান বনে, যোগে বাসিয়া একান্ত মনে,

পার না সমাধি ধ্যানে, ঋষি কি মুনি (তাঁ'রে) ।

প্রেমময় করুণাসিন্ধু, হরি অনাথের নাথ দানবন্ধু,

বার প্রেমে পাগল শত্ৰু ত্রিশূল-পাণি (ওমন) !

কুবাগনা পরিহর, ও মন ! প্রেমের হার গলার পর,

হুইবে হৃদয়ে সে রূপ উদয় আপনি (দেখবে) ।

পন্নিত্রাজকের চিত্ত, বাইরে বৃথা কর তত্ত্ব,

ঈ যে তিত্তর ঘরে আলো ক'রে, বিরাজে মণি (তোমার) ।

বৃক্ষকণ্ড পাঠকের হর ।

[আমি বা'র রূপসাগরে কাঁপ দিবে পৌ'র হ'য়েছে—হর]

স্বপনে মন যে কেমন, মাতুষ রতন, দেখিয়াছে ।

সে যে অধর মাতুষ দেয় না ধরা, ধরিতে মন হার মেনেছে ।

হাওরার আসে হাওরায় বসে, হাওরার মজে আপন রসে,

হাওরায় মাঝে লুকায় সে বিরাজিছে ;

তা'রে ধরে ধরে ধরতে পারে, মন আমার পাগল হ'য়েছে ।
 হুর হ'তে মোহন বেশে, কখন বা কাছে এসে,
 অপরূপ হেসে হেসে ডাকিতেছে ;
 যে তা'র ডাক শুনেছে, সেই মজেছে, আপনার সে হারিয়েছে ।
 সে মানুষ ধরবে ব'লে, গেল সব বনে চলে',
 তেতালার + পবন তুলে বসে' আছে ;—
 তবু না পেয়ে তত্ত্ব, তাদের চিত্ত, ভেবে ভেবে মারা † গেছে ।
 মন ! তুমি ভাব বৃথা, সে তো নয় কথার কথা,
 কলে বলে কে কোথায় তাঁর পাইয়াছে ;—
 পরিত্রাজক বলে প্রেম বিনা সে কার কাছে ধরা দিয়েছে ?

রামপ্রসাদী হুর—ধররা ।

মিছে ব্রহ্ম খোঁজ কোথা, তুমি খেয়েছ কি চোখের মাথা ?
 হাতের কঙ্কণ হাতে রেখে, চারিদিকে, লোকে খুঁজে বেড়ায় বথা !
 ব্রহ্ম দারা স্তূত স্তূতা, তুমি আমি পিতা মাতা,
 দাস দাসী প্রতিবেশী একই কথা, তবে ব্রহ্মের সব বথাতথা ।
 সেবা পূজা সে সবাচার, কেন বল ভূতের বেগার,
 যারে ধর মনে কর ব্রহ্ম তোমার, ছেড়ে মনের বত কুটিলতা ।
 বিশ্বাস তক্তি অগুরাগে, যবের ব্রহ্ম ধর আগে,
 শেষে ব্রহ্ম র ব্রহ্মাণ্ড হৃদে উঠবে জেগে, সেই ব্রহ্মানন্দে জগত মাতা ।

কৃষ্ণকান্ত পাঠকের মূর।

দেখেছি রূপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোণা ।

তাঁ'রে ধরি ধরি মনে করি, ধরতে গেলাম আর পেলাম না ।

বহুদিন ভাব-তরঙ্গে, ভেসেছি কতই বক্ষে,

সুজনার সঙ্গে হ'বে দেখা শোনা ;

তাঁ'রে আমার আমার মনে করি, আমার হয়ে আর হল না ।

সে মানুষ চেয়ে চেয়ে, খিরতৈছি পাগল হ'য়ে,

মরমে জ্বল্ছে আগুণ আর নিবে না ;

আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ, বিরহে তাঁর প্রাণ বাঁচে না ।

পাথক কর ভেবো না রে, ডুবে যাও রূপ-সাগরে,

বিরলে বসে' কর যোগ-সাধনা ;

একবার ধরতে পেলে মনের মানুষ, ছেড়ে যেতে আর দিওনা ।

আলাইচা—আড়খেম্টা ।

কত আদরের ধন জ্ঞান-রতন, তার চেননা রে মন ।

বাহাতে অনন্ত-জ্ঞানের দরশন ।

তঁাহারে জানলে, সব কামনা মেলে,

ত্রিঙ্গতের লোভ থাকে না তাঁ'র ভালবাস্লে ;

হয় ইচ্ছাশূন্য, তবু রাজ্য প্রেয়ার করে পদার্চন ।

এ চোক দেখতে নাহি পার, জ্ঞান-চক্ষে দেখা যায়,

সে চোক যে দিলেছে তাঁ'রে ভালবাস্লে হয় ;

আর অবিলম্বে ভালবাসা, ঐক্যে উত্তম সাধন ।

বাণী—একতলা ।

হরি ! বুঝিয়াছি তবে সার ।

তোমা হ'তে বড় প্রভো ! নামটি তোমার ।

স্বপ্ন হ'তে স্বপ্ন দেখা নাহি যায়, জানিনা তোমারে কে দেখিতে পার,
আমি কিন্তু কভু দেখি নাই তোমার, স্বপনেও একবার ।

নিরখি জগতে নামেরি রাজত্ব, নামেরি প্রভাপে কাঁপে স্বর্গ মর্ত্যে,
নামেরি মাহাত্ম্য, নামেরি মহত্ত্ব, নামে মত্ত ত্রিসংসার ;

নামেরি গান্ধীর্ষ্য, নামেরি ঐশ্বর্য, মহা শৌর্ধ্য বীর্ঘ্যে সাথে বিশ্ব রাজ্য
আধ্য কি অনাধ্য, পূজ্য কি অপূজ্য, শিরোধাধ্য সযাকার ।

যে দিকেতে চাই নামেরি বিভব, যথাতথা বেধি নামেরি উৎসব,
ত্রিজগতে জয় নামেরি হে তব, নাম তব-কর্ণধার ;

নামেরি তুফান নামেরি তরঙ্গ, নামে জুড়ার প্রাণ, নামে শীতল অঙ্গ,
নাম নে যেন করি তবগীলা গ্যাক, এই তিফা পদে তোমার ।

ললিত পৌরী—বাঁপতাল ।

জুহুখের সময় চির ভো রয় না । আইলে নিশি দিবা কি হয় না ?

যেহে যে অবনৌ অমার আধারে, শশী যে উঠিবে আশা কি কর না ?

গেছে যে পাছের তুমারে সকলি, মনের তা'র কি খবর লয় না ?

যেহে যে ভরণী সাগর তুফানে, আর কি সে নায়ে সুবাস্তাস বয় না ?

বেধেছে যর কে এ হেন সংসারে, যে চালে কখনে ঝটিল বয় না

অবল মধুরে স্মৃতিত সংসার, বাছিয়া টকে কে মিঠা মিলায় না ?

হরি ! কি গুণ আছে তব নামে ।

নিলে ওই নাম, প্রাণে পড়ে টান,

নাম নিতে নিতে, বাসনা হয় চিতে, দেখতে তোমার নয়নে ।

ঐ নামের গুণ একি চমৎকার, নাম নিলে হয় প্রেমের সঞ্চার,

ভাবি এ সংসার, সকলি অসার, নামে মোহ-ঘুম ভাঙ্গে ।

কোন্ দ্রব্য দিয়ে গড়ে'ছ এ নাম, নাম নিলে স্বর্গ হয় তুচ্ছ জ্ঞান,

ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, নিতে চায় না চিত্ত, অপদার্থ সব হয় মনে ;—

হরিনাম কেবল সত্য সত্য সত্য, হরিনাম কেবল পরম পদার্থ,

ঐ পদার্থ বিনে, সকলি অনিত্য, মহাত্ম্য তার কে জানে ?

নামে কেন করে মনের বিকার, নামে কেন হয় আনন্দ অপার,

হয় অনুমান, করুণা-নিদান, নামের সঙ্গে মিশে র'রেছে ;—

মনে হয় জীব তরাবার ভরে, নামে রজ্জু কেলে রেখেছ সংসারে,

সেই রজ্জু বে জন, ধরে'ছে সজোরে, সে-ই ত ভরে জীবনে ।

সেই রজ্জু হৃদে বাঁধরে বাঁধরে, ছিড়'বেনা সে শত জন্ম-জন্মান্তরে,

সে এমনি শক্ত রশি, অক্ষয় অবিনাশী, ভয় হবে না পতনে ।

মন ! তুই একবার হরি বল ।

তবে এসে ভেসে ভেসে বেড়াস্ তুই কেবল ;

ভাব্‌লি না মন ! ডুব্‌লি এবার তোর নাই কিছু সহল ।

নিরে সব এই পুত্র দারা, ভাব্‌ছ শেষে বেথবে জরা,

শেষের দিন নিকটে এল, কালকে কি বল্‌বি ফল ?

দাক্ষিণ্য বিবাদে, প্রাণ মন কঁদে, দেখে শুনে মানব-স্রীতি ।
 হৃৎকণ্ঠ কবিতা, হৃৎকণ্ঠ গীতিকা, বাহে আগে হরির প্রীতি ।
 এবে সে হুঁহু নিধি, মানব মানবী, পার্থিব ভাবে শুধু ভাবে ;
 হা হরি হা হরি, কবে নর-নারী, সে ধোহে তব নাম পাবে ?
 যমে ফাঁকি দিতে, ববে জীবের চিতে, জাগ্রিবে কবিতা, গান ;
 কবে জীবের প্রাণে, কবিতা গান তানে, উখলি উঠিবে হরিনার ?

পাহাড়ী খেঁচটা (বাউলের হর) ।

জন্ম হ'বে শেষ কালে ।
 কলে-বলে নানা ছলে, বিষয় নিলে কৌশলে,
 মোকদ্দিমা ক'রে টাকা খাওয়ালে সব উকীলে ।
 পরের নিয়ে হ'ল এখন আছ হাল্ফিংল,
 ধরে' গগার নলি, মাথার খুলি, ভাঙ্গ'বে বম তোর এক কৌশে ।
 টাকার জোটে অহঙ্করে, গেছে তোমার গা ফুলে,
 ঠকালে ঠকতে হয় মন, দেখনা তা লাজ তুলে ।
 বিষয়-বাড়ী, টাকা কড়ি, বেতে হ'বে সব ফেলে ;
 ওরে তুমি বা কার, কেবা তোমার, ভেবে' দেখ কার ছেলে ?
 যাদের জন্তে পরের বিষয়, কেড়ে বিক্ড়ে সব নিলে ;
 তারাই তোমার করিবে কি, দেখলে না তা চোক মেলে ।
 তুমি ম'লে, চিতায় কেলে, দিবে তোমার মুখ জেলে ;
 তোমার দম্ব করে' আস'বে ধরে, মুখে হরি বল বলে' ।

পাহাড়ী—খেঁচটা (বাউলের হর) ।

(ওরে) চুল হ'ল তোর শশলুটি ।

কবে আর বুলবি রে ভাই, অধমতারণ নাম ছু'টি ?

এদিকে হ'ল ভলপ, গোঁফে কলপ, পান খেয়ে লাগ ঠোঁট ছু'টি ;

আবার মুচ্কে হেসে, ফচ্কে বেশে, বেড়াও নবীন ছোকড়াটি ।

তোর গিয়েছে দাঁত, শুকিয়েছে আঁত, ধরেছ ভাত এক মুঠি,

চিত্রশুশ্রূষ আবার, দাণ্ড ছ'বার, দিচ্ছে উকীলের চিঠি ।

পাল হরেছে টোল, ভূরিটি লোল, খেতেছে দোল তলুটি ;

গেলনা এখনো সখ, ভুগু'ন নরক, বল'বে যে হক কথাটি ।

নাম কররে সার, খেয়ে না আর, উইল্দনের পাউরুটি ;

চিত্রশুশ্রূষ এসে, বাঁধবে কসে, হস্তপদ আর গলাটি ।

এবে দিন ঘুনিয়ে এলে, অন্ধ ঢেলে, মুদ্গে রে নয়ন ছু'টি ;

তখন বন্ধুজনে, চন্দ্রাননে, দেবে জেলে পাঁকাটি ।

সেন্জা বলে, হার বলে', ছাড়রে সব ভিরকুটা ;

এখন জিব এড়িয়ে বা'বে, পাবি খা'নে, এনেছে সে সময়টি ।

পাহাড়ী—খেঁচটা ।

এই ভবের শোভা ফকিরার ।

এ ভবের বাহিরে দেখ চটক ভারি, ভিতর ফোঁপরা নাইকো সার ।

কেন আমার দারা, আমার স্নত, বল'ছ তুমি বাঁরে বার ? —

সিন্দে হু'ক'বে বখন, জান্বে তখন, কার বা তুমি, কে তোমার !

তুমি বা'দের অন্ত খেটে খেটে, করলে অস্থি-চর্মে সার,

আবার বৃদ্ধ হ'লে, মরবে জলে, দেখে তাদের ব্যবহার !
 তোমার বাড়ী গাড়ি, ঘড়ি ছাড়, সখের বস্ত্র কতই আর ;
 এসব থাক'বে পড়ে' রাখ'বে কেবা, দেখ'বে কে আর বাহার তার ?
 এসে ভবের হাতে বেচে গেলে, দয়া ধর্ম সদাচার ;
 আবার হস্ত্র মুখে ফিরলে ভাল, তাদের কারণ পাপের ভার ।
 এভাবে কত এল, কত গেল, কেবা করে সংখ্যা তার ?—
 আবার আস'বে কত, যা'বে কত, এ এক খেলা চমৎকার !
 এই মাটির দেহ মাটি হ'বে, নাইকো কিছু সঙ্গ তার ;
 জীবের জন্মে দিক্, এ অলোক, সংসারে সং সাজা সার ।
 বলে দ্বিজ হরি, বিনয় করি, কেন মিছে ভাব'ছ আর ?—
 সদা ভাব তাঁরে, যে নিস্তারে, দুস্তারেতে অনিবার ।

বাউলের সুর ।

মিছে কাজে ঘুরিস্নে মন ! আসল কাজের উপায় কর ।
 ও তোর দিন ফুরা'ল, আঁধার হ'ল, আলোয় আলোয় করে চল ।
 যেতে হ'বে অনেক রাস্তা, করেছিস্ কি তা'র সম্বল,
 (বলি) কেমন করে' যাবি সেখা নাইকো রে তোর অর্ধবল ।
 ধনীর সঙ্গ নিলে পরে হত্বিস্ তুই কাঙ্ক্ষেরে সফল,
 ওরে তাওতো রে তুই খুজিস্ নে ভাই, মিছে করিস্ গণ্ডগোল ।
 মুখে হাছে জারীজুরী এতে কিবা হ'বে ফল,
 রক্ত রসে কাটাস্নে কাল, মুখে হরি হরি বল ।

দিন ফুরাল, সম্মুখে চল, ইহকাল পরকাল হারানো না ।

শরীর-পিঞ্জরে জীবন-বিহ্বল চিরদিন বসে' থাকবে না ।

জপ তপ কর কি মরণে ছসিয়ার বন্দুত বন্ধন তাড়না ।

পিতামাতা সহোদর, দারাসুত পরিবার,

আপন আপন মিছে ধারণা ।

একাকী এসেছ, একাকী বেতে হবে, কেউতো সঙ্গে বাবে না ।

পিলু—যং ।

হরি বলিতে যদি প্রাণ যায় থাকুরে ;

এমন অসার দেহে, থে'কে কাজ নাইরে ।

হরি-প্রেম রসে যদি না ডুবালি মন রে,

কি ফল অবগাহনে সুবাসিত জলে রে ।

হরিপদ-রজ যদি না মাখিলি গায় রে,

বসন ভূষণ দিবে, সাধিলে কি হইল রে ।

যে মুখে তার নামাসুত না করিলি পান রে,

(কেবল) মিষ্টান্ন ভোজনে রত, সে মুখে কি কাম রে ?

হরিগুণ গান যদি কানে না পশিল রে,

শ্রবণের কান্ডে তবু কবে কি হইল রে ?

যে শির শ্রীহরি পদমূলে না নমিল রে,

চাচর চিকুরে তারে সাজায়ে কি কল রে ?

(বহিতে পাণের তার তাহার ধারণ রে) ।

ললিত বিভাস—খেন্টা।

তোলা মন ! কি করিতে কি করিলি ? সুধা বলে' গরল খেলি ।
 সংসারে সোণার খনি, পরশ মণি, রতন মণি না চিনিলা ;
 কি বলে' অবহেলে, সোণা ফেলে, আঁচলে কাচ বেধে নিলি ?
 আসিয়ে ভবের হাটে, বেড়াস্ ছুটে, লোভের মুটে তুই কেবলি ;
 না বুঝে' মিঠে খুঁটে, ভেবে পিঠে, মিঠের স্বাদ মিটিয়ে নিলি ।
 না জেনে ভালমন্দ, এম্নি ধন্ধ, সাপের কান্দ গলায় দিলি ;
 পাসরি পরমার্থ, পুরুষত্ব, তুচ্ছ প্রেমে মজে রলি ।
 কিকিরটাদ ফকির বলে, গেলি ভুলে, বা' করিতে ভবে এলি ;
 এ জগৎ চিন্তামণি, আছেন যিনি, তাঁর না চিনি, মাটি হ'লি ।

ভাট্টিয়ার হর—একতারা ।

প্রেম পাথারে, যে সাতারে, তাঁর মরণের ভয় কি আছে ?
 যুগা লজ্জা মান অভিমান, সকলি তার দূর হ'য়েছে ।
 মানেনা সে কোন ধর্ম, বেদ-বিধি বিধর-কর্ম,
 রসরাজ রসিকের ধর্ম, বৈদ্যী জালা সব গিরাছে ;
 তুমি ধর্ম, তুমি কর্ম, তোমার চরণ তাঁর সার হ'য়েছে ।
 পাগল নয় সে পাগলপারা, হ'নরনে বহে ধারা,
 যেমন সুরধুনীর ধারা, ধারার ধারার মিলে গেছে ।
 সুধত্ত বৈষ্ণব নামে, কাটা বার অর্জুনের বাণে,
 কাটা মুণ্ড উচ্ছেদরে, হরেকৃষ্ণ নাম বলতেছে ।

ভক্তিগান হর ।

হরিনামে বা'র হৃদয় ভরা, তা'র ভরা বায়ু কিরে মারা ?
 ছিল প্রফ্লাদ হরিভক্ত, হরিনামে সদা মত্ত,
 তেমনি মত্ত হ'লে চিত্ত, হ'বে যমের ঘরে কপাট মারা ।
 বা'বি যদি ভাপারে, সদা হরিনাম কর রে,
 আদর করে নিবে তোরে, আছে পার-ঘাটে কাণ্ডারী খাড়া ।
 যে জন হরি হারি বলে, সে কি কারো ভয় করে,
 দেখ না শিব সকল ছেড়ে, সদা দেয় চিত্তার পাহাড়া ।

ভক্তি-মূলে ভুলেন হরি, তারক ব্রহ্ম সনাতন ।
 হরি নাহি চাহে টাকা কড়ি, চাহে কেবল ভক্তের মন ।
 ভক্তের তরে পাগল হরি, ভক্তের তরে দ্বারে দ্বারী,
 ভক্ত হরির পিতা মাতা, ভক্ত হরির প্রাণ-ধন ।

গোবী—একতাল ।

হরি বলে ডাক রসনা (এই বেলা রে)
 আর এমন দিন পাবে না হে ।
 কর হরি ধ্যান, পাবি পরিভ্রাণ, তবে কেন ভুলে রইলি ?
 হরিনাম আর না নিলে মন ! তবে কিসে তরিবে,
 (ভব-সিদ্ধি পারে কিসে বাবে ?)
 ওরে আমার মন ! তবে কিসে ভব-পারাবারে বাবে ?

কে বলে হরি রাজা ?—হরি প্রেমের ভিখারী ।

প্রেম-ভিক্ষে পায় না ব'লে, চক্ষে ঝরে প্রেমের বারি ।

ভিক্ষের ঝুলি ঝুলিয়ে কাঁধে, দাঁড়িয়ে দ্বারে হরি কাঁদে,

হাসিমাথা বদন চাঁদে, বিষাদ-রেখা সারি সারি ।

হরির মতন, ভিখারী কখন, দেখি নি কোথায়,

প্রেম-ভিক্ষে দিলে, নেয় বক্ষে তুলে, মধুর কথাই ;

বিষয় অধরে আবার হাসি ফুরে,

দাতায় ছেড়ে হরি যায় না আর দূরে ;—

দ্বিগুণ বাড়ে প্রেমের ধারা, প্রেমে হয় হরি আপনা হারা,

প্রেম না পেয়ে কাঁদে, পেয়েও কাঁদে, প্রেমেই পাগল প্রেমের হরি ।

ভক্তিমূলে হরি মিলে, ভক্তি ন'হলে হরি মিলে না ।

ভক্তিহীন জন, কুমুম চন্দন, যতই চালুক,—হরি মিলে না ।

ভক্তি বা'র আছে, হরি তা'র কাছে, গোলোক ছাড়িয়ে ছুটিয়া আসে ।

বিষয়ও দিলে, নেয় হাত তুলে, সুখা সুখা ব'লে, জুড়ায় রসনা ।

সোহি ধন্য, সোহি মাল্য, জগতর ওয়াকো'কীরতি ধাওয়ে ।

বোহি অন্য়, চিন্তা ভিন্ন, প্রেমতর প্রভু মহিমা গাওয়ে ।

ওয়াকো না রহে পাপ-লেশ, তাপ-দাপ হোরত শেখ,

প্রেমপূর্ণ স্বয়ং দেশ, তু'পর ওহি তকত পাওয়ে ।

বাউলের স্বর ।

কণ্ঠে কি কাজ করেছে। আকিসে ?

আকিস ফেল হবে কোন্ দিবসে ?

তেঙে য়োকড় ত'বিল, কর্ছেন বিল, ঠেক্তে হ'বে নিকেশে ।

এতো সামান্য পাঁচ কোম্পানীর আপিস,

বিবাদ বাধলে পরে দু'দিন পরে, হবে এবালিস্ ;

সাহেব বিলাত যাবে, হার কি হ'বে, তুমি র'বে কোন দেশে ?

বখন জানবে তুমি প্রধান আসিল,

অম্নি সর্কনেশে, সারজন এসে, করবে গেরেস্তার ;

কে আর করবে তলাস, মুক্তি খালাস, বরব কে করে কালের পাশে ?

হার হার বিচার বখন করবে মাজিষ্টের,

এ যে বাবুগিরি, কি স্বক'মারি, তখন পা'বে টে'র ;

ধ'রে দাগাবাজী সে বাবাজি, অমনি বধ'বে বাড় ঠেসে ।

এ দীন বাউল বলে ও কাজে কাজ নাই,

এসো দয়াল হরি, আকিস কারী, সেই আপিসে বাই ;

কোন নিকেশের দার, নাইরে সদার থাকবে স্মৃথে স্ববশে ।

ললিত বিভাস—খেলুটা ।

বুধা ভবে খেলুবে এলি তাস । তো'র মন্ত্রী কর্ছে সর্কনাশ ।

এমন কাগজ পেয়ে অল্পেরে ! কেন ডাকুলি না ইন্তক-পকাশ ?

হাতে রং থাকতে রে তুই খেলু এলি একি রূপ,

এসে তো'র সাক্ষাতে, বিপক্ষেতে, মারতেছে তুরূপ ;

কিসে বলরে এবার, পীঠ পা'বি আর (রে)

হাতের সকল ফেরাই দিলি পাশ !

হেসে বিত্তি কাবার করছে বিপক্ষে,—

কিসে রাখ'বি কাগজ, দেখিনে গোছ, কিছুই তো'র পক্ষে,

(হায় হায় !) এমন খেলার হারালি হেলার (রে)

করিস্ হাতের পাঁচের কি আশ্বাস ?

ওরে টেকাতে পীঠ নের তুরূপ করে,—

ও তুই এমন বেহুঁস দশ দিলি ঘুষ, গোলাম না মেরে ;

এখন হাত থাকতে বশ, নে হাতে রে,

শেষে পা'বি নে আর অবকাশ ।

যখন তিন কুড়ি সাত দেখাতে হবে,—

তখন কি দেখাবি, 'খাবি' খাবি, চক্ষু স্থির হ'বে ;

দীন বাউল বলে, হরিবল (রে) শেষে পুরবে যে তো'র বুকে বাঁশ

আমার মন ! খেলেছ কি খেলা, ঐ দেখ ভবের খেলা সাজ হ'ল

ভবের খেলা সাজ হ'ল,—ঐ দেখ বেলা অন্ত গেল ।

খেলেতে এলাম আশার পাশা. দান পড়ল না তথ দশা,

আমি কা'র উপরে করবো গোসা, আট গুটি মৌর কাঁচা র'ল ।

দশ ছয় আঠার ঘোল, ষোগে ষোগে এলাম ভাল,

যখন ঘুটি ঘরে বা'বে, বে-দানে পঞ্জুরি প'ল ।

তিন 'পোরর' কালে হয় 'পোর'-বার, তেরোর বেলা কচ-ছ'বার,

গোসাই রুবু বলে পাশা ছাড়, পাশা বেধে হরি বল ।

বাউলের হুর—এবতলা ।

ভক্ত বলে' চেনা যায় তা'রে ; ভাবের মাঝারে ।
 যা'রে দেখলে সহজে প্রাণে হরিভক্তি সঞ্চারে ।
 তা'র হরিগত প্রাণ, হরি ধ্যান জ্ঞান,
 সে ভক্তি-ভরে সদা করে হরি-শুণ গান ;
 (তার) হরিনাম শ্রবণে ছ'নয়নে প্রেম বহে শত ধারে ।
 তা'র মুখের কথায়, দৃষ্টির প্রভায়,
 পাষণ হৃদয় গলে, পাপী নব-জীবন পায় ;
 যেমন এক দীপে সহস্র দীপ জলে সঙ্শ্রাধারে ।

ললিত বিতাম—খম্টা ।

প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্ত্র ।
 ও তার থাকে না ভাই আত্ম-পর ।
 প্রেম এমনি রত্ন ধন, কিছু নাইকো তা'র মতন,
 ইন্দ্রপদকে তুচ্ছ করে, প্রেমিক হয় যে জন ;
 ও সে হস্তমুখে সদাই থাকে, হৃদয় যুড়ে সুধাকর ।
 প্রেমিক চায় নাকো জাতি, চায়না সুখ্যাতি,
 (ভাবে) হৃদয় পূর্ণ, হয় না ক্লম, রটলে অখ্যাতি ;
 ও তা'র হস্তগত স্বর্গের চাবি, থাক'বে কেন অস্ত ডর ?
 প্রেমিকের চালন বেগাড়া, বেদবিধি ছাড়া,
 আধার কোণে চাঁদ গেলে তার মুখে নাই সাড়া ;
 ও সে চৌকতুবন ধ্বংস হ'লেও আন্মানেন্তে বানায় ধর ।

ললিতবিভাদ—খেম্‌টা ।

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয় ।
 ভক্ত হ'তে যা'র ইচ্ছা, তা'র আগে শাক্ত হ'তে হয় ।
 শক্তি হইলে প্রকাশ, সেই শক্তিতে হয় প্রবৃত্তি বিনাশ,
 মান অভিমান বলিদান, দিয়ে কর রিপুজয় ।
 রিপুজয় হ'লে হয় জ্ঞানের বৃদ্ধি,
 তখন অনায়াসে হ'বে ছুত শুদ্ধি,
 সিদ্ধি হয় তখন, নৈলে মন, অ আ ই ঙ্গ করতে হয় ।
 সিদ্ধি হ'লে মন বৈষ্ণব-লক্ষণ,
 তখন হিংসা আদি হ'বে রে বারণ,
 বিবেকী যখন, হ'বে মন, তখন রে ভক্তির উদয় ।
 কাঙ্গাল বলিছে ভক্তি হয় যখন,
 গুরে, ভেদজ্ঞান না থাকে তখন,
 ব্যয় প্রবৃত্তি, হয় নিবৃত্তি, জগৎ দেখে ব্রহ্মময় ।

ডাক হরি বলে', জু'টি বাহু তুলে, পাবি কুতূহলে হরি দর্শন ।
 সে বে বড় দয়াল হরি, শুন্লে 'হরি হরি'

ভক্তে কৃপা ভরি করেন বিতরণ ।

ভক্তি করি তাঁরে যে করে বন্দন, থাকেনারে তার ভবেরি বন্দন,
 হরিনামে হয়, শমন পরাজয়, করেন যুত্যাঙ্গর যে নাম স্মরণ ।
 হরিনাম-সুখা পানে সুখা হরে, এত সুখা কিরে সুখাকরে ধরে,
 সুখা নাহি ধরে, ভক্তের অধরে, করেন অকাতরে সুখা বরিষণ ।

সিন্ধু— একতারা ।

দিন থাকিতে ডাক দরামরে ।

এমন অনুল্যানিধি, লোভে পড়ে' হারা ও বদি,

শেষের সে দিন তোমার আসিত্তেছে ধেয়ে ।

সংসারের বস্ত লোলা, সকলি ত মায়ার খেলা,

ভুগারে রেখেছে তোমার বিষয়-বাসনা দিয়ে ।

হেলাতে হারায়ে দিন, পাপে তনু করে' ক্ষীণ,

আঁখি হ'লে জ্যোতিহীন, তখন কি হবে ডাকিয়ে ?

সাড়া ভৈরবী— একতারা

চিরদিন কখনো সহান না যায় ।

কতু বনে বনে, রাখালের সনে, কতু বা রাজত্ব পায় ।

কদৃষ্টের কল, কে খণ্ডাবে বল, তার সাক্ষ্য দেখ মংারাজা নল,

রাজ্যলষ্ট হ'ল, দময়ন্তী হারা'ল, গ্রহ-দোষে কষ্ট পায় ।

সুনেহে ভারতী, অযোধ্যার পতি, রাজা হবেন রাম বনে হ'ল গতি,

পঞ্চবটী বনে, ছষ্ট দশাননে, সীতা সতী হ'রে লয় ।

পাণ্ডুপুত্র দেখ রাজা যুধিষ্ঠির, সসাগরা ধরা শাসে পঞ্চ বীর,

পাশা পণে হারি, সজ্জ লয়ে নারী, অরণ্য করে আশ্রয় ।

সুনেছি পুরাণে হস্তিনা-ভুবনে, পাশা খেলে পাণ্ডুপুত্র গেল বনে,

অজ্ঞাতে রহিল বিরাট-ভবনে, চাসছে কাল কাটার ;

দেখ মুখ দুঃখ সকলি প্রত্যক্ষ, যেন জলবিধ প্রায় ।

ভক্ত মন দিবানিশি দীনবন্ধু নারায়ণ ।
 দীন-দয়াময় হরি দীনজন-পালন ।
 ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, করিছে যার গুণগান,
 যার নাম স্মরিলে তরে জীবগণ ;
 শমন দমন হয়ে, যার নাম উচ্চারণে ।
 অসার সকলি সেই বিভূ-নাম বিহনে ।
 ছুস্তার সংসার-সাগর, তারিতে নাহিক কেহ আর,
 বিনে সেই কর্ণধার, করুণা-নিধান ।

ষাউনের ছুর ।

মাটিই খাটি ভবে ।

মাটির দেহের পরিপাটি, মাটিতে লয় হবে ।
 ছ'দিনের জন্ম আসা, ছ'দিনের ভালবাসা,
 ছ'দিনেই ভাঙ্গে বাসা, স্থায়ী হয় কে কবে ?
 কাল-সাগরে উঠ'ছে তুফান, আর কত দিন র'বে,
 এখনো ভুলে যারে দলাদলি, গলাগলি হয়ে সবে ।
 সকলেই এক পিতার সন্তান, আছি এক মায়ের কোলে,
 তাব একটু, গোলোক-ধাঁধার ধাঁধা যুচে যাবে ।
 ধনী দীন সকলেই ভাই, এই মাটির কোলে শোবে,
 মুকুন্দের লেংটা আসা লেংটা যাওয়া, ভবের খেলা সাক্ষ্য হবে ।

মে ক'টা দিন আছ বেঁচে যে মন ! হরিণাম নিতে ভুলো না ।
 ভুলে কেন রইলে, ছুকুল হারালে, চিরদিন এই ভাবে বাবে না ।
 অর্থ অনর্থ বে, তুমি কি তা জান না, তবে কেন তাকে ছাড় না ?
 ছেলেমেয়ে পরিবার সকলি অসার, কাজে তারা কেউতো আসবেনা ।
 একলা এসেছ, একলা যেতে হবে, সঙ্গে কোন কিছু বাবে না ।
 বালাকালে তুমি খেলা করে কাটালে, যৌবনে যুবতী ছাড়লে না ।
 বুড়া হলে তবু টাকা টাকা টাকা, টাকা বুলি তোমার যুগো না ।
 তাই বলি ওরে মন ! সংসার-বন্ধন, হরিণাম-খড়্গ কাট না ।

ষট্—বাঁপতাল । (কিঞ্চিৎ পরিনর্ভিত)

এ মারা-প্রপঞ্চময় ভবের রঙ্গ-মঞ্চ মাঝে,
 রঞ্জের নট নটবর হরি, যায় বা' সাজান সে তা' সাজে ।
 রঙ্গক্ষেত্রে জীবমাত্রে মান্নাসূত্রে সবে গাঁথা,
 কেহ পুত্র, কেহ মিত্র, কেহ ভার্গ্যা, কেহ ভ্রাতা ;
 কেহ সেজে এসেছেন পিতা, কেহ স্নেহময়ী মাতা,
 কত রঞ্জের অভিনেতা, আসেন সেজে কত সাজে ।
 যা'র যখন হ'তেছে সাজ এ রঙ্গভূমির অভিনয়,
 “কা কস্ত পরিবেদনা” আর তখন সে কারো নয় ;
 কোথা রর প্রেরসীর প্রণয়, কস্তাপুত্রের কাতর বিনয়,
 শোনে না কারো অহ্নয়, চলে যায় সাজসজ্জা তাজে ।
 মাতৃ সাজে এসেছেন মা করিতে স্নেহের অভিনয়,
 কন্দসূত্রে কন্দক্ষেত্রে, আমি তা'র সেজেছি তনয় ;

এ নাটকের এ অঙ্কে, পেয়েছি স্থান তার অঙ্কে,
 হয়তো বার পর অঙ্ক, পর অঙ্কে পুত্র সেজে ।
 না হইলে কৰ্ম্মশেষ, কত বাব কত আশিব,
 সং সেজে সংসার-নাট্যে, কত কাঁদিব হাসিব ;
 অহিত্বষণ বলে যাবে অশিব, এ ছালা কবে নাশিব,
 মহাবোগে কবে বসিব, মিশিব হরিপদ-রজে ।

পটভৈরবী—একতারা । (ঐ)

কেবা কার পর কে আপন ?

কাল-শয্যা'পরে, মোহ-ভঙ্গা যোরে,

দেখে পরস্পরে—অসার আশার স্বপন !

আসা যাওয়া জীবের স্বকর্ম্মের গतिकে,

কে রোধিবে সেই আবর্ত গतिकে ;

যাতায়াতের পথে, কা'র বা সাথী কে,

পথিকে পথিকে পথের আলাপন ।

শ্রোতের তৃণসম ভাসিয়ে ভাসিয়ে,

তোমার আমার 'হেথা', মিলেছি আসিয়ে ;

আবার কাল-শ্রোতে, ভাসিতে ভাসিতে,(কোথায় চলে বা'ব)

(শ্রোতের টানে ভেসে ভেসে) (কাল-শ্রোতের টানে ভেসে)

এক তৃণ ছেড়ে, অল্প তৃণ ধরে, অনন্ত-নাগরে মিশিব ;—

এবার হয়েছি 'ঘেন' তব, আবার কার বা হব,

কোথা চলে যাব, কি আছে নিরূপণ ।

পাপ ও পুণ্য ।

বসন্তবাহার—রূপক ।

ধর্মে হয় আত্মার বল, পাপে মন হয় দুর্বল,

ধর্মে নিশ্চিত, পাপে চিন্তাকুল ।

ধর্মেতে প্রফুল্লিত, পাপে সঙ্কুচিত,

ধর্মেতে সহায়, পাপে প্রতিকূল ।

ধর্মে দেয় শান্তি আনি, পাপে দেয় আত্মগানি,

ধর্মেতে বৃদ্ধি, পাপেতে নির্মূল ;—

ধর্ম নির্ভয়ের স্থল, পাতক পাথারে জল,

ধর্ম-পাপ স্বর্গ-নরক সমতুল ।

ধর্ম নিদানের বন্ধু, অপার সুখ-সিন্ধু,

পাতক বিপক্ষ, দুঃখ দেয় বিপুল ;—

করয়ে ধর্মাচরণ, মিণিবে হরি-চরণ,

পাপে পাবে না ভব-নদীর কূল ।

[“বন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের”—হর]

পুণ্য-পাপের বিষম বিবাদ লোক-সমাজে ।

লোক-সমাজে—টলক-সমাজে—বিশ্বমাঝে—লোক-সমাজে ।

পাপ বলে—আমি রাজা প্রতি ঘরে ঘরে,

পুণ্য বলে—রাজ্য আমার সাধু-হৃদনগরে, পাপ যেতে পারে ।

পাপ বলে—আমার ডকা বাজিছে সঘনে,

পুণ্য বলে—সে শকা নাই ভক্তের ভবনে, হরিনামের গুণে ।

পাপ বলে—আমার পুণ্ড্র বাল-বৃদ্ধ-নারী,
 পুণ্য বলে—ক্ৰদয়ে বা'র গোলোক-বিহারী, তথায় মান আমারি ।
 পাপ বলে—হর্ষা কর্তা আমি বিশ্বমাঝে,—
 পুণ্য বলে—ও কথা কি আমার কাছে সাজে, বৃথা গর্ক এ ধে ।
 পাপ বলে—রাখি আমি জীব সকলে সুখে,
 পুণ্য বলে—ছ'দিন বাদে শোকে-তাপে ছুখে, পড়ে ঘোর নরকে ।
 পাপ বলে—মহামোহ আমার সেনাপতি,
 পুণ্য বলে—রণস্থলে হ'র আমার গতি,—ধিনি ত্রিলোকপতি ।
 পাপ বলে—কুবাসনা আমার সঙ্গিনী,
 পুণ্য বলে—সুমতি হ'ন আমার জননী,—পতিত-পাবনী ।
 পাপ বলে—রতি হিংসা নিন্দা ভাগবাসি,
 পুণ্য বলে—আমার ভক্ত নয় তোদের প্রয়াসী, তা'রা নয় তামসী ।
 পাপ বলে—অ'মার ভক্ত ধন্থ ইহলোকে,
 পুণ্য বলে—সাধু সুখে চিরদিন থাকে,—ইহ পরলোকে ।
 পাপ বলে—আমার প্রজার সংখ্যা সীমা নাই,
 পুণ্য বলে—নরক-রাশি এত অধিক তাই, পান্থীর ভোগ করা চাই ।
 পাপ বলে—আমি ছাড়া কেবা হরি আছে, .
 পুণ্য বলে—তোমার দণ্ড হইবে যাঁর কাছে,—সময় আসিতেছে ।
 পাপ বলে—খাঙ্কিব না ভবে আর এখানে,
 পুণ্য বলে—এই বেলা যাও অগ্নি মানে মানে,—আমার কথা শুনে ।
 মিটে গেল পাপ-পুণ্যের বিবাদ বালাই,
 পরিত্রাণক বলে হ'রি হরি হরি বল ভাই,—সুখে থাকবে সদাই ।

ভোগ ও বিরাগ্য । (ঐ সুর)

জীব-জগতে হৃদয় অতি ভোগ-বিরাগে ।

ভোগ বিরাগে—বিরাগ ভোগে—হৃদয় লাগে ভোগ বিরাগে ।

ভোগ বলে—এ সংসার সুখের বাজার,

বিরাগ বলে—মরুভূমে মরীচিকা সার, এসব মাংস বিকার ।

ভোগ বলে—আমার সব এই স্ত্রী কন্যা তনয়,

বিরাগ বলে—বা দেখ সব পথের পরিচয়, এরা কেউ কারো নয় ।

ভোগ বলে—লাবণ্যময় মধুব যৌবন,

বিরাগ বলে—মেঘের কোলে চঞ্চলা যেমন, থাকে ক'দিন ভেমন ?

ভোগ বলে—কত সুখা রমণী অধরে,

বিরাগ বলে—বড়িশ-পিণ্ড যেন সরোবরে, মৎস্য মারিবারে ।

ভোগ বলে—দেহের সজ্জা করি পরিপাটি,

বিরাগ বলে—জীবের দেহ কেবল মরণা মাটি, বৃথা আটাআটি ।

ভোগ বলে—কোমল শয্যাগ শয়ন করি সুখে,

বিরাগ বলে—শ্মশান-শয্যা মনে যেন থাকে, দিবে অগ্নি মুখে ।

ভোগ বলে—রাখি রথ গজ বাজী ঘারে,

বিরাগ বলে—মুদুলে রাখি সব ফাকি যে পরে, মারার ভুলোনারে ।

ভোগ বলে—সন্ধান পাই রাজার দরবারে,

বিরাগ বলে—কি হ'বে যম রাজা । ছরারে, তাকি ভাব না রে ?

ভোগ বলে—বহু দাস দানীর প্রভু হই,

বিরাগ বলে—আর কে প্রভু জগৎ-প্রভু বই, জীবের প্রভু কৈ ?

ভোগ বলে—অতুল ধনের আমি অধিকারী,

বিরাগ বলে—নিদান কালে কলসা কাটাধারী, যুচবে ভারীজুরী ।

ভোগ বলে—তবে কি সব কিছুই কিছু নয় ?

বিরাগ বলে—সব ফাঁকি এ ভোজের বাজীময়, চিরদিন নাহি রয় ।

বৈরাগ্যের বচনে ভোগ হৈল হতমান,

পরিব্রাজক বলে কর সবে হরিগুণ গান, হবে ভোগ অবমান ।

[মুমূর্ষু প্রতি]

ভৈরবী মিশ্র—একতাল।

সংসার ছাড়িয়ে কোথা চলে বাণ্ড, দীন হীন বেশ ধরিয়ে
 আশ্র পরিজন, কাঁদিছে এখন, দেখ না তা'দের চাহিয়ে ।
 সত্যজিয়া মমতা দারা পুত্রগণ, কোন মহাদেশে করিছ গমন,
 দেহেতে সব বৈরাগ্য লক্ষণ, কি ভাবেতে আছ ডুবিয়ে ?
 শুনিলেনা তুমি আমার বচন, দেখিতে দেখিতে মুদিলে নয়ন,
 কি ভাবেতে তুমি রইলে এমন, না পেলেম উত্তর ডাকিয়ে ।

স্বভাব-দঙ্গীত ।

সাহানা—একতাল।

নগর চেয়ে কানন ভাল, নাইকো হেথার কোলাহল ।
 ভক্তিতরে মধুর স্বরে, মনরে আমার হরি বল ।
 প্রতিধ্বনি গভীর সুরে, বল্বে হরি ধুরে ঘুরে,
 বনের পাখী বল্বে হ'র, হুলবে শ্রেমে কুমুদল ।

আনন্দপূরী—একতাল।

সাক্ষ্য সমীরে, ধরে ধরে ধরে, কে দেছে মধুর বাস ?
 সরসীর বুকে, কুমুদিনীর মুখে, কে দেছে মধুর হাস ?
 চাঁদে কে দিয়েছে জোছনা রাশি, প্রেমিকের গলে পর্তে ফাঁসি,
 কামিনী অধরে, কেন সুধা বরে, রহে সদা মধুমাংস ?
 এ ভব-ভবন কেন বা সুন্দর, কেন সেখা ক্ষরে সদা শশিকর,
 কেন বা তটিনী, কুলুকুলু ধ্বনি, চলিছে সাগর-পাশ ?

নীল আকাশে, ধীর বাতাসে, কৃজন ভাষে বিহগ ভাসে ।
 ভাসিতে ভাসিতে, বিভোর চিতে, কোথা বাস পাখি, আর না পাশে ?
 মন-পাখী মোর তোর মত রে, ছড়াইতে চায় সুর কত রে,
 কিঙ্ক নারে, নয়ন ঝরে, বাঁধা মোহ-আশা-ফাঁসে ।
 বলে দেরে পাখী, ফাঁস কেটে কিসে, মন-পাখী পারে কিসে যেতে জেসে,
 না ভাসিলে পরে, হরি হরি সুরে, মন মোর নারে যেতে হরি-পাশে ।

নীল-সলিলা, লহরী-সোলা, এগো যমুনা তটিনি !
 তোর শ্রামতটে শ্রামের বাঁশরী বাজিত দিন-ঘামিনী ।
 ও তোর কোমল শ্রামল ছায়, হুলিত শ্রামের নীলকার,
 নীলে নীলে নিখিল ধরণী হইত নীল বরণী ;
 শুনিবে মুরলী, উছলি উছলি, হতিস্ উজানবাহিনী ।

ধাষাঙ্গ—একতারা ।

শৈলনিকর কিবা মনোহর, বিশাল সুরতি স্বভাব সুন্দর,
 সুদূরে নিরখি যেন নীরধর, হ'তেছে উদয় গগণ মাঝে ।
 কোথাও তুমারে সমাবৃত কায়, রজতের রাশি সম শোভা পায়,
 হ'লে নিপতিত রবিকর তার, চমকে চপলা লুকার লাজে ।
 স্থানে স্থানে কত বে উপবন, সমুদ্র শির বৃহস্পতিগণ,
 বিস্তারি' বিপুল বাহু অগণন, সুগভীর ভাবে সদা বিরাজে ।
 পুষ্প নানাঙ্গাতি স্বভাবের ভরে, উজলি কানন সুবাস বিভরে,
 পাইয়া বিজন যেন ধরাধরে, বিহরে প্রকৃতি মোহন সাজে ।
 ছুটিতে ছুটিতে পশি' গিরি'পরে, জলদ-কদম্ব কত রঙ্গ করে,
 ঝরে নীরধারা নিমত নিঝ'রে, বুকুবুক কিবা মধুর বাজে ।
 কোথা আছে আর হেন চমৎকার, যোগিজনপ্রিয় স্থান ভজনায়,
 বিশ্ব-নিয়ন্তার মহিমা অপার, ঘোষে অবিরত পর্বতরাজে ।

ধাষাঙ্গ—একতারা ।

ধীরি ধীরি বয় মৃদল বায়, ধীরি ধীরি ফুল তুলিছে তার,
 হাসিয়ে হাসিয়ে লতার গায় ।
 ভুকভুক উরে ফুলের বাস, কোকিল বসিয়ে কোকিলা পাশ,
 হরিগুণ গান হরিষে গায় ।
 ছোট ছোট ফুল হাসিয়ে, গলে গল রাখি তুলিয়ে,
 চুপি চুপি হরি বলিয়ে, কোট কোট চখে চায় ।

প্রাণ খুলি, হরি বলি, প্রেমে নাচিব খেলিব প্রমোদে,
সুখা পিয়ারী পরাণে ঢালিব ।

চল ইতি উতি, অহুরাগে মাতি,
নগরে নগরে ভ্রমির, (যেয়ে) প্রেমের ভিক্ষা মাগিব ।

চল মঞ্জু কুঞ্জবনে, কুম্ভ রতনে, (সবে) বতনে গাঁথিব মালা ;—
ভাব-বিত্তোর প্রাণে চুরিব, প্রাণমাধবে সাধি আনিব,
মনোমাধে তাঁরে, সাজাব আদরে, সাধ মিটাব—
হেরে তাঁ'রে সাধ মিটাব, তাঁ'রে জনয়ে ধ'রে রাখিব ।

কোথা সে সুন্দর চিত্রকর,

মরি কি ভুবন-ছবি লিখিরাছে মনোহর !

দেবতা-দানব-যক্ষ-গন্ধৰ্ব্ব-কিন্নর-নর,

পশুপক্ষী পতঙ্গাদি বৃক্ষগতা সসাগর ;

নিশাকালে নিশামণি দিবাভাগে প্রভাকর,

সাজা'য়ে রেখেছ সব স্ব-ইচ্ছায় নিরন্তর ।

কোথাও বাড়বানল, কোথাও হিমশেখর,

কোথাও রসাল ফল নিরঞ্জন মকু ভিতর ;

কভু নব-পল্লবিত, কভু শুষ্ক তরুণর,

মনোগুণে অঙ্কিত করে'ছে সেই গুণাকর ॥

সূকা'য়ে চিত্রিত করে সর্বজন অগোচর,

এই দেখ কৃষ্ণকেশ শুভ্র কিছুদিন পর ;

বালকে দেখায় লিখি, কভু মহা বীরবর,
 কালক্রমে লিখে পুনঃ জরাজীর্ণ কলেবর ।
 “রাম” বলে সে ছবি নিরখি মজে সেই নর,
 কি সাধ্য এ’তবে তার হেরে সে গুণ-সাগর ;
 ত্যজি তব বহিঃদৃষ্টি ভাব হৃদয়-ভিতর,
 আপনি উদ্বিবে অ সি প্রাতে যথা দিবাকর ॥

খাষাজ—একতাল্য ।

গাওলো তরঙ্গিনী, স্রমুধুর কল্লোলে ।
 নাচগো প্রফুল্ল দেবী, মৃদু মারুত-হিল্লোলে ।
 আমিও তে, মার সনে, গাবগো আনন্দ মমে,
 মম হৃদয় কুতুহলে ।
 এমা মোহন নিনাদ মম, বিলোকিলয়ে মম,
 জাগিল প্রভাব তব, ডুবে গেল মোহ-তম,
 ধন্ত তুমি হৈলে ভূপে, ধন্ত গো সাধনা কর ;
 গাইতে প্রতিম নিজ নিজ্জীব মধুর কলকলে ।
 নৃত্য করি বাইতেছ সাগর-সঙ্গম পানে,
 মোহিত জগৎবাসী সবে, মোহন কলতানে,
 একান্ত ভাবি প্রভব হেরি, হেন লয় মনে,—
 ব্রহ্ম সাগর সঙ্গমে নৃত্য করি বাইছরে,

(গজে !) নব সঙ্গিনী ।

ললিত বিভাস—খেঁচটা ।

[“ভক্ বল্ রে বল্—হুয়]

তোরে জিজ্ঞাসি তাই তটিনী বল্ গো ।

কা’র ভাবে অচল-বালা ভরলা সরল গো ?

পিতৃগৃহ পরিহরি, উখলি আনন্দ-বারি,

ল’য়ে কা’র প্রেম-লহরী, ত্যজিলে সকল গো ?

দেখি প্রবাহ-বেগে, নৃত্য আবর্ত্ত যোগে,

মনেরই অহুরাগে, হ’য়েছ বিহ্বল গো ।

বল ঙগো কা’র উদ্দেশে, ভ্রমিতেছে দেশ-বিদেশে,

প্রেম-কলে ভাসাও শেষে, গ্রাম বনস্থল গো ।

দিয়া বিসৃজ বারি, জীবে শীতল কঠি,

কা’র প্রেমে ক্ষেমঙ্করী, কর টলমল গো ?

গৈরিক বশন পরি, তপস্বিনীর বেশ ধরি,

ভাব-তরঙ্গে তুফান ভারি, বরষার জল গো ।

কভু দেখি গো তোরে, যেন তপস্তা ক’রে,

অতি ক্ষীণ কলেবরে, শুকায়ে বিকল গো ।

আবার দেখি ক্ষণে ক্ষণে, কল্লোলের আশ্ফালনে,

যেন কা’র ষশোগানে, কর কোলাহল গো ।

কা’র ভাবে সাধুগণে, তো’র তটে যোগাসনে

ব’সে সমাধি ধ্যানে, ফেলে অশ্রুজল গো ?

পরিব্রাজক দাঁড়ানে শুটে, বলে মনের মাহুব বটে,

বিরাজে সব খটে পটে, অখণ্ডমণ্ডল গো ।

বাউলের হর—খের টা ।

নদি ! বলরে বল—আমায় বলরে ।

কে তোরে চালিয়ে দিল, এমন শীতল জল রে ।

পাখাণে জন্ম নিলে, ধরলে নাম হিম-শিলে,

কা'র প্রেমে গলে' আবার হইলে তরল রে ?

ওরে, যে নামেতে তুমি গল, (মরি হায় রে নদি !)

ওরে, সেই নাম আমার একবার বল ;

দেখি আমার হৃদি স্থল—

গলে কিনা কঠিন আমার হৃদিস্থল রে ।

কা'র ভাবে ধীরে ধীরে, গান কর গম্ভীর স্বরে,

প্রাণ মন হরে কিবা শব্দ কলকল রে !

নদী রে, তোর ভাবাবেশে, (মরি হায় রে নদি !)

যখন বায় রে বক্ষঃস্থল ভেসে,

তখনই বর্ষা এসে ভাসায় ধরাতল রে !

ভক্তজন পবন অঙ্গে, পুলক না ধরে অঙ্গে,

প্রেম-তরঙ্গে তুমি কর টলমল রে ;

তুমি নেচে নেচে ছুটে বেড়াও, (মরি হায়, হায় রে নদি !)

বা'রে নিকটে পাও তা'রে নাচাও,

উচ্চ রবে কা'র নাম গাও, হইলে বিকল রে ?

সর্বত্র সমান স্বভাব, কোথা নাই গুণের অভাব,

মরি রে তোমার স্বভাব, শক্তি কি অটল রে !

তুমি ঘুণা ক'রে না দেও ফেলে, বত সড়া মরা কর কোলে,
 করলে পরশ তোমার জলে, অঙ্গ হয় শীতল রে ।
 যে স্বজন করে তোরে, তাঁর স্বরূপ তোর নীরে,
 তাই নদি, তোমার ভীরে, দেখি শ্মশান-স্থল রে ;
 ওরে, তোমার তটে সাধন করে,
 হ'রে থাকে তোমার হেরে, হৃদয় নিরমল রে ।
 মুঢ়-মন বত নরে, কিছু না বিচার করে,
 তব জলে ত্যাগ করে, মৃত্ত আঁর মল রে ;
 তাতেও তোমার না যায় গৌরব, তুমি মায়েব মত সখর সব,
 কাকালের ভব-বান্ধব শ্মশান গন্ধাজল রে ।

ভৈরব—চৌতাল ।

হৈ কালিন্দীপতি প্রতাপ বড়ে ওধাতরী সরস্বতী মিলভই ত্রিবেণী ।
 পিছেঠে আবত যমুনা শ্রামরূপ ভরণ ঘোররূপ বরষত পাবাণ
 তোর গোমানতে চলি জমকে বেণী ।
 অরূপ বরণ সরস্বতী গুপ্ত প্রগট হোত চন্দ্র কিরণ জ্যোতি
 আকাশ পর ছুবত ভুজতেনী ।
 তৈসে বনবন তে'হ মিলন চলি লাল অতি রঙ্গ ভীনি,
 ভাগীরথী তুঁ রীভগত তরুণ সাগর উধারণ সা রাণী ।
 সব ভুবপাবন পৈধা রতি রথী প্রয়াগ বেতারী জলৌধাপতি ধরনী,
 তরনী, তোলে। উৎপত্তি নরনারী ব্রহ্মা বিষ্ণু বকর নাহবত
 কর অন্তত গাবত তরনাদ তানসেন গুণী ।

বাউলের স্বর ।

ওরে বন, তোর বিজনে সন্ধ্যাপনে কোন্ উদাসী থাকে ?
আমার মনের বনের উদাসীরে ডাকে, সে আঁক ডাকে !
নিজে সে নীরব হ'য়ে রয়, শোনে সে ফুল যে কথা কয়,
তরুর হিরা আলিঙ্গিয়া লতার অনুনয়,

শোনে সে লতার অনুনয় ।

পাখীদের প্রগল্ভতা দেয়, কি ব্যথা তাকে ?
কেউ তাঁরে পার না কো ডাকি, থাকে সে সদাই একাকী,
কোন্ একাকী করল তারে এমন একাকী ?
তাঁরে বৃথা খোজে চন্দ্র তখন পাতার ফাঁকে ফাঁকে ।
আজি মন বিবাগী চঞ্চল, বিরহে চক্ষু ছল ছল,
সদাইভনে—ঐ বিজনে আমার নিরে চল ;
ওরে যোর পাগ্‌লা পরাণ, পাবি কি তুই তাঁকে ?

ললিত-বিন্যাস-খেমটা ।

যার কুল নকল করে, গহনা গড়ে, দিচ্ছ রে মন, কত বাহার !
তিনি যে জগৎ গুরু, কল্পতরু, তাঁরে ভুলো ঐকি ব্যাভার !
কখনো হয়ে অন্ধ, বল মন্দ, গুরুমারা বিজ্ঞা তোমার !
ওরে যার আকাশের রং, দেখে রে রং, করতে শিখে জগৎ সংসার ;
আবার তার সং বানারে, চং করি রে, নাচাও তুমি কি অংসার !
কালালে কর যাকে দেখে, লোকে শিখে, না কঃ বে নাঃসী তাঁহার ;
ওরে তাঁ'র কর প্রণাম, নেমকহারাম, তাঁর মত কে আছে রে সার ?

নলিত-বিকাস—বেষ্টা ।

তরু বল্লে বন্, তরু বন্ রে ।

কে তোরে সাজাইল দিয়ে পত্র পুষ্প ফল রে ?

ছিলি এক বালির মত, হ'লি তার হস্ত শত,

কাণ্ড প্রকাণ্ড কত, কা'র কৃত কৌশল রে ?—

স্বরে বল্লে তরু কার উদ্দেশে, গগণ ভেদ করি বাস্ উর্দ্ধদেশে,

হলি সংসারে এসে, কা'র ধেমো অচল রে ?

যখন শীত উষ্ণ সঞ্চে, নিরন্তর খাড়া র'য়ে,

কি ভাবিস্ নীরব হ'য়ে, তাব দেখে বিহ্বল রে ;

স্বরে তাজ্য করে ভোগ-বাসনা, তরু । করিস্বে কার যোগ সাধনা,

কি জন্তে যোগিজনা, সার করে তোর তল রে ?

অনিলের সঙ্কে মিলে, আনন্দে হেলে তুলে,

কার গুণ গাস্বে জীলে, স্বরে হই শীতল রে ;

কেন দেখতে পাই প্রভাত হ'লে, ধরা ভেসে যায় তোর নয়নজলে,

না জেনে লোকে বলে শিশির পড়া জল রে ।

শাখি ! তোর শাখা'পরে, পাখীতে কি গান করে,

প্রেমতরে মাথা নড়ে; ঝড়ে পাতাদল রে ;

শাখা নোয়ায়ে কাছর, তরু ! প্রণাম করিস্ বায়ে বায়ে,

কি জানা'স্ বোড়করে, হয়ে সচকল রে ?

পর হিতের তরে, প্রাণদান দিস্ অকাতরে,

বল্বে কি ধন তোরে, ধন পুণ্যবল রে ;

আক্লিষ্ট হিংসকে, আতপে বাঁচাস্ ভাকে,

এ নীতি শেখালে কে, লোকে বা বিরল রে ?
 রূপ গুণ তজ্জি ভাবে, তজ্জি প্রীতি প্রভাবে,
 মুখ করেছিস্ সবে, শোভে ভূমণ্ডল বে ;
 বল তোর পত্রে পত্রে, কে লিখিল ছত্রে ছত্রে,
 'এক সত্য জগৎ মিথো', মোহময় সকল রে ?

[উক্ত গীতের উত্তর]

ননিত-বিতাস—খেম্টা।

পরমেশের দয়ার লেশে ।

পেয়েছি পত্র পুষ্প ফল আদি তাঁ'র আদেশে ।

বালিকে গিরির মত, ক্ষুদ্রকে হস্ত শত.

বিশ্বময় দৃশ্য বত, তাঁহারি রূত প্রকাশে ;

আছি সদা মত্ত তাঁ'র উদ্দেশে, গগন ভেদ ক'রে বাই উর্দ্ধদেশে,

পেলে সেই ঈশের দিশে, প্রেমাশ্রুতে মেহ ভাসে ।

কতু অনিলের সঙ্গে, হেলি ঢলি সেই রঙ্গে,

সুখোদয় কত অঙ্গে, ব্যক্ত করি কিসে ;

সদা ত্যজিয়ে সুখ বাসনা, আমি করি ঈশের উপাসনা,

সেই জন্ত যোগিজনা, আমার তলা ভালবাসে !

সদা রই ঈশের আসে, নিযুক্ত নিজাবাসে,

চিন্তি রাত্রি দিবসে, ঈশে পাব কিসে ;

চন্দ্র কর স্তব্ধে তরু, কোনও সিদ্ধি নহে বিনা গুরু,

ভক্ত শ্রীনাথ গুরু, কুল পাৰিয়ে অনায়াসে ।

জাতীয় সঙ্গীত ।

বিভাস—একতাল্লা ।

নমস্তে ত্রিলোক-তারণ বিশ্বরঞ্জন !

ওহে ভারতে তোমার, মাহিমা প্রচার

কর হে আবার, এই নিবেদন ।

আর্য্যকুলে জন্ম করেছি গ্রহণ, আর্য্য-রীতি-নীতি নাগরিক স্মরণ,

অনার্য্য আচারে কলুষিত মন, আর্য্য-রবে দেশ কর সচেতন ।

ভক্তি সংলতা জ্ঞান দর্শন নীতি, প্রচারি অগতে হরহে দুর্গতি,

নরনারী বৃদ্ধ-বালক-যুবতী, স্বধর্ম্ম স্মৃতি করহে প্রেরণ ।

তব জয়-গানে মাতিবে ভারত, তবোদ্দেশে হ'বে দেশ-হিতে রত,

পরিব্রাজক ঐ চরণে প্রণত, সফল হয় যেন জনম জীবন ।

মিষ্ট—ঠুংগী ।

জনগণ-মন-অধিনায়ক, জয়হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !

পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,

বিহ্বা যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ ;

তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস্ মাগে, গাহে তব জয়গাঁথা ।

জনগণ-মঙ্গলদায়ক, জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !

জয়হে, জয়হে, জয়হে, জয় জয় জয় জয় হে !

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী,

হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী ;

পূর্ব পশ্চিম আসে, তব সিংহাসন পাশে, প্রেমহার হয় গাঁথা ।

জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক, জয়হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !

জয়হে, জয়হে, জয়হে, জয় জয় জয় জয় হে !

পতন-অভ্যুদয় বজুর পন্থা, যুগযুগ ধাবিত যাত্রী,

হে চির সারথি, তব রথ-চক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি ;

সারথি বিপ্লব নাহে, তব শঙ্খধ্বনি বাজে, সঙ্কট দুঃখত্রাতা ।

জনগণ-পথ-পরিচায়ক, জয়হে ভারত-ভাগা-বিধাতা !

জয়হে, জয়হে, জয়হে, জয় জয় জয় জয় হে !

যেয় তিমির ঘন নিবিড় নিশীথ পাড়িত মূচ্ছিত দেশে,

জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেঘে ;

দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে, রক্ষা করিলে অন্ধ, স্নেহময়ী তুমি মাতা !

জনগণ দুঃখত্রায়ক, জয়হে ভারত-ভাগা-বিধাতা !

জয়হে, জয়হে, জয়হে, জয় জয় জয় জয়হে !

স্বাতি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি উদয়-গিরি-ভালে,

গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমোরণ নবজীবন-রস ঢালে ;

তব করুণাকর রাগে, নিদ্রিত ভারত জাগে, তব চরণে নত মাথা ।

জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারত-ভাগা-বিধাতা !

জয়হে, জয়হে, জয়হে, জয় জয় জয় জয় হে !

অবনত ভারত চাহে তে'মারে, এস সুনন্দনধারী মুরারি !

নবীন শুভ্রে, নবীন মস্ত্রে, কর দীক্ষিত ভারতের নরনারী ।

তব মঙ্গল ভৈরব শঙ্খ নিনাদে, তিচূর্ণ কর সব ভেদ বিবাদে,

তব আশে হিন্দুস্থান, ধরুক ধরলী নবীন তান ;

এস অগ্নি-শোণিতে, যেদিনী রঞ্জিতে,

কর দীক্ষিত নিপীড়িত ভারতে মুরারি ।

মিষ্ট বিকিঃ—কাওরালী ।

দেখ দেখ দীনবন্ধু, সোণার ভারত তব, হৃৎথে কাঁদিছে কাতরে ।
(দেখ দেখ হেথ হে) অন্ধ হ'য়ে মাঠাপাশে, বিষয় রসনা-রসে,

আর্যাকুল ডুবিল কলঙ্ক-সাগরে ;—

নিরখি ছুর্গতি, শোকে প্রাণ বিদরে,

উঠাও সকলে দয়া করি কেশেতে ধরে' (হে পিতা, হে হরি) ।

তোমায় পাশরি সবে. আর কত দিন র'বে,

মরিবে অকালে অশু মুখের তরে ;—

হিংসা অভিমানে পাপে বিষয়-জ্বরে,

রক্ষা কর এ বিপদে ভরি,পতিত নরে (হে দয়াদয়, হে কৃপাসিদ্ধ) ।

— — —

এই কি সেই আধ্যাত্মান —আর্য্য-সন্তান ?

যা'র তপোবলে, বোগবলে, কাঁপিত দেবতার শ্রাণ !

যা'র হেরে বীর্ঘ্য-বল, স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল,

সত্তরে কাঁপিত গিরি, সাগরের জল ;

দিক্ দিগন্তরে, -শূন্যতরে, উড়িত বিজয় নিশান !

যা'র শিল্প আর বিজ্ঞান, বোগতত্ত্ব আত্মজ্ঞান,

করেছিল একদিন পৃথিবীর চক্ষু-দান ;

যা'র বিজ্ঞাবলে, আকাশ চলে, চলে বেত পুষ্পবান !

যা'র বৃক্ষে বৃক্ষহল, রক্তপ্রোতে টগমল,

বৎসগণ হাঁত বত নদ-নদীর জল ;

বসে বৃক্ষোপরে, শূন্যতরে, পাখী কর্তৃক রক্তপান !
 বিধির বিধান চমৎকার, এখন সেই আর্ধ্য-কুমার,
 শৃগালের রব শুনলে বাঁধে ঘরের ছয়ার ;
 দেখলে রক্তজবা, শুধায় জিহ্বা, চম্কে উঠে সবার প্রাণ !
 কাকাল বলে বিঘ্নাবল, দেহ-বল কল কৌশল,
 ধর্ম-বল বিনে রে তাই ! সকলই বিফল ;
 সেই ধর্ম বিনে, দিনেদিনে, (ভারত) সকল হারায়ে অশান !

কিঁঝিট বাঁধাজ—ঠুংরা ।

তব পদে লই শরণ, প্রার্থনা কর গ্রহণ ।
 আর্ধ্যদের প্রিয়ভূমি, সাধের ভারত ভূমি,
 অবসন্ন আছে অচেতন হে ;
 একবার দয়া করি, তোল করে ধরি ;
 হৃদশা-আঁধার তার কর মোচন ।
 কোটি কোটি নরনারী, ফেলিছে নয়ন-বারি,
 অন্তর্ধ্যামি, জানিছ সে সব হে ;
 তাই প্রাণ কাঁদে, ক্ষম অপরাধে,
 অসাড় শরীরে পুনঃ দেওহে চেতন ।
 কত জাতি ছিল হীন, অচেতন পরাধীন,
 কৃপা করি আনিলে সুদিন হে ;
 সেই কৃপা-শুণে, দেখি শুভকণে,
 সাধের ভারতে পুনঃ আনছে জীবন ।

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
 পুণ্য হটক, পুণ্য হটক, পুণ্য হটক, হে ভগবান্ !
 বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ,
 পূর্ণ হটক, পূর্ণ হটক, পূর্ণ হটক, হে ভগবান্ !
 বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা, বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
 সত্য হটক, সত্য হটক, সত্য হটক, হে ভগবান্ !
 বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন. বাঙালীর ঘরে যত তাই বোন,
 এক হটক, এক হটক, এক হটক, হে ভগবান্ !

পাহাড়ী—আড়াঠেকা ।

এ সময়ে আধীগণ রহিলে কোথায় হে !
 সোণার ভারত ভূমি রসাতলে যায় হে ।
 এসো এসো ব্যাস বশিষ্ঠ, বায়্বিক তাপস শ্রেষ্ঠ,
 এসো শুক ব্রহ্মনিষ্ঠ, ভারত-সহায় হে ।
 এসো এসো স্তম্ভ মুনি, এসো পাণ্ডব-চূড়ামণি,
 এসো জনক তত্ত্বজ্ঞানী, ত্রাহি বিষম দায় হে ।
 করেছি শাস্ত্রে শ্রবণ, ধর্ম ভারতের প্রাণ,
 সেই সার নিত্য ধন, ভারত হারায় হে ।
 পরিত্রাণকের উক্তি, নাই ভারতে সে তাব-ভক্তি,
 কপট জ্ঞানযোগে বৃক্তি, রত কুচিত্তায় হে ।

কি'ন্নিট ষাষাজ—ঠুঃরী ।

আজি প্রাণ মন খুলে, সেই প্রাণেখরে, সব বন্ধু মিলে ডাকি রে ।
 দেখরে হুর্গতি বারেক চাহিবে, কি আছে বাতনা বাকি বে ;
 পাণে তাপে জরজর, দেখ হে নারী-নর, সংসার-বন্ধনে থাকি রে !
 তারত-হৃদ্বিনে দেখিয়ে নয়নে, কেমনে ঘুমায়ে থাকি রে ;
 এসহে এসহে তনে, মিলিয়া বাকুব সবে, প্রাণপণে আজি ডাকি রে ।
 ব্যাকুল অন্তরে করিলে রোদন, প্রার্থনা পুঙ্খিবে না কি রে ;
 এস তবে সমস্বরে, কাঁদি হে তাঁর ছারে, চরণে মস্তক রাখি রে ।

বেহাগ—খাষাজ ।

বিষ্ণুপদ-সেবী তাঁরা ।

প্রাণের টানে মুছাম বারা ব্যথিত আঁখির বস্তুধারা ।
 ব্যথার বোঝা নিয়ে বৃকে, প্রাণ ঢেলে দেয় দশের দুঃখে,
 (তাদের) দেয় না পরশ পরহিতে অভিমানের পাপ-পশরা ।
 বাক্য মনেঞ্জিয় বত, স্বতঃই তাদের বশীভূত,
 ধস্ত তাঁরা মাতৃ-সুত, ধস্তা তাদের মাতা বারা ।
 বর্জিত মারা-মোহ, ভোগ সূখে বীতস্পৃহ,
 মনের আগে সদাই জাগে, মাতৃরূপা পরদারা ।
 রত সদা ব্রহ্মধ্যানে, রিপু জয়ী জীবন-রণে,
 পুণ্য তাদের দরশনে, ফল সর্ব্বতীর্থ-সারা ।
 (কারও) দেয়না আঘাত মনের ধারে, সমচক্ষে সব নেহারে,
 কণ্ঠ বাহি সদাই স্বরে, সত্যবাণীর সুধা-ধারা ।

হরি হরি বল সবে, শত বীণা বেণু রবে,
 এ ভারত আবার জগত মাঝে শ্রেষ্ঠ আসন ল'বে ।
 ধর্মে মহান্ হ'বে কর্মে মহান্ হ'বে,
 নব দিনমণি উর্দবে আবার পুরাতন এ পূর্বে ।
 ভুলো না ভারত-হিন্দু-সন্তান ভুলো না সে কথা,
 হরি-নামের ধ্বজা উঠেছিল হেথা ;—
 নিমাই নিতাই করেছিল হরিনাম ভাই !

সকল ভারত প্রান্তরে ।

ভুলি' হিংসা ঘেঘ জাতি অভিমান,
 সমগ্র হিন্দু-সন্তানগণ হ'য়ে একশ্রাণ ;
 হও এক জাতি প্রেম বন্ধনে ।

সঙ্গ—বাঁপতান ।

আবার যদি এলে হরি, আবার দিলে দরশন ।
 আবার জীবে দিলে অতর, ওহে শ্রীমধুহৃদন !
 জালাও তবে শ্রাণের আগুণ, জলুক শিখা দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
 বজ্র-বীণায় বজ্রত কর, স্পন্দিত হোক ত্রিভুজান ।
 পাকজন্তু বাঁজাও আবার ছাপরের সেই রক্ততান,
 বে গান শুনি সব্যসাচীর ক্লৈব্য ছাড়ি আশ্রয়ান ।
 'অতীঃ'র বয়ে উঠুক ভারত, সুধনেজে দেখুক জগত,
 কর্ম বাদের ধর্মের তরে, সেই জাতির আর নাই মরণ ।

ব্রাহ্মণের আদর্শ ।

কীৰ্ত্তনের হর—কীৰ্ত্তনাল ।

আমরা কেন ভোগে ভুলিব, আমরা যে তাই ত্যাগীর ছেলে ।
 আমরা ভোগ-বিলাসে মত্ত হই, অনুমানিতা গেছি ভুলে ।
 ভুলেই তো এ দুর্গতি, ঘটছে মোদের পদে পদে,
 নৈলে কোটি কোটি মাথা, লুটত এসে মোদের পদে ;
 দেখে কীপিত বিশ্ববাসী, বিশ্ব পায় লুটত আসি,
 দৃশ্য দেখে বিশ্বপতি কৃপা-বারি দিত চলে ।
 মনে নাইরে মোদের পূৰ্ব পুরুষগণের স্মৃতি,
 কেহ দণ্ডী ব্রহ্মচারী, কেহ সন্ন্যাসী কেহ যতি ;
 যোগাসনে বসে' কাটা'ত কাল কুতূহলে ।
 মনে করলে হ'ত তারা এ ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি,
 তা' না হয়ে নিবিড় বনে, নীরবে রৈত দিব্যরতি ;
 কত রাজ-রাজেশ্বর আসি, তাদের চরণ-তলে বসি,
 কৃপাবিন্দু লাভের তরে পা ধোয়া'ত আঁখি-জলে ।
 এখন দেখছি কাল-শ্রোতে, বইছে তার বিপন্নিত ধারা,
 ত্যাগীর ছেলে ভোগীর পারে, চলছে কত অশ্রুধারা ;
 পাপ উদয় আর স্বার্থের লাগি, আত্ম-গৌরব হারালে ।
 এখনো সময় আছে, বসে বারে গভীর ধ্যানে,
 ডেকে ডেকে কেঁদে কেঁদে, বাধা কর সে ভগবানে ;
 পুনঃ যদি তাঁ পারিস হাতে, তবে দেখবে এ ভারতে,

বইবে স্নেহের উন্টা শ্রোত, ভাস্বি স্নেহের হিল্লোলে ।
 ষাওনা পুনঃ গুরু গৃহে, ধর না ব্রহ্মচারীর বেশ,
 কর উচ্চ বেদ-ধ্বনি, সাম গানে জাগাও না দেশ ;
 হও না পুনঃ সৰ্ব্বভাগী, রও না জগত-মঙ্গলে ।
 পুনঃ যদি সাধনাতে, একটি ব্রাহ্মণ হ'তে পার,
 (তবে) কার্যক্ষেত্রে মায়ের নামে একগত মাতা'তে পার ;
 তবেই বাবে এ দুর্গতি, নইলে রে ভাই অধোগতি,
 এতেই ডুবে যাবে যে ভাই, মোহ-সিন্ধুর অভঙ্গ জলে ।

উৎসব সঙ্গীত ।

সিদ্ধ ষাষাজ্জ—ঈশপতাল ।

আজি এই মহোৎসবে, গাওরে আনন্দে সবে,
 নীরবে বিভবে সবে থেক না—থেক না ;
 বিবাদ প্রমাদ আর রেখোনা—রোখো না ।
 আনন্দে মাত রে ধরা, প্রেমে হয়ে মাতোয়ারা,
 চরাচর নেচে নেচে গাওনা—গাওনা ;
 হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলনা—বলনা ।
 আকাশ খেয়ে, অন্নহঃগে রাগী হ'য়ে,
 তরুণ-তপন তম নাশনা—নাশনা ;
 প্রেমে মাথা কৃষ্ণ নাম ভুল' না—ভুল' না ।
 গহন গভীর বন, সুশীতল সমীরণ,
 অবিরাম কৃষ্ণনাম কর না—করনা ;

প্রেমোন্মাদে উচ্চভাবে গাও 'ভক্ত'-ললনা ।

আজি এ 'মিলন' তাঁর, ভুল্লিবে অনিত্যে নিত্যে,

নিমিত্তের যত কিছু অঘটন ঘটনা ;

নিমিষে ছুটিবে তাহা ত্রিভুবন দেখ না !

প্রেমের হরির প্রেমের খেলা, এই বেলা আর, আর দেখে যা ।

(এ প্রেম) যে জন বোঝে, যে জন মজে, সে জন ভজে ঐ রাঙা পা ।

হরির প্রেমের ছায়ার ছায়া দেখতে যারা পার,

কোটি স্বর্গ চতুর্কর্গ, আর কি তারা চায় ;

প্রেমের হরির প্রেমের লাগি, হৃৎগো তারা প্রেম-যোগিনী-যোগী,

প্রেমের ভিখারী হয়ে গো তারা, প্রেমের সাগরে ভাসায় গা ।

বর্ষশেষ ।

ধাংজ—একতাল।

ধীরে ধীরে ধীরে, কালশ্রোতি-নীরে, বরষ আসিয়া যায় ।

ফিরিবে না আর, গতি অনিবার, জানিনা কোথায় যায় ।

ফুটেছিল কত কুসুম সুবাস, বিতরি' সমীরে সুরভি নিশ্বাস,

শুকায়েছে সব, গিয়েছে গৌরব, চিরতরে তা'র। গিন্নাছে হার !

আশার লহরী নব নব রঙ্গে, ফুটিয়াছে কত সু-ধীর তরঙ্গে,

না হ'তে নিরাশ, প্রাণের পিন্নাস, মিশিয়ে গিন্নাছে অনন্ত-কার ।

বহু পরিশ্রম সুখ-দুখ-ভার, হরষ বিবাদ আলোক আধার,

তা'র চিত্রখানি, স্মৃতি-পটে আনি, বিগত বরষে দাও বিদায় ।

বালক সঙ্গীত ।

একবার দয়া করে' এস হরি ! হৃদি-সরোজে ;
 সঙ্গ নিয়ে ভক্তবৃন্দ মোহন সাজে ।
 মোরা শিশু কোমল-মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
 (মোদের) সদা যেন থাকে মতি, চরণাশুভে ।
 যদি থাকে তব দয়া, ত্যজিয়ে নখর কারা,
 (মোরা) ডকা মেরে চলে' যা'ব, জিনি' ভামুজে ;
 দিবানিশি থাকে যেন মন ঐ পদে মজে ।

হরট—আড়ধেম্ টা ।

তোর নাম রেখেছি 'হরিবোলা' ।
 মনের সাথে ও আমার মন । খেলনা হরি-নামের খেলা ।
 প্রেমে মেখে ভক্তি-মাটি, গড়'না হরির চরণ দু'টি,
 স্মায় দু'জনে সেই চরণে, পরিষে দি' বনফুলের মালা ।

সাহানা—একতারা ।

খেলার ছলে হরি ঠাকুর গড়েছে এই জগৎ খানা ।
 চার দিকে তাই খেলার মেলা, খেলার খালি আগাগোণা ।
 খেলতে খেলা ভবের বাসে, কই থেকে সব মানুষ আসে,
 ধানিক খেলে খেলনা ফেলে, কোথায় পালায় বার না জানা ।

সাহাশা—খেবুটা ।

ধূলা খেলা কর্বো না আর, হরিনামে মন মজেছে ।
 চায় না মন অপর খেলা, জানি না তা'র কি গুণ আছে ।
 গড়'ব হরির ছুটি চরণ, পরা'ব তা'র ফুলের ভূষণ,
 হৃদয়ে রেখে কর'ব যতন, ঐ খেলাতে মন মজেছে ।
 'কারো' কাছে আর যা'ব না, ক্ষুধা পেলে আর চাব না,
 হরিনাম সুখায় আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব হরেছে ।

আম্ন সব মিলি দিয়ে করতালি, হরি হরি বলে' নাচিরে ।
 ছ'বাহু তুলিয়ে, প্রেমেতে মজিয়ে, (হরির) করুণা-কণা বাচি রে ।
 যে নামেতে যায় পাষণ গলিয়ে, সেই হরির নামে নিশান তুলিয়ে,
 পরাণ খুলিয়ে, প্রেমেতে মাতিয়ে, (সবে) ডাকি সে নীরদ-কুচি রে ।

কীর্তন—এ কস্তালা ।

হরি বল—হরি বল—হরি বল মন !

ছাড় মোহ মায়া, ভ্রম-ছায়া, সংসার স্বপন

(একবার হরি বলরে) ।

আর ভক্তি-ভরে, উচ্চ স্বরে, করি হরি-সংকীর্তন

(গুরে নেচে নেচে রে) ।

যে জন বাহু তুলে, হরি বলে, হরি তারে দেন দরশন

(এমনি দয়াল হরি বে) ।

আমরা প্রেম-ভিখারী, প্রেমের হারি, করেন প্রেম বিতরণ ।

সিন্ধু ভৈরবী—গড়খেঁটা ।

একবার ডাকার মতন ডাক দেখি মন, ডাকার মতন ডাক ।
 যে ডাকে তাঁর প্রাণে লাগে দাগ, সেই ডাক একবার ডাক ।
 যার মনে যে লাগিয়ে গেছে, সে তাহারে ডাক ।
 যার মনে লয় কালী বলুক, যার মনে লয় কৃষ্ণ বলুক,
 যার মনে লয় ব্রহ্ম বলুক, যার মনে লয় খোদা বলুক ;
 কেবল দেখি শুনি ক'বিনে কিছু, চূপ করিয়ে থাক,
 (থাক থাক থাক, থাকরে মন ! চূপ করিয়ে থাক)
 যে নামে যে ডাকবি তাঁরে, সে পাবি তাঁর লাগ ।
 শাক্ত বৈষ্ণব দলাদলি, হিন্দু যবন :লাবলি,
 ঘুচায়ৈ সব মনের কালী, একই মনে ডাক ;
 (ডাক ডাক ডাক, ডাকরে মন ! একই মনে ডাক)
 সকল দলের ঠাকুর তিনি, এইটী মনে রাখ ।
 এসব, দলাদলির গণ্ডী ফেলে, মিশে যা ঠাকুরের দলে,
 দেখি খে ওয়া ঘাটে গেলে, সকল দলই এক ;
 (আমার) একই নেয়ে একই নারে, তরায় লাখে লাখ
 (হিন্দু, যবন, শাক, বৈষ্ণব) ।

'নিরাকার নিরাকার' করিয়া চীৎকার ।
 কেন সাধকের শাস্তি ভাঙ্গ ভাই বারবার ?
 তুমি যা' বুঝেছ ভাল, তাই নিরে কাট কাল,
 ভক্তি বিনা কলোদয়, তর্কে নাহি জান সার ।
 সামান্য তর্কের বলে, ভক্তি নাহি আত্মদিলে,
 কনক হইল বুধা, না করিলে সুবিচার ।
 রূপাত্মকে কৃষ্ণ ভক্তি, যদি হরি-প্রেমের মজি,
 তা' হ'লে অলভ্য তাই, কি রহিবে বল আর ?

সাধন-সম্বন্ধে ।

ভৈরবী— ৪৫ ।

অব্যক্ত নিষ্কণ্ঠ ব্রহ্মবস্ত্র নিরঞ্জন,
তদিচ্ছায় সত্ব রজঃ তম তিন গুণ ।
সাধন সুলভ হেতু কৃপা বিতরণ ;
নিষ্কণ্ঠ যুক্ত হ'লে পঞ্চমূর্ত্তি প্রকাশন ।
শিব বিষ্ণু শক্তি সূর্য্য, দেব গজানন ;
রূপ ভিন্ন বস্ত্র এক, সাধন কারণ ।
যে মন্ত্র যেক্রম বাঞ্জা, কর আরাধন ;
পঞ্চবিধ তন্ত্র, স্মৃতি শ্রুতিতে রটন ।
রিপু পরাজয় করি, অনিষ্টাদি বর্জন ;
ভক্তিভাবে কর সদা সাধন স্বগুণ ;
দৃঢ়ভক্তি বিনে মুক্তি, নহে কদাচন ;
এই সে পরম তন্ত্র, রচে অকিঞ্চন ।

দিনেশ গণেশ, রমেশ উমেশ, উমা মা সহিত্তে ডাক ।

আগে ভেদজ্ঞান মুঞ্চ, সূখে কাল বঞ্চ, একে পঞ্চ, পঞ্চ একে ।

এক ব্রহ্মরূপ সত্য নিরঞ্জন, লোক ভুলাইতে রূপান্তর হন,

জ্ঞানপন্থে চক্ৰ করিয়ে পতন, চেতন হইয়ে দেখ ।

দিনমণি রূপ ধরে যেই জন, স্বেত পীতবাস পরে সেই জন,

যেই গজানন, সেই পঞ্চানন, কোন্ জনে হ'বি বিমুখ ?

বে জন শ্মশানে শ্রামা সুগুমালী, সেই বৃন্দাবনে শ্রাম বনমালী,
জানতে চাহ যদি সাধু-পদধূলি, ভক্তি করি' গারে মাখ ।

কেন আর কর ঘেঘ, বিদেশী জন ভঞ্জে ।
ভজনের লিঙ্গ নানা, নানা দেশে নানা জনে ।
কেহ মুকুতছে ভজে, কেহ হাঁটু গাড়ি পুজে,
কেহ বা নয়ন মুদি' থাকে ব্রহ্ম আরাধনে ।
কেহ ষোগাসনে পুজে, কেহ সংকীর্ণনে মজে,
সকলে ভজিছে সেই একমাত্র কৃষ্ণধনে ।
অতএব ভ্রাতৃভাবে, থাক সবে সুসন্তাবে,
হরিভক্তি সাধ সদা এ জীবনে বা মরণে ।

বাউলের হয় ।

অসম্মিলনে হরি-লীলা হয় কি সাধন ?
দেখিলে বিচ্ছেদ, হরি করেন পলায়ন ।
প্রাণে প্রাণে না মিলিলে, দলাদলি না ভাঙ্গিলে,
হবে না, হবে না কভু ভূভার-হরণ ।
স্বয়ং ভগবান হরি, সকলের হাতে ধরি,
বলিছেন বারবার করিতে মিলন ;
সঙ্গে ভক্তবৃন্দ, ঈশা গৌর ব্রহ্মানন্দ,
গ'ইয়োনি প্রেমের গীত, ষোগ সম্মিলন ।

[জন্ম, নামকরণ ইত্যাদি]

আশাবরী—একতারা ।

ভূমিতে নামিতে এত কি বেদনা, আকুল করে তোমায় ?
 পরাশি ধরণী আসি কি যাতনা, শিশুরে ! তোরে কঁাদায় ।
 ত্যাজি' গর্ভবাস আসি' ধরাবাসে, কি যাতনা তবে কঁাদরে হতাশে,
 বুঝেছ কি তবে, দুঃখময় তবে, কঁাদিতে জীবন যায় ।
 কঁাদিয়ে সংসারে করিয়ে প্রবেশ, কঁাদিতে কঁাদিতে হ'বে আবুঃশেষ,
 অবিরল ধারা, নয়নের ধারা, বহিবে কেমনে হার !
 গর্ভবাসে শিশু ছিলি বুঝি ভাল, সংসারের গর্ভে অধিক জঞ্জাল,
 সব অগ্নিময় অগ্নির আশ্রয়, মানব ইন্ধন তা'য় ।
 আমিও এখন বুঝিয়াছি শুন, নামিয়ে ধরায় কঁাদিয়াছি কেন,
 হাসিতেও মিশি ক্রন্দনের রাশি, মেশামিশি এ ধরায় ।
 উদ্ভবে বিনাশ, হরষে বিবাদ, মিলনে বিচ্ছেদ, আলাপে বিবাদ,
 বেথা অহুরাগ, সেখানে বিরাগ, তবু ভুলেছি মায়ায় ।
 এ অনল গর্ভে অসাম উত্তাপে, দিবানিশি দছে প্রাণ, আত্মা কাঁপে,
 পুড়ে হয় হার, অন্তর সবার, শেষে দহিবে. চিতায় ।

বেহাগ—ষাণ্মাস ।

তোমারি উত্থানে তোমারি যতনে উঠিল কুহুম ফুটিয়া ।
 এ নব কলিকা হউক সুরভি তোমার সৌরভ লুটিয়া ।
 প্রাণের মাঝারে নাচিছে হরষ সব বন্ধন টুটিয়া ;
 আজি মন চায় অঞ্জলি ল'য়ে খাই তব পানে ছুটিয়া ।

এ প্রিয় নামটি দিলাম শিশুরে স্নেহের সাগর মাথিয়া ;
 সে নামের সাথে তব পুত্র নাম থাকে যেন সদা গ্রথিয়া ।
 হাসি দিয়ে এরে কর গো পাণিত তব স্নেহকোলে রাখিয়া ;
 নয়নেতে দিও, মাগো স্নেহময়ি ! প্রেমের অঙ্গন আঁকিয়া ।
 যেন স্বার্থের কঠিন আঘাতে ষার না কুশুম ঝরিয়া ;
 রক্ষিও নাথ ! তোমার বক্ষে সকল দুঃখ করিয়া ।
 দেখো প্রভু ! দেখো, চালাইও এরে তুমি নিজহাতে ধরিয়া ;
 মঙ্গল-পানীয় দিয়ো তুমি দিয়ো পরাণ-পাত্র ভারিয়া ।
 দীর্ঘায়ু হোক এ কোমল শিশু সকলের প্রেমে বাড়িয়া ;
 সে জীবনে, প্রভু, যেন কোথা কতু না যায় তোমারে ছাড়িয়া ।

[জানি কার রূপসাগরে ঝাঁপ 'দেয়ে—সুর]

মরি এক আজব জন্তু এ ছনিয়াতে এসেছে ।
 ও তার পশুর মত সকল দেখি, কিন্তু লেজটি নাই আছে ।
 ওসে, সকাল বেলা খেলা করে, চারি পায় চলে ফিরে,
 ছ'পুর বেলা দুই পায় হাঁটিতেছে ;
 ওসে, সন্ধ্যা বেলা তিনটি পদে চলে' খেলা ভাঙিতেছে (ভবের) ।
 মরি ! ইহার স্বভাব একি, বধে' বনের পশু পাখী,
 মনের স্থখে আপন উদর পূরিতেছে ;
 ওরে, যে মলো সে মলো, আমি মরিব না ভাবিতেছে (এ জন্তু) ।
 পশুর স্বভাব থাকে না তার, জ্ঞান-বলে জন্তু আবার,

সাধন-শুশে দেবতা বে হইতেছে ;
আবার সাধন বিনে পশুর অধম হ'য়ে রহিতেছে !

বাউলের ছুর ।

চলছে রে মন ট্রাম্‌ওয়ের গাড়ী ।
কতবার আসা-যাওয়া, আসা-যাওয়ার খাটুনি ভারি ।
সুমতি কুমতি নামে, ছুঁটো ঘোড়াতে টানে,
ড্রাইভার তা'র মাঝখানে, হ'য়েছে রাশধারী ।
বেগে যায় কুমতি ঘোড়া, সুমতি ঘোড়া তা'র খোঁড়া,
ধন্দলতা হয় ছাড়া, 'আউট লাইন ঘড়ি ঘড়ি ।
পাঁচ জন প্যাসেঞ্জার এসে, ছয় খানা বেঞ্চে বসে,
টিকিট করে না সে, কিসে বা'বে তারি ?
টিকিট-কালেক্টার যখন, টিকিট দেখতে চাইবে রে মন,
বিনা টিকিটে তখন, কেমন করে' দিবে পাড়ি ?

ভৈরবী—খেম্‌টা ।

আমি বলব কি সে তারের কথা ।
তারে তারে মিশাইয়ে, তারের ভিতর সে তার গাঁথা ।
ছয় জায়গায় ছয় কুঠারি, আছে সব সারি সারি,
যারা সব কন্দুচোরী, ধরাধরি সে তার ;—
তারের কথা বলব কারে, তারে নোদাবরী গঙ্গা ধরে,
গঙ্গাধর স্থার উদরে, হ'য়ে আছেন উর্দ্ধরেতা ।

তারে ব্রহ্মাণ্ড যোড়া, তারে রয় কমল কোঁড়া,
 তারে রয় বসুধরা, বহে বধা তথা ;—
 দেখ তারের মালিক চিন্তামণি, সে সকল তারের শিরোমণি,
 তারে তারে গুণ বাখানি, (আছে) তারের ভিতর করলতা ।
 দমের কল এ তার বটে, দমেতে কাওয়া ছুটে,
 তবে তো হরপ উঠে, করিয়া ঐক্যতা :—
 হাউরে এগার বল্ছে ভেবে, দূরের খবর নিকট হবে,
 যখন তার বন্ধ হবে, (তোমার) পড়ে র'বে ছেঁড়া কাঁথা ।

রামশসানী হর—একতারা ।

এই দেহ রেল-রোডের কল । ভব-পথে কর্ছে চলাচল ।
 কোণা জেম্‌স্‌ স্টোনের বুদ্ধি, এর অদ্ভুত এম্মান কোশল,
 উদর-বয়লারেতে জমিছে বাষ্প, নিখে অন্ন অগুণ জল ।
 আহাৰাদি কমলার গাদি, পড়্ছে তা'তে অবিরল,
 ভাঙ্গা ফুটো সারা, অয়েল করা, ডাক্তরের কাজ কেবল ।
 সম্মুখেতে লঠন তা'র, চক্ষু ছু'টি সমুজ্জল ;
 ঐ যে শ্বাস পতনে হচ্ছে কলের যুৎযুতানি অবিরল ।
 হৃদয় হৃদয় শিরা বৃত, শ্বহরী রয় প্রতিপল ;
 ধর্মজ্ঞান গর্ভ, কাম ক্রোধ এ গাড়ীর আরোহী দল ।
 লোকোমোটর ডিপার্টমেন্ট এর, জননীর গর্ভস্থল ;
 আফিস্‌ বাড়ী, বাগান হয় ট্রেন, করিতে এ কল শীতল ।
 অন্য মৃত্যু টারমিনস্‌ দুই, ড্রাইভার তা'র মন শ্রবল ;
 বাহার সদৃশ্য দীন জানে, ঘনক নিশান কেবল ।

বিবাহ উৎসব ।

মে'হিনী মিশ্র—একতাল।

সমস্বরে তুলি তান, গাওয়ে উৎসব গান,
 আজ কি সুখের দিন, উদিল ভূতনে ।
 হৃদয়ে হৃদয়ে বহে আনন্দ-হল্লোল,
 ঘুচে গেছে যত কিছু বিষাদের রোল ;
 আমোদে মাতিল হৃদি, দরাময় যেন বিধি.
 ললনা ছলনা-হীনে রাখেন যতনে ।

ইমন-ভূপালী—চিঃম তেতাল।

বাজে মঙ্গল শঙ্খ তোমারি ।
 সিন্ধিদাতা, মঙ্গল-বিধাতা, বাহু-পূরণকারী ।
 প্রেমে সৃজন, প্রেমে পাপন, অভিনয় প্রেম-লীলায়ি ।
 প্রেমানন্দে, চরণ বন্দে, কৃপাশিসু তিথারী ।

৬ট ।

দাও হে, ওহে প্রেমসিদ্ধ ! দাও এ নবীন শূণ্ণে
 তোমার প্রেমের মধুর বিন্দু সুর-নর-চিত-বাঞ্ছিত ।
 যে প্রেমের শুধু প্রেম পরিণাম, তোমাতে উদয় তোমাতে বিহার,
 বিষয়-বাসনা খন জন মান, যে প্রেম করে না লাঞ্ছিত !
 দুইটি হৃদয় হ'য়ে একাকার, স্বার্থের বাধ করিয়া বিহার,

বিখের বকে চলুক উদার, কখনও না হয়ে কৃকিত ।
 টেনে লও, ওহে প্রেম-পারাধার, তব শুভ কোলে হৃদি ছ'জন্যর,
 তোমার মধুর কঠোর শাসনে, কখনও করোনা বঞ্চিত ।

বেহাগ ।

মিছিল আজি পথিক ছ'জন জীবন-পথের মাঝে ;
 দেখাও সুপথ, হে পথের পতি, দেখাও দিবসে সঁঝে ।
 বেথায় অজানা মিলে শত পথ, চারিদিকে যাত্রী করে যাতায়াত,
 লাগে যে পথে তোমার তীরথ, তোমার মন্দির রাজে ।
 পথ-পাশে সবে মেলে সুখ-মেলা, সুখী হ'ক খেলি হরষের খেলা,
 সে খেলার ঘেন নাহি করে ছেলা, বিরস জীবন কাজে ।
 যদি কভু রাতে নিভে যায় বাতি, দেখাইও নাথ ! তব মুখ-ভাতি,
 কল্প পথে হে অগবন্ধ, থেকে সदा কাছে কাছে ।

মঙ্গল হোক মঙ্গল গোক মঙ্গল হোক মিলন ।
 জীব, জীব, জীব—নিতা অটুট হোক বন্ধন ।
 পুণ্য-সুখ-শান্তি-ভৃগু-বিরাজিত ভবনে,
 শুভ্র জীবন করহ ঘাপন পুণক-মধু-পবনে ;
 চরণ-ভলে বহুক বহু প্রণত-ধর-ধরণী,
 কল্যাণিকুল হটক পূজা বিশ্ব-মুকুটমণি ।

অস্তিত্ব কাল ।

বিভাস—একতাল।

ওহে হৃষিকেশ, এজনমের শেষ, কৃপা করি' করি ! দাঁড়াও সন্মুখে ।
আমি অতি দীন, ভজন বিহীন, সুদিন কর আমার, অধীন দেখে ।
শত্রু চক্রে করি ! ধর গদা পদ্ম, প্রফুল্লিত হউক আমার হৃদি-পদ্ম,
খ্যান করি পদ, মুদি নয়ন-পদ্ম, শ্রীপাদপদ্ম আমার দেওহে মস্তকে ।
ভজন-সাধন আমি না জানিহে করি, পার কর আশায় দিগে চরণ-তরি,
মুখে ব'লে করি, যুকুন্দ মুরারি, বেন প্রাণ গেলেও নাম বসনায় ডাকে ।

বেহাগ—একতাল।

কিঙ্কর তোমায়, ডাকে দয়াময়, ভইয়ে সদয় এসেহে নিদানে ।
রজনী আসিয়ে, ঘেরেছে আমারে, রাখহে অরায় এ মোহ-শ্মশানে !
বিপদে পড়িয়ে ডাকিছে কাতরে, রাখহে আমারে তব স্নেহ কোলে, ।
দেখহে চাহিয়া অনাথ বালকে, ডাকিছে তোমায় 'পিতা পিতা' ব'লে

প্রাণ আমার ! আমার ছেড়ে করিবি গমন ।

বাবার সময় বলে' বাবে শ্রীহরি মধুসূদন ।

তোমায় আমায় ভিন্ন হ'ব, কি জানি ভাই কোণায় বা'ব,

তোয় দেখা আর নাহি পা'ব, চিরদিনের অদর্শন ।

তাই বলি দু'জন মিলে, কেঁদে ডাকি করি ব'লে,

স্থান পা'ব তাঁর চরণ তলে, হরির চরণ ভয়-নিবারণ ;—

যুচবে তোয় সকল-বিপদ, কোলে করি-শ্রীপদ অরণ ।

সিন্ধু—স্বাড়া ।

হরি ! বিপদকালে রাখ রাজ্য পাত্ত ।
 দীনহীন কীণ আমি, কাতরে ডাকি তোমায় ।
 ভক্তাধীন হে মুরারি, ভক্তের দুর্গতিচারী,
 ভববারি-ভয়বারী বারিদবরণ-কার ।

কিষ্কিট মিশ্র—একতারা ।

মন রে ! আয়ুষ্কাল পূর্ণ তোমার বল হরিনাম ।
 তাঁ'রে ডাকলে শমন, চ'বে দমন, তিনি প্রাণারাম ।
 জ্বাহিমাং জ্বাহিমাং হরি, বলরে মন ! বদন ভরি,
 সুখে দুঃখে শোকে তাপে কর নামগান ;
 ঐ দেখে হৃদয় মাঝে, ঐ বিরাজে, গুপ্ত শাস্তিধাম ।
 শমনে বা জাগরণে, মজ মন ! নাম গানে,
 ধন জন পরিজন স্বপন সমান ;
 'কিরণ' অক্ষয় যাগে থাক জেগে জানিয়ে সন্ধান ।

ও মন ! হরি হরি বলনা ?
 বোঝে না—বুঝোনা, এ তব কি বিবেচনা ;
 ভাবিলে হরির পদ পূর্ণ হ'বে কামনা ।
 আনু অবসান হ'ল, মুখে হরি হরি বল,
 'রবি-সুতে' মিছে ভয়, হরিপদ ভাবনা ;—
 নিত্য সত্য সনাতন ! হর ভব-বাতনা ।

শবের প্রাতি ।

বাউলের হর—খেমটা ।

বাঁশের দোলাতে উঠে, কেহে বটে, শ্মশান ঘাটে ঝাঙ্ক চলে ?
 সঙ্গে সব কাঠের ভরা, পট্ বহরা, জাত বেহারার কাঁখে ছিলে !
 ঐ শুন ঘরে পরে সবাই কাঁদে, ছেলে কাঁদে বাবা বলে ;
 কোথা সে সব মমতা, কও না কথা, এখন কি তা ভুলে গেলে ?
 ঘুরে যে ঢাকা সহর, দৌলি লাহোর, টাকা মোহর নিয়ে এলে ;
 খেলে না পয়সা শিক, কওছে দোখ, তা'র কিছু কি সঙ্গে নিলে ?
 রুং-বিরুং শালের জোরা, গাড়ী যোড়া, চেনঘাড়ি সব কোথায় থুলে ;
 হ'বে যে এমন দশা, দশম দশা, জাবদ্ধশায় ভুলে ছিলে !
 শক্রতা প্রকাশিতে, যাদের সাথে, করযেতে সেই সকলে ;
 বল্ছে 'ভাই ! ভালই হ'ল, বালাই গেল, হাড় জুড়া'ল এতকালে !'
 দেখে দীন বাউল কম, এ সমুদয়, দেখে শুনেও লোক সকলে ;
 একটি দিন এ ভাবনা, কেউ ভাবে না, বিষয়-মদে থাকে ভুলে !

বাউলের হর—খেমটা ।

তুমি কে হে বটে উপুর হ'রে, ভাস্ছ গঙ্গাজলে ?
 তোমার মা ছুঁখিনী কাঁদুচে বসে, ধূলাতে লুটা'য়ে ।
 তোমার প্রাণ-প্রেয়সী কাঁদ'ছে বসে, হাতের শঙ্খ ভেঙে ।
 তুমি বলেছিলে সঙ্গে নিবে, একলা ঝাঙ্ক চলে ;
 তুমি ফাঁকি দিয়ে ঝাঙ্ক কোথা, ছুঁখিনীরে ফেলে ?

তোমার চোরের মত পুড়িয়ে মারবে, ঝিলের উপর তুলে ;
তোমার মুখে দিবে অগ্নি জ্বলে, স্তরধুনীর কূলে ।

মৃত্যুতত্ত্ব ও শোকে সাহসনা ।

প্রসাদী সুর—একতাল।

বলু দেখি ভাই ! কি হয় ম'লে ? এই বাদানুবাদ করে সকলে ।
কেউ বলে ভূত প্লেত হ'বি, কেউ বলে স্বর্গে যা'বি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে শায়ুজা মিলে ।
বেদের আভাস, তুই ঘটা কাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে ;
ওরে, শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মাঝ করে সব খেয়ালে ।
এক ঘরেতে বাস করিছে, পঞ্চজনে মিলে-জুলে :
সে যে সময় হ'লে আপ'না আপ'নি যে ঘর স্থানে বাবে চলে' ।
প্রসাদ বলে যা ছি'ল ভাই, তাই হবিরে নিদান কালে ;
যেমন জলের বিশ্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশার জলে ।

জয়জয়ন্তি—রাঁপতাল ।

শোক মর্গন কেন, জর্জর বিবাদে ;
প্রমিছ 'সংসার অরণ্যে' হয়ে শান্তিহারী ?
ধী'র প্রীতি-সুধার্গবে, আনন্দে রয়েছে দখে,
ঠা'র প্রীতি নিরখিয়ে, মুছ অক্রোধারা ।

পেয়ে ছিলে বাহা, রেখেছিলে তাহা, দিচ্ছেছিলে ভালবাসা ।
 গিয়াছে যখন, থাক্ না তখন, মিছে কেন কর আশা ?
 আসে যা আসুক কৃতি কি তোমার, যেতে বাহে বাহা, ইতি কর তার,
 কল্পনার সার, বিধির বিচার, একই কথা কঁাদা হ'সা ।
 সেদিন প্রভাতে কিবা ছিল সাথে, এসেছ জগতে শূন্য হু'হাতে,
 তবে কেন বল, ফেল অশ্রুজল, বিয়াদের কেন ভাষা ?
 লহ আশীর্বাদ, দাও ধন্যবাদ, টুটু & শ্রমাদ মিটে থাক্ সাধ,
 কৃপায় বাহার, যা নহে তোমার, মিটেছে তাহার আশা ।

বাউলের হর—খেম্টা ।

বাঁচান বাঁচি মারেন মরি, বল ভাই ধন্য করি ।
 ধন্য হরি ভবের নাটে, ধন্য হরি রাজ্য-পাটে,
 ধন্য হরি শ্মশানঘাটে, ধন্য হরি—ধন্য হরি !
 সুখা দিয়ে মাতান যখন, ধন্য হরি—ধন্য হরি,
 বাথা দিয়ে কঁাদান যখন ধন্য হরি—ধন্য হরি ;
 আত্মজনের কোলে বুকে, ধন্য হরি হাসি মুখে,
 ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে, ধন্য হরি—ধন্য হরি !
 আপনি কাছে আসেন হেন্দে, ধন্য হরি—ধন্য হরি,
 ফিরিয়ে বেড়ান দেশে দেশে, ধন্য হরি—ধন্য হরি ;
 ধন্য হরি জলে স্থলে, ধন্য হরি ফুলে ফলে,
 ধন্য হৃদয়-পদ্মনলে চরণ-আলোয় ধন্য করি ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

সংকীৰ্ত্তন ।

হরি ! এসো হে—এসো হরি ! এসো—এসো হে ।

ওহে ভারতের ভার চরিবারে, এসো হে ;

তোমার ভীমার্জুন ভীষ্মের সঙ্গে, এসো হে ।

এসো হরি । এসো—এসো হে,—

কোণা হে পাণ্ডবের সখা, এসো হে ;

তোমার ধ্রুব প্রহ্লাদ সঙ্গে ক'রে, এসো হে ।

এসো হরি ! এসো—এসো হে,—

তোমার ব্যাস বিশিষ্ঠ আদি ল'য়ে, এসো হে ;

তোমার শুক সনাতন সঙ্গে ল'য়ে, এসো হে ।

এসো হরি ! এসো—এসো হে,—

তোমার নিতাই গৌর সঙ্গে ক'রে, এসো হে ;

দীন হীন কাঙ্ক্ষা তোমায় ডাকে হে ।

কীৰ্ত্তন—খেমটা ।

তালে তালে পা ফেলে, হরি বলে' নাচি ভাট ।

গলে গলে রা' তুলে, হরি নামের গুণ গাই ।

হাতে করতালি দিয়ে, সুরে তালে লয় মিলিয়ে,

হরিনামের তিঙ্কে দিয়ে, হরিনামের তিঙ্কা চাই ।

কোথা হরি বাণাহারী শ্ৰদ্ধ নারায়ণ ।

(আর) শুন্তে নারি, প্রাণবিদারী পাপীর রোদন

(আহা, প্রাণে বড় বাজে হে) (পাপী হাহাকারে কাঁদে হে) ।

তুমি মুক্তিদাতা, পাপীত্রাতা, নিরয়-ভয়-বিমোচন

(আহা ! এমি তোমার দয়া হে) (তুমি তাপীর শীতল ছায়া হে) ।

পাপ হর' ব'লে হরি বলে' ডাকে তোমার জীবগণ

(ওহে দয়াল হরি হে) (ওহে পাপহারী হে) ।

(আজ) হরিনামের গুণ বুঝি', পাপী যদি পায় জীবন

(হরি, এমিছি আজ তাই হে) (তুমি বই কেউ নাই হে) ।

পাহাড়ী-মিশ্রিত সুরট—৬৭ ।

(হরি !) কি দিবে পূজিব তোমার, কি আছে আমার !

(শুনি) প্রেম-ফুলে পূজিলে নাকি, পূজা হয় তোমার ?

আছে সুবাসিত যত ফুল, মালতী বেলী বকুল,

কিষ্কা নন্দন-কানন-জাত পারিজাত ফুল ;

কিছুই না সমতুল, হরণে তাহার ; (এতই অমূল্য সে প্রেমফুল)

কেবল তুলসী আর গঙ্গাজলে, পূজিলে কি তোমায় মিলে,

হরি ! অশ্রুজলে না ভিজালে, চরণ তোমার (তুমি লওনা কোলে) ।

এ সব মহাপূজার উপচার, আমি কোথা পা'ব আর,

(সেই প্রেমফুল আর অশ্রুধার, তা'কি ধার তার ভাগ্যে মিলে)

তাই নিরুপায় ভাবিলে তোমার নাম ক'রেছি সার ;

এই হরিনাম নিতে নিতে, যদি সে ফুল কোটে চিতে,
 তবে ছুটিগে ছুটিতে পারে, নয়নের ধার (তোমার দয়া হ'লে) ।
 হরি ! একথা শুনেছি আমি, নামের সনে আছ তুমি,
 (আছে) এই কেবল এক হৃদয়-স্বামি ! তরসা আমার ;
 বলে' কেবল হরি হরি, ধূলায় দিব গড়াগড়ি,
 পায়ে রাখ বা না রাখ হরি ! সে ইচ্ছা তোমার ;
 [ধূলায় গড়ি যে দিব, (হরিবোল হরিবোল ব'লে)
 নইলে দুর্জলের বল আছে কি আর,
 (আমার মত সফল শূত্র), (হরিবোল হরিবোল হরিবোল বিনে)
 হরি বলব, উঠে নাচব, লুটে পড়ব,
 কেবল বলব হরি, গড়াগড়ি দিব হরি ! ধূলায় প'ড়ে,
 হংকৃষ্ণ রাম, হরেরাম রাম, অবিরাম নাম পাইব হে,
 নুপুর হইয়ে দাপ মিটাইয়ে, (যুগল) চরণ বেড়িয়ে থাকিব হে ;
 তুমি ঠেলে ফেলে দাও, কিম্বা কোলে তুলে লও,
 তোমার যা'ই মনে লয়, তা'ই কর হে,—
 ফিরে চাও বা না চাও, যথা তথা যাও, আমি না সঙ্গ ছাড়িব হে ;
 তোমায় ডাকিতে ডাকিতে, যদি কোন মতে,
 (এমনি যসিতে মাজিতে তোমারই দয়াতে)
 (যদি) একবার ডাকিবার মত ডাকিতে পারি,
 তবে অধম বলিয়ে, ফিরে না চাহিয়ে, দেখিব কেমনে থাকিবে হরি !
 যদি তোমার দয়া হয়, অসম্ভব নয়,
 এই মঞ্চভূমে সে ফুল ফুটিতে পারে, (ভুবনে অতুল, যেই প্রেমফুল)
 তবে বিচিত্র কি আর, চরণ তোমার, পাখাণিতে হরি নয়ন-নীরে] ।

একতালা ।

হরি হররে নমঃ কৃষ্ণ বাদবায় নমঃ ।

বাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ।

হরি ধান হরি জ্ঞান, হরি বিনে নাহি জ্ঞান,

(সবাই হরিনাম কররে ভাই !)

(এমন তুল্লভ জনম আর পাবে না)

হরিনামে হ'ক সমাধান এই জনম ।

মুকুন্দ মধুসূদন, মত্ত মূঢ় মন্দন, মদনমোহন,

মধুবন-মধুকর, মণিমালা-মগুন—

(হে মঙ্গলময় !) (মুগে মীন মূর্ত্তি) ।

জয় বশোদা-নন্দন, জগদ্বন্ধু জনাদন,

(বা'তে বাতায়াত যায়রে ভাই !)

(যে নাম যোগিগণে জপে সদা)

যোগিগণ-জীবন, পুরুষোত্তম ।

চৌতালা ।

পুরাও হরি ! এই বাসনা আমার ।

মুদে জাঁখি, ও রূপ দেখি, কেবল এই বাসনা আমার ।

ষড়চক্র মন-রথ, পবন হতে গমন দ্রুত,

জ্ঞান অথ, শ্রীনাথ সারথী ;—

ভক্তি-ডোরে দিয়ে টান বসাব মনোমন্দিরে

(কেবল এই বাসনা আমার) ।

বেহাগ মিশ্রিত—ধরয়া ।

আয়নারে ভাই ! সংকীর্ণনে, মন খুলে প্রাণ খুলে আয় ।
হুঁচায় দণ্ড নাম গানে তোদের এমন কি কাজ ভেসে যায় ?

(হরিবোল বলরে) (বুণা আলস ছেড়ে) ।

কত হাস পাশা খেলে, কত বাজে কথা ব'লে,
মিছে সময় কাটাও, ওজর দেখাও, (হরি) নাম লওয়ার কালে ;
বখন রোগে শোকে শু'য়ে থাকরে, তখন কি কাজ দেখ—
(বখন বুমে থাক) (তখন কোন্ কাজের বা পবর রাপ)

তোমার সে কাজ, তখন কে চালায় ?

করি নামটি মধুময়, তাহে প্রেমের বাতাস বয়,
ঐ নাম ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নিলে, (শেষে) আপনি কুচি হয় ;
আছ কুসঙ্গে কুরঙ্গে ডুবে রে, তাইতে মন ভিজে না,
হরি নামে পাষণ মন ভিজে না, মন ভিঞ্জে না রে ;
[যেমন বনের বরাহ, ময়লা খেয়ে তুরী, মিষ্ট অন্ন নাহি চায়,
তেমন বিষয়-বিষে বা'র উদর পরিপূর্ণ স্নধা দিলে নাহি খায় ;
যেমন পেঁচকের পুলক, আঁধারে থাকিয়ে, আলোক নয়নে বিঁধে,
তেমন কুনট দৈর্ঘ্যে আঁধি ভুলে বা'র সে না চায় গোকুলটাদে
সদা কুকথা আঁলাপে, কুকথা প্রসাপে, রসনা বেড়েছে বা'র,
হরিনাম গুণ গানে, প্রেম-স্নধা পানে, না হয়রে বাসনা তা'র ;
কুপথে চলিয়ে, কুসঙ্গে থাকিয়ে, কুকথা যে সদা শুনে,
তকতের গাঁথা, ভাগবত কথা, না পশে তাকার কানে ;]
আছ কুসঙ্গে কুরঙ্গে ডুবে রে, তাইতে মন ভিজে না,

একবার নাম-ভরজে ভেসে আর (কুসল ছেড়ে) ।

যে হরিনাম নিবে, তার তো আপন কাজ হ'বে,

তা'তে পরের কেন (এত) মাথার কিরে, লাগে ভাই তবে ;

এমনি ছ'দিন চা'র দিন এলে গেলে রে,

শেষে লাগবে ভাল, ভাল লাগবে রে :—

[যেমন জাহ্নবীর জলে, সিনান করিলে, সুশীতল হয়রে কাঠ,

হরিনামের হিল্লোলে, অঙ্গ চেলে দিলে, পরাণ জুড়িয়ে ধার :

কত সুশীতল, মলয় পবন, চন্দন লেপন আর,

কত সুমধুর অমৃতের ধারা, হরিনাম সবারই সার ;

'নায়ে আনন্দ না পাই, তবে কেন গাই'—একথা এনোনা মুখে,

একবার কুসল ছাড়িয়ে, সাধু-সক নিয়ে, দেখাদেখি দেখ ডেকে]

এমনি ছ'দিন, চা'র দিন এলে গেলে রে, শেষে লাগবে ভাল,

হরিনামের গুণ বাবে কোথায় ?

[ধামার] ব্যাথাহারী ব'লে হরি ! ভালবাস কিহে ব্যাথা দিতে ?

ব্যাথা দিয়ে তাই কিহে চাহ ব্যাথা বুচাইতে ?

[ঠুংরী] ব্যাথা না পেলে—কেহত কখন কাঁদে না,

না কাঁদিলে—কেহত তোমার চাহে না ;

না চাছিলে—কেহত তোমার ডাকে না,

তাই বুকি ব্যাথা দিয়ে, চাহ হরি ! কাঁদাইতে ?

[স্বাপতাল] ব্যাথা না পেলে—তোমার মনে রয় না,

তোমার মনে না হ'লে তোমার কথা ত কেউ কয় না ;

তোমার কথা না হলো বুঝি, তোমার দয়া হয় না,
তাই বাথা দিয়ে চাহ বুঝি, আপন কথা ক'ওয়াইতে ?

[দশকুশী] মরণের পথে শুনে মরণের কোলে, (হরি হে)

ভূষিত জড়িত বর্গে ডাকি হরি হরি বলে' ;

ভাসি নয়ন-জলে, যাতনায় জলে,—

তখন তুমি থাকতে নার, কাছে এস,

আপন 'বাথাহারী' নাম রাখিতে ।

[একতালা] তখন পাঠ হে সুধা, মথিয়ে গরল,

আধার ছাঁকিয়ে, পাই হে, আলোক বিমল ;

হয় কত অমঙ্গলে, কতই মঙ্গল,

সুধা নিঝরে হে, চিতানল-ঘন চিতে ।

[রূপক] হরি ! শুধু বাথাহারী তোমার নাম ত নয়,—

তুমি পেমময়, তুমি প্রাণময়, তুমি সুখময়, তুমি নিরাময় ;

তবে কিসে বাথা আসে, কেন দুঃখ হয়,

কতু ত দেখি নাই, বিকচ কনলে গরল ঢালিতে !

[দোলন] কেন তোমার হাসা চাঁদ, আধারে মিশায়,

কেন তোমার ফোঁটা কমল, নিশীথে শু নায় ?—

কেন সন্ধ্যার ছায়া প ড়, গোধূমী-গগণ পায়.

লীলাময় ! তোমার এস হ লীলা না পারি বুঝিতে !

[খয়রা] আমার এসব কিছু বুঝে কাজ নাই,

আমি বুঝিতে না চাই (কাজ নাই) ;

বদি বাথা না পেলে তোমার নাহি পাই,

যদি বাথা না পেলে তোমায় ভুলে যাই,
 তবে বাথা দিও, বাথা দিও, দিওনা তোমায় নাম ভুলিতে
 (দিও না, আমার দিওনা, তে'মায় নাম ভুলিতে দিও না,
 বাথাহারী নাম ভুলিতে দিও না—
 বাথাহারী দয়াল হরিনাম ভুলিতে দিওনা ওহে !) ।

সিদ্ধ কাফি—ধয়রা ।

হরি বলতে কেন নয়ন ঝরে না ?
 শুনি তা' না হ'লে তুমি না কি দেখা দিবে না (ওহে হরি !) ।
 আপন বলে যে জানে যাবে, তার তরে তার নয়ন ঝরে,
 আমি না জানি তোমায়ে, পর কি আপনা ;—

তবে কেমন করে' তোমায় তরে হ'বে ভাবনা ?
 তোমারি খাই তোমায় পরি, তোমারি ঘর, তোমায় বাড়ী,
 তোমায় ত'বিল নাড়িচাড়ি, আমার কিছুই না ;—

তোমায় দেশে চলিফিরি তোমায় চিনি না ।
 আমার চোখে জল দেখিলে, ছুটে এসে কর কোলে,
 মায়ের মতন মায়া চলে, কর সাস্তুনা ;—
 আবার কেমনে পালাও, কেমনে ভূলাও, পাইনে ঠিকানা ।
 তুমি যে মোর আপন কত, কেউ নাই আমার তোমায় মত,
 শুধু তোমায় অঙ্গুত হ'তে পেলেম না :—

(হরি !) আমার কি ঐ পদানত, করে লবে না ?—

(দিন কি এমনি বাবে, কেবল কেঁদে কেঁদে) ।

একতারা ।

আমি আর কিছু ধন চাইনা হরি ! চাইতে তোমা ধনে ।

হ'ব তোমা ধনে ধনী, বড় সাধ হ'য়েছে মনে ।

তুমি বতনের ধন, ওহে দয়াল হরি,

(অমূল্য পরশ মণি হে) (দেবতার দুর্লভ ধন হে)

একবার পেলে তোমার হৃদয় মাঝে রাখ'বো সযতনে ।

আমি শুনেছি হে, ওহে দয়ার ঠাকুর,

(তোমার দুঃখী ধনী সবাই সমান হে)

(তুমি ব'জা-কল্লতরু হ'র হে)

কত পানী তাপী ত'রে গেছে নামামৃত পানে ।

বা'রা তোমা ধনে হরি ! ধনী হয়, (অসার বিষয় তাজ্জে হে)

তা'রা এছার নৈভব ত'বু হেরে না বদনে ।

আমি ডাকি তোমায় ওহে দয়াল হরি,

(একবার নিজগুণে দয়া কর হে)

একবার সময় হ'য়ে দাও হে দেখা, এ অধ্যম জনে ।

আমি পড়েছি হে ভব-অন্ধকূপে,—

(ভব-ঐ ধার হ'তে পার কর হে)

আমায় উদ্ধার হে দয়াল হরি ! জ্ঞান-চক্ষু দানে ।

তোমার বকে বেঁধে হরি ! বুক জুড়া'বো,

(আমার ত্রিতাপ জ্বালা দূরে বাবে হে)

আর ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিব নামামৃত পানে ।

আমি মরি তাহে ক্ষতি নাই, (পাছে নামেতে কলঙ্ক হয় হে)

কিছু মধুসুদন ব'লে কেহ ডাকবে না বদনে (ওহে বিপদতরুণ!) ।

[রূপক] ভব-ভাবনা ভাবিয়া গেল দিন, সাধনা তো হ'ল না রে।

এসে ধরণী-মণ্ডলে, বরু মায়াজালে, বৃথা বিষয়-বিকায়ে।

দীনবন্ধু রূপাসিন্ধু জীবেরই জীবন ধন,

ভুলে ভববারি-কাণ্ডারী, দীন-দয়াল হরি,

সাধে কেন হও পতন ;

ও যার নামে পাতকী তরে', বম-যজ্ঞণা হয়ে',

মন ! তাঁগারে ভাবনা রে।

[ধয়রা] অনাদি অনন্ত বিশ্বাবহারী, যাঁরে ভক্তগণে ভাবে ধানে,

ধ'রে মনুষ্য-কায়া, তাজিয়া মায়া,

মন ! বল বল সদা হরি হরি ;

[পঞ্চম সোণারি] মায়াময় এ সংসার, দারা-সুত কেবা কা'র,

একাকী এসেছ একা যা'বে রে,

তবে কেন মানসে, বিরস বিষাদ বশে,

দেহান্তে দেখনা কিবা হ'বে রে।

[দশকুশী] (যখন) যাবে এ জীবন মন, কোথায় রবে ধনজন,

তখন কেউ কারও নয়, সঙ্গে কেউ যাবেনা যাবেনা ;

(সেই নিদানকালে মন !) (এ দিন ফুরাইলে মন !)

[লোকা] তবে কেন মিছা মন, মায়ায় অচেতন,

ভাব সদানন্দে হরিপদ ;

সে যে ভবপাথরের অভয়-তরী, পাইবে আনন্দ ধাম (ও মন !)

যদি এ ভব-বারিতে চাহরে তরিতে, কর তবে হরিনাম, যে—

[রূপক] হরি ত্রিভুগতের পতি, পরিব্রাজকের গতি, সঙ্গতি ভবপাথরে।

জংলাট—খররা ।

দীনের দিন কি এমনি ভাবে যা'বে তবে শ্রীহরি !
 আমি আর কবে ভজিব হরি, হ'য়েছে শমন জারি ।
 হ'ল বালা-খেলা শেষ, গেল যৌবনের সুবেশ,
 ছিল মেঘের বরণ, ছুধের বরণ, হইল মাথার কেশ ;
 হ'ল দস্ত অস্ত প্রাণকান্ত ! ভ্রমে না চিন্তা করি
 (দয়াময়—দয়াময়—দয়াময় হরি হে !) ।
 এখন স্বর্ণ কলেবর, হ'ল জীর্ণ শীর্ণ তর,
 এখন এধর হ'তে ওঘর যে'ত, যষ্টি করি ভর ;
 হ'ল কর্ণ বন্ধ, চক্ষু অন্ধ, সকলই মন্দকারী (দয়াময় !...) ।
 কত নিলেম মহাগত, বা হয় কর'ব একটা পথ,
 আছি সুখ পেয়ে হরি নাম ভুলে, ভাবিনে সে পথ ;
 এখন নাম নিতে আর নাই অবসর, বে'র হ'ল গেরেশ্বরী (ঐ) ।
 যেমন বামন ছুরাশায়, সাধে চাঁদে হাত বাড়ায়,
 যেমন পঙ্গুবরে, লজ্জিবারে চাহে হিমালয় ;
 তেমনি মতিহীনে, ভক্তি বিনে, মুক্তিপদ বাঞ্ছা করি (দয়াময়) ।
 যেমন প্রাণান্তকালে, দেখা রাগেণে দিলে,
 হরি ! তেমনি একবার, দাঁড়াও আমার, হৃদয়-কমলে ;
 ক'রে রাজ্যচরণ, বক্ষে ধারণ, এজীবন পরিহরি (দয়াময়...) ।

একভালা ।

ওহে দয়াল হরি, চরণ-তরি, দাঁনে দিতে হ'বে !

নইলে অকলঙ্ক নামে তোম'র কলঙ্ক রটিবে ।

বড় আশা ক'রে, দাঁড়িয়ে আছি, (ভঃ-পারে যা'ব ব'লেহে)

আমি পাপী ব'লে তাজ যদি, গতি কি হইবে ?

লোকে অধম-তারণ বলে তোমারে, (ওহে ভবের কর্ণধার হে !)

কেমন অধমতারণ পতিতপাবন এইবার জানা যা'বে ।

যদি বল, পার করেছ নাথ ! অসংখ্য মানবে,

সেটা তা'দের গুণ, কি তোমার গুণ, তা এইবার জানা যাবে ।

বাহার—রূপক ।

দৌনবন্ধু ! এই বাসনা ।

যেন সবলে, হরি বলে রসনা ।

দয়াময় হে মধুসূদন ! তোমার নামের কি গুণ,

কত গুণ পায়, কেবা পায় বাঁকা মুরারি,

ব্রহ্মার ছল্ভ, পদ-পল্লব, তুমি জগতবল্লভ, শ্রীহরি ;

আমি সেবিব পদধয়, নাশিব ঐ শুভভয়,

যেন রয় তবে এ ঘোষণা ।

[ধামার] আমি শিশুমতি, অভাজন অতি,

মম দোষ ক্ষমা কর রমাপতি, (দয়াময় হে !)

[রূপক] আমি ভক্তিহীন ছরাশয়, তুমিবি কিসে তোমায়,

সে সময় দাসে যেন ভুলো না !

হৃদয়ে উদয়, হও দয়াময়, পাপতাপ-ভয়, বাবে হে ধূরে ।
 আমি অতি দীনহীন, পাপে মোহে অহুদিন,
 (দীননাথ হে !) কাটে জীবন হরি ! ভুলি' তোমায়ে ।
 বিষয়-বাসনা, কিছুতো রহে না, তব নাম নিলে একবার ;
 এস ওহে প্রেমময় ! নাশ চিন্তা নাশ ভয়, রাখ পদে কাতর কিঙ্করে ।
 দেখ অতল অপার, এ সংসার পারাবার, না রাখিলে ভুবিন পাথারে ;
 দেখো রেখো দীনে, রাজ্য চরণে (হরি ! শেষের সে দিনে)
 ভুলোনা অধমে, শেষের দিনে, বেঁদন মিশাবে প্রাণ স্বপনে ।
 তুমি বিধির বিধাতা ত্রাতা, বিশ্বপাতা শাস্তিদাতা,
 দেহ শাস্তি শাস্তিহীনে পাপীতাপী পরিভ্রাতা ;
 যোগী ঋষি মুনিগণ, যতনে পেতে চরণ,
 হরি ! তোমা বিহনে, অতয় ভুবনে, কে তারে বল শমনে ?
 হরি ! হৃদয়ের স্বামী তুমি সর্বভূতগামী,
 দিও চরণ-তরি অকুণ পাথারে (প্রাণসথা হে !) ।

তিওট ।

ওহে দীননাথ ! দীনের উপায় কর,
 পাপতাপ হর, সুহাও নেত্র-বারি ।

জুড়াও মনের বেদনা, সে বজ্রণা প্রাণে তো সহেনা,
 স্বরণে তব শ্রীপদ, নাহি রহে বিপদ,
 আমার দাও হে অতয় চরণ-তরি ।

“ লোষণ ” নামটি তোমার অধন-ভারণ (শুনেছি হে প্রভু)

পূৰ্ণাও বাসনা অধম জনের হে !

- [একতালা] বাঁজাও বিবেক-বংশী ওহে বংশীধারী ভকত-জদয়ে ;
 ভূলাও মোহন মূরে ওহে মুরারে, মনোবৃত্তি-সখিচয়ে ;
 (ওহে বিবেক-বংশী বাঁজাইয়ে) কৃপা-দৃষ্টি কর ;
 ভক্তি-বমুনাকুলে, প্রেম-কদম্ব মূলে, স্নেহাত-রাধকা সনে,
 নব নব বেশ ধর, ওহে নটবর, ভক্ত-হৃদি-বৃন্দাবনে :
 (ভক্ত-মনোবাঞ্ছা পূরাইতে) হরি ! দয়া করে এস,
 [তিওট] বাঁজাও মুংলী বনমালী, দিন হে করতালী সকলে মিলি,
 প্রাণ-কুঞ্জ মন মাঝে, সাজ হে মোহন সাজে,
 বেন চরমে ঐ রূপ দেখিয়া মরি ।

কোথা হরি বাখাহারী শ্রীমধুসূদন !
 দয়া কর দয়াময় ! আকুল জীবন ।
 নিদারুণ রিপুচয়, করিছে অস্তর-জয়,
 জীবনের ধ্রুব জ্যোতিঃ করেছে হরণ ।
 রোগে শোকে মহাক্লেশে, কেঁদে মরি হা হতাশে,
 কু-রজ কু-অভিলাষে, মত্ত সদা মন ;
 নাশহে বিষাদরাশি, সদানন্দে সুখে ভাসি,
 হৃদিমাঝে কালশশী দেহ দরশন ।
 হরি ! দয়া কর কাতর প্রাণে ডাকি,
 শূন্য প্রাণ নিয়ে, আছি তোমার চেয়ে, দয়া কর ;
 হরিতে হুর্গতি ওহে দীনপতি, তোমা বিনে আর যে নাই,

শ্রীপদে প্রার্থনা, হৃদয়ে বাসনা, যেন সাধন, ভুলে না মন,
 হরিনাম অবিরাম করে গান যেন মন,
 পূরাও মনোবাসনা ওহে নারায়ণ !

মনে'হরসাত্তে-- ঋষরা !

হরি ! আর কত কাল থাকবে ভবে এমনি ভাবে পড়ে ?
 প্রেম শিখাইয়ে, প্রেম না করিলে,
 (নাথ ! আমি কি তোমার কেউ নই, হরি !)
 (তুমি যাঁচিয়ে করুণা না কর কা'রে ?)
 একবার হাসাইয়ে আবার কেন কাঁদাইলে মোরে ?—
 (দুঃখ কব আর কারে, আমার কে আছে আর এ সংসারে)
 [হারয়ে আমার কি হইল, এমন সাধের জনম দুঃখে দুঃখে গেল
 আমি হাসিতে হাসিতে, ভাসিতে ভাসিতে, যতেছিলেম কুতূহলে
 (তোমার প্রেমসাগরে) (হার ! সে সাগর শুকা'য়ে গেল)
 (পাপ অঙ্কের বাতাস লেগ' সাগর শুকা'য়ে গেল),
 এমন সুখের সংগর, হ'ল বালুচর, আমার করম ফলে] ।
 তোমায় কি দিবহে প্রেমের বিনিময়ে,—
 (আমার দেহ মন প্রাণ সকলই তোমার)
 (আমার 'আমার' বলিতে তবে কি আছে ?)
 আমি কড়ার ফকির, তোমার ফকির, ক'র কেমন ক'রে ?
 [হারয়ে আমার কি ধন আছে, আমি কি ধন নিয়ে দাঁড়াব কাছে,
 আমার ভক্তি শক্তি, প্রণতি মিনতি, বার্ষিক ছিগছে পুঁজি,

(সে সব তুমিই তো নাথ ! দিয়েছিলে, তোমার সেবার লাগি')
ছ'জন কুজন জুটয়ে, নিগেছে লুটয়ে, দেখা'য়ে ভোজের বাজি]
যদি অপরাধী হয়ে থাকি পদে,—

(নাথ ! কুপুল্ল স্পুল্ল সকলই তোমার)

(তুমি কা'রে ফেলিয়ে কা'রে রাখিবে ?)

তোমার আপন সম্মান ব'লে রাখ দগা ক'রে—

(নৈলে ক' আর করে, আমার কে আছে আর এ সংসারে)

[গা'রে আমার কে আছে আর, আ'ম অবোধ সম্মান তোমা'র ;
কত অবোধ বালকে, পলকে পলকে, কত কি অকাজ করে,

(কত মা বাপেরে মারে ধরে, কথায় কথায় আ'দার ক'রে) তবু
মাবাপে তা'হা'রে,ফেলিতে না পারে, আদর ক'রে কোলে করে]

আছি কাঁপর হ'য়ে প'ড়ে সাতার জলে,—

(কত কুমতি-কুস্তী'রে আছে ঘিরে)

(আমায় রাখিতে বান্ধব না দেখি করে)

পার কর বা না কর সে ভার, দিবেছি তোমাবে :

(দেখ'ব ভাল ক'রে, রাখ 'দয়াময়' নাম কেমন ক'রে)

[হায়রে তুমি কেমন নেয়ে, (যদি মুখ চিনিয়ে উঠাও নায়ে)

আমার নাট চেনাশুনা, কেবল আছে জা'না, দয়াল তোমা'র নাম

(হ'বে চেনাশুনা আমার কোন গুণে ? হরি ! তোমা'র সনে)

কেবল সেই ভরসায়, ঐ রাজা পায়, শরণ লইলাম ;

দয়াল না'মেতে কলঙ্ক র'বে ডুবা'লে আমারে ।

তিওট ।

কোথায় আছ হে কাঙ্কালের সর্ব্বাধন !

অনাথ-শরণ, পতিত-জন-তারণ,

কোথায় আছহে বিপদবারি, ভব-পারের কাণ্ডারী, মুরারি হে ;

দেহি দীননাথ ! দীনে অভয় চরণ ।

যদি অধীনে তরাও নিজগুণে,—

তবে দয়াময় জানব কেমন, মনে মান ;

আমি না জানি স্তুতি নতি, কি হ'বে দীনের গতি, জগৎপতি হে ;

অকূলে ভবাবর্গবে দিও দরশন ।

হরি ! যে জন ভজন জানে, সে তারিবে নিজগুণে,

(আমি ভজন সাধন জানি না হে)

(এ অধমের গতি কি আর হ'বে হে ?)

কিসে প্রাণ পাব চিন্তামণি ! (অকূল ভবাবর্গবে) ;

যদি ভজনহীনে গুহে দীনবন্ধু, স্বগুণে পায় করহে ভবসিদ্ধ,

(নইলে ডুবে ম'লাম) (বৃদ্ধি নামেতে কলঙ্ক হয় হে)

হেরিয়ে ভব-তরঙ্গ, আতঙ্কে অবশ অঙ্গ,

(বৃদ্ধি ম'লাম—ম'লাম হে) (অপার ভবসিদ্ধ মাঝে)

(বৃদ্ধি ডুবলো—ডুবলো) (পাপে তাপে জীর্ণ তারি)

ধর ধর ত্রিভঙ্গ ! আমার হে,—

(প্রাণ যায়, যায় হে) (কোথায় হে প্রাণ-গোবিন্দ !)

হরি ! তোমা বিনে গতি-হীনে, কে তারিবে এ তুফানে,

(দয়াল কেবা আছে হে) (দীনবন্ধু ! তুমি বিনে)

তুমি হরি, অধীনের উপায় ; তব নামে হয় কৃতান্ত বারণ ।

ভজন-বিহীন আমি পড়েছি ঝকূলে,—

(ভজন জানি না, জানি না) (কোথায় হে ক'ঙ্গ'লের ঠাকু !)

(কেবল নাম জানি হে) (নাম জানি, আর শ্রাম জানি)

হরি ! দয়া করে' দিও স্থান চরণ-কমলে ;

(স্থান দিও হে) (পদ-কল্পতরু-তলে)

হরি ! ভজন-বিহীন জন্মে, দয়া কে করিবে,

(আর কেবা আছে হে) (দয়াময় ! তুমি বিনে)

আর সাধন-বিহীনে ভবনিকু কে তরা'বে, (কিছু জানিন', জানিনা)

ভব-তুফানে করুণা দানে, যদি তরাও হে দীনবন্ধু ! অকিঞ্চনে,

হরি ! তোমার ঐ চরণ বিনে, জীবের গতি দেখিনে,

আশা মনে হে—কেবল স্তরসা ভবান্নবে তব শ্রীচরণ ।

চৌতাল ।

গৃহে মধুসূদন, বিপদ-ভঞ্জন, নরনারায়ণ ।

ডাকি তোমায় কাতর হ'য়ে, রক্ষা কর সদয় হ'য়ে,

ভয়েতে কম্পিত দেহ, দেখিয়ে শমন ।

দ্রুতস্ত কলির আভা, মহামাগী তার, .

ভক্তিপথ, হ'লাম হত, ভুলালে আমায় ;

হরি ! নামের গুণ তো আছে জানা,

দয়াময় নাম নিরবধি, জপি যদি, বিপদ র'বে না ;

হিরণ্যকশিপু-সন্তান, প্রহ্লাদের বাড়ী'লে সম্মান,

অগ্নিকুণ্ডে রক্ষা করে দিয়ে শ্রীচরণ ।

এই ভব-ঘোরে, কে নিস্তারে, ডাক্‌ব বা কাঁরে ;

ভবসিন্ধু, তরাও বন্ধু, তুমি দয়াময়,

নিপদকালে রক্ষাকর্ত্তা শুনেছি নিশ্চয় ;

কাম্য-বনে পাণ্ডুর নন্দন,—

রক্ষা কল্লৈ শাকের কণা করিয়ে ভোজন ;

জয়দ্রথ বধের কালে, সুদর্শনে আচ্ছাদিলে,

অর্জুনের রক্ষা কল্লৈ ঢাকিয়ে তপন ।

তিওট ।

ওহে দীনবন্ধু, তুমি করুণার সিদ্ধু,

ও নাম স্মরণে হয় ভবসিন্ধু পার ।

এ সংসার সব অসার, তুমি সারাৎসার,

যত অনিত্য বাসনা, কেবল ঐ বাসনা, করি বাসনা—

ও নাম রসনার না ডাকিয়ে একবার. হরস্তু কৃতান্ত অনিবার :

আমি শুনেছি পুরাণে, যে ভজে স্বমনে, জয়ী শমনে ;—

ও নাম বিচনে জীবের গতি নাহি আর ।

[লোফা । বলি ওহে জগৎকু জগন্মুলাধার,

রূপাসিন্ধু ! রূপাবিন্দু বিতরণে ভবসিন্ধু কর পার ।

[তিওট] আমি যে জন্মে ভবে এলাম, ভ্রমে সব হারাইলাম,

হারি ! কি করিলাম ; ভব-সংসারে কেবল আসা হ'ল সার ।

[কাঁপতাল] হরি' ! একি দেখি অপার করুণা তোমার !

তুমি আগনি কাঁদ আপন নামে, শুক্লের ব্যথা মূলাধার ।

[রূপক] ভক্ত বাখা পেয়ে, তোমার মুখ চেয়ে,

কাঁদে যখন হরি হরি ব'লে,

তখন তুমিও কেঁদে ভেসে নরন-জলে,

এসে লঙহে তা'রে তুলে আপন কোলে ;

এত করুণা আর আছে বা কা'র ?

[আড়খেমটা] তোমার করুণায় ভবের মরীচিকায়,

মন্দাকিনী বহিয়া যায়, তৃষিত মানব-মুগকুল ধায় ;—

অঞ্জলি ভরিয়ে, অক্ষুণ্ণ পূরিয়ে, পিয়ে স্নানীতল বারি তার ;

[লোকা] হরি ! তোমার করুণায় করুণা উথলে পাষণ পরাণে ;

যেন তুমার শ্রাবে, নিৰ্ব্বার করে, কঠোর পাষণে বারবর অনিবার ।

ঠুংরী] কোথা কোন পথে, কোন মতে, তুমার গলিয়ে যায়.

পড়ি' গিরি শিরে, ঘুরে ফিরে, নিয়ত নিষ্ঠুরে ধায় ;

শেষে পড়িয়ে ভুতলে, কগকল চলে,

বহে প্রবাহিনী রূপে, উষর উর্কর ভূমে,—

স্থানাস্থানের তা'র নাহিক বিচার ।

[একতালা] হরি ! তোমার করুণা কত, কত বলিব হে আর,

তোমার করুণার নাহি যে পার ;

তোমার করুণার কণিকার শাস্তিসিদ্ধ উথলার,—

কেবল কণিকার সুধার বহুয়, অগত ভাসিয়ে যায় ;

তোমার করুণা তোমারি বিভূতি-সস্তার ।

[দশকুশী] হরি ! তোমার করুণা চাহিতে হয় না, হে করুণাধার !

তুমি আপনি ফের দ্বাবে দ্বারে, ডেকে জাগাও বা'রে তা'রে,

বিলাও অবিরল ধারে, শ্রেমের পীযুষ-সার ;

হরি ! তোমারই করুণায় পাইহে তোমারই নামের শাস্তিভঙ্গল ;

তোমার করুণায় জীবের জীবনে মঙ্গল, মরণেও মঙ্গল,

তুমি মঙ্গলময় মঙ্গলাধার ।

[খয়রা] বলিহারি হরি ! তোমার করুণায়,

শুধু হরি হরি ব'লে তোমায় পাওয়া যায় ;

নাহি প্রয়োজন, পূজার উপকরণ,

রক্তত কাঞ্চন, কুমুম-চন্দন ;—

কেবল মুখের কথায় হরি বলে, হরি পাওয়া যায় ;

তোমার এই বিধান, হে করুণা-নিধান,

ধুলে মন-প্রাণ, করলে তোমার গুণগান,

জীবে তোমার সঙ্গ পায় ।

জংলাট—খয়রা ।

কত দিনে ও মুখ দেখিব ।

কবে তুষিত নয়নে, ও রূপ-বাশি পানে, অনিমেঘে চেয়ে র'ব

(সে দিন আমার কবে হবে হে) ।

কবে তোমা সনে প্রাণে প্রাণে, প্রেমগুণে বাঁধা পড়িব,

(সেদিন আমার কবে হবেহে, মনে মনে মন মিশিয়ে যাবে)

কবে পাগল হইয়ে, তোমাকে লইয়ে, হাসিব কাঁদিব নাচিব ।

কবে তোমার নামগানে, সুধা পানে, মাতিব মাতারে ল'ব,

(সেদিন আমার কবে হবে হে)

তোমার প্রেমের পাথারে, গভীর সাতারে, ডুবিয়ে না আর তাসিব ।

কবে তোমাতে আমি, আমাতে তুমি, মিলেমিশে জুয়ে এক হইব,

(সেদিন আমার কবে হবে হে)

আবার আপনা ভুলিয়ে, একে দুই হয়ে, তোমাকে পূজিব ভজিব ।

বড় অদম্ব, তাই প্রেমময়, পড়েছে তোমায়ে মনে ।

তোমা বিনে হরি, কা'রে ধরি' তরি, ডাকি বল কোন্ জনে ?

এ যে ভীষণ করাল, ব্যাধি এস কাল,

বিষম জঞ্জাল, তরঙ্গ উত্তাল,

নন্দলাল !—উচরোলে ডাকি হে সঘনে ;

(ও ভাই, হরিবোল হরিবোল বোল হরিবোল) ;

কুদিন বাতাসে, পড়েছি নিরাশে, প্রাণের তরাসে, মরি হা-হুতাশে,

(ওহে) কালোশশী, দেখ আসি, রাখহ চরণে—

(ও ভাই, হরিবোল হরিবোল বোল হরিবোল) ।

(ওভাই) ধরনী কাঁপা'য়ে, আকাশ ভাঙ্গা'য়ে, তোল হরি হরিবোল ;

ধরিব শ্রীপদে, তরিব বিপদে, হরিনাম পান কর জনে জনে ।

প্রাণ বায়ু স্তামরায় ! দেখ করুণা-নয়নে ;

(ও ভাই, হরিবোল হরিবোল বোল হরিবোল) ।

তিষ্ঠে।

রূপাসিক্ত হে ! কবে, কিঙ্করে করুণা প্রকাশিবে,

দেখে ভবের তুকানে, আতঙ্কে মরি ;

কেবল ভরসা ঐ শ্রীচরণ-তরি ।

আমি ভজন সাধন নাহি জানি,

দীন নাথ—হে অনাথের নাথ—শ্রাম হে,

যদি প্রকাশি' দয়ার্ণব, স্বগুণে হে মাধব,

ভবার্ণব নিস্তার আপনি ; অনায়াসে তরি ছুস্তর বারি ।

আমি অন্নি অন্নমক্তি, না জানি ভক্তি স্তুতি, হে—

না করিলাম সাধন সংহতি : (হরি, হরি হে !)

কামাদি ছয় রিপু সঙ্গে সঙ্গদা ধার মতি, এন্নি মন আমার দুর্মতি,

সাধুর সঙ্গ হুসঙ্গ, সে সঙ্গের নাই প্রদঙ্গ,

বিষয়-মদে হ'য়ে মত্ত প্রমিছে মন-মাতঙ্গ ;

যদি আপনার গুণে, রক্ষ অবিধনে,

তবে নামেয় গুণ, জান্তে পারি মনে মনে,

নইলে ভবের তুকানেতে ডুবে' মরি ।

কিঁকিট—ধরয়া ।

হরি ! আর যে প্রাণে মানে না, কবে তোমার হ'বে করুণা ?

তোমার নামে কুচি হ'বে নাকি, আমার মন কি ভাল হবে না ?

(দিন কি এমনি যাবে ?) (দীননাথ ! এই দীনহীনের) ।

এই বড় হে মনোবেদনা,—

তোমার নামে প্রেমে সবাই কাঁদে, আমার নয়ন কেন ঝরে না ?
বরণ হাস পরিহাস ক'রে থাকি, মনে করুল কাঁদতে বা কি,
কত বাঞ্চে চেষ্টা করে থাকি (তবু) এক ফোঁটা জল বেরোয় না ;
(হরি হে, আমার এমনি দশা !) (এই দীনের দশা দেখ হে নাথ !)

(কাঁদা কি হে মুখের কথা, যদি মন না কাঁদে) ।

যখন নাম-কীৰ্ত্তনে যাই কোন খানে (কারো অনুরোধে উপরোধে)
লোকের দেখাদেখি ব'লে থাকি, নামের সুধা পশে না কানে ;

কত করি ছিদ্র অধ্বেষণ, ভক্তাভক্ত কে যেমন,

আমি লোকটা কেমন, পাইনে গুজন, মনের গুমান ছুটে না ।

আমার কারো সনে মন তো মিশেনা,—

তাই সরে থাকি, মাখামাখি আমার কাছে ভাগলাগে না ;

সকলে পায় আলিঙ্গন, আমার ভাগ্যে কুবচন,

আমি বিলাই যেমন, পাইছে তেমন, তবু তো মন শিখে না—

(হরি হে আমার এমনি দশা !) ।

এই ভাগ্যদীনের হ'বে কি সে দিন, কবে তুণ হ'তে হ'ব হীন,

হ'য়ে র'ব দীনের অধীন ; (সে দিন কবে য়া হবে)

কবে শুন্ব গা'ব হরিনাম, কাঁদ্ব প্রেমে অবিরাম,

কবে ভাই ব'লে কোল দিব সবে, ভিন্ন বিচার রবে না

(ভক্ত পরশ পেয়ে) (নামের বাতাস লেগে) ।

তিওট ।

নিত্য নিরঞ্জন, গোপী-মন-রঞ্জন,
ওহে নীরদ-বরণ, রাখ শ্রীপদে ।
দীনজন অভাজন, না জানি পূজন,
তাহে দেহ-রিপু ছয় জন, করে কুর্কর্মে নিয়োজন,
প্রাণ কাঁদে পড়িয়া মায়া-হ্রদে ।

হে কৃতজ্ঞাবন ! 'পতিতপাবন' নাম ধরে'ছ,
তবে হে অগতির গতি, এ সঙ্কতি-বিহীনের উপায় কি করেছ ।
হ'য়ে দয়ালু হৃদয়, নিজ গুণে, কত নিগুণে নিস্তার করেছ,
ডাকি কাতরে, বিপক্ষ পদে পদে ।

হরি ! তুমি ভবে ভাঃহারী,—

বনে ভাবিয়ে তব শ্রীপদ, ধ্রুব পায় ধ্রুব-পদ,
কুবের পায় সম্পদ, ইন্দ্র স্বর্গাধিকারী ;
যোগিগণ ষোগাসনে, অনশনে বিপিনে,
যত্নাঙ্গন হ'লে নামে ত্রিপুরারি ;
আমি দীনহীন অতি অভাজন, হে ভব-তারণ,—
ভজন পূজন সাধন না জানি, কেমনে তরিব ওহে চিন্তামণি,
রিপুর বশে ভ্রমি, দিবস রজনী, ভরসা কেবল ঐ শ্রীচরণ ;
ওহে দয়াময় ! নিজগুণে, তরাও এ ভজন-হীনে তব-তুফানে,
যেমন মনের আফ্লাদে, রেখেছিলে প্রফ্লাদে ।

[তিওট] হরি হে ! ওহে হৃদয়বিহারি !

দয়াময় ! দীনে দয়া কর শ্রীহরি ।

অকৃতি অধম জনে ভবে পার কর ভব-কাণ্ডারী ;

শুন ওহে ভব-তারণ, আমি অতি অভাজন,

আমার রসনার রস না বুঝে আছে কুর সে মগন ;

হুস্ত কুতাস্ত ভয়ে সদা আতঙ্কে ভেবে মরি ।

[শোকা] শ্রীমধুসূদন হরি ! তুমি হে বিপদ-তারণ-কারণ,

আমি না জানি তব ভজন, আমি না জানি তব পূজন,

যে জন ভজন জানে সেই তরিবে,—

এই ভজন-হীনে কে তরাবে (ওহে ওহে হরি)

[ডাঁসপেড়ে] ভজন-পূজন-হীন শিয়রে আছে শমন,

কি হইবে দীনের উপায় হরিহে (ভজন জানি না হে)

এই ভব-নদী তুফান ভারি, পার হব কেমন করি,

চরণ-তরি কৃপাময় হরি হে (আমায় দিতে হবে হে)

দীননাথ ! এ দীনের গতি, তুমি গতিহীনের সুসংগতি,

তুমি শমনদমন শ্রীমধুসূদন, অগতির গতি ;

এই নিবেদন ওহে হরি ! অস্ত্রে শিও রাজ্য চরণ-তরি ।

[রূপক] চাঁদের চিকণ কিরণ-রাগে, প্রেমিক কেমন সেজেছে!

প্রেমে অনুরাগে আগে সে চলেছে ।

[ধামার] অনূপম প্রেমের প্রবাহ ধার,

নাহিকো কুল, মূল বা কোথায়,

- ঐ প্রেমে ভাব-ভরজে খেলার,
 চলে কল্লোল কল-কল হরিবোল তার ;
- [রূপক] কত বীণা কত তারে বেজে গেছে ।
- [দোলন] প্রেম-পরশনে, মিশেছে চেতনে অচেতনে ;
 নর-নারী নদ-গিরি, তরু, পশু-পাখী,—
 মাথামাথি প্রেম-আভিজনে ;
- [রূপক] ফুলকুল হেসে প্রেম ঢেলে দেছে ।
- [একতারা] একি রে বেদিকে চাই, শুধু প্রেমিকে দেখিতে পাই,
 অসীম অনন্তে চলেছে সবাই,—
 হেথা ভাই ভাই, আর নাই ঠাই-ঠাই ;
- [আড়া খমটা] প্রেমের ভাবার, প্রেমে গেয়ে যার, প্রেম-সংকীৰ্ত্তন ।
 মোদের মোহ গেল, চেতন এল, ঠ'ল শুভ সন্মিলন,
 (আনন্দের আর সীমা নাই)
- [রূপক] আগে চল, হরিবল, নেচে নেচে ।

মিশ্র—০৬ট ।

আনন্দে সদানন্দে কর, হরিগুণ গান রে ।
 আজি চিন্ত-চকোর, হইয়ে বিতোর,
 হরি-সুধা কর পান রে—
 (হরি হরিবোল, বল হরিবোল,
 বল শব্দে স্বপনে হরি হরিবোল) ।

হরিপদ-কমলে, মন-অলি দলে দলে,
 পিও মকরন্দ, করিয়ে আনন্দ,
 ভরিয়ে হৃদয় প্রাণ রে । (হরি হরিবোল ইত্যাদি)
 সেই প্রেমসিন্ধু-জলে, ডুব সবে কুতুহলে,
 তুলিয়ে সাতার, আত্ম-অহঙ্কার,
 থাক মীনের সমান রে ।

হিমা মন আসনে, বসাইয়া সযতনে,
 ভক্তি গঙ্গাজলে, পুণা তুলসী-দলে,
 চরণে সবে প্রদান কর রে । (হরি হরিবোল...)
 নামরূপ আকাশে, প্রাণ-বিহগ উল্লাসে,
 ল'য়ে জপ-মালা, হরি হরি ব'লে,
 তুলিয়ে মধুর তান রে । (হরি হরিবোল...)

ভজহঁ রে মন, নন্দ-নন্দন, অভয় চরণারবিন্দ রে ।
 ছলহ মাহুৰ জনম সংসঙ্গে তরহ এ ভবসিন্ধু রে ।
 শীত আতপ বাত বরিখণ, এ দিন ষামিনী জাগিরে ;
 বিফলে সেবহ কুপণ হরজন, চপল স্মৃথ লব লাগি রে ।
 এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন, ইথে কি পরতীত রে ;
 কমল দল জল, জীবন টলমল, ভজহ হরিপদ নিত রে ।
 শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন, পাদসেবন দাস্ত রে ;
 গুজন সখিজন, আত্ম নিবেদন, গোবিন্দ দাস অভিলাষ রে ।

উঁসপেড়ে ।

একবার হরিবল বদন ভরিয়ে রে ।

ও তোর সাধের জনম বহে যায় রে,

(আর হরিনাম বল্‌বি করে ?) ।

ওরে আর কি মানব জনম হবে, (বদন ভরে হরি বল)

মুদলে আখি, সকল ফাকি, (কেউ সঙ্গে যা'বে না রে)

নিরবধি কতই জল্‌বি ; (বিষয়-বাড়বানলে)

হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে (নাম গতি, নাম মুক্তি)

(সাধের বৈভব পড়ে র'বে), (যখন দেহ পতন হবে) ।

রামকলৌ—একতাল। ।

হরি হরি ভক্ত, হরি নামে মজ, হরিপ্রেমে সাজ, যে আছ যথায় ।
হরি হরি বলে, ডাক প্রাণ খুলে, দেখি আখি তুলে কেমনে না চায় ?
প্রেম-রসে ভরা তবু প্রেম চায়, (হরি আমার প্রেমের পাথর)
প্রেমের বাতাস পেলে উছলিয়া যায় ; তাঁরে প্রেমে যে সে পায়,
প্রেমে সে বিকার, হরি-পদ লাভের এ বড় উপায় ।

প্রেমের পথে যেতে না পেলে সন্ধান, হরিভক্ত-পদে আগে লহ স্থান,
ভক্ত সঙ্গে সঙ্গে কর নাম গান, ভক্ত সঙ্গে থাক ঢেলে দিয়ে প্রাণ ;
পুষ্পসনে যথা অঞ্জলির ছলে, তুচ্ছ কৌটাধমের হরিপদ মিলে,
তেম্মি কপাল খোলে, ভক্ত সঙ্গ পেলে,

(যে) অনায়াসে বসে, তাঁরে পাওয়া যায় ।

আছে, ভক্ত ধরিবারে এবড় এক ফাঁদ, অহরহ বসে' কর নাম গান,

হরি না জাগিতে আগে ভক্ত প্রাণ, বথা সে থাকিবে তথা পড়ে টান ;
ভক্ত এসে জুটে নামের আ কৰ্ষণে, শেষে হরিপদ ঘটে ভক্ত-দয়াশুণে,
তাই বলি ! মজ্জ হরি-সংকীৰ্ত্তনে, দেখি সে কোন্ খানে কেমনে লুকায় ?
ভক্ত-সম্মিলনে খুলিবে নয়ন, আত্মহত্ব তবে হবে নিরূপণ,
কে তুমি, কে হরি, কেন বা এমন, হরি হরি বলে করিছ রোদন ;
যে হরিকে ভাব যোগন অস্তরে, সে রয়েছে তোমার হৃদয়-মন্দিরে,
প্রাণনাথ বলে' থাকিলে তাঁহারে প্রাণে থেকে দেখা দিবে সে তোমায় ।

সদাই হরি হরি হরি বল, ও মন রসনা !
হরিনাম ঔষধি পান করিলে ঘুচুবে ভব বন্ধনা ।
এই ঘোর মাঝ-জালে, ওমন ! বন্ধ তায় হ'লে ;
অমূল্য ধন হরির চরণ হেলায় হারা'লে ;
একবার প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে হরি হরি বল না !
ও মন ! জনের তুলানে, পার হবি কেমনে,
ও সেই দীনবন্ধু কাণ্ডারী বিনে ;
সেই অভয় চরণ কর স্মরণ, ভব-ভয় আর হবে না ।
এই বিষয় বিঘোরে, ও মন ! আহরে পড়ে,
কোন্ দিনেতে রবি-মুখে বাধুবেরে করে,
বন্ধুগণ সহ মিলে, নামের জয়-ধ্বজা তুলে,
হরি বলে' কাল কাটাও মন ! থাকিস্নে ভুলে ;
নামে বন্ধু কল্পে রতন পাবি, অগস হয়ে থাকিস্ন না ।

হরি বলে সবাই ডাক রে ।

সেই হরি চরণ হৃদে ভাব রে ।

এ সংসারে হরি বিনে কে তারে, অপার সংসার-মাগরে,

সেই দয়াল শ্রী:রিনাম বিনে কে তা'রে ?—

কত মহাপাপী ত'রে গেল হরি-সংকীৰ্ত্তন ক'রে ।

দীনবন্ধু বলে ডাক রে তাঁহায়,

জগাই মাধাই তরাইলেন তি নিহে দয়া ক'রে ।

লীলা তাঁর বেদ-পুরাণে প্রকাশ,

ঋষ প্রহ্লাদের তিনি পুরাংলেন আশ ;

ডাকলে তাঁরে হৃদয় খুলে, শমন-ভয় বা'বে দূরে ।

তিওট ।

চিন্তা কর মন ! চিন্তামণির চরণ, চিন্তা র'বে না ।

কেন কর অনিত্য চিন্তা, সংসার-বাসনা চিন্তা, ত্যজ ও চিন্তা ;-

কর চিন্তাময় চিন্তামণির চরণ চিন্তা ;

ভব-মাগরে চিন্তা করতে হ'বে না ।

চিন্তামণিরে কে চিন্তে পারে, ভবমাগরে পড়ে হুস্তারে,

চিন্তে চিন্তামণি, মূনির শিরোমণি,

শিব চিন্তা করেন সদা অন্তরে ;

তিনি ত্যজে অসার চিন্তা, সংসারের চিন্তা,

তবু তাঁরে চিন্তে না পারে ।

দ্বিতীয় "ওট" ক'রে, প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে ।

অনলে, সলিলে, হস্তিপদে রক্ষা পেলে ;
 আর ঞ্জব পড়ে চিন্তাকূলে, পঞ্চম বৎসরের ছেলে,
 সার চিন্তে চিন্লেন চিন্তামণি ;
 দেখে তা'র কঠোর চিন্তা, চিন্তামণি হ'ল চিন্তা,
 ভেবে চিন্তে বনে উদয় হ'লেন ; (নারদের কথায়)
 তেমনি চিন্তা কর মন ! ভবান্নবে, চিন্তা র'বে না ।

কীর্তনের সুর—একতারা ।

[হরিনোল বল্ জগাই মাধাই—সুর]

ছাড় মন ! বৃথা অহঙ্কার ; বল হরি হরি অনিবার ।
 সদা 'আমার আমার', চিন্তা তোমার, এঘোর মায়া-বিকার ।
 ও মন ! ধন জন সবে, কেউ সজ্জ না যা'বে,
 ছেড়ে ভবের খেলা, যা'বার বেলা, সব পড়ে' র'বে ;
 তখন থাকবে না তো'র এ জাকজারী অচল হ'য়ে দেহভার ।
 মজুর মুটে কি রাজা, (সব) সংসারের সং সাজা,
 যা'র যেমন কাজ, তা'র তেমন সাজ, বিধি ভেদ সাজা ;
 হ'য়ে দেহ-রাজ্যের রাজা রে মন ! সাজা ভ্রমণ করোনা আর ।
 'রসিক' রসিক যে রসে, ও মন ! মজ সেই রসে,
 থাক দিবানিশি মগ্ন হরির প্রেম-সুধা রসে ;
 হ'বে হরিয়ে কাল গত রে মন ! হরি-চরণ কর সার ।

সিদ্ধু ষাষাঙ্গ—একতাল।

বলরে আনন্দ-ভয়ে মধুর হরিনাম ।

দেব-দুর্ভাগ নাম-সুধা কর সবে পান ।

(এমন দিন আর হবে নায়ে) (মানব জীবন সফল করয়ে)

যে নাম কীর্তনে হয় মোহ অবসান । (প্রেমানন্দ উদয় হয় রে)

(প্রেমসিদ্ধু উত্থলয় রে) (হৃদয়-গ্রহি ছিন্ন হয় রে)

ইহকালের সুখ হরি অস্তুর আরাম ।

(হরি বিনা কি ধন আছে রে,—জীবের জীবন ধন রে)

ঐ দেধ ভাসিছে আনন্দে ধরা, সরিৎ, সিদ্ধুরে ।

কীর্তন—একতাল।

জীবের থাকতে চেতন, হরিবল মন ! দিন গেল, দিন গেল ।

দিন গেল—দিন গেল রে মন ! দিন গেল—দিন গেল ।

গুরে জগাই মাধাই পাপী ছিল, (তারা হরির নামে,)

তা'রা হরির নামে তবে গেল ।

গুরে রূপ সনাতন দু'ভাই ছিল (তারা বিষয় ছেড়ে)

তা'রা বিষয় ছেড়ে ফকীর হ'ল ।

গুরে, রত্নাকর দস্যু ছিল, (সে যে নামের গুণে)

সে যে নামের গুণে উদ্ধারিল ।

গুরে, অহল্যা পাষণ ছিল, (সে যে চরণ পেয়ে)

সে যে চরণ পেয়ে মানব হল ।

আমি কখনও শুনি নাই এ নাম, (আহা ! কি মধুর নাম)

নামে পাষণ হৃদয় গলে গেল ।

গুরে মনরে তোর পায়ে ধরি (এ নাম ভুলোনা, ভুলোনা)

এবার আমার নিয়ে ব্রজে চল ।

— — —

চোঁতাল।

জপ শ্ৰীমধুসূদন ।

ভক্তি-তুলসীদল, হৃদয়-কমল, কমল করে কর অর্পণ ।

অকালে ঘেয়েছে কালে, মানব জনম বার বিফলে,

হরি বল সবাই মিলে, শমনে কর দমন ।

হইলে অসাধা ব্যাধি, বৈষ্ণবতে মা পায় বিধি,

এ রোগের মহৌষধি, হরিনাম সংকীৰ্তন ।

বেদব্যাস লিখিছেন, বেদে, মতি ষাঁর হরি-পদে,

রাখেন তারে ষোর বিপদে, ষেন হিরণ্য-নন্দন ।

হরি হরি ব'লে ডাক দেখি মন রসনা ।

তারে ডাকলে পরে করবে কোলে, শমন ছুঁতে পারবে না ।

ভক্তিভরে, ডাকলে পরে, ভব-ভয় আর র'বে না—

(ভোলা মন ! শোন্‌রে আমার) ।

আমি দিনের কাকাল, ওহে দয়াল, পূরাও মনের বাসনা ।

যে জন হরি বলে' ডাকে, শমন-ভয় আর থাকে না ।

তুমি নীরদ-বরণ, অধম-তারণ, পূরাও মনের বাসনা ।

একতারা—লোকা ।

আজ আনন্দে বদন ভ'রে হরিনাম-সুখা পান কর রে ।

হরি বল, হরি বল, হরি বল রে ('আজ আনন্দে বদন ভরে') ।

ভাইরে কুখা তৃষ্ণা দূরে বা'বে, প্রেমসিকু উথলিবে,

(একবার বদন ভরে হরি বল)

ভাইরে, ত্রিতাপ-জালা দূরে বাবে, এমন দিন আর হবে না

(ভাইরে, মানব জনম বহে যায় রে)

(জীবের নাম বই আর গতি নাই রে)

(জীবের নঃটমব পরম গতি) ।

ভাইরে সংঘে বৈভব প'ড়ে র'বে, কেউ সংস্র বা'বে না রে,

(দেহ শব হ'লে সব পড়ে ত'বে) ।

ভাইরে, নাচ গাও বল হরি, ছ'বাহু তুলে,—

(হরিনামের মালা গলায় দিবে)

(ও ভাই, শমন-বিজয়ী নাম রে)

(নামে ভব-বন্ধন দূরে যায় রে) ।

ভাইরে, হৃদয়মাঝে প্রেমের নদী বহে যায় রে—

(প্রেমে বিহ্বল হয়ে হরি বল)

(ভবে বৈষ্ণব একা, আস্তেও একা)

(ভাইরে মুদলে আঁখি, সকল কাকি)

(মিছে মায়ায় ভুলো না রে) (বদন ভ'রে হরি বল) ।

তিষ্ঠ ।

হরি বলে বাহু তুলে, নাচয়ে মন ! পাবি গোলকেরি নিত্যধন ।
 হরিনাম-সুধারসে, জিহ্বা ! থাক্বে তুই মিশে,
 চরণ পাবি, প্রাণ জুড়াবি, ভয় আছে কিসে ;
 সে যে শমন-হমন কাল-নিবারণ, হরি অন্যায়সে দিবে চরণ ।
 ওরে হরি দয়াময়, তিহি দিবেন পদাশ্রয়,
 রূপে বনে রাজ্য স্থানে নামে সৰ্ব্ব জয় ;
 তারে তমু মন প্রাণ কর প্রদান, যাতে জীবের মরণ হয়ণ ;
 ওরে ভব-নদী পার, যদি যেতে চাও এবার,
 মহা ঘোরে তারিবে তোরে হরি কর্ণধার ;
 ও সে দীনবন্ধু কৃপাসিদ্ধ সে-ই জগতের হৃদয়-রজন ।
 মুখে বল হরিবোল, এবার সে পথের সম্বল,
 বৃথা কাজে কেন মনে করে' বেড়াও গোল ;
 গোপাল অতি মূৰ্খ, পায়রে ছঃখ, ভবে চিন্লেনা ভবতারণ ॥

নাম পেয়েছি সুধার ধারা, (আর) ভয় রাখি কি মরণে
 সার করেছি চরণ হরির, জয় করেছি শমনে ।
 পাপী ভাপী থাক্বে নাকো আর,—
 দয়াল ঠাকুর নাম এনেছে যুচ্বে ভবের ভার ;
 বিবের জালা জুড়িয়ে যাবে, অস্তর নামের স্বরণে
 (বল হরিবোল, বল হরিবোল, বল হরিবোল) ।

কিঁকিট—বরষা ।

তোমার নাম সে শুনি, খাম না জানি,

কোথা গেলে তোমার পাবহে হরি

নাম শুনেছি বেদিন, ভুলেছি সেদিন, না দেখে কয় দিন, র'বহে হরি

তোমার লাগিয়ে কত শত জন, কত মত করে কঠোর সাধন,

যোগ ব্রহ্ম ব্রত নিয়ম পালন, করে হরি ! কত জন হে,—

এসব শক্তি কিছু নাই আমাতে, এসব রীতিনীতি না জানি পালিবে

হাবার মত আন্ধার জানিহে করিতে,

ইথে যদি চিতে দয়া হয় তোমারি ।

হেন শুভযোগ হবে কি আমার, পাব কি গ্রহন করুণা তোমা

চরণ সেবনে, নামগুণ গানে, হবে মম অধিকার হে,—

জন্মের মত তোমার পাব কি ডাকিতে,

দেখার মত দেখা তোমাতে আমাতে,

সিখে তোমার চিতে, পাবকি রাখিতে,

হবে কি থাকিতে বাসনা তোমারি ? (এই নীরস চিতে)

রবি শশী হাসে আকাশের গায়, শাখে ব'স সুখে পাখীকুল গা

ফুলের সৌরভে মলয়ের বায়, পরাণ জুড়ায়ে যায় হে,—

যে দিকে যখন নয়ন ফিরাই, তোমারি মন্দির হেরি সেই ঠাই,

তবু তোমার হরি ধরিতে না পাই, পথেপথে তাই কেঁদে কেঁদে মা

কে দিবে বলে' সে পথের পরিচয়, কোথা গেলে হরি ! দেখাশুনা

(যথায়) প্রেমের প্রবাহ অহরহ বহু সকলই মজলমর হে,—

কঁহাকে দেখিতে চিতে ভালবাসে,

সে যদি মন বুঝে কাছে দাঁড়ায় এসে,
 তাঁহারি বাতাসে, তাঁহারি পরশে, প্রাণে অমিয় বরষে চুঃখতাপ হরি'^১
 মনের কথা কইলে লোকে পাগল কর,

তোমার কাছে ঠরি ! না বলিলে নয়,
 কেবল তুমি আমি রই, চুঃখ সূখ কই, চিতে আমার এই লয় হে,—
 না দিব কাহারে তোমার কাছে যেতে,

না দিব কাহারে তোমারে দেখিতে,
 (তোমার) পলকে পলকে, একা দেখে দেখে,
 (আমি) একা রব সূখে রেখে প্রাণে ভরি ।

সদাই হরিবোল, মধুর হরিনামের নাই তুঙ্গনা ।
 (মনরে ! সদাই হরিবোল, রে মন ! সদাই হরিবোল) ।
 নামে মহাপাপী তরে গেলরে, (মধুর হরিনামেরে)
 ঠরে, অপার নামেব মহিমা ।
 নামে অজামিল বৈকুণ্ঠ গেলরে, (মধুর হরিনামেরে)
 ত'রে ষমদূতে ছুঁতে পেল না ।
 যদি বিষয়েতে সূখ হ'তরে মন !—
 (আমার অবোধ মনরে, কিসে ভুলে র'লিরে)
 তবে লালাজি ফকির হ'ত না ।
 নামে জগাই মাধাই উচ্চারিলরে (মধুর হরিনামেরে)
 কেবল আমার হিয়া ডুব্ ল না ।

তিওট ।

দীননাথ হে ! কর এ দীনের সেই উপায় ।

যখন ঘটবে পঞ্চম কাল, সর্বৈক্রে আস্বে কাল, যটতে জঞ্জাল ;

তখন নন্দলাল ! স্থান দিও ঐ রাঙ্গা পায় ।

ওহে বিশ্বময়, তুমি বিশ্বময়, যে সব দৃশ্য হয় সে সব কিছু নয়,

হরি, তব নাম করি ছলে, ফাঁকি দিবে সে কালে, পুরাণে বলে,

বলে 'নারায়ণ' অজামিল বৈকুণ্ঠে যায় ।

তোমায় বেদে কয়, ভবনাশের ভয়, শুন ওহে দীন-দয়াময়,

হরি, তোমার বাঙ্গা পাল, অস্ত্রে স্থান না পায়, তার আর নাই উপায় ;

আসি শমন তার, আপন ক্রেরে ধরে যায় ।

একতারা ।

আমি অতি দীন, ভজন বিহীন, না জানি সে দিন কি করি শমনে ;

হায় ! বিষয় কাজে মত্ত, দিন গেল বার্থ, সদা উন্মত্ত বিষয়-চিস্তনে ;

তিওট ।

এই করহে রসময়, আমার সেই অসময়, যেন স্মরণ হয়,

হরি ! তব নাম করে যেন জীবন যায় ।

আশোয়ারি মিলিত—ধরত [বড় পিপাসিত হ'য়ে হয়] ।

হরি, তোমাকে না লেখে, থাকি বেই স্থখে,

তুমি তা বুঝিলে দুঃখ দুরে যায় ।

মানি শত ভাঙ্গা মনে, জামি যদি প্রাণে,

আমার বাথার বাথী একজন আছে এধরার (সুখ দুঃখের সাথী) ।

সুখ অমুখানি শত দুঃখ মাঝে, যার কল্প কাঁদি সে যদি তা বুঝে,
যজ্ঞর সমান বৃকে বড় বাজে, প্রাণ ধীরে তার সে ঠেলিলে পায় ।

যারে কেবে চিত্ত প্রেমতরঙ্গ ছুটে,

যারে পেয়ে কাছে মুখে হাসি ফোটে,

যারে দেখে মুখে আঁধি নেচে উঠে, তারে যদি ঘটে কি সুখে দিন যায় ।

কত পুণ্য তার ধন এ জগতে, হেন নিবি যার বাঁধা অকলেতে,
এত ভাগ্য মোর হইবে কিমতে, বখন চাই তখন পাইব তোমায় ।
যথাতথা থাক যথাতথা থাকি,

সদা যদি তোমার দেখা না পায় আঁধি,

বাঁধা বখন সহিতে নারি, তখন যেন দেখি, (অদেখার বাঁধা)

মনে মনে থেকে আসিয়ে হিমায় (দেখো—দেখো নাথ !)

হরি বল জুড়া'ক হিয়া রে ।

হরি বল জুড়াক হিয়া—হরেকৃষ্ণ বল জুড়াক হিয়া রে ।

যাতনা সহেনা প্রাণে রে ; (হরি বল জুড়াক হিয়া)

বিষয়-বিষে অঙ্গ জলে রে ; (যাতনা সহেনা প্রাণে)

পাপে তাপে প্রাণাকুল রে ; (বল্লু-বাড়বানলে)

কারও কথায় ভুলো নারে ; (ভুলা'তে অনেকে আছে)

মুদলে আঁধি সকল ফাকি রে ; (অসার বিষয় বৈভব)

কেউ সঙ্গে বা'বে না রে ; (কেবল নাটনব পরম সম্বল) ।

একতাল—দোকা ।

এই যে জিহ্বার অলস ভাজে একবার হরি বল ।

হরি বলরে—একবার হরি বল—

(ভাই রে ! এমন দিন আর হ'বে না)

(ভাই রে ! মানব জনম সফল হ'বে) ।

অধম-ভারণ হরি, ভবপারের কাণ্ডারী,

বদন ভ'রে বলরে হরি, পাবিরে তুই মোক্ষ ফল

(ভাই রে ! বদন ভ'রে যতন ক'রে)

(ভাই রে ! মন প্রাণ মিশাইয়ে)

(ভাই রে ! সবাই মিলে বাছ তুলে) ।

কিষ্কিট—খয়রা ।

হরি ! আদরের ধন, তুমি যেমন, তেমন যতন জানি কৈ তোমার ;

(আমার হৃদয়-রতন) (আমার হৃদয়-রতন অফের নহন) ।

হৃদয়-রঞ্জন অমূল্য রতন, তোমার মতন কে আছে আমার ।

তব প্রেমরসে ডুবে যেই জন, সেই জানে নাথ ! তুমি কি রতন,

জহরী না হ'লে জহর কেমন, জানে কি তা অস্ত জন হে ;—

কমলিনী জানে ভানুর মরম, কুমুদিনী জানে চাঁদের ধরম,

তরঙ্গিনী জানে সাগর-সঙ্গম, সে জানে যে জন যে জন বাহার

(নৈলে অস্তে জানা ভার) (মরমের মরমী বিনে) ।

নয়ন পাগল দরশ লাগিয়ে, পরাণ আকুল পরশ চাহিয়ে,

চরণ-যুগল সেবিয়ে সেবিয়ে, শীতল করিব প্রাণ হে ;—

হেন কত আশা হৃদে উঠে ভেসে, সফল না হয় আপনি বার বিধে,
তোমার হ'রে নাথ, র'ব পদপাশে, হেন পূণ্যবল কি আছে অধিক
(সদা র'ব পদ-পাশে) (আর সব ভুলে গিয়ে) ।

তবে যে করুণা কর দয়াময়, সে কেবল তোমার নামের পরিচয়,
নহিলে যে গুণে হইবে সদয়, (তা'তো) আমাতে সম্ভব নয় হে ;
চাতকী কি পারে মেঘে জানতে ডেকে, তৃষিত পরাণে পথ চেয়ে থাকে,
আপনি জলদ গলে' পড়ে মুখে, তা' নৈলে কি নাকি জীবন তাহার ॥
তপ জপ ব্রহ্ম আক্ৰি ক পূজন, মূলমন্ত্র আমার তুমি একজন,
তব নাম-গুণ শ্রবণ কীর্তন, সাধন ভজন নাথ হে !—
গঙ্গা গঙ্গা বারাণসী বৃন্দাবন, কোটি তীর্থ আমার তোমার ও চরণ,
তব সন্মিলনে সামান্ত ভবন, নন্দন-কানন সমান আমার
(হ'লে তব সন্মিলন) (তবে হুঃখ অন্ত, চিরতরে) ।



হরিনাম-রসেতে ডুবি আর, প্রেমের ফোয়ার বয়ে যায় ।

ঐ দেখ প্রেমের নদী যমের সাগর, ওরে উথলে পড়ে উত্থাঙ্ক
(হরিবোল হরিবোল বলরে ভাই) ।

ঐ ব্যাধি-টেউ আর শোকের তুফান

হরি বলতে বল সব ফুরায় (হরিবোল হরিবোল বলরে ভাই) ॥
ওসেই শ্রোতের মুখে সুধার ধারা, তাতে অমরে বাঁপ দিতে চায়
(হরিবোল হরিবোল বলরে ভাই) ।

কীৰ্ত্তন—কালতাল ।

হরি বল, হরি বল, হরি বল ভাইরে !

হরিনাম-তরঙ্গী বিনে, অল্প গতি নাইরে ।

অপবিত্র পবিত্র বা, যে তাহে যে থাক,

হৃদয় খুলে বাহু তুলে, হরি বলে' ডাক ;

আছে বত পাপ-রাশি, নাম-তরঙ্গে বা'বে ভাসি',

উদয় হ'বে জ্ঞান-শলী, অন্ধকার বা'বে দূরে ;

হরেকৃষ্ণ চরোরাম মুকুন্দ মুরারে,

মাধব মধুসূদন মধুকৈটভারে ;

গোপাল গোবিন্দ রাম, কেশব করুণাধাম, বল বল অবিহাম,

। আয় ভাই !) হরিনাম-সুধারসে তাপিত প্রাণ জুড়াইরে !

তিতুট ।

দেহি পদ অতুল-সুখপ্রদ ভবান্ধবের তরঙ্গী, ভবের সম্পদ ।

যে পদ ভাবিলে মোক্ষ হয়, শমন ভয় দূরে যায়, বুঢ়ে ভব-লভ ;

রাখ বিপদে শ্রীপদে হে গোবিন্দ !

আমায় পাঠা'লে ভব-পাবে, তাঁরব কি প্রকারে, ওহে মুরারি !

কে পারে কে পারে বিনে ও পদ ।

[একতাল্য] জ্ঞানবিহীন দীনহীনে, একবার হের নয়ন-কোণে,

আমি মুচুমতি গতিবিহীন, আমার তারিতে হবে নিজগুণে ;

[তিতুট] প্রাণাকুল দেখে অকুল বিপুল সমুদ্র-নীরে,

নাহি ছেরেহে লোকালয় সকলি জলময়, দয়াময় হে !—

আমায় দেখা দেও হরি । আমি পতিত ।

[ঠুংরী] হে কংস-বিনাশন, ভবভয়-বারণ, দীনহীনতারণ ঙ্গ হে,
শরণাগত-পালন, দেহি দেহি চরণ, মম গতি হরি ঙ্গহি

[তিওট] গতি ঙ্গহি মে দয়াময়, দেহি মে পদাশ্রয়,
নিরাশ্রয়ের আশ্রয় রাজা পদ ।

[রূপক] কোথা শ্রীমধুসূদন ! আমায় রাখ হে পায় ।

হরি ! দেখা দেও, বিপদ ঘুচাও, মুখ তুলে চাও,
দয়ার নিষ্কার তুমি—প্রেম-সুধাধার
আমার ভালে কি গয়ল ঢালিবে সুধার আধার ।

[ঠুংরী] তবে কোন দোষে, কিবা দোষে, দাসেরে ঠেলিছ পায়,
কোন শাপে, পাপে মনস্তাপে, হ'লে হে পাবাণ-প্রায় ?
তুমি সহায় সম্পদ, নাশহে বিপদ,
তুমি না রাখিলে হরি ! কেমনে উদ্ধারি আর,
কাতর অস্তরে হার ! ডাকিহে তোমায় ।

[একতালা] ওঘোর বিপদে হরি ! আজ তার'হে আমায় ।

তুমি অনাথের হে সহায় ।

তব বরুণার বারি, ওহে ভব-ভয়হারি !

চেষ্টে আছি হার, আকুল হিয়ার, তবিত চাতক প্রায় ;

আজি নিবার' বিপদ শ্রীপদ-ধূলায় ।

তিওট ।

ওরে ভ্রান্ত মন ! তাব হৃদ্পদ্মে পদ্মপলাশ-লোচন ;
দিন গেলে, কংবে সাধন, মিছে অকারণ ;

তাজে অনিতা ভাব, ভাব নিত্যধন ।

মনরে ! সে দিনের দিনাগত, বিষয়-বিঃষতে রত,
আছ নিয়ত, পান কররে হরিনামামৃত ;

বদি ভবাকি হ'বি পার, ভাব সেই সারাৎসার,

অসার ভাবেতে হও বিরত ;

মুখে অবিশ্রাম, বল হরিনাম,

বিষয় বাসনা পরিহর, ভাব সেই সারাৎ সার,

সাধুর সঙ্কেতে মুখে কর সঙ্কীৰ্ত্তন ।

একবার, ভাব শ্রীকান্তে, মন ! একান্তে,

(যদি অন্তে অভয় চরণ পা'বি, ও মন দুঃশয় !)

মিছে মায়া বশে, মনরে মাছ ভুলে,

(একবার ভেবে দেখ) মনরে, কি হ'বে সেই চরম কালে ;

তিনি ত্রিতাপনাশন, দুরিত-বারণ, অখিলের পতি,

ঠাঁ'রে ভাবিলে র'বেন', এ ভব হুঞ্জণা, রেমন ! হুর্ষতি ;

মিছে মায়া পরিহরি, বল হরি হরি, হরিনাম সার,

তনি তহুে ভব-বাক্য, হরিনাম মোক্ষ, হরি পরাৎপর ;

হরিনামে হয় কৃতান্ত-ভয় নিবারণ ।

এই ভব-ধাম বে দিনেতে ছাড়িবে, মুখ-সম্পদ কোথায় র'বে,

(এই যে) ঘুঁচেবে সকল মুখ, নিদান সময়,

(ও'র মন আমার, ছুয়াশয় !)

কৃতান্ত-পীড়নে হ'য়ে বাধিত-হৃদয় (ও সেই অস্তিমকালে)

নিজ হুকুতি স্মরণ করে'। তাসিবে নয়ন-নীরে রে,

শোকানলে প্রাণ দহিবে (কৃতকর্ম স্মরণ করে' রে)

জননী কান্তরা হ'য়ে, নয়ন-মণি হারাইয়ে, রে ;

কাঁদিবেন তব গুণ গাইয়ে, (স্নেহময়ী জননী) ;

ভাইয়ে, কত জন্মান্তরে, মানব জনম পেয়েছ রে,

(আশী লক্ষ যেনী ভ্রমণ করে')

আসি কি করিলি এ সংসারে, ও দিন গেল,

একবার ভ্রমেও তাঁরে ডাকলিনারে,

অতএব বলি শুন, কর হরি আরাধন, রে—

যদি সে শঙ্কটে পা'বি জ্ঞাণ, (কালের কবল হ'তে রে)

যে নাম দিবা-বামিনী, পঙ্কানন শূলপাণি,

সদানন্দে গায় নিরন্তর, (হরি হরি বলে' রে)

হিরণ্যকশিপু-সুত, পান করি নামাসুত,

শঙ্কটেতে পাইল নিস্তার, (সে যে তরে' গেল রে)

যোগিগণ যোগাসনে, মহারণ্যে অনশনে,

হৃদয়েতে যা'রে করে ধ্যান, (চরণ পাবার লাগি রে)

অহঙ্কার পরিহর, তজ সেই দামোদর,

শুনি তিনি করুণা-নিধান, (জীবে দয়া করেন রে)

হরি অগতির গতি, পতিত-পাবন ।

নগর সংকীর্ণন ।

হরি হরিবোল বল আনন্দে সকলে মিলে ।
 হরি নিত্যধন, পতিতপাবন, হরি দীনবন্ধু, অপার কৃপাসিন্ধু ;
 হ'য়ে কণ্ঠধার, ভব পার করে নদীন কাছালে ।
 (তোমার) সম্পদ বিভব, অনিত্য এ সব,
 জ্ঞান না কি—কেবল হরিনাম শেষের গতি ;
 গেলরে মিছে কাজে দিন, দিন দিন শমন নিকট হইল,
 (তোমার) জীবন তো ফুবা'ল, হরি হরি বল,
 (তোমার) বার বার করি এই মিনতি ।
 পারবে না কণ্ঠরোধ হ'লে, লইতে মধুর হরিনাম,
 তাই দিন থাকিতে মন, হও সচেতন,
 ভুলো নারে—রাখ তাঁর চরণে মতি ।
 হরিনাম-সুধাসিন্ধুনীরে, ডুবিলে পূর্ণেন্দু প্রেম উদয় হ'বেরে,
 ও তাঁ'র আলোর ছটায় জগৎ আলো—পুলকিত রে,
 (হরিবোল বলরে ভাই !)
 (ও সে) সুধাময় সুধাকরে সুধা করে রে (প্রেম-সুধাকরে রে
 ও সে, সুধা পানে শূন্যপাণি মৃত্যুঞ্জয় রে ;
 পিয়ে দিবানিশি যোগী ঋষি সুধারামি রে—
 (সে যে শুধুই সুধা রে) (হরিবোল বল রে ভাই) ।
 কত যে সাধন-ফলে, মানব-শরীর পেলে রে,
 কর এই বেলা মন, হরি-পদকমল ভাবনা—

(এমন দিন হ'বে না) (ভব-ভয় র'বে না) ।

(ওমন !) তবে কেন আর, ভাবনা তোমার,

একবার বদনে হ'র বসে,

হরি দীন দেখিয়ে পার করিবেন, চরণে দিবেন স্থান,

(ওমন) কি ভয় তাহার, রসনা যাধার, করে হরিগুণ গান, রে,

আজিহে উৎসবে, মিলেছি সবে, পরিত্রাণক তবে,

শরণ লই এবে, হরির অভয় চরণ-কমলে ।

হরি বলে' সবে ডাকি আয়, দয়াল হরি দিগেন পদাশ্রয় ।

শ্রীপদ ধেবা পাশ, তার বিপদ নাহি রয় ।

হরি পতিত-পাবন, নামে তরে পাপীর জীবন,

(লোকে বলে হরি দয়াময়) (নামের নাকি তুলনা নাইরে)

হরি-নামের গুণে মহাদেব মৃত্যুঞ্জয় ।

হরি বলিতে বলিতে, মাতিয়ে প্ৰেমতে, চলছে নগর মাঝে,

(কেবল হরি হরি হরি বলে') (সুধামাখা হরিনামের রোলে)

নাম বিলাব সদলে, মাতাব সকলে, শিখাব শমন-রাজে ;

কেন অলসে অবশে, মোহমায়াবশে বন্ধ মায়াপাশে যামিনীদিবসে,

ভুলে নিজ পরিণাম, ছেড়ে হরিনাম, বুঝিবে কি বল অবশেষে ;

দেখনা অকালে ভবে ঘটে যে প্রলয় ;—

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল বলি আর ।

[ধামাল] তোরা, আররে ভাই ! থাকিস্নে কো মোহেতে মগন ।

শ্রীগৌরান্দের কৃপাশুণে এল তবে সংকীৰ্ত্তন (ওরে নগরবাসী) ।

শুনহে আশার বাণী ডাকিছেন সবে,

পাপ তাপ মোহ ঘোরে কেন পড়ে রবে,

ঐ ডাকে আর আর বলে, নগরবাসীগণ (শুন কান পেতে) ।

[খয়রা] এস এস সবে ।

(মোহ মায়া ত্যজি) (বৃথা বিষয়ে আর মজোনারে) ।

শুনরে আশার বাণী, বাণী শুনে কঁাদে পরাণী,

কেন, বৃথা মোহপাশে, বৃথা সুখ আশে,

যেতেছ ছুটিয়া ত্যজি এ বিভবে (শাস্তি পাবে বলে) ।

বিষয়-গরল পিয়ে, জরজর তব হিয়ে,

যদি ত্রাণ পেতে চাও, চরণে লুটাও,

নাম-সুধারস পানে মজ তবে (হরি হরি বলে) ।

কেন ঘুমে অচেতন, জাগাও জনম মন,

তুমি, হরেকৃষ্ণ বলে, নাচ বাহ তুলে,

চিরশাস্তি-পদ লভিবে ভবে (নাম গানে মজ) ।

[লোফা] ভাইরে ! সংসার আধার মাঝে তিনি প্রেম-জ্যোতি,

আধারে হারালে পথ পাবে জ্ঞান-বাতি (আধার পথে),—

(হারান পথ মিলে না) (ও সেই বাতি বিনে)

সংসারেতে দিবেন জ্ঞান-বাতি ;

ভাইরে !—আলোকের শিশু মোরা আধারেতে কেন.

আলো পাবে ভজ সেই জ্যোতি-বিনোদন ;—

(আগো পাবে) (গভীর আঁধার মাঝে) (পথহারা হলে) ।

ভাইরে !—তিনি অমৃতের খনি ককণানিধান.

ভুলি জালা ধূয়ে মলা হও সমাধান ;

(ভুলি জালা) (চিরদিনের মতরে)

(তাঁর পানে চেয়ে), ভুলি সব হও সমাধান

(সেই প্রেমময়ে রে) (ত্যজি মায়া-মোহরে) ।

[দশকুশী] আজি সকলে মিলি বতনে, বাঁধিব গো সে রতনে,

সঙ্কোপনে পরাণের ভারে (আত কঠিন ক'রে রে) ;

গাইব সে নাম গান (নাচিয়া নাচিয়া মোরা)

করুব শ্ৰেণ-সুধা পান, উঠবে তান প্রতি ঘরে ঘরে ।

শুন ভাই ! অংশার বাণী (মধুর মধুর মধুর রে)

সবে কর জয়ধ্বনি এল নাম পাপী তরা'বারে ।

কর সবে নাম গান, (সুমধুর হরিনাম রে)

হয়ে যাও সমাধান ডুব হরিনামের সাগরে ।

[একতালা] আনন্দ বদনে বল হরেকৃষ্ণ নাম রে ।

আমরা যত ভগাই নাধাই সবে পাব জ্ঞান রে ;

বদন ভরিয়া কর হরিনাম গান রে ; —

(হরি হরি হরিরে) (হরেকৃষ্ণ বলরে)

ভুলিয়া সংসার কর নাম-সুধা পান রে ;

এত দিনে এল ভবে মধুর হরিনাম রে

(বৃষ্টি পাপী তরাইতে রে) (বৃষ্টি গোলোকে লইতে রে)

কে বেন আর আর ডাকে কাঁপায় পরাণ রে ;
 হরিণাম সুধা-রসে হও সমাধানরে (মিছে মোহ-মায়া ত্যজরে)
 (মিছে পাপতাপ ভুল রে) (মিছে খেলাধুলা ছাড়রে) !

[ধামাল] ভুলিয়া সংসার-সুখ হও অগ্রসর,
 নাচ গাও ডুবে থাক কেন লোক ডর ;
 ডুব দিলে প্রেম-অতলে মিলিবে মিলিবে রতন (ওরে পাগল কিরণ) ।

ভৈরবী—খবরা ।

না দেও দরশন, না চাহ মিলন, মনেমনে ভালবাসিব তোমায় ।
 মনেমনে প্রেম ক'রে হোঁচল মনে, মনেমনে যাব বিকটিয়ে পায় ।
 মনেমনে সদা ভাবিব তোমারে, মনেমনে প্রেম-মুরতিটি গড়ে,
 মনেমনে বসাইয়ে হৃদি'পরে, মনে মনে নিরখিব প্রাণ ভরে ;
 মনে মনে বনফুল নিয়ে করে, মনে মনে ঢেলে দিব রাসা পায় ।
 তোমারি চরণে দেহ মন প্রাণ, তোমারি চরণে জাতি কুল মান,
 তোমার চরণে সম্পদ সম্মান, তোমারি চরণে জপ তপ ধ্যান ;
 যা ছিল আমার করেছি সব দান,

কি আছে আর বাকি কি দিব তোমায় ?
 থাক না হয় তুমি ষোড়শ অস্তরে, আমি থেকে ঘরে আকুল অস্তরে,
 প্রাণভরে যদি পারি কাঁদিবারে, অবশ্য এক দিন মিলিবে তোমারে,
 চেয়ে আছি সেই আশালতা ধরে, দেখি কতদূরে নিয়ে যাও আমার ।

একতারা ।

তোরা আয়রে হরির ভক্তগণ ! আনন্দে করি সংকীৰ্তন ।

তোদের ব্রহ্মমে গড়ে যেতে, এসেছেন পতিতপাবন

(শুকে যাবি আয় রে !) ।

ও ভাই ! ভবের মেলায়, ধূলা খেলায়, হারাসনে জীবন রতন

(ওদিন গেল আয়রে, তোদের গণা দিন ফুরায়ে গেল আয়রে) ।

তোদের পাপ তাপ দূবে বাবে জুড়াবে তাপিত জীবন

(চরির নামের গুণে বে)

তোদের কাঙ্গাল হেরি রৈতে নারি এসেছেন কাঙ্গাল-শরণ

(এই কলিযুগে পাপী তাপী কেউ হবে না রে) ।

তোদের সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন, জীব চৈতন্য সনাতন

(হৃদয়-মাকে হের রে) ।

কীৰ্তন—একতারা ।

আয় রে আয়, মিলে সবাই, বাছ তুলে হরি বলি ।

এমন সুখামাখা হরিনাম, কেনবে ভাই কুন্সে রলি ?

হরিনামে বিপদ হয়ে, বলুরে হরেকৃষ্ণ হয়ে,

বাবিরে তুই ডকা মেরে, কালের মুখে দিয়ে কালি ।

কৃষ্ণচন্দ্র জগৎময়, একা কায়ো নয় রসময়,

কৃষ্ণ তারি হয়, যে জন ডাকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ।

সবে গাও মধুর স্বরে, শ্রাণ তরে, আজিরে মধুর হরিনাম ;
যে নাম গানে, তাপিত প্রাণে, সুখা সঞ্চারে ।

ডাক প্রেমানন্দে, প্রভু শ্রীগোবিন্দে, মাতারে প্রেমিক অন্তরে,
যাঁ'রে ডাকিলে মহাপাতকী তরে' ;

ও সেই পরমার্থ সুধাময় নাম হৃদে ভাব না,
ভবে সে নাম বিনা, কি আছে বল না :

সে যে অমূল্য ধন, তুমি তা' কি জান না,

তাকে সাধনা, বিষয়-বাসনা, একবার দয়াল ব'লে ডাকলে নারে ?
করে মূঢ় মন ! হর্লভ যে নাম, তুমি সে নামে কেন মজ না ?

এস ভাই ভাগনীগণে, মিলিয়ে একতানে,

গাই নিরন্তর তাঁহারে, মধুর স্বরে ।

দেহ-মাঝে রিপু ছয়, কর তা'রে পরাজয়,

তবে হ'বে তা'র অধিকারী রে,

ওভাই ! সেই নাম-রসে যদি হ'বিরে মগন,

কর সার যুগল চরণ ;

ধীনবন্ধু ব'লে, সবাই মিলে, কর তাঁ'রে সন্তোষণ ।

এখন আচ্ছন্দ-বশে, কি হ'বেরে শেষে, (কবে শমন ধরিবে রে)

চল দয়ানয়ের স্বাদ্য পায়ে মিলাইগে জনমের মতন,

হায় ! এত আছি যে অপরাধী, তাঁহার চরণে নিরবধি,

তবু তিনি ত্যজিবেন না কাহারে ।

এসে মন ! এই ধরাধামে, কি কাজ করিলে ?

না ভজি তাঁহার সে যুগল শ্রীচরণে,

ও সেই অল্পময় রূপ-মাধুরী দেখিলে না প্রাণ ভরি', যে—
 ছন্দয়-নিকেতন মাঝারে (কি আছে কপালে, কি হইবে শোষণে)
 এবার ভজরে ভাট, সে আনন্দময় নাম,
 তরিতে যদি চাও ভব-খোয়ে ।

একতারা ।

বল হরিবোল, বল হরিবোল, হরিনামে আজ মাতা ও সবে ।
 চল নগরে নগরে প্রতি ঘরে ঘরে, পায়ে ধরে' নাম বিলা'তে হ'বে
 (প্রাণ জ্বলে যে আছে) (ও নাম শুনায়ে প্রাণ শীতল কর) ।
 [মেলতা] ও কে শুনালে মধুর নাম, জড়ালে মন প্রাণ,
 'আজ ছন্দয়-বন বৃন্দাশ্রম ভ'ল ।

বলবে বল, বল হরিবোল, বল বদন ভরে' ।
 দূরে যা'বে ক্ষুধা, নাম-মুখা পান করবে প্রাণ ভরে'
 (এই নাম পান কর—আর গান করবে) ।
 ভবে ভয় না রবে, হরিনামেব গৌরবে,
 অনাম্মাদে যাবে তরে, এই ভবার্ণবে :
 (সে যে) পাবের কড়ি চায় না রেভাই, বিনামূলে পাব করে
 (অধম ডাকলে পাব করে, কাঞ্চাল ডাকলে পাব করে) ।
 হরি নিজে কর্ণদার, করেন পাপী তাপী পাব,
 তিনি প্রেমিক ভিন্ন করেন না পাব, যে তাঁহারে প্রেম করে ।

তিওট ।

ওহে দয়াল হরি ! দীনে কৃপা বিতরি,
 দাও শ্রীচরণ তরি, ভব-সাগরে ।
 এ ছস্তার পারাবার, নাহি কুল কিনার,
 হেরি তার আবার তরঙ্গ, হুদে হয় আতঙ্ক, অবশ অঙ্গ ;
 এখন রক্ষ হে ত্রিভঙ্গ, দয়া ক'রে ।

এসময় কৃপাময় ! হও হে সদয়, আমি মরি হে মরি প্রাণে,
 পড়েছি ঘোর তুফানে, তোমা বিহনে অধমে কে নিস্তারে ?

[লোকা] তুমি কোথায় আছ হে ভব-কর্ণধার হরি !

এখন দেখা দিয়ে প্রাণ, করুণা-নিধান ! রাখহে কৃপা করি ;
 হরি ! তোমা বিনা আর, কে করিব পার, এ ছস্তার ভববারি,
 হরি ! এ ভব মাঝারে, দীনদীনে তারে, নয়নে না আর হেরি,
 অকুল জলধি মাঝে কুল দাও আমারে ।

[লোকা] এখন হইয়ে সদয়, ওহে কৃপাময়, এস হে বিপদ কালে,
 বারেক ধরিয়ে ক্ষেপণী, শ্রীচরণ-তরণী, তা'সারে জলধি-জলে ;
 (নৈলে ডুবে মরি—পাপ তলে) ;
 (আমার ধর ধর দীনবন্ধু হে, বুখা যায় হে জীবন)
 (আমার পারে বা ওয়া হ'ল না বৃষ্টি হে)

[ছুটো] আমার বড় সাধ আছে মনে, পূজিব তব চরণ হে—

(চরণ ধুয়ে যে দিব হে,—তঙ্কি-বারি দিয়ে)
 - (চরণ সাজারে মিলি হে,—প্রেম-পুষ দিয়ে)
 (বড় সাধ,—সংকলন জুগলী দিবে)

জ্ঞান-নেত্রে যে দেখিব, (তোমার অভয় যুগল চরণ)

(সাধ পুরাতে হ'বে হে,—ওহে তক্তাংশু-কল্পতরু)

[তিওট] আমি কেন হেন সাধ করি ?

দেবের ছর্গভ যে চরণ, যোগে পায়না ষোণিজন,

বনে মূনিগণ পায় না চরণ ধ্যান করি ;

হয়ে সংসারে স্থিরীভূত, সদা কুকর্মে রত,

হয়ে বিপুল বশীভূত, নিদ্রিত ফিরি ।

[গোফা] এই ভরসা মনে আছে হে, ওহে দয়াময় !

স্বপ্নে তরে যে সে ত আপন গুণে,

নিগুণে তার হে তুমি নিজগুণে,

তুমি হে সঞ্চল সঞ্চল-বিহীনের, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়,

ওহে দীননাথ, অনাথ-শরণ, পাতকী জনার নরক বারণ,

বিপদ কালেতে শ্রীমধুসূদন, ডাকিলে ঘুচাও ভয় ;

তবে কেন না তরিব ভব-ঘোরে ?

[ওহে দীনত গেল সজ্জা হ'ল—হয়]

তাই থাক'তে সময়, দীন দয়াময়, আৰ্জ্জি করে' রাখি ।

তখন হয় কি না হয়, মনে উদয়, পাছে পড়ি ফাকি ।

হ'বে শীতল অঙ্গ, ভবের লীলা সাজ,

(আমার এই ধূলি-খেলা সাজ হ'বে)

(যে দিন ধূলায় অঙ্গ ধূসর হ'বে)

বেদিন পিঞ্জর ফেলে, বা'বে চলে, আমার পরাণ-পাখী ।

যেদিন এই রসনা, আমার বশ রবে না,

(তোমার মধুর নাম বলা ফুরাইবে)

সেই শেষের দিনে, মনে প্রাণে, যেন একবার ডাকি ।

যে দিন শমন এসে, আমার ধরবে কেশে,

(যে দিন দশেক্সিঙ্গ অবশ হ'বে হে)

সেদিন তোমার চরণ পায় দরশন আমার অঙ্কর আঁখি ।

ফকির কেঁদে ভাবে যেদিন দিন ফুরা'বে,

(বলি দীননাথ ! দীনের দিন মনে রেখো হে)

দিও চরণেতে স্থ'ন, সজ্ঞান অজ্ঞান, যে ভাবেতে থাকি ।

বৃথা অবসান, মন দিনমান, তোলা বয়ান, ডাক হরি ব'লে ।

নামে পাষণ গলে, অনায়াসে শীলে ভাসে সলিলে ;

তাঁহে রসনা রসাইলে মোক্ষ ফল ফলে ।

হরি দীননাথ, অনাথের নাথ, যিনি জগন্নাথ,—

যেতে ভবনাগর পায়, হরি মাজ মাঝি তার,

চরণ-তরণী সার, কাণ্ডারী আপনি শ্রীনাথ ;

একবার নাচ দেখি মাতোয়ারা গুরে মন-স্বজ,

ছাড় রস-রঙ্গ, অসং সঙ্গ, সফল কর অঙ্গ ;

(ও হরিবোল বলেরে, হরি হরিবোল বলে রে)

যত্নে মিলে রতন, ভক্তিতে নারায়ণ পেরেন বন্ধন,

বাঁধ জোড়েতে রাজ্য চরণ মহীতলে ।

কাবোদ—রাপতাল।

সবে মিলি একই প্ৰাণে হরি বলে' ডাক্‌রে ভাই !

হরি কেমন করে, থাকে দূঃর, দেখ্‌ব রে আজ দেখ্‌ব তাই !

তোরা ডাকিস্‌ যদি তাঁরে ডাকার মতন, ডাকিস যদি—

(আজি শত হৃদয় মিলাইয়ে) (সবে সম প্ৰাণে সমতানে)

(শত হৃদয়ের আকর্ষণ) (আজি পরাণের ব্যাকুলতার)

তবে হবেনারে বনে রোদন (বিফল হবেনারে, বুখা হবেনারে) :

হরি সহজে কি কারো বিনয় মানে, সহজেকি—

(কারো স্ববস্তুতি নতি শোনে) (কারো কাছে এসে দেখা বেয়)

(দেখা দিয়ে ছিল প্রহ্লাদে) (হরি দুঃখীর কথার কর্ণ দেয়)

(হরি দীনদুঃখীরে দয়া করে) (হরি পাপীর পানে ফিরে চায়)

যার বল থাকে সে টেনে আনে (যার হৃদয়ের, যার পরাণের) :

সবে ডাক্‌রে তোরা মঞ্চে' নাম-রসে, ডাক্‌রে তোরা—

(হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলে') (হররাম হররাম বলে')

(সবে হৃদয় ভরে, বদন ভরে) (কাতর হিয়ার রোদনের বলে)

(পাপীর রোদন বিনে নাহি ক বল) (পাপী অস্ত্র গটে নরনের হৃৎ)

হরি দেখা দিবে সেখে এসে (মনোমোহন বেশে) (মধুর হেমে) :

বটে হরিনামটি হরি খরিবার ফাদ, হরিনামটি—

(হরি বেঁধে রাখ্‌বার কঠিন নিগড়) (হ'র বশ'করিবার মোহবধর)

(হরি ভুলাইবার মহৌষধি) (হরির মন হরিবার মহাধাঘা)

(হরির মন তোষিবার প্রেম-উপহার)

তাছে দিবে খরা ব্রজের সে চাঁদ,

(হরিনামের গুণে) (আজ তোদের হাতে) ।

মনোহরসাই—খয়র।

হুঃখ কইতে নারি, সহিতে নারি, রইতে নারি ধরে ।
 তুমি দেওনা দেখা, দিয়ে গা ঢাকা, সরিরে থাক হে দূরে ।
 বত পুত্র পরিজন, কামিনী কাঞ্চন, কিছুই দোষের নয়,
 যদি সকলের মাঝে, নিরখি তোমাকে, সকলই মঙ্গলময় ;
 হারাপুত্র সেজে, আছ ভব মাঝে (জীবৈ পায়না দেখা মায়ায় ম'জে)
 হরি ! তোমার এ চাতুরী বুঝে, কে আছে সংসারে ?
 জ্বব কেহ না আসে, কেহনা থাকে, কেহ নাহি যায় মরে',
 সব তোমারই মায়া, তোমারই কায়া, তুমি হে জগত জুড়ে ;
 হ'লে দেহভঙ্গ, হয় খেলা সাক্ষ (হরি ! এইটি তোমার লীলাঙ্গ)

ভীষের তাই উঠে হুঃখের তরঙ্গ ধৈর্য ধরিতে নায়ে ।
 যদি খেগিবার লাগি, এসে থাক তুমি, খেলাও তবে ভাল করে,
 সব খেলার বোগ্য মোরে, মনে না করিলে, তেমন করে লহ গড়ে ;
 শুধু দেহ দিয়ে, রাখ ভুলাইয়ে, (তুমি দেহী থাক লুকাইয়ে)
 এহি সারা জীবন খেলে, বুড়ী না ছুঁইলে, সে খেলায় সকলে হারে ।
 তোমার মায়া আবরণ, করিয়ে মোচন, আসিবে দাঁড়াও কাছে,
 যেন ভুবন পরিষে, তোমাকে হেরিয়ে, নয়ন উঠেহে নেচে ;
 তোমার হরিনামের তরিখানা (ব'তে হুঃখীতাপীর নাই যেতে মানা)

নিরে এস কূলে, হরি হরি বলে, চল যাই ওপারে ।
 বড় নাম শুনেছি, দীন-দয়াল বলে' তোমার নাম শুনেছি—
 থাকে বা না থাকে কড়ি, যদি বলে হরি হরি, তুমি করে থাক পার,
 জাকে কিবা না ডাকে, তবু পার কর তাকে,

নেয়েগিাৰ বাবসায় তোমাৰ ;

(নইলে কলঙ্ক র'বে— নইলে নামে কলঙ্ক র বে,

যদি নামের দোহাই দিলে না তরাবে, কলঙ্ক র'বে)

অমুরক্ক ভক্ত যাগা, ভক্তি-জোড়ে তরে তা'রা,

তোমাৰ কিবা পৌক্ৰম বল তায়,

অভক্তে তরালে পরে, 'দয়াল' বলে বলি গারে,

নৈলে নামের মহিমা নয়,

(বড় দায় ঠেকেছহে, নামের গৌরব রাখ তে গিয়ে দায় ঠেকেছহে)

যদি, নামের গৌরব রাখতে যাবে, দায় ঠেকে তরাতে হবে,

নইলে আর কেউ নাম লবে না হরি,

দুঃখী তাপী পার করিতে, বসে আছ ভবের ঘাটে,

নিষে তোমাৰ হরিনামের তরি ; সেই হরি নামের তরি খানা,

নিষে এস কূলে, হরি বলে, চলে যাঈ ওপারে ।

আমাৰ এই করে শ্ৰীহরি ! তোমাৰ নাম নিষে দেই গড়াগড়ি ।

পদে রাখ কিম্বা ঠেলে ফেলহে, (ঐ চরণ) শ্ৰেয়সফুলে পূজা করি

(পূজা হয় কি না হয় তুমি জান) ।

(আমি) বিরলে বসিয়ে, তব নাম নিষে, দিবানিশি শুধু কাঁদি,

(যেন) কাঁদিতে কাঁদিতে, হেরি হৃদয়েতে, ঐরূপ মুদে আঁখি ;

(যেন দেখতে পাই হে) (সে সময় দেখা দিও হে) (মোহন বেশে)

মরে বাই, কৰ্ণত নাই, যেন ভুলি না তোমাৰ,

অসময়, রসময় ! তুমি হয়ো না নিদয় ;

আমার কর্ম দোষে জন্ম যদি হয় (জনম নিতে হয় হে)

(আমার এ জন্মে শেষ না হ'য়ে ।

ঐ নাম ফোটে কিনা ফোটে রসনা, যেন বদনে বলে হরি

(আমার এই কয়ো হে দয়াল হরি !) ।

সদা দয়াল দয়াল দয়াল বগে ডাক্‌রে রসনা ।

বাঁ‌রে ডাক্‌লে অঙ্গ শীতল হবেরে, বাঁ‌বে রে বম-বত্নণা ।

ওরে মন পাপী ! শুন সমাচার,—

দয়াল নামটি কর সার, যদি বাঁ‌বে ভব-পার ;

দেখ মিছা কাজে মত্ত হয়ে, সে নাম ভুলে থাকোনা ।

ওরে ডাক্‌বে তাঁ‌‌রে অনিবার,—

তিনি দয়ার অবতার, তিনি ভবের কর্ণধার ;

ওমন ! ভাক্তভাবে ডাক্‌লে পরে, শমন ভয় আর রবে না ।

আপন আপন করে রে বল ?—

এসেছিলে ভবের হাটে মিছে দিন গেল ;

ও ভাই মোহমায়ার মুখ হয়েরে, মিছে খেলা আর খেলো না ।

ওরে সাধন এসে বাঁধ্‌বেরে বধন,

কোথায় রবে ঘর দরজা, কোথায় রবে ধন ;

তখন বন্ধুজন্য বিদায় দিবে রে, সাধের সাখী কেউ হবে না ।

বেহাগ—একতালি ।

হরি ! তোমার লাগিরে পাগল হইহু ;

(তবু) লাজ তর কেন যায় না ?

ভেবেছিহু কত কহিব শুনিব, দেখে কোন কথা মনে হয় না ।

জানি আমি তুমি পরাণের পরাণ, তুমি আমার সব জপ তপ ধ্যান,

তব পদ ভিন্ন অন্য নাহি স্থান, তবু অভিমান যায় না ।

তুমি চাও আমার টেনে নিতে বৃকে, হৃদয়ে সে বল দিলে কৈ আমাকে,

চরণ ছুঁইতে যার ভয়ে চিত্ত কাঁপে, সে যে আর তোমাকে পায় না ।

দেখো যেন আমার হেন দশা দেখে, ঠেগিয়া কেলিয়া বেণুনা বিপাকে,

গতি মতি-হীনে মনে যেন থ'কে, (দয়াল) নামে যেন দাগ রয়না ।

যেমন হ'লে তুমি আপন হও, দয়া করে' আমার তেমন করে লও,

তোমার মতন সরল স্বভাব আমার দাও, (মনের) মলিনতা যেন রয় না ।

যেমন করে চাও তেমন ক'রে হরি, তোমার যেন স্মৃথে ভজিবারে পারি,

নাম নিয়ে যেন যাই গড়াগড়ি, (তোমার) প্রেমে যেন বিমুখ হই না ।

আমার জাতি কুল মান যত লাজ তর, এই নেও তোমার দিলাম দয়াময়,

দেহ মন প্রাণ লও সমুদয়, (আমার) কিছুই যেন আর রয়না ।

[উপজ্ঞ] সব নিয়ে যাও হরি,— ধর ধর নেও,

ধর নেও সব নিয়ে যাও হরি, আজ দিতে এসেছি দিয়ে যাব,

সব নিয়ে যাও হরি, আমি এসব দিয়ে কি করিব,

কেবল তোমায় নিয়ে স্মৃথে র'ব, (সব নিয়ে যাও হরি)

আমি তোমাকে লইতে, ভিত্তারী হইয়ে, মাগিরে খাটব পথে ;

লোককে দেয় দিবে কারি, কলঙ্কের ডালি, সাধিয়ে লইব মাথে ।

ଚୌତାଳ ।

ଶୁନ ମନ ଆମାର ଯେ, ରସନାତେ ଜପ ହରିନାମ !
 ହରିନାମାମୃତ ଅବିରତ, ପାନ କରିବ ସତତ,
 ଜୟୀ ହବେ ରବିସୁତ, ଜିନିବେ ସଂଗ୍ରାମ ।
 ହରି ପରବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମାର ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ-ସନାତନ,
 ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମୁନିନ୍ଦ୍ର ଈନ୍ଦ୍ର କରେନ ଯୋଗ ସାଧନ ;
 ଚରି ବିଷ୍ଣୁରୂପୀ ସର୍ବ ମୁକ୍ତାପାର ଚରି ଭିନ୍ନ ଅନ୍ତ କେ ଆଛି ଆର,
 ହରି ବ୍ରହ୍ମ, ହରି ମନ୍ତ୍ର, ଚରି ସାରାଂସାର ;
 ଜପେ ହୋମେ ବଞ୍ଚେ ହରି, ସକଳ ଦେବେର ସାଧନ ହରି,
 ତାହିତୋ ବଳି, ବଳ ହରି, ପୁଣ୍ୟେ ମନହାମ ।
 ଯେ ଜନ ଯତ୍ୟୁକାଳେ ଚରି ବଳେ, ସେହି ପୁଣ୍ୟାବାନ୍,
 ଐତିହାସିକେର ଶୁଖ, ଅସ୍ତେ ଯାମ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ;
 ଶୁକର ଯତ୍ୟୁକାଳେ ଶୁନେ ହରିନାମ, ଶମନଧାମ ଯେତେ ହ'ଲ ନା ସେ ଧାମ,
 ନାମେର ଜୋରେ, ଡକା ମେରେ, ଯାମ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ;
 ତାଜିୟେ ଶୁକର ମୁର୍ତ୍ତି, ଧରି ଚତୁର୍ଭୁଞ୍ଜାକୃତି,
 ହରି କରୁଲେନ ଚରି-ପ୍ରାପ୍ତି, ପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଲୋକ-ଧାମ ।
 ସର୍ବ ବଞ୍ଚେଧର ହରି, ନବଧନ ଶ୍ରୀମ,
 ହରି ଦର୍ଶହାରୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ-ତଜ୍ଜନ ;
 ଅନାଥେର ନାଥ, ସେ ଦୀନନାଥ
 ଯେ ଭଜେଛି, ସେ ପେରେଛି, ଓ ସୁଗଳ ଚରଣ ;
 ତା'ର କି ଶମନେର ଭୟ ଆଛି, ଶମନ-ସଂଗ୍ରାହେ ଜୟୀ ହରେଛି,
 ଭବ-ପାରେର ପଥ କରେଛି, ପା'ବେ ଯୋକ-ଧର୍ମ ।

হরি পরমাশ্রু, পরম ভক্ত, পরম পদার্থ,
 ভক্ত ভিন্ন কেবা জানে মাহাত্ম্য ;
 বলি বিভীষণ ভীষ্ম কপিল অর্জুন,
 অশ্বরৌষ নারদাদি বাউল সনাতন ;
 এরা কিঙ্কিৎ জানেন মাহাত্ম্য, পরম ভক্ত জেনে ভগবান হে,
 বলির দ্বারে দ্বারী হয়ে করেন দাপত্ত ;
 ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডার হরি, গোলোকবিহারী (অবোধ মনরে !)
 ঐ গোকুলে গোলোকচন্দ্র, গোবর্দ্ধনধামী ;
 হরিতে ষা'র রতিমতি, হরিতে ষা'র দৃঢ় ভাক্ত,
 হরি করেন হরিপ্রাপ্ত, বৈকুণ্ঠেতে দাম ।
 নাচ মন ! হরি বলে, ছ'বাহু উর্দ্ধে তুলে বিশ্বলে,
 নাচ মন হরি বলে, নাচ মন ছ'বাহু তুলে ;
 কর্ণের কলুষ-ব্যাদি, হরিনাম মহৌষধি,
 পান কর নিবরধি সকলে ;
 এষ্ট হরিনামের ভরে, সদাশিব শ্মশানে ফেরে,
 মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুঞ্জয়ী নাম-সাবন বলে হে ;
 এই হরিনাম সংকীৰ্ত্তন কর সকলে,
 তাই বন্ধু দ্বারা স্মৃত সকলে মিলে ;
 কর হরিনাম সংসার, এ সংসার সকলি অদার, রে ;
 ভেবে দেখে ত্রিসংসারে কেহ নাহি কা'র ;
 এ দেখ পতন হ'বে, তখন এসব কোণায় হবে,
 কেবল মাত্র সঙ্গে ষা'বে শ্রীহরির নাম ।

মুখে মীনবন্ধু হরির নাম তুই ভুলিস না রে—

এমন মধুর নাম তুই কোথায় পেলি, ওরে রসনারে ।

(রসনা—রসনা—ওরে রসনা রে !)

নাম ব্রহ্মা জপে ব্রহ্মজ্ঞানে, যোগী জপে বোঃ-সাধনে,

এমন মধুর নাম তুই কোথায় পেলি রসনা রে !

এ নাম শিব জপেছে পঞ্চ মুখে, নারদ বীণা-রবে,

এমন মধুর নাম তুই কোথায় পেলি রসনা রে !

নামে শমন দমন, রোগ নিবারণ,

যম-ভয় আর হবে না রে (এমন মধুর নাম)

এ নাম গোলোকে গোপনে ছিল, কে আনিল পাপীর তরে,

এমন মধুর নাম তুই কোথায় পেলি, ওরে রসনা রে !

একতারা—লোকা ।

হরিনাম বধ বল আমার মন-রসনা !

মন-রসনা, নামে রস না, সুখামাথা নাম বল না !

ঐহিক-রমে, মায়াব বশে, ভুলো না রে মন,

দিন ফুরালে কোন দিনেতে আসিবে শমন (ওকি কর্বি তখন) ।

সংসারে আসিয়ে রে মন, বিষয়-কাজে থাক,

দিনান্তে একান্তে একাধি প্রাণকান্তে ডাক (পদে তক্তি রাখ) ।

হরিনাম ল'য়ে প্রহ্লাদ মৃত্যুকে জয় করে,

হরিনামে জগাই মাদাই অজামিল তরে (তাইতো বলি তোরে) ।

বিবিধি বাসব ভব যা'রে ন পায় ধ্যানে,

সেই হরি আসিবেন তক্তের স্বদয়-বৃন্দাবনে (নাচিবেন সংকীৰ্তনে) ।

তক্তবাহা-করতক তক্তেরি প্রাণধন,

তক্তভনে তরাইতে করেন নাম বিতরণ (ভেবে দেখনারে মন) ।

যে নামে কলুষ নাশে অলস করো না,

দিবা নিশি হরি হরি হরি বল না (কর কাল ষাপনা) ।

ভীমরতি হবে বখন, জ্ঞান যা'বে হ'রে,

রসনা অবশ হ'বে মহাবাধি ঘেয়ে (বলতে দিবে না রে) ।

আভরণ সব কেড়ে ল'য়ে, ভগ্ন বসন দিবে,

সংসার-বাসনা তখন কোণায় তোমার র'বে (কে আর সঙ্গে যা'বে)

ভাই বন্ধু ফেলে দিবে তুলসীর তলে

দীনবন্ধু হরি আসি করিবেন কোলে ।

ভবনদী পার হ'তে মন ! চাই না ধন কড়ি,

হরি হরি হরি ব'লে দাও না গড়াগড়ি (হ'ব ভবে পারি) ।

দ্বিজ বৈকুণ্ঠের এই পাসনা, মন-রসনাব হয়,

হরিভক্তের হরি তুমি দিও পদাশ্রয় ।

বদন ভরে' হরি হরিবোল ।

ভবে সব অনিত্য, সত্য সত্য হরির স্মৃতি পান কেবল,

শেষের পথে সঙ্গে যেও হরিনাম মাত্র সম্বল ;

সব মায়ার কারসাজি, ভায়ী বাবাজি, ছায়ী বাজি, ভূ'য়া গোল ।

কি ফল দেহ ধারণে, কি ফল দেহ ধারণে,
 ধারণ যে নাহি করে নিখিল জগ-ধারণে ।
 বৃথা নয়ন বৃথা ময়ূর পুচ্ছ পরি অভিমত,
 মনোমোহন-রূপ স্তম্ভাপানে যেই বঞ্চিত ।
 ক্রৌড়নক যুগমুর্দ্ধা সম শির কিরীট-মণ্ডিত,
 ভবতারণ-চরণে, যেই নাহি হয় লুপ্তিত ।
 আবর্জনা কুণ্ড সম শ্রবণ গহ্বর,
 নাহি বহে যাহে, নাম-অমির নিকর ।
 ভেক জিহ্বাসম মরণ ডাকি আনে,
 ধিক রসনা, বিরত হরিনাম গুণ গানে ।

— — —
 মনোহরনায়ক-লোভা ।

আমার কি হইবে ?
 শুধু মুখের হরি নামে—কি হইবে ?
 আমার প্রাণে তো ও নাম ফোটেনা—কি হইবে ?
 শুধু নামের কোলাহলে—কি হইবে ?
 আমার হিয়ার তো ও নাম শুনিবে—কি হইবে ?
 নামে মন ডুবিল না—কি হইবে ?
 আমার হৃদয় তো ও নামে গলে না—কি হইবে ?
 নামে মজে' না ডাকিলে—কি হইবে ?

চিস্তয় মম মানস হরি চিদ্বচন নিরঞ্জন ।
 কিবা অমুপম ভাতি, মোচন মূবতি ভকত-হৃদয়-রঞ্জন ।
 নবরাগে রঞ্জিত, কোটী শশী বিনিন্দিত,
 সেকরূপ আলোকে, বিক্রমী চমকে, পুনকে শিহরে জীবন ।
 জুদি-কমলাসনে, ভজ তাঁর চরণ,
 দেখ শাস্ত মনে, পেম নয়নে, অশরূপ প্রিয়-দর্শন ;
 চিদানন্দ রসে, ভক্তি-যোগাবেশে হওরে চির মগন ।

একতারা - লোকা ।

মনের আনন্দে বে হরি হরি বল ।
 হরি হরিবোল বল, হরি হরিবোল !
 সাধের জনম বুয়ে ষাধ বে ; এমন দিন আর হ'বে না বে ;
 মিছে মারায় ভুলে না রে ; (শিয়রে শমন রসে)
 মিছে দেহের গুমর ছাড় বে ;
 হরি হরিবোল বল, হরি হরিবোল (একবার বল বল রে) ।
 ভাই রে ! ভ্রমেতে ভুলিয়ে, কুপথে চলিছ সন্ধান না পাইয়ে,
 যখন আসিবে শমন, করিবে বন্ধন, সকলি র'বে পড়িয়ে—
 (সঙ্গে কিছু যাবে না রে) (এত যে যতনের বৈভব) ।
 ভাই রে ! এ ছার বৈভব পড়ে রবে সব কিছু না যাইবে সাথে রে ;
 আর সোণাতে রূপাতে জড়িত হইলে, যম কি ছাড়িবে তারে রে ?
 (তারে ধম ছাড়বে না রে) (করে বন্ধন ক'রে ল'য়ে যাবে) ।

হরি বলে দেবগণে ন'চে ।
 নাচেরে গৌরাক আমার ভকত-সমাজে,
 ছ'নহনে প্রেমধারা অপরূপ সাজে ।
 ঋষিগণ হবে নাচে তানন্দ বদনে,
 বাল্মীকি বশিষ্ঠ নাচে মুদিত নহনে ।
 ঈশা নাচে, মুশা না'চ, ছ'বাহ্ তুঙ্গিয়ে (প্রেমে পাগল হয়েয়ে)
 দেবর্ষি-নারদ নাচে বীণা বাজাইয়ে ।
 নাচেন প্রাচীন সাধু দাউদ ভূপতি,
 তার সঙ্গে জনক যুধিষ্ঠির মহামতি ।
 মহাযোগী মহাদে! নাচেন আনন্দে, (প্রেমে পাগল হ'য়েয়ে)
 তার সঙ্গীজন না'চ, লয়ে শিক্ষাবন্দ ।
 বালক প্রহ্লাদ নাচে, নাচে নিত্যানন্দ, (হরিবোল বলেয়ে)
 তার মাঝে নৃত্য করে যত ভক্তবৃন্দ ।
 ক্রব নাচে, শুক নাচে, নাচে হরিদাস,
 তার মাঝে মাঝে নাচে, যত ব্রহ্মদাস ।
 শঙ্কর বাসুদেব নাচে, রাম শাকাম্বিনী, (সাছোপাক লয়েয়ে)
 ধোগী ভক্ত বৈরাগী প্রেমিক কন্দী জ্ঞানী ।
 নাচে রূপ সনাতন অটবৈত মুকুন্দ (কেউ বাকী বৈল নায়ে)
 তার সঙ্গে শ্রীনিবাস মুরারি রামানন্দ ।
 পাপী নাচে, সাধু নাচে, নাচে ভ্রুংখী ধনী,
 নারীগণ মধুঘরে করে জাধ্বনি ।
 জাতি কুণ অস্তিম্যান সব পরিহারি,

ব্রাহ্মণে চণ্ডালে নাচে কোলাকুলি করি ।
 আপনার প্রেমে হরি হইয়ে পাগল,
 (হরি আপনি মুখে হরি হারি বলে)
 ভক্ত সঙ্গে নাচ আর বলে হরিবোল ।
 চারি দিকে দেবগণ—মাঝেতে শ্রীহরি,
 সবে মিলে নাচে গলা ধরাধরি করি
 (কিবা শোভা আশা করি রে ! ।।
 ভক্ত সঙ্গে স্তুতা করে ভকত-বৎসল,
 পদভরে স্বর্গ মর্ত্য করে টলমল ।
 মকলের সঙ্গে নাচে বিধি বাদিগল,
 দেশ-কালের ব্যবধান করিয়ে খণ্ডন (হরি-পদতলেয়ে)
 গলে নাচে মৎস্তগণ, অকালেশিবহঙ্গ,
 তরুবাঁজ বায়ু ভরে কংকত রঙ্গ !
 নদী নাচে, সিন্ধু নাচে, তুলিয়ে তরঙ্গ,
 তার মাঝে করেন হরি লীলারস-রঙ্গ ।
 প্রেমদাস সবাকার চরণে পড়িয়ে,
 হরি বলে নাচে ভূমে গড়াগড়ি দিয়ে ।

কীর্তনের হুর ।

হরিনাম-সুধাসিন্ধু-নীয়ে ;

ভাসিয়ে দে দেহ-তরী হরি বলে' রে ।

ও তার বাবার সময় কত রত্ন কুড়াইবি রে ।

ও তার কুলে পড়ে ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম রে ॥

ଓ ଭାହି ! ସେ ଜଳଧି ନିରବଧି ସୁଧମୟ ରେ ।

ଓ ତାର ବ୍ରହ୍ମ, ଆଦି ଦେବଗଣେ ସୁଧେ ବିହରେ ।

ନବ ହଲ୍ଲୋଡ଼ ବଳେ ଭାହି ! ଚଳ ସଦ୍‌ବରେ ।

(ଓ ତୋ'ର) ଛକ୍ତି-କୁନ୍ତ ଲୟେ' ଚଳ ଶୁଣା ଆନି ରେ ।

ହରେନାମ କଲୌ —କଳିତେ ଅଶ୍ଳ ଗତି ନାହି ଭାହି ।

ହରେନାମ ହରେନାମ ହରେନାମେବ କେବଳମ୍ ;

କଲୌ ନାସ୍ତ୍ୟେବ ନାସ୍ତ୍ୟେବ ଗତିରଗ୍ରନ୍ଥା—

(ହରିନାମ ବିନେ ଆର ଗତି ନାହି ରେ) (ଭବ-ପାରେ ବେତେ) ।

ସତ୍ୟେ ଧ୍ୟାନ, ହେତାୟ ଯଜ୍ଞ, ହାପରେ ପୂଜନ,

(ଶ୍ରେ) କଳି ଯୁଗେ କେବଳ ମାତ୍ର ନାମ-ସଂହାର୍ତ୍ତନ ।

ହରେକୃଷ୍ଣ ହରେକୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣକୃଷ୍ଣ ହରେହରେ,

ହରେରାମ ହରେରାମ ରାମରାମ ହରେହରେ ।

କୀର୍ତ୍ତନ—ଏକତାଳା ।

ଦିନ ଗେଲ ଦୌନବନ୍ଧୁ ବଳେ ଢାକରେ ରସନା !

ବନ୍ଧି ପେସେଛ ଗାନୀ ଜନମ ହେମାତେ ହାରା'ଓ ନା ।

ସିଦ୍ଧେ କାମ କରୋ ନା ଗତ, ସଲ୍ଲିକଟେ କାଲାଗତ, ହଠରେ ଜାଗ୍ରତ ;

ଓରେ ନାମାୟତ ଅବିରତ, ପାନ ବିନା ତ୍ରାଣ ପାବି ନା ।

ଭାହି ବନ୍ଧୁ ସୁତ ଦାରା, ସକଳ ସୁଧେର ସୁଧୀ ତାରା, ନା ଦେଖ୍‌ଲେ ସାରା ;

କେଦିନ ହବିରେ ତୁହି ଭାଗ୍ୟାଢ଼ା, ନଜେତେ କେଉଁ ଧାବେ ନା ।

ওরে বলরে আমার মন একবার হরিবোল ।

এ নাম বলবি মুখে থাকবি মুখে—বল হরিবোল ।

নামে সকল দুঃখ দূরে যায়—	”	”
এ নাম ব্রহ্মা রূপে চতুর্ভুজে	”	”
এ নাম শিব রূপেছে পঞ্চ মুখে	”	”
এ নাম নারদ রূপে বীণা-বলে	”	”
নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল	”	”
নামে ক্রব ক্রব-লোকে গেল	”	”
নামে প্রহ্লাদের বিপদ গেল	”	”
নামে জগাই মাধাই উদ্ধারিল	”	”
এ নাম ষতই বল ততই ভাল	”	”
নামে তাপিত্ত প্রাণ শীতল হয়	”	”
এমন মধুর নাম আর কোণায় পাবি	”	”
এ নাম মধু হ’তেও স্তম্ভুর	”	”
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে	”	”
নামে প্রেমানন্দ উদয় হবে	”	”
এনাম কোথা ছিল কে জানিল	”	”
এ নাম গোলোকে গোপনে ছিল	”	”
এ নাম জীবের ভাগ্যে ভবে এল	”	”
আজ কাল বলে’ দিনত গেল	”	”
ভোর বৃথা জনম বয়ে গেল	”	”
দিনান্তে নিশান্তে একবার	”	”

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

পরিশিষ্ট ।

ভূমি স্বয়ম্ভু হৃন্দর, ভূমা ভয়ঙ্কর, তুঁ পরাংপর নমস্তে !
 ভূমি ত্রিলোক-কারণ, ত্রিলোক-পালন, ত্রিলোক-ভারণ নমস্তে
 ভূমি কালাকাল গতি, চরাচর স্থিতি, সত্যশুদ্ধমতি নমস্তে !
 ভূমি করুণা-নিদান, মঙ্গল-বিধান, পূর্ণ প্রেমজ্ঞান নমস্তে !

পরজ—আড়া ।

দীন-দয়াময় ! দীন জনে দেখা দাও ।
 করুণা-ভিখারী আমি, করুণ'-কটাক্ষে চাও ।
 চরণে উৎসর্গ দান, করিতেছি এই প্রাণ,
 সংসার-অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও ।
 আপনার ছিল ষায়া, চিনিতে না পারে তারা,
 বিরূপ বিরূত মূর্ত্তি দেখিয়ে আতঙ্কে স রা ;
 ওহে আত্ম হ'তে আত্ম, সব মিথ্যা তুমি সত্য,
 সঞ্জীবনী দৃষ্টে তব শোধন করিয়া লও ।

সুমনর-নন্দিত, ত্রিদুঃখ-বন্দিত, রূপরস-রঞ্জিত, জয় জয় হরি !
 ফণধর-শরন, জগধর-বরণ, হৃদধর-শরণ, কৃষ্ণ কংসারি ।
 পাপি-বিনাশনে, সাধু পরিভ্রাণে, ধরম স্তম্ভনে, ভবে অবতরি',
 স্তনাইলে তব্ব, দেখাইলে বস্ম', প্রসারিলে সত্য, কত লীলা করি' ;
 উদ্ধারিতে জীব, কৃষ্ণরূপে তবে, অবতার্ণ ভবে পূর্ণরূপ ধরি,
 যমুনার তীরে, প্রেম-ভক্তি-নীঃঃ, ভাসাইল সুরারে জীব ৩৭-তরা ।

বেদ'মা—গৌতম

ওহে জগজন-পাতা, শোকতাপ-শাস্তিদাতা,
 রূপানেত্রে চাহ পিতা, ভক্তজন প্রতি ।
 দীনবন্ধু ! দীনজনে, দাগ এ শক্তি মনে,
 আমরণ ও চরণে, থাকে যেন মতি ।
 তোমার ইচ্ছার বলে, চন্দ্র সূর্য্য তারা জলে,
 শত শত গ্রহ চক্র ঘোরে অনুক্ষণ ;—
 মহাঘোর শূন্যময়, আছিল এ লোকত্রয়,
 তোমারি কটাক্ষে সব হইল সৃজন—
 স্নেহ প্রেম দয়া দিয়ে, রেখেছ ভুবন ছেয়ে,
 তুমিই করুণারূপ ব্যাপ্ত চরাচর,
 তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু হর, ধায় তোমা নিরন্তর,
 জীবন ত্যজিতে পারি দেহ এই বর ।

নানাড়ি স্বাধাঙ্গ—একতারা ।

অনাথ-নাথ হে ভয়-হুঃখকারি !

ধন ধন হে করুণা তোমারি !

সুঃখ হুঃখে প্রভু তব প্রসাদ নেহারি,

শুণ্য সাপে তব মঙ্গলকারি ;

মোহ জ্ঞানে তব প্রভাব প্রসারি,

নিখিল বিশ্ব দৃষ্ট প্রেম মহিমারি,

জয় জয় হোক তোমারি !

—•—

গোপাল গোবিন্দ হরি গোপকুল-রঞ্জন ।

বশোদা-দুঃখাল, রাখাল-ভূপাল, ভানুসুত-ভয়-ভঞ্জন ।

পীতবসন-ভূষিত অঙ্গ, বংশীধারী দেহত্রি হঙ্গ,

শিরে শিখি পুচ্ছে কত না বঙ্গ, নঃনে নীল অঞ্জন ।

নীল অঙ্গে নালিমা জড়িত, বিশিবিষ্ণুভোলা ভাবে বিগলিত,

অভঃ চরণে ভকত পালিত, ভবস্তার-ভীতিভঞ্জন ।

বল বল হরি বল ।

নামই সম্বল রে, জীবের ধর্ম অর্থ মোক্ষ কল ।

নামের তুলনা নাহিরে ভুবনে, পঞ্চমুখে গান মেতে পঞ্চাননে,

পরম বতনে নামামৃত পানে, নাচে ভোলা লয়ে ভুত সকল ।

এ নামের গুণে রিপু পলায় দূরে, শমন স্বঘনে ধার নিজপুরে,

তাই চল চলে বলে হরি বলে, মানব জনম করিতে সকল ।

হবে মুরারে মধুকৈটভারে !
 জয় জয় জগবন্ধু করুণাসিদ্ধু বংসায়ে !
 এস অসতির গতি, ত্রিভুবন পতি,
 গতিবিহীন জনে তার তাংহে ছুস্তারে ।
 এস দুঃজন-দর্পহ রী, পরব্রহ্ম বংশী।।১।।
 করুণা করি এস, শমন-শাসন-সংহারে !
 এস দীন-দঃখ নাশিতে, ত্রাসিতে তুষিতে,
 ভকত-বৎসল হ'র নিজগুণ বিস্তারে ।

অ ড়াঃঠকা ।

বহু ক্রম ধরেছ বলে স্বরূপ তোমার চিন্তে নারি ।
 স্বরূপ তোমার কিরূপ, আমায় চিনা ধে দেও দয়াল হরি !
 আমি অন্ধ, হাতে ধবে, পথ দেখায়ে দেও আমায়,
 ভক্তনের বল দেও অস্থির, ডাকিতে যেমন পারি ।
 কি ভাবেতে ডাকলে পরে, দীনহীন কাজালের ঘরে,
 অস্মেত পার দয়া করে, সেভাবে 'সংখ্যে কৃপা করি ।
 হরি ! তোমার কাছে যে ত. যায়া বাধা দেয় সে পথে,
 রক্ষা কর তাদের হাতে তোমার যুগলচরণ ধরি ।
 আমারে কর তোমার, চাহিনা যে কিছু আর,
 শ্রীচরণে দিয়ে তার, ভবসিদ্ধু দেই পাড়ি ।
 সহজ সরল প্রাণে, বসে থাকি তব ধ্যানে,
 দয়া কর দীনহীনে, দয়াময় নাম তোমারি ।

এস সেইরূপে দাময় !

যুগে যুগে হরি, যেই রূপ ধরি, অখিলে দিয়াছ অমৃত অন্ময় ।

এস দুষ্কন-দল শানিতে, এস কলি-কলুষ বিনাশিতে,

ধূয়ে মুছে বাক্‌ সব পঙ্কাপ, তব প্রেম করুণা-বারিতে ;

তোমার আশায় ষাপ নিশি'দন, হবে কণে প্রভু তব শুভোদয় ।

তুমি আসিবে বলিয়ে তোমার অ শাধ, ষাপি নিশি'দন ওহে লীলাময় ;

চিত-বিনোদন আর কত দিন, যোগনিদ্রা-বশে রবে ভাবে লীন,

জাগ প্রভু, কর সাধুজন জাগ, নাহলে কে আর নাশিবে ভয় ।

সংসারে পবমারাধ্য সেই সে একজন ।

(ও সে) নিরাকার সচ্চিদানন্দ

তারে কেউ চেনে, কেউ চেনে না ।

(তারে) বৈষ্ণবে কয় দিগু হরি,

শৈবে কয় শিব জটাধারী, শাক্তে শঙ্করী ;—

সে কি পুত্রব-নারী চিন্তে নারি, যুক্তি শাস্ত্রে মেলে না ।

(তার) চরণ নাই সে চলতে দক্ষ,

নয়ন নাই সে করে লক্ষ্য, স্থূপাদি স্থম্ব ;—

(আবার) বদন নাট সে বলে বাক্য, অগক্ষ্য তার নিশানা ॥

(তার) ধাম জানি না, নামটা শুক,

ও সে শুক্ক বাহু-কল্পতরু, অতি সুচারু ;—

তঁারে হলে' যে জন চলে, (তার) অকূলে কুল মেলে না ।

এস ভগবান, এস ভগবান, এস ভগবান,

নব যম শ্রাবল সাজে ।

আজি রেখেছি আসন পাতিয়া, এস সুন্দর সৌমা মূর্তি ধরিয়া,
এ শুভ লগনে হইবে আরতি, জানার উৎসব কাজে ।

সন্ধ্যা বাজনা উঠেছে বাজি, সকলে চম্বারে এসেছে সাজিয়া,

এসগো বাশরী ব'জাটয়া, আমার মন্দির মাঝে ।

গাইছে সকলে মঙ্গল গান, বাহবে উঠেছে বাশরার তান,

গভীর স্বনে সকল পরাণে, উঠুক বেজে বেজে ।

এস শক্তি রূপে ভগবান, এস আশিস্ রূপে ভগবান,

সত্য হউক আমার প্রাণ, তোমার সকল শুভ কাজে ।

—

রাম-কৃষ্ণ শ্রাম-শ্রামা শিবে ভেদ ভেবোনা আমার মন ।

নাম রূপের গেলাপে ঢাকা আছেন সেই এক নিরঞ্জন ।

ভেদ ভেবোনা, নাম ছেড়োনা, সুখ পাবে না তার কখন,

বহুতে এক দেখলে তবে পাবিরে সেই মুগাধন ।

চিনির ছাঁচে উট হাতি বোড়া পুতুল পাকী রপ হয় যেমন,

বার যেমন মন, লয় সে তেমন, এক চিনিতেই সব গঠন ।

অস্থি মাংস মেদ শোণিতে সবার শরীর কয় সৃজন,

এক অস্মারাম বিহরেন তার, কে হিন্দু আর কে খমন ।

সাধ যদি তোর থাকে রে মন, পেতে সত্য সনাতন,

ভাসিয়ে দেনা দ্বৈষাদ্বেষি পড়না চোকে প্রেমাঞ্জন (জানাঞ্জন) ।

তোমা নারায়ণ, সবি সমর্পণ,
 করে' অ মি খালাস ভব-সংসারে ।
 শুধু আমি হুদে, ছ'টি আঁশি মুদে,
 দেখ'বো প্রাণভরে' সদা তোমায়ে ।
 তুমি যা করা'বে, আম তা করিব,
 (তোমার) নামের নিশান তুলে বসে' রব ;
 আমিত্ব বুচায়ে, তোম'তে মিশিয়ে,
 ডুবে'রব তব প্রেম-পাথারে ।

বেহাগ—আড়া ।

হরি ! আমার এই করিলে ?
 অপার সংসার-জলে ধরিয়ে ডুবালে,
 আশা ছিল মনে মনে, তব নাম সংকীর্ণনে,
 দিন কাটাব এ জীবনে, সে আশা যায় বিফলে ।
 তুমি হে ভগতপতি, তব নামে নাই মতি,
 কি দোষে হেন দুর্ন্যতি আমাকে দিলে ?
 পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম, স্নকর্ম্ম কি দুর্কর্ম্ম,
 সকলি তোমার' কর্ম্ম মিছে দোষী আমায় বলে ।
 সংসারে অশান্তি হিয়ে, বিষয়-দড়া তায় জড়ায়ে,
 রেখেছ আমার বান্ধিয়ে, কঠিন শৃঙ্খলে ।
 দিবারাত্রি অষ্টপ্রহর, তব নামে নাই অবসর,
 করে রাজমোহন কাতর, তাই স্থান দাও অকর চরণ-তলে ।

আমার লও লও তুলে, ও পদ-কমলে,
 আমি দীন বলে পায় ঠেলোনা ।
 আমি অভাজন ভকতিবিগীন, তোমার স'ধন ভজন জানিনা ।
 কত আন আলাপনে, বিষয় পরশনে
 আমার হৃদয়ের মংলা গেলনা ;
 কত নাম করি, গুণ গান করি, আমার অনুরাগ প্রাণে এলনা ।

কাপড়াল ।

আমার হৃদয় ছেড়ে আর যেওনা হে দালা হরি !
 হৃদে থাক, হৃদে জাগ, হৃদে মাথ প্রেম তোমারি ।
 হৃদয়ের দেবতা তুমি, অনুগত দেবক আমি,
 শিখারে দেও সেবার্ত্ত, শ্রীপদে মিনতি করি ।
 বসে আছি ভাল ছাড়িয়ে, কুণ্ডলে তরি ভাসায়ে,
 মনের মতন সাধন দিহে, মনমোহনের মন লও কাড়ি ।

হরি হরি বলে, কবে যাব চলে,
 ছাড়ি এই ভব, তাই ভাবি মূনে ।
 এ ভবের জালা, করে কালাপালা,
 বেড়ে গেল বেলা জীবন-গগণে ।

ধাকিবনা আর এছার ভবে, এ ভবে কে সুখী হ'য়েছে কবে,
 যেখানে প্রাণের শাস্তি হবে, চল মন ! সেপা ত্বরিত গমনে ।

হরিনাম দিবানিশি স্মৃথে তাসি' গাওরে ;

প্রেমে মজিয়ে—চলে' যাও রে ।

নামে মজে', নাম ভজে', নামে তুলে' পাল,
খুলে' তরী, দাওনা পাড়ী, জোরে ধরে' হা'ল ;

কাল-ঝঙ্কা-বায়—হেলে' ধাওরে ।

নাম-সুধা ভব-ক্ষুধা নাশে ছুনিবার,
সুখ-রসে, দুখ নাশে, কাটে ভব-ভার,

নাম-সাধা-প্রাণ—গড়ে' নাওরে ।

হরি হরি হরি বলে, গাহ সবে কুতুহলে,

যুচে যাবে ভবের বন্ধন ।

অমিয় মধুর নাম, গাও সাধে অবিরাম,

পলাইবে রবির নন্দন । ২

দারা, স্ত্রী, ধন, জন, যা-কিছু বল আপন,

এ সকলি মায়া'র স্বপন—

নয়ন মুদিলে শার, কেহ নাহি হবে কার,

সঙ্গে কিছু বাবে না তখন । ২

এই যে সাধের দেহ, কত যত্ন অহরহ,

জান কিছু তার পরিণাম,—

শ্বাস বন্ধ হবে ববে, আত্মীয় স্বজন সবে,

পুড়ে করবে ভাঙ্গ্যে সমাপন । ২

বেলাত ফুরিয়ে গেল, খেলাধুলা স'ঙ্গ হল,
 (হর) সম্মুখেতে আঁধার ভীষণ,—
 ত'াতে পুনঃ এল ঝড়, লাগিবে বিষম ডর,
 মোহ ঘোর ভাঙ্গিবে কখন । ২

বালাকালই হরিনামের অধিকারের মূল ।
 মনে বয়না (তখন) নিধর-বেড়া, (জড়ে) বুদ্ধি থাকে স্থূল ।
 বুঝাবুদ্ধির চিন্তা নানা, (তাদের) শীঘ্র যায় না (সং) পথে অন্যায়,
 মনে রয় বিষয়ের টানা, তাদের স্ব স্বরূপ হয় ভুল ।
 ক'চি মন কোমল সহজে, সরস মন সহজে মজে,
 নালক প্রাণের বাকুল ডাকে, রক্তের কাপবধু হয় আকুল ।
 ছেলেকালে ভজ পে হার, কৃপা করেন বংশীধারী,
 আহা ! সে কেমন সুশে ভা. (ফোটে যেন) চারাগাছে ফুল ।

মূলভাণ্ড—একতাল্য ।

বল হরিবোল, হ'র হরিবোল, হরিনাম ভিন্ন সব গণ্ডগোল ।
 হরিনাম ভিন্ন, কলি কালে অগ্র, গতি নাষ্ট নাই ইহা শাস্ত্রবোল ।
 মথি সর্কশাস্ত্র পুরাণাদি সিদ্ধ, তাহাতে উদিল হরিনাম-উদ্ভূ.
 দেহ মন প্রাণে পশি সুধাবিন্দু, সুশীতল করে নামের হিজোল ।
 চিত্তদর্পণের ইহাই মার্জ্জন, ভ'দা-বাংল হয় নিকাপন,
 মঙ্গল-চন্দ্রিকা করে বিতরণ, ব্রহ্মবিद्या লাভের ইহাই মূল ;
 আনন্দ-সমুদ্র করয়ে বর্জন, প্রাতিপদ পূর্ণ সুধা আশ্বাদন,
 প্রেম্যানন্দে প্রাণ করে নিমগন, জয় জয় হরিনামের কলোল ।

যদি রূপ খানিকে লুকিয়ে রেখে, অরূপ হ'য়ে থাকবে হরি !

তবে, চোখের মাঝে রূপের নেশা, প্রাণের 'পরে এমন তুষা,

কেন জাগালে হে বংশীধারী !

রূপের তরে আজ মন মজেছে, আর কি হরি রইতে পারি ?

ডুব দিব আজ রূপসাগরে, প্রাণতরে পান করব 'ওরে,

বিশ্বে যত আছে রূপের বারি ।

আজি, রূপের মাঝে দি গো ধরা, ওগো আমার অরূপধারি !

যেক্রমে, মন মেতে যায় ভালবেসে, আজ সেইরূপেতে

আমি মোহের ধার আর কি ধারি ?

যোগিনী বিভাস—একতাল

তো'র দিন গেল বিফলে ।

ডাক করবোড়ে, প্রাণতরে তারে, হরেকৃষ্ণ হার বলে' ।

সাধনের ধন মানব জনম, ভেদে যায় ভব-জলে,

হরি স্নান সনাতন, পাতকনাশন, ডাক তা'বে কতু'লে ।

অহরহ দেহ হ'তোছে বিনাশ, নিশ্বাসের কি আর আছে'রে বিশ্বাস,

রলি কি আশ্বাসে, ডাক পীতবাসে, এট বেগা হৃদয় খুলে ;

আজ কিম্বা কাল না হয় ছ'দিন পরে প্রাণ-পাখী যাবে চলে,

শমন ধরিয়াকে কেশে, তবু কি সাহসে, পীতবাসে রলি ভুলে ?

(হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল) ।

নমঃ ॥ পুষ্টিস্বাস্থ্য-ভঙ্গ্য ॥

নমঃ নারায়ণ ব্রহ্মসনাতন,

জয় জয় কেশব জয় দানবারি ।

যুগে যুগে চরি, অবনীতে অবতরি,

ভকত-মানস-সাধ পূরাও মুরারি ।

অকৃতি অধমে নাথ ! দেহ পনতরি ;

যম-বাতনা আর সহিবারে নারি ।

হে দেব দয়িত জগন্নাথ !

জগতের প্রতি কর শুভ দৃষ্টিপাত ।

অনন্ত কল্যাণ শুণময় তুমি সৰুপ

বিশ্ব তরি' হ'ক তব কৃপা-বিশ্রপাত ।

নিজগুণে জীবগুণে কর আত্মসাৎ ।

ভৈরো ।

কমলাসনে কমলা-সনে কমলাপতি বিহর ।

করুণা করি করুণাময় ! করুণা-কণা বিতর ।

শীতাম্বর শীতাম্বরে, মোহন মুরলী অধরে ধরে',

পাতকী তরাতে পতিতপাকন পাতকী হৃদয়ে বিদুর ।

কলুষ ভরা বলুষ অন্তর, বলুষনাশন হরহরি হর,

পঙ্কিল পরাণে হেম-সুধা দানে হ'য়েনা প্রভু বিশ্বর ।

কোমল পুষ্প হরি তব প্রেম-সুখ,
 শিরশি দিয়ে তব প্রেমের আধার ;
 ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরি, তোমার মাধুরী
 (আমি যেখানে ফিরি, তোমার মাধুরী ছড়ান আছে)
 বিফল নয়ন ধরি প্রেমের পাথর !
 কাঁদিয়ে আকুল হই, সিন্দুরীয়ে তরী কই,
 প্রেমার্ণব মাঝে গিথে অতলে ডুবিয়া রই ;
 এস হবি দধা করি (যেখানে আছে হে)
 (ওহে তোমার কঙ্কাল তোমার ডাকে)
 মুহূহে নয়নের বারি, এনে দাও পারের তরী, জলধি মাঝার ;
 অতলের তলে ডুবি প্রেম পারাবার !

প্রভাতে যারে নন্দে পাখী, কেমনে বল তারে ডাকি,

কোন ভরসায় তাঁরে মাগি ?

কুহুম ল'য়ে গন্ধ বরণ, নিষ্ঠি নি'ত যারে করেছি বরণ,
 এ কণ্টক বনে কি ক'র চরণ, কোন ফুলে বল মে পব ডাকি ?
 নিশার আধারে ডাকিব তোমারে, যখন গাবে না পাখী,
 কণ্টক দিব চরণে যবে, কুহুম মুদিবে আঁখি ;
 হেন পূজা যদি নাহি লাগে ভাল, কেন তুমি মোরে করিলে কান্দাল
 বল হে হরি ! আর কত কাল, সুদিনের লাগি রহিব জাগি ?

প্রভু, দাঁড়াও তোমার দেখি ।
 নিয়ে সকল দাবী-দাওয়া, তোমার আমার হয়নি চাওঙ্গি,
 আজ কে বধন চোখ তুলেছি দূরে পালাবে কি ?
 ওগো ছই চোখে মোর কুণার না যে তোমার রূপের আঙ্কে,
 লক্ষ কোটি নয়ন দিলে হ'তো যে মোর ভালো ;
 নোজোর ছেড়া মস্ত হিয়া, চলেছে মোর পথ ভুলিঙ্গি,
 থামুক সে মোর বারী আজি চরণ তলে ঠেকি' ।

—•—

ভীষণলক্ষ্মী ।

দেখি শ্রীচরণ, জুড়াক এজীবন, আর এ বস্ত্রণা সহে না এ
 বারে বারে হরি, সহিতে না পারি, জননী-জঠর-বস্ত্রণা ।
 এই অংঘের জাতি, ওহে বহুপতি, করহে কিঞ্চিৎ করণার

—•—

দিন্মু—ঠুংনী ।

হৃদয়-বেদনা সহিতে পারিনা, কোথা প্রভু তুমি হে !
 তুমি ছাড়া প্রভু, শাস্ত নাহি কভু, দাও শাস্তি প্রাণে হের
 আপন ভাবনা ভাবিতে পারি না, লও মম ভার হে ;
 আখির উপরে, দাঁড়াও এসে গীরে, দেখে প্রাণ জুড়াই হে
 শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে, সঙ্গী হ'য়ে থেকোঁকি হে ;
 ভূমি বিনে আর, কে লটবে ভার, দুর্কহ জীবন হে ।

—————

আমি কি উঠিতে পারি'—

ভূমি নহি ভূমিগে হাত ধরিয়ে আবারি

সদা নীচগামী, বহু-সিঁদুরিয়ারি,—

ভাঙ্গর করণে সেও পদনবিহারী ;

তুলে ধর—তুলে ধর বাছ প্রণারি'।

আমি তব লাগি চেয়ে পথ পানে,

নিশিনিশি জাগি আকুল পরাণে,

শুধু তব নাথ ! দরশ-ভিখারী ।

যদি আস কভু ত্বরা চলি' যাও,

দীন বগি' তবু কিবে না'হি চাও ;

এও কি কঠিন হৃদয় তোমারি !

ভঙ্গন-।

হৃদি-বৃন্দাবন কুঞ্জ মাঝে বিহর হৃদয়-শ্যাম ।

শঙ্খ চক্র গদা পদ্মে শোভিত ত্রিভঙ্গ ঠাম ।

সপ্তমল কমল গন্ধে, পদারবিন্দে পরাগ বন্দে ;

ছন্দে ছন্দে ধমনী-রক্ত প্রবাহ মস্ত্রে তৈল নাম ।

রক্ত কমল দৌ নরর ফালে,

অরূপ রূপের রূপসান শ্যাম নয়নে নরর শুই বাধে ;

ইন্দ্রিয় পূঁচ দণ্ড শিখর তুলে, অরিত্তি করে রূপের নেউলে,

শঙ্খ দণ্ডা মন-কল্লোলে, নাদ পূরিত আঙ্গ ধাম ।

শ্রুতাত হইল, পৃথিবা জাগিল, বিহুগ গাইল জয় নারায়ণ ।
 ফুলকুল হাসি, দশন বিকাশি, সমীরে স'গিলে সুবাস রতন ।
 পুলকে প্রাচীতে, হাসিতে হাসিতে পৃথিবীর তম নাশিতে নাশিতে
 প্রেম প্রকাশিতে, জীব আশ্বাসিতে, উদিলেন ভানু পূর্ণ পুরাতন ॥

ভজন—ত্বেপ্কা ।

ওগো তোমারেই প্রাণের মাঝে পূজিব ।
 শয়নে স্বপনে, সজনে নিৰ্জনে, তোমারি আশায় থাকিব ।
 সুদিনে দুর্দিনে, কাননে ভবনে, যথায় থাকি প্রভু গো ;
 কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে, তোমারি লাগিয়ে, নিশিদিন তোমায় ডাকিব
 হাটে মাঠে ঘাটে, সুখেতে শকটে, তোমারি নাম গাইব ;
 হ'লে পথহারা, দিবে তুমি সাড়া, তোমা পানে ধাইব ।
 তোমারি জগতে, পরাণ জুড়া'তে, তোমারি শরণ লইব ;
 তুমি দীনবন্ধু, করুণার সিন্ধু, তোমাকেই সদা চাইব ॥

প্রসঙ্গী স্তব—একতাল।

হরি ! বিরাজ মম অন্তরে । চাহি নিরন্তর হেরিবারে ॥
 শয়নে স্বপনে র'ব, সদা তব ধ্যান ক'রে,
 আমি কাটাব দিবা যামিনী, আনন্দে স্মরি, তোমারে ।
 তুমি মম হস্তা কর্তা, তাই জানাই তব গোচরে,
 দেখো অস্ত্রিমে যেন প্রভু, থেকে মম হৃদি' পরে ॥

ভৈরবী ।

এই কহিতে দিক গৌ আমারে নিও না নিও না সরারে ।
কখন-বরণ সুখ-ছুখ দিলে, বকে ধরিব জড়ারে ।
কলিত শিখিল কামনার ভার, বহিরা বহিরা কিরি কত আর,
নিজ হাতে তুমি গেথে নিও হার, কেণে না আমারে ছড়ারে ।
কি শিখাসিত কামনা বেদনা, বাঁচাও তাহারে মারিয়া,
কেন করে যেন হয় সে বিজয়ী তোমার কাছেতে হারিয়া ;
বিকারে বিকারে দীন আপনারে, পারিলা কিরিতে ছুগারে ছুগারে,
জ্ঞানারি করিয়া নিও গৌ আমারে, বরণের মালা পরারে ।

ঝিঝিট—একতারা ।

সুবধুর যনে, বাঁশরীর গানে, কে যেন ডাকিলে যার গৌ ;
ককতের লোক, ভুলি তাপ শোক, দেখিতে তাঁহারে ধার গৌ ।
জনে আশাবানী শুভ সমাচার, খুচল জীবের মোহ হাহাকার,
কিজনতে বত পাপীদের ভার, সে কেন সাধিরা বর গৌ ।
কে গো তুমি বসে হৃদয় মাঝারে, কি বলিলে বল ডাকিব তোমারে,
ছুমি, পুরুষ কি মেধে ধুঞ্জিতে গিরে, বিরিকি হল তন্দ্রয় গৌ ।
কেউ বলে তুমি ভাস্কর সবিতা, কেউ বলে গণপতি সিদ্ধিদাতা,
কেউ বলে ঈশভোগা মহেশ গিরিশ মৃত্যঞ্জয় গৌ ।
কেউ বলে তুমি অগৎ-মাতা, কেউ বলে হরি অধম-ত্রাতা,
এ যে, বিষম ফাঁকি বুঝিব বা কি, কিরণ জেবে না পায় গৌ ।

হৃদয় সরসী নীরে করি কেলি মাধব !
 মম-মন-পদ্মে দেব ! রথি-পাদ-পদ্ম তব ।
 চরণ পরশে হোক মুকুলিত কমল কলি,—
 পাষণ পরাণ মম প্রেম-রসে ধাক্ গলি ;
 গীতাস্বর ! পীতবাসে, উদয় হও হে হনাকাশে,
 জ্ঞান-আধি-দিয়ে দেখি মূর্তি তব অভিনব ।

দাদু-ব্রা ।

হরি হে ! আপনি নাচ আপনি গাও, আপনি বাজাও তালে তালে ।
 মালুষ তো সাক্ষী গোপাল, মিছে 'আমি আমার' বলে ।
 ছায়া-বাজীর পুতুল যেমন, জীবের জীবন তেমন,
 দেবতা হ'তে পারে যদি তোমার ঐ পথে চলে ।
 দেহ বস্ত্রে তুমি বস্ত্রী, আত্মারথে তুমি রথী,
 জীব কেবল পাশের ভাগী, নিজ স্বাধীনতার ফলে ।
 সর্ব মূলধার তুমি, প্রাণের প্রাণ হৃদয়-স্বামী,
 পাপীকে সাধু কর তুমি নিজ গুণা-বলে ।

কোন্ পূজো নাহি হরি বিন ।
 দুখ হর কর জিন টারে দূর দুর্দিন ।
 দীনকী দেখ রেখ রাখে—
 পল ময় করত সব কাম কঠিন ।

তুমি হুখের বেশে এলে বলে কব করি কি হরি ।
 নাও ব্যথা বডই, জোয়ার তডই, নিবিড় করে বরি ।
 আবি শূন্য করে জোয়ার স্রুগি, হুঃখ নেব এক জুলি...
 আমি করবো হুঃখের অবসান আজ সকল হুঃখ বরি ।
 কত সে মন কত কিছুই, হজম ক'রে ফেলি নিতুই,
 এক মন-ই তো হুঃখ দেবে তারে নাহি ডরি ।
 তুমি তুলে দিবে সুখের বেদনাল, ছিলে আমার প্রাণের আড়াল,
 আজ আড়াল তেঙ্গে দাঁড়ালে মোর সকল শূন্য করি' ।

শ্রীহরি-চরণ শরণ লইয়ে, বপন তরিয়ে বল হরি হরি ।
 কেটে যায় দিন, তনু হয় ক্ষীণ, চল তাই প্রভুর চরণ ধরি ।
 (ওরে) কেন বৃথা ঝাড়া-মোহ-ঘোরে, বিধে অন্ধ সম বেড়াস্ ঘুরে,
 ও তাই সব বাবি যদি হরিপুরে, চলয়ে হরির চরণ স্মরি ।

ভৈরবী—তেতলা ।

মন হরি গুহরণসে, লাগরে অরে অউর বাতসো ভাগরে ।
 মানুষ্য জন্ম বৃথাকো খোঠে জন্মতাত জৈসে ফাগরে ।
 ইধা সংসারু রৈরণিক সপনা সোঠেব কথা আব জা রে ।
 বিষর বাসনা স্বাদ জগতকে সব জিয়ন্তেতু ভ্যাজরে ।
 বিকুদাস হুখো যৌ চাহে হরিচরণ ন চিত পাগরে ।

(আমি) মুখে বাল হরি মনে অঙ্ক করি,

(জাতি) প্রেমবারি

বধন মনে করি, মরুত পাশরি,

ধানযোগে করি ধারণা ;—

(আমার) দশ ছয় বোল, তারা বাদী হ'ল,

নানারূপে করে ছলনা ।

গোবিন্দ বলিবে, ছ'বাহ তুলিয়ে

মনপ্রাণ কেন নাচে না ;—

(ভানি) ভাকার মত করে', একবার ডাকলে পরে,

দুঃখ পরিতাপ আর থাকে না ।

এমন সুযোগ, আর কোন যুগে,

হয় নাই আর হবে না ;—

ব্রত উপবাস, না চাহে সন্ন্যাস,

(শুধু) নামাভাসে পূরে কামনা ।

শুনেছি পুরাণে, সাধু-শুক-স্থানে,

হরিনামের নাই তুলনা ;—

কল্প-কল্পান্তরের, সর্বপাপ হরে,

ভাকার মত ডাকে বে জনা ।—

“পাগলের” মন, না হ'তে আপন,

করুণের বচন মানে না ;—

(আমি) বধনে বা করি; যাত্রাকালে হরি,

নাম যেন তোমার তুলি না ।

তোমারে নমন ভরিয়া প্রাণের আশী মিত্র

তোমারি নামেতে মিশিয়া গলিধা আকুল হইয়া যাইব ।

কবে আসিবে সেদিন জানিনা, তুমি পূর্বে হে আমার কামনা,
ওহে অন্তর্দামী, বল দেখি তুমি; কি বলে তোমারে ডাকিব ।
কি বলে ডাকিলে দাও তুমি সাড়া কেমনে তোমারে পাইব ;
কবে আমার যা কিছু সকলি বিলায়ে তোমারি চরণে লুটাব :

কিঁকিট মিত্র ।

হতদিন যার, তত কাজ বাড়ে, অবসর টুক মিলিল না ।

বসে' নিঃস্বপ্নে নিশ্চিন্তে, ক'র'ব হরির চিন্তে,

এমন দিন আমার আসিল না ।

ধূলাখেলায় গেল বালা-জীবন, বুখা রক্তরসে গেলরে ঘৌবন,
জরাব্যাদি আসি ধরিল এখন, না হ'ল আমার হরি উপাসনা ।

যদি জপে বাসি নানা চিন্তা আসে, যত প্রয়োজন সেই অবকাশে,

নিত্য এ নিগ্রহ ভুক্তি গৃহবাসে বিড়ম্বনা-হেতু এসব কামনা ।

পিতৃমাতৃ ঋণ নারিহু শোধিতে, নারিহু জ্ঞানের চরণ সেবিতে,

এখন হইয় সদা চিন্তে, শমন আসি অন্তে,

দিবে বুদ্ধি আমার অশেষ যত্নপী ।

জেনেওনে তবু স্নেহে বন্ধ আছি, সঙ্গে বা যাবেনা তাই রাখি ঢাকি,

ভুলেও ভুলে না ডাকি, যদি ফেঁকে ল'ন পাতকী,

তবে যুচে পান্দর তরে আনোঙ্গোনা ।

দূরে ঝাঁপ তাঁর কান অতিবান, এক আত্মাকে ভেদ করে
 সেরূপে স্বরূপ মিশে, দিবানিশি খেলার হেসে,
 আলোকে আঁধার নাশে, হৃদে তাপে হরে হরে ।
 মনমোহন বড় বোকা, গেল না তাঁর মনের খোকা,
 সোজা পথে হ'ল ঠেকা, একা সে যাইতে পারে ।

উম্ম কলাপ—আড়াঠেকা ।

কর নাম সার ;

হরিনাম-মালা গলে পর বর্ষহার ।

নাম-রসে ডুবে থাক, আর কভু উঠ নাক'

নিরজনে চেয়ে দেখ যাবে হাহাকার ।

ভেসে বাও সে হিল্লোলে, ঘুমে থাক তাঁরই কোলে,

গগন ভেদিয়া কর নামের হুকায় ।

বলে পাগল কিরণ, কেন চোখে দুঃস্বপন,

সঁপে দাও তুমুমন ঘুঁচবে বিকার ।

গাওরে গাও হরি নাম ।

গাও সবে মিলে, শ্রমের হিল্লোলে, গাওরে অবিরাম ।

তবে পুরিবে কামনা, শুচিবে যাতনা, হরিনামে পাবি মোক্ষধাম ।

ওরে হরি হরি বল, কর হরিনাম সঙ্গল,

হরি সুখ, হুরি শান্তি, হরি প্রাণারাম ।

কোথা মুনিগে সবি আধার, কে করে কার ঠিকানা ?
 কোথায় ছিলে, কোথায় এল, কোথায় বাবে জান না ;
 তুমি যে কাহার, কেবা তোমার, মিছে “আমার” ভাবনা ।
 ধন-দৌলতে, মান-দাপটে, শেষের দিনে স্মর না ;
 এমনি ভাবে, দিন কি বাবে, যমে যে ভাই ! ছাড়বে না ।
 করম্ কর, ধরম্ কর, তাজে সব কামনা ;
 সত্যত বন্দন, কর নন্দনন্দন, দুঃখ ভবে রবে না ।

টোড়ি ভৈরগী—আড়খেণ্টা ।

এমন কল কি কোথায় পাবি ?
 কলের তব পেসে পাগল হ'বি ।
 কোথায় অনল, কোথায় জল, (এর) কোথায় আছে বায়ুস্থল,
 কোথায় আকাশ আছে প্রবল, কোথায় আছে কলের চাবি ?
 কল চালাচ্ছে কোথায় বনে, বোগী পার না বোগে বসে,
 কিসে কল বার আবার এনে, অবশ্রম্ভাবী ;—
 কলে হচ্ছে কত বল, এ আজ্ঞাশ্রবি কল,
 কলে পড়ে' কল খাচ্ছে খাবি ।
 যদি এবার বাচ'বি কলে, তব নে তুই হরি বলে,
 তত্ত্বাতীত আছেন কলে, তাঁর হাতে চাবি ;—
 ও সে এমনি কারিগর কুলর খেচর, জগচর সব ভাবের ভাবী

তর্কি বড় সত্য দেখেছে হঠাৎকারে, আমি কই নাই যেদিনে
 সংহসিত করে ষেধরক্তাশান, বলা বলহানে করে অপমান,
 তুমি সর্বশক্তি জুড়ি ছারবান, দূরে কি বঙ্গিয়া দেখিছ তাই ?
 ধনীরা আঙ্গুরী কপটের জর, ধর্মের পতন তবে কেন হয়,
 তুমি যদি প্রভু দেব দয়াময়, এ নিয়ম তরে তবে কে-দারী ?
 তার চেয়ে বলি শোকহুঃখ জগা, পৌড়ন পেষণ, অবিচার তরা,
 আপনি চলেছে অরাজক ধরা, এ রাজ্যের রাজা কেহ ত ন ই ।

আর সবে মিলি, দু'টি বাহু তুলি,
 নেচে নৈচে গাই হরি-গুণ গান ।

নাম বিনা ভাই, আর কিছু নাই,

হরিও হয় না, হরিনামের সমান ।

হরিনামের গুণ বর্ণনাতীত, বীণ-বাদ্য নারদ প্রায় অবিরত,
 ত্যজি সোনার কাশী, হরে শ্রাণনবাসী, পঞ্চমুখে গনি গান পঞ্চানন ।
 ডাকার মত কে জন হরি বলে ডাকে,

সে জন শু কখন পড়েনা বিপাকে,
 তজ-সখা হরি রক্ষা করেন তাঁকে,

অস্ত্রমে গোলকে দেন তারে স্থান ।

কোথা তুমি থাক, কেন মোরে ডাক, কেন তব পানে খাই ।
কোন্ পরাণের টানে, কোন্ বাণীর তানে,
কোন্ মধুর গানে, তোমা পানে ছুটে বাই ।

তোমার ছুঁবারে কেব খাকি পড়ে, কেন তব নাম নিরঞ্জে গাই ।
জানি না কি জ'ন, প্রাণ ধরে টান, কেন তব স্পর্শ সদা পেতে চাই ।
ভূষিত তব প্রেমে, চলে বাব তব ধ'মে,
তব নামে তব ধ্যানে, প্রাণে তৃপ্তি পাট ।

সাহাশ—খেট্টা ।

করি বলে' ডাকরে গমন ! ভক্তি করে মধুর করে ।
ডাকলে হরি দিনেন দেখ', বড় নয়াল ভক্তের তরে ।
শিশু বৎস হান্না করে, ডাকলে মা থাকলে দূরে,
ছুটে আসে অম্বনি করে, বৎসের ডাকে ছুটু করে ।
ভেম্বনি করি ভক্তের ডাকে, রৈতে নারে আর পলকে,
ভক্ত-হৃদয়ে প্রেমালোক প্রকাশে হাসির অন্তরে ।
এক প্রাণে জগৎপ্রাণ, বাধা আছে এম্বনি সন্ধান,
আকুল হ'লে ভক্ত প্রাণ, সে তান বাজে তাঁর ভিতরে ।
সে তানে পড়িলে টান, প্রাণেতে মিশে বার প্রাণ,
ভক্ত হয়ে বার ভগবান, জগৎভরা একরূপ ধরে ।

(৩রে) সে থাকিলে সব থাকিবে, অভাবে কলিকারী ।
 সুপিলে সর্বস্ব তাঁরে, সে ঠিক বে ছাড়িতে পারে,
 তুমি চাও তাঁহারি হ'তে, সে তো রে তোমারি ।
 নাহিক আর অলু মতি, সদা ভাবি' সে মূরতি,
 যার বুচেছে সকল গতি, তার গতি শ্রীহরি ।

বেশমল্লার—যথামান ।

মনরে ! মানসে কর মানস সাধন ।
 সাধিলে পূরিবে সাধ পারি সাধনের ধন ।
 আছে ভবে বহু কৰ্ম্ম, সুকৰ্ম্ম কি দুকৰ্ম্ম,
 ত্যজিয়ে ঐ কৰ্ম্মাক্ষয় ভাব জনাৰ্দন ।
 ত্যজরে মন তর্জন গর্জন, আর আগমন,
 বিসর্জনে করিবে দুর্জন, বর্জন কর দেহ মার্জন ।
 ভাবরে সচ্চিহানন্দ, দূর কররে নিরানন্দ,
 ঐ আনন্দে মহানন্দ, বলে রাত্তমোহন ।

সাহানা ।

দুঃখ দেছ যদি তাহে নাহি ক্ষতি সহিবারে দেহ শক্তি ।
 তোমারি দান এ কারা যদি, চাহিনা লভিতে মুক্তি ।
 তোমারি করুণা নিখিল জগতে, কোন্ পথে কে পারে বলিতে,
 হুঃখ সুখ নাথ ! মিলিত তোম্যতে, তোমারি কঠিন মূর্ত্তি ।

জয় জয় বাদন, জলনিধি বাদব ধাতা
 শ্রুতি মাত্ৰাখিল জাতা ;
 অরণে করয় সিদ্ধি দীন দয়ানিধি
 ভকতি মুকতি পদ দাতা ।
 জগজন জীবন অজন জনার্দন
 দমুজ-দমন দুঃখহারী :
 মহাদানন্দ কন্দ পরমানন্দ
 নন্দনন্দন বনচারী ।
 জগত বিদ্ধু বিধু মাধব মধুরিপু
 মধুর মুকতি মূরনাশী ;
 কেশব চরণ সরোরুহ কিঙ্কর
 শঙ্কর এহ অভিলাষী ।

চায়াসট ।

অগতির গতি হরি ! গতি মোর কি হবে ?
 দারুণ শমনে টানিছে' সঘনে চেতনা কনিও পথব !
 পুণ্যর গুড়ুলি পাপত মজি, শেষের সমল নেচালে' তজি ;
 সিপারেদি শুনি মুরলি আজি, উধাতুরে খোজ উধাব ।
 শত বাসনাই জিকিমিকি করি, নয়নের মণি নিলে চুর করি
 নমনো তোমাকে নিরা ধরি ধরি, নইলে ঘুরিয়ে ঘুগাব ।

